শব্দে শব্দে আল কুরআন

দ্বিতীয় খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শব্দে শব্দে আল কুরআন

দ্বিতীয় খণ্ড

সূরা আলে ইমরান ও সূরা আন নিসা

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
সম্পাদনায় ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
(বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত)
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

স্বত্ব ঃ আধুনিক প্রকাশনীর

আঃ প্রঃ ৩৩৬

১ম প্রকাশ

রমযান	১৪২৫
কার্তিক	১৪১১
অক্টোবর	২০০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
(বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত)
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN by Moulana Mohammad Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 100.00 Only

কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?"–(৫৪ ঃ ১৭)

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকূ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকূ'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম,

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত।

কুরআন মাজীদের এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী আইনের গবেষক মুহ্তারাম মাওলানা মুহাম্মদ মূসা সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন।

এ সংকলনের ১ম খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সম্পাদক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তাহলো, মানুষ ভুল-ক্রটির উর্ধে নয়। আমাদের এ অনন্য দুরূহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ক্রটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

প্রকাশ, ১ম ও ২য় খণ্ডে অনিবার্য কারণে পৃষ্ঠার ধারাবাহিকতাকে ঠিক রাখতে হয়েছে। তৃতীয় খণ্ড হতে খণ্ডে খণ্ডে নতুন পৃষ্ঠা নাম্বার দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন।

বিনীত

—প্রকাশক

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

১. সূরা আলে ইমরান ---------- ৩২৬
১ রুকূ' ---------- ৩২৮
২ রুকূ' ---------- ৩৩৬
৩ রুকূ' ---------- ৩৪৬
৪ রুকূ' ---------- ৩৫৪
৫ রুকূ' ---------- ৩৬২
৬ রুকূ' ---------- ৩৭১
৭ রুকূ' ---------- ৩৭৯
৮ রুকূ' ---------- ৩৮৪
৯ রুকূ' ---------- ৩৯২
১০ রুকূ' ---------- ৩৯৯
১১ রুকূ' ---------- ৪০৬
১২ রুকূ' ---------- ৪১২
১৩ রুকূ' ---------- ৪২১
১৪ রুকূ' ---------- ৪২৭
১৫ রুকূ' ---------- ৪৩৪
১৬ রুকূ' ---------- ৪৩৯
১৭ রুকূ' ---------- ৪৪৫
১৮ রুকূ' ---------- ৪৫৪
১৯ রুকূ' ---------- ৪৬০
২০ রুকূ' ---------- ৪৬৭
২. সূরা আন নিসা ---------- ৪৭৫
১ রুকূ' ---------- ৪৭৭
২ রুকূ' ---------- ৪৮৮
৩ রুকূ' ---------- ৪৯৭
৪ রুকূ ---------- ৫০৬
৫ রুকূ ---------- ৫১৬
৬ রুকূ ---------- ৫২৪
৭ রুকূ ---------- ৫৩৩
৮ রুকূ ---------- ৫৪৩

৯ রুকূ' ৫৫২
১০ রুকূ' ৫৬০
১১ রুকূ' ৫৬৫
১২ রুকূ' ৫৭৫
১৩ রুকূ' ৫৮১
১৪ রুকূ' ৫৮৯
১৫ রুকূ' ৫৯৩
১৬ রুকূ' ৫৯৯
১৭ রুকূ' ৬০৪
১৮ রুকূ' ৬০৭
১৯ রুকূ' ৬১৩
২০ রুকূ' ৬২১
২১ রুকূ' ৬২৮
২২ রুকূ' ৬৩৫
২৩ রুকূ' ৬৪৫
২৪ রুকূ' ৬৫৩

সূরা আলে ইমরান

আয়াত ঃ ২০০

রুকূ'-২০

নামকরণ ঃ সূরার ৩৩ আয়াতের اٰلَ عِمْرٰنَ কথাটিকে নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল ঃ ৪টি ভাষণের সমন্বয় সূরাটির প্রথম ভাষণ (শুরু থেকে চতুর্থ রুকূ'র প্রথম দু আয়াত পর্যন্ত) বদর যুদ্ধের পরপরই নাযিল হয়েছে। দ্বিতীয় ভাষণ (اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ الخ থেকে ষষ্ঠ রুকূ' পর্যন্ত) ৯ম হিজরীতে নাযিল হয়েছে। তৃতীয় ভাষণ (সপ্তম রুকূ' থেকে দ্বাদশ রুকূ') প্রথম ভাষণের পরপরই নাযিল হয়েছে। চতুর্থ ভাষণ (ত্রয়োদশ রুকূ' থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত) উহুদ যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় ঃ এ সূরায় আহলে কিতাব এবং মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। সূরা আল বাকারার ধারাবাহিকতায় এ সূরায়ও জোরালো ভাষায় আহলে কিতাবের কাছে দীনের তাবলীগ পেশ করা হয়েছ। তাদের চারিত্রিক অধপতন সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মাদীকে সত্যের মশালবাহী ও বিশ্ব মানবতার সংস্কার ও পরিশুদ্ধির দায়িত্ব দিয়ে তা পালনের জোরালো নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুনাফিকদের তৎপরতার মুকাবিলায় অনুসরণীয় কর্মপন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতদের সার্বিক অধপতনের উল্লেখ করে মু'মিনদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ বদর যুদ্ধে ঈমানদারগণ বিজয় লাভ করলেও সমগ্র আরবের বিরোধী শক্তিগুলো এতে সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায় মুসলমানরা নিরন্তর ভীতি ও অস্থিরতার মধ্যে ছিল। সকল বিরোধী শক্তি একজোট হয়ে যেন মুসলমানদের এ ক্ষুদ্র দলটিকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে এমন আশংকা বিরাজমান ছিল। এদিকে মদীনার অর্থনৈতিক অবস্থার উপরও এর প্রভাব পড়েছিল।

হিজরতের পর মদীনার আশপাশের চুক্তিবদ্ধ ইয়াহুদী গোত্রগুলোও মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করতে লাগলো। বদর যুদ্ধের পর তারা কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই উস্কানী দিতে লাগলো। মুনাফিক ও মক্কার কুরাইশ গোত্রগুলোও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অগণিত ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। এমনকি রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রাণ নাশের আশংকাও মুসলমানদের অন্তরে দেখা দিতে থাকে। এ সময় মুসলমানরা সবসময় সশস্ত্র থাকতো।

অতপর উহুদ যুদ্ধেই মুনাফিকদের পরিচিতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। যুদ্ধ চলাকালে তারা মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির কোনো প্রচেষ্টাই বাদ রাখেনি।

উহুদের বিপর্যয়ে মুনাফিকদের হাত থাকলেও মুসলমানদের নিজেদের দুর্বলতাও ছিল যা মুসলমানদের তখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতিতে একান্তই স্বাভাবিক ছিল।

রুকূ' ২০ ## ৩. সূরা আলে ইমরান-মাদানী আয়াত ২০০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓ ① اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ② نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ

১. আলিফ লাম মীম। ২. আল্লাহ, কোনো ইলাহ নেই তিনি ছাড়া, (তিনি) চিরঞ্জীব, শাশ্বত সত্তা।[১] ৩. তিনি কিতাব নাযিল করেছেন আপনার প্রতি

بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيْلَ ○

সত্যসহ যা সত্যায়নকারী তার পূর্ববর্তী কিতাবের ;
আর তিনি নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইনজীল[২]

① الٓمّٓ–আলিফ লাম মীম-(এগুলোর অর্থ আল্লাহ্ই ভালো জানেন)। ② اللّٰهُ- আল্লাহ; لَآ إِلٰهَ–কোনো ইলাহ নেই; إِلَّا–ছাড়া; هُوَ–তিনি; الْحَيُّ–(ال+حى)-(তিনি) চিরঞ্জীব; الْقَيُّوْمُ–(ال+قيوم)-শাশ্বত সত্তা। ③ نَزَّلَ –তিনি নাযিল করেছেন; عَلَيْكَ –আপনার প্রতি ; الْكِتٰبَ–(ال+كتب)–কিতাব ; بِالْحَقِّ–(ب+ال+حق)-সত্যসহ; مُصَدِّقًا –যা সত্যায়নকারী ; لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ–(لما+بين+يدى+ه)–তার পূর্ববর্তী কিতাবের; وَ –আর; أَنْزَلَ–তিনি নাযিল করেছেন ; التَّوْرٰىةَ–(ال+تورة)-তাওরাত; وَ–ও ; الْإِنْجِيْلَ–(ال+انجيل)–ইনজীল।

১. অর্থাৎ মূর্খ ও ভাববাদী মানুষ কল্পনায় যতো অসংখ্য ইলাহ বানিয়ে নিক না কেন, মূলত সার্বভৌম, নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী ও অবিনশ্বর সত্তা মাত্র একজনই, যাঁর জীবন কারো দান নয় ; বরং নিজস্ব জীবনী শক্তিতে তিনি স্বয়ং জীবিত। তাঁর শক্তির উপরই সমস্ত বিশ্বজাহানের সার্বিক ব্যবস্থাপনা নির্ভরশীল। তিনিই অসীম রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক। তাঁর গুণাবলীতে অন্য কোনো অংশীদার নেই। কাজেই ইলাহ হওয়ার একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র তাঁর। তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বানানোর প্রচেষ্টা সত্যের বিরুদ্ধে নিরেট যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া কিছুই নয়।

২. সাধারণভাবে বাইবেলে বিশ্বাসী মানুষ বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের তথা পুরাতন নিয়মের প্রথম দিকের পাঁচটি পুস্তককে 'তাওরাত' এবং নিউ টেস্টামেন্ট তথা নতুন নিয়মের চারটি প্রসিদ্ধ ইনজীলকেই ইনজীল মনে করে থাকে। আর এজন্য সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এ পুস্তকগুলো সত্যিই আল্লাহ্র কালাম কিনা এবং এ প্রশ্নও দেখা দেয় যে, প্রকৃতপক্ষে এসব পুস্তকে লিখিত বিষয়গুলোকে কুরআন মাজীদ সত্যায়ন

করে কিনা ? আসল ব্যাপার হলো, বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তকের নাম 'তাওরাত' নয় ; বরং এগুলোর মধ্যে 'তাওরাত'-এর শিক্ষা মিশ্রিতভাবে রয়েছে। আর 'ইনজীল'-ও নিউ টেস্টামেন্টের চারটি ইনজীলের নাম নয় ; বরং এগুলোর মধ্যে 'ইনজীল'-এর শিক্ষা মিশ্রিতভাবে রয়েছে।

মূলত 'তাওরাত' হলো সেসব আহকাম যেগুলো হযরত মূসা (আ)-এর নবুওয়াত লাভের পর হতে ইন্তেকাল পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছিল। এর মধ্যে সেই দশটি আহকামও রয়েছে যেগুলো পাথরের ফলকে খোদাই করে আল্লাহ তাকে দান করেছিলেন। বাকী আহকামগুলো হযরত মূসা (আ) বারটি কপি করে বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্রকে প্রদান করেছিলেন। আর একটি কপি সংরক্ষণ করার জন্য বনী লাভীকে প্রদান করেছিলেন। এ কিতাবের নামই 'তাওরাত' ছিল। এটাই একটি স্বতন্ত্র কিতাব হিসেবে বায়তুল মুকাদ্দাস প্রথমবার ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। বনী লাভীকে যে কপিটি দেয়া হয়েছিল সেটি পাথরের ফলকে অংগীকারের সিন্দুকে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। বনী ইসরাঈল এটাকেই 'তাওরীত' নামে জানতো। কিন্তু এ 'তাওরীত' সম্পর্কে বনী ইসরাঈলের গাফলতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, ইয়াহুদীয়ার বাদশাহ ইউসিয়ার আমলে যখন হায়কলে সুলায়মানী মেরামত করা হয়েছিল তখন ঘটনাক্রমে প্রধান 'কাহেন' (অর্থাৎ হায়কলে সুলায়মানীর গদীনশীন জাতীয় ধর্মীয় নেতা) খিলকিয়াহ এক স্থানে সংরক্ষিত অবস্থায় 'তাওরীত'-এর উক্ত কপিটি পেয়ে গেলেন এবং তিনি তা অদ্ভূত জিনিস হিসেবে বাদশাহর প্রধান সেক্রেটারীকে দিলেন। তখন সেক্রেটারী সেটাকে বাদশাহর সামনে এমনভাবে পেশ করলেন যেন এটা এক বিস্ময়কর আবিষ্কার (২ রাজাবলী, অধ্যায় ২২, শ্লোক ৮–১৩ দ্রষ্টব্য)। এ কারণেই যখন বুখতে নসর জেরুযালেম জয় করে এবং হায়কলসহ সারা শহর ধ্বংস করে তখন বনী ইসরাঈল তাওরাতের যে মূল কপিটি যেটাকে তারা একেবারেই ভুলে বসেছিল এবং যার নিতান্ত হাতে গোণা কয়েক কপি তাদের কাছে ছিল সেগুলো তারা চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেললো। অতপর ইযরা (উযাইর) কাহেনের সময়ে বনী ইসরাঈলের অবশিষ্ট লোকেরা ব্যাবিলনের কারাগার থেকে জেরুযালেমে ফিরে এলো এবং দ্বিতীয়বার বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করা হলো। এ সময় উযাইর নিজ জাতির কয়েকজন বুযর্গ ব্যক্তির সহায়তায় বনী ইসরাঈলের পুরো ইতিহাস রচনা করেন। এটাই বাইবেলের প্রথম ১৭টি পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ইতিহাসের প্রথম চারটি অধ্যায়ে হযরত মূসা (আ)-এর জীবনী আলোচিত হয়েছে। আর এ জীবন চরিতের বিভিন্ন স্থানে নাযিলের সময়কাল অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে তাওরাতের সেসব শ্লোক সন্নিবেশিত হয়েছে যেগুলো উযাইর ও তাঁর সাহায্যকারী বুযর্গ ব্যক্তিগণ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। আর মূসা (আ)-এর এ জীবন চরিতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শ্লোকগুলোই তাওরাত নামে বর্তমানে পরিচিতি লাভ করেছে। কুরআন মাজীদ এ বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকেই তাওরাত নামে অভিহিত করে এবং এগুলোরই সত্যায়ন করে। আসলে এ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশগুলোকে এক জায়গায় একত্র করে কুরআন মাজীদের সাথে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, খুঁটিনাটি

④مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

৪. ইতিপূর্বে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (কুরআন)-ও নাযিল করেছেন। অবশ্যই যারা কুফরী করেছে

بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

আল্লাহ্র আয়াতের সাথে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে, আর আল্লাহ্ তো পরাক্রমশালী প্রতিবিধানকারী।

⑤إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ⑤ هُوَ الَّذِي

৫. অবশ্যই আল্লাহ (এমন যে), তাঁর কাছে যমীনে কোনো কিছুই গোপন নয় এবং নয় আসমানেও।[৩] ৬. তিনিই সেই সত্তা যিনি

④ مِنْ قَبْلُ–ইতিপূর্বে; هُدًى –হিদায়াত স্বরূপ; لِلنَّاسِ –(ل+ال+ناس)-মানুষের জন্য; وَ –এবং; أَنْزَلَ –তিনি নাযিল করেছেন; الْفُرْقَانَ –(ال+فرقان)-সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (কুরআন); إِنَّ –অবশ্যই; الَّذِينَ –যারা; كَفَرُوا –কুফরী করেছে; بِآيَاتِ–আয়াতের সাথে; اللَّهِ–আল্লাহ্র; لَهُمْ–তাদের জন্য রয়েছে; عَذَابٌ –শাস্তি; شَدِيدٌ–কঠিন; وَ–আর; اللَّهُ–আল্লাহ; عَزِيزٌ–পরাক্রমশালী; ذُو انْتِقَامٍ–(ذو+انتقام)-প্রতিবিধানকারী। ⑤ إِنَّ–অবশ্যই; اللَّهَ–আল্লাহ (এমন যে); لَا يَخْفَىٰ –গোপন নয়; عَلَيْهِ–তাঁর কাছে; شَيْءٌ–কোনো কিছু; فِي الْأَرْضِ –(فى+ال+ارض)-পৃথিবীতে; وَلَا–আর নয়; فِي السَّمَاءِ –(فى+ال+سماء)-আসমানের। ⑥ هُوَ الَّذِي–(هو+الذى)-তিনি সেই সত্তা, যিনি;

কিছু পার্থক্য ছাড়া মৌলিক শিক্ষায় উভয় কিতাবে এক চুল পরিমাণ পার্থক্যও পাওয়া যাবে না।

এমনিভাবে 'ইনজীল'ও ঈসা (আ)-এর সেসব ইলহাম নির্ভর ভাষণ ও বাণীসমূহের সমষ্টির নাম যেগুলো তিনি জীবনের শেষ আড়াই বা তিন বছরে নবী হিসেবে ইরশাদ করেছেন। একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যখন তাঁর জীবন চরিতের উপর বিভিন্ন পুস্তিকা রচিত হয়েছে তখন ঐতিহাসিক বর্ণনার সাথে সাথে স্থানে স্থানে তাঁর ভাষণ ও বাণীসমূহ সংযোজিত হয়েছে যেগুলো পুস্তিকাগুলোর রচয়িতাদের নিকট মৌখিক বর্ণনা ও লিখিত স্মৃতি কথা আকারে পৌছেছিল। অধুনা মথি, মার্ক, লূক ও যোহন লিখিত যেসব পুস্তক ইনজীল নামে পরিচিত সেগুলো মূলত ইনজীল নয়; বরং এসব পুস্তকে ঈসা (আ)-এর বাণী হিসেবে যেসব কথা সংযোজিত হয়েছে সে সবই ইনজীলের অংশ। আর কুরআন মাজীদ এগুলোরই সত্যতা ঘোষণা করে।

يُصَوِّرُكُمْ فِى الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

তোমাদের আকৃতি দান করেন মাতৃগর্ভে–যেভাবে তিনি চান ;[৪]
তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ।

⑦ هُوَ الَّذِىٓ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰبِ وَأُخَرُ

৭. তিনি সেই সত্তা যিনি আপনার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব, তাতে কতক আয়াত রয়েছে মুহকাম, সেগুলো হলো কিতাবের মূল বুনিয়াদ ;[৫] আর অপরগুলো হলো–

يُصَوِّرُكُمْ-(يصور+كم)-তোমাদের আকৃতিদান করেন; فِى الْأَرْحَامِ-(فى+ال+ارحام)-
মাতৃগর্ভে ; كَيْفَ–যেভাবে ; يَشَاءُ–তিনি চান ; لَآ–নেই ; إِلٰهَ–কোনো ইলাহ ; إِلَّا
–ছাড়া; هُوَ–তিনি ; الْعَزِيزُ–(ال+عزيز)-তিনি পরাক্রমশালী; الْحَكِيمُ–(ال+حكيم)–
মহাবিজ্ঞ। ⑦ هُوَ الَّذِىٓ–(هو+الذى)-তিনি সেই সত্তা, যিনি ; أَنْزَلَ–নাযিল করেছেন;
عَلَيْكَ–আপনার প্রতি ; الْكِتٰبَ–(ال+كتب)–কিতাব ; مِنْهُ–তাতে কতক রয়েছে;
اٰيٰتٌ–আয়াতসমূহ; مُّحْكَمٰتٌ–মুহকাম (সুদৃঢ়) ; هُنَّ–সেগুলো হলো; أُمُّ–মূল বুনিয়াদ;
الْكِتٰبِ–(ال+كتب)–কিতাবের; وَ–আর ; أُخَرُ–অপরগুলো হলো;

৩. অর্থাৎ তিনি বিশ্বজাহানের সকল তত্ত্ব ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে অবহিত। সুতরাং তিনি যে কিতাবই নাযিল করেছেন তা পূর্ণাঙ্গভাবে সত্য হওয়া চাই। বলা যায় মানুষ যথার্থ সত্য একমাত্র সেই কিতাবের মাধ্যমেই পেতে পারে যা মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে।

৪. এখানে দুটো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, এক, তোমাদের প্রকৃতিকে তিনি যেরূপ জানেন অন্য কারো পক্ষে সেরূপ জানা সম্ভব নয়, আর না তোমার নিজের পক্ষে সেরূপ জানা সম্ভব। সুতরাং তাঁর দিকনির্দেশের উপর বিশ্বাসস্থাপন করা ছাড়া তোমাদের জন্য বিকল্প পথ নেই। দুই, মায়ের গর্ভে তোমাদের স্থিতি থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল স্তরেই তিনি যেভাবে তোমাদের ছোট ছোট প্রয়োজনগুলো পূরণের ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর পক্ষে এটা কিভাবে সম্ভব যে, তিনি তোমাদের জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় হিদায়াত প্রদান করবেন না ? অথচ তোমরা যে জিনিসের প্রতি সবচেয়ে বেশী মুখাপেক্ষী তাহলো এ হিদায়াত।

৫. পাকাপোক্ত জিনিসকে 'মুহকাম' বলা হয়। 'আয়াতে মুহকামাত' সেসব আয়াতকে বলা হয় যার ভাষা একেবারেই সুস্পষ্ট, যেগুলোর অর্থ বুঝতে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে ঘুরপাক খেতে হয় না। এসব আয়াতের শব্দগুলো দ্ব্যর্থহীন

مُتَشٰبِهٰتٌ ۖ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ

মুতাশাবিহাত।[৬] সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা পেছনে লেগে থাকে মুতাশাবিহাতের

مُتَشٰبِهٰتٌ-মুতাশাবেহাত (রূপক, সাদৃশ্য); فَاَمَّا-সুতরাং; الَّذِيْنَ-যাদের; فِيْ قُلُوْبِهِمْ-(فى+قلوب+هم)-তাদের অন্তরে; زَيْغٌ-কুটিলতা রয়েছে ; فَيَتَّبِعُوْنَ-(ف+يتبعون)-তারা পেছনে লেগে থাকে ; مَا تَشَابَهَ-(ما+تشابه)-মুতাশাবিহাতের (যা রূপক অর্থ দেয়) ; مِنْهُ-তা থেকে ;

হওয়ার কারণে এগুলোর অর্থে বিকৃতি সাধনের কোনোই অবকাশ নেই। এসব আয়াতই কিতাবুল্লাহ্‌র মূল বুনিয়াদ। অর্থাৎ কুরআন যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে সে উদ্দেশ্য সাধন এসব আয়াত দ্বারাই হয়ে থাকে। এগুলোর মাধ্যমেই পৃথিবীর মানুষকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে ; এসব আয়াতেই শিক্ষা ও উপদেশ দান করা হয়েছে ; পথভ্রষ্টতা, ভ্রান্তি ও সত্য-সঠিক পথের দিকনির্দেশনা এসব আয়াতেই রয়েছে ; দ্বীনের মৌলনীতিও এসব আয়াতেই রয়েছে, রয়েছে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদাত, চারিত্রিক নীতি, ফরয-ওয়াজিব, আদেশ-নিষেধ ইত্যাদির বিধি-বিধান। সুতরাং যে ব্যক্তি সত্য সন্ধানী তার পিপাসা মেটানোর জন্য 'মুহকাম' আয়াতসমূহই যথার্থ মাধ্যম এবং স্বাভাবিকভাবে এগুলোর দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকে।

৬. 'মুতাশাবিহাত' দ্বারা সেসব আয়াত বুঝানো হয়েছে যেগুলোর সুস্পষ্ট অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে মানব বুদ্ধি সক্ষম হয় না।

প্রকাশ থাকে যে, মানুষের জীবন-যাপনের জন্য সঠিক পথ ও পন্থা ততোক্ষণ পর্যন্ত নির্ধারণ করা যায় না যতোক্ষণ না বিশ্বজাহানের অদৃশ্য অন্তর্নিহিত সত্য সম্পর্কে কমপক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় জ্ঞান মানুষকে দান করা না হয়। যেসব বস্তু ও বিষয় মানুষ কখনও দেখেনি, কখনও স্পর্শ করেনি এবং সেগুলোর স্বাদও গ্রহণ করেনি, সেগুলো বুঝার ব্যাপারে মানুষের ভাষায় কোনো শব্দও রচিত হয়নি ; আর না এমন কোনো পরিচিত বর্ণনা পদ্ধতি পাওয়া যায় যার মাধ্যমে সেগুলোর নির্ভুল ছবি শ্রোতার মন-মস্তিষ্কে অঙ্কিত হতে পারে। কাজেই এ ধরনের বিষয় বুঝানোর জন্য এমন সব শব্দ ও বর্ণনা পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে যেসব শব্দ ও বর্ণনা পদ্ধতি মূল সত্যের নিকটতর, সাদৃশ্যের অধিকারী অনুভবযোগ্য বিষয়গুলো বুঝানোর জন্য মানুষের ব্যবহৃত ভাষায় পাওয়া যায়। আর তাই এ প্রকৃত সত্যের বর্ণনায় কুরআন মাজীদের উপরোক্ত ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। মুতাশাবিহাতের দ্বারা সেসব আয়াতই বুঝানো হয়েছে যেসব আয়াতে উপরোক্ত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু এসব ভাষার ব্যবহার দ্বারা বড়োজোর এতোটুকু উপকার সাধিত হতে পারে যে, মানুষকে প্রকৃত সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়, অথবা তাকে সত্যের অস্পষ্ট ধারণা

ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ

ফিতনার সন্ধানে এবং তার অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে ;
আর তার ব্যাখ্যা তো আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ

আর জ্ঞানে পরিপক্ক ব্যক্তিগণ বলে, আমরা তাতে ঈমান এনেছি, এসবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে।[৭]

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

আর জ্ঞানবানরা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। ৮. (তারা দোয়া করে) হে আমাদের প্রতিপালক ! যখন আমাদের হিদায়াত দান করেছেন। অতপর আমাদের অন্তরকে বাঁকা করবেন না,

ابْتِغَاءَ–সন্ধানে ; الْفِتْنَةِ–(ال+فتنة)–ফিতনার ; وَ–এবং; ابْتِغَاءَ–উদ্দেশ্যে ; تَأْوِيلِهِ–(تاويل+ه)–তার অপব্যাখ্যার; وَ–আর; مَا يَعْلَمُ–কেউ জানে না; تَأْوِيلَهُ–(تاويل+ه)–তার ব্যাখ্যা; إِلَّا–ছাড়া ; اللَّهُ–আল্লাহ; وَ–আর ; الرَّاسِخُونَ–(ال+راسخون)–পরিপক্ক ব্যক্তিগণ ; فِي الْعِلْمِ–(فى+ال+علم)–জ্ঞানে; يَقُولُونَ–বলে ; آمَنَّا–আমরা ঈমান এনেছি; بِهِ–তাতে ; كُلٌّ–এসবই এসেছে; مِنْ–থেকে; عِنْدِ–নিকট; رَبِّنَا–আমাদের প্রতিপালকের; وَ–আর ; مَا يَذَّكَّرُ–কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না ; إِلَّا–ছাড়া ; أُولُو الْأَلْبَابِ–(اولو+ال+الباب)–জ্ঞানবানরা। ⑧ رَبَّنَا–হে আমাদের প্রতিপালক ; لَا تُزِغْ–বাঁকা করো না ; قُلُوبَنَا–(قلوب+نا)–আমাদের অন্তরকে ; بَعْدَ–পর ; إِذْ–যখন; هَدَيْتَنَا–(هديت+نا)–আমাদের হিদায়াত দান করেছো ;

দেয়। এসব মুতাশাবিহাত আয়াতের সঠিক অর্থ নির্ণয়ের জন্য যতোবেশী প্রচেষ্টা চালানো হবে ততোবেশী সন্দেহ-সংশয় দেখা দিবে। অবশেষে মানুষ এগুলোর প্রকৃত সত্যের কাছাকাছি যাওয়ার পরিবর্তে অধিকতর দূরে সরে যাবে। অতএব যে ব্যক্তি সত্য সন্ধানী এবং অনর্থক সময় ক্ষেপণ করতে না চায়, সে প্রকৃত সত্যের অস্পষ্ট ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে যা কাজ চালানোর জন্য যথেষ্ট এবং নিজের সম্পূর্ণ শক্তি 'মুহকামাত' আয়াতের পেছনেই ব্যয় করে। তবে ফিতনাবাজ ও অনর্থক কাজে সময় অপচয় করতে যারা অভ্যস্ত, তারা তো তাদের শক্তি ও শ্রম মুতাশাবিহাত আয়াতের আলোচনায়-ই ব্যয় করে।

৭. এখানে কারো মনে এখন সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কোনো অবকাশ নেই যে, এসব লোক যখন মুতাশাবিহাতের অর্থ বুঝতেই পারে না তখন এগুলোর উপর কিভাবে

وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

আর আমাদের জন্য আপনার নিকট থেকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। ৯. হে আমাদের প্রতিপালক ! অবশ্যই আপনি

جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

একদিন মানবজাতিকে সমবেতকারী, এতে কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ওয়াদা খেলাপ করেন না।

وَ-আর ; هَبْ-দান করুন ; لَنَا -আমাদের জন্য ; مِنْ-থেকে ; لَدُنْكَ-(لدن+ك)- আপনার নিকট; رَحْمَةً-রহমত; إِنَّكَ-(ان+ك)-নিশ্চয় আপনি ; أَنْتَ-আপনি; الْوَهَّابُ-(ال + وهاب)-মহাদাতা ৯ رَبَّنَا-(رب+نا)-হে আমাদের প্রতিপালক; إِنَّكَ-(ان+ك)-অবশ্যই আপনি; جَامِعُ-সমবেতকারী; النَّاسِ-(ال+ناس)-মানব জাতিকে; لِيَوْمٍ-একদিন; لَا-নেই; رَيْبَ -কোনো সন্দেহ; فِيهِ-এতে ; إِنَّ-নিশ্চয় ; اللَّهَ -আল্লাহ; لَا يُخْلِفُ-খেলাপ করেন না ; الْمِيعَادَ-(ال+ميعاد)-ওয়াদা।

ঈমান এনেছে। মূল কথা তো এই যে, বিবেকবান মানুষের অন্তরে 'কুরআন মাজীদ' আল্লাহ্র বাণী হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস 'মুহকামাত' আয়াত অধ্যয়নের দ্বারাই জন্মে, 'মুতাশাবিহাতের অপব্যাখ্যার দ্বারা নয়। আর আয়াতে মুহকামাত সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করার পর যখন তার অন্তর এরূপ প্রশান্তি লাভ করে যে, কুরআন মাজীদ প্রকৃতই 'আল্লাহ্র কিতাব' তখন মুতাশাবিহাত তার অন্তরে কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব-সংশয় সৃষ্টি করতে পারে না। এসব আয়াতের যতোটুকু সরল অর্থ সে বুঝতে পারে ততোটুকুই সে গ্রহণ করে নেয়, আর যেখানে জটিলতা দেখা দেয় সেখানে ছিদ্রান্বেষণ করে আন্দাজ-অনুমান ভিত্তিক অর্থ করার পরিবর্তে কালামুল্লাহ্র উপর সামগ্রিকভাবে ঈমান এনে কাজের কথায় মনোনিবেশ করে।

১ রুকূ' (আয়াত ১-৯)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা একক সত্তা। তিনি চিরঞ্জীব ও শাশ্বত সত্তা।

২. তিনি সর্বশেষ নবীর উপর যে কিতাব (আল-কুরআন) নাযিল করেছেন তা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী।

৩. যারা এ কিতাবকে মেনে নিয়ে বাস্তবে অনুসরণ করতে অস্বীকার করছে তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। আর আল্লাহ তাআলা এদের শাস্তি দিতে অবশ্যই সক্ষম।

৪. বিশ্বজাহানের কোনো কিছুই আল্লাহ্র জ্ঞানের বাইরে নেই।

৫. তিনিই মাতৃগর্ভে প্রাণের অস্তিত্ব দান করেন এবং জীবের আকৃতি প্রদান করেন। সুতরাং সকল প্রকার ইবাদাত পাওয়ার অধিকারী একমাত্র তিনিই। কারণ তিনি একমাত্র পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞ।

৬. কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ দুই প্রকার। এক, আয়াতে মুহকামাত, দুই, আয়াতে মুতাশাবিহাত। এর মধ্যে আয়াতে মুহকামাতই কুরআন মাজীদের বুনিয়াদ ; সুতরাং এটাই মানুষের বাস্তব জীবনে আমলযোগ্য।

৭. আয়াতে মুতাশাবিহাতের পেছনে লেগে বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া সুস্থতার লক্ষণ নয় ; কারণ এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

৮. প্রকৃত জ্ঞানবান লোকেরা আয়াতে মুহকামাতকে বাস্তব জীবনে আমল করে সফলতা অর্জন করেন এবং মুতাশাবিহাত আয়াতের উপর সামগ্রিকভাবে ঈমান এনে আল্লাহর নিকট মুহকামাত আয়াতের উপর আমল করার জন্য সাহায্য ও রহমত কামনা করেন।

৯. আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে একটি নির্দিষ্ট দিনে সমবেত করে তাঁর কিতাবের উপর আমল করার ব্যাপারে হিসেব গ্রহণ করবেন। আমাদের সকলকে সেদিন হিসেব প্রদানের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-১১

۝١٠ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ

১০. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে,[৮] তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় কখনও তাদের কোনো কাজে আসবে না ;

وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝١١ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ

আর তারাই হলো জাহান্নামের ইন্ধন। ১১. ফিরাউন সম্প্রদায় এবং যারা তাদের পূর্ববর্তী ছিল তাদের ধারা অনুসারে

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

তারা মিথ্যা আরোপ করেছে আমার আয়াতসমূহকে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন তাদের পাপের জন্য। আর আল্লাহ তো শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।

১০ إِنَّ-নিশ্চয় ; الَّذِينَ-যারা; كَفَرُوا-কুফরী করেছে; لَنْ تُغْنِيَ-কখনো কাজে আসবে না; عَنْهُمْ-(عن+هم) তাদের; أَمْوَالُهُمْ-(اموال+هم)-তাদের ধন-সম্পদ; وَلَا-আর না; أَوْلَادُهُمْ-(اولاد+هم)-তাদের সন্তান-সন্ততি; مِنَ اللَّهِ-আল্লাহ্‌র মুকাবিলায়; شَيْئًا-কোনো কিছু; وَ-আর ; أُولَٰئِكَ-তারাই; هُمْ-তারা; وَقُودُ-ইন্ধন ; النَّارِ-(ال+نار) জাহান্নামের। ১১ كَدَأْبِ-(ك+دأب)-ধারা অনুসারে; آلِ-সম্প্রদায়; فِرْعَوْنَ-ফেরাউন; وَ-এবং ; الَّذِينَ-যারা ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের পূর্ববর্তী ছিল; كَذَّبُوا-তারা মিথ্যা আরোপ করেছে; بِآيَاتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার আয়াতসমূহকে; فَأَخَذَهُمُ-(ف+اخذ+هم)-ফলে তাদেরকে পাকড়াও করেছেন; اللَّهُ-আল্লাহ; بِذُنُوبِهِمْ-(ب+ذنوب+هم)-তাদের পাপের জন্য; وَ-আর; اللَّهُ-আল্লাহ তো; شَدِيدُ-অত্যন্ত কঠোর ; الْعِقَابِ-(ال+عقاب)-শাস্তিদানে।

৮. 'কুফর' শব্দের মূল অর্থ 'গোপন করা'। এজন্য এ শব্দে "অস্বীকার'-এর অর্থ সৃষ্টি হয়েছে এবং শব্দটিকে ঈমানের বিপরীত অর্থে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। 'ঈমান' অর্থ মানা, গ্রহণ করা, স্বীকার করে নেয়া। এর বিপরীত 'কুফর'-এর অর্থ না মানা,

⑫ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

১২. যারা কুফরী করেছে আপনি তাদেরকে বলে দিন, অতি শীঘ্রই তোমরা পরাজিত হবে[৯] এবং জাহান্নামে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে ; আর তা কতোই না মন্দ বাসস্থান।

⑬ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

১৩. তোমাদের জন্য দুটো দলের মধ্যে একটি নিদর্শন অবশ্যই ছিল, যারা পরস্পর মুকাবিলা করেছিল। একটি দল আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করছিল

وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ

আর অন্য দলটি ছিল কাফির। তারা (মুসলমানরা) তাদেরকে (কাফিরদেরকে) চোখের দৃষ্টিতে নিজেদের দ্বিগুণ দেখছিল।[১০] আর আল্লাহ নিজ সাহায্যে শক্তিদান করেন

⑫ قُلْ–আপনি বলে দিন ; لِلَّذِينَ–(ل+الذين)–তাদেরকে যারা ; كَفَرُوا –কুফরী করেছে ; سَتُغْلَبُونَ–(س+تغلبون)–অতি শীঘ্রই তোমরা পরাজিত হবে ; وَ –এবং; تُحْشَرُونَ–তোমাদেরকে সমবেত করা হবে; إِلَىٰ جَهَنَّمَ–জাহান্নামে ; وَ–আর ; بِئْسَ–তা কতোইনা মন্দ; الْمِهَادُ–(ال+مهاد)–বাসস্থান। ⑬ قَدْ كَانَ–অবশ্যই ছিল; لَكُمْ–(ل+كم)-তোমাদের জন্য ; آيَةٌ–একটি নিদর্শন ; فِي–মধ্যে ; فِئَتَيْنِ–দুটো দলের; الْتَقَتَا–যারা পরস্পর মুকাবিলা করেছিল; فِئَةٌ–একটি দল; تُقَاتِلُ–লড়াই করেছিল; فِي سَبِيلِ–পথে; اللَّهِ–আল্লাহ্‌র; وَ–আর ; أُخْرَىٰ–অন্য দলটি ছিল; كَافِرَةٌ –কাফির; يَرَوْنَهُمْ–(يرون+هم)–তারা (কাফিরগণ) দেখছিল তাদেরকে (মুসলিমদেরকে); مِثْلَيْهِمْ–(مثلى+هم)–তাদের দ্বিগুণ; رَأْيَ–দেখায়; الْعَيْنِ–চোখের দৃষ্টিতে; وَ –আর; اللَّهُ–আল্লাহ; يُؤَيِّدُ –শক্তিদান করেন; بِنَصْرِهِ–(ب+نصر+ه)-নিজ সাহায্য দ্বারা ;

গ্রহণ না করা, অস্বীকার করা।–(অধিকতর ব্যাখ্যার জন্য সূরা বাকারার ১৬১নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

৯. এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন যে, কাফিররা পরাজিত হবে এবং জাহান্নামে তাদেরকে সমবেত করা হবে। অথচ বাস্তবে তার বিপরীতও দেখা যায়। এর উত্তর এই যে, এখানে সকল যুগের সর্বস্থানের কাফিরদের কথা বলা হয়নি। বরং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়কার মুশরিক ও ইয়াহুদী জাতির কথা বলা হয়েছে। সে হিসেবে মুশরিকদের হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে এবং ইয়াহুদীদেরকে হত্যা, বন্দী, জিযিয়া কর আরোপ এবং নির্বাসনের মাধ্যমে পরাজিত

مَنْ يَّشَاۤءُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ⑬ زُيِّنَ لِلنَّاسِ

যাকে চান। নিশ্চয় এতে রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য নিশ্চিত শিক্ষণীয় বিষয়।[১১] ১৪. মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে

مَنْ–যাকে; يَشَاءُ–চান; اِنَّ–নিশ্চয়; فِي ذٰلِكَ–এতে রয়েছে; لَعِبْرَةً–(ل+عبرة)-নিশ্চিত শিক্ষণীয় বিষয়; لِّاُولِي الْاَبْصَارِ–(ل+اولى+ال+ ابصار)-অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য। ⑭ زُيِّنَ –সুশোভিত করা হয়েছে; لِلنَّاسِ –(ل+ال+ناس) মানুষের জন্য ;

করা হয়েছিল। আর জাহান্নামে সমবেত করার ব্যাপার সর্বযুগের সর্বস্থানের কাফিরদের বেলায়ই প্রযোজ্য। এ যুগের কাফিরও যাদেরকে আমরা বিজয়ী হতে দেখছি তাদেরকে এবং পূর্ববর্তী কাফিরদেরকে অবশ্যই জাহান্নামে সমবেত করা হবে, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

১০. মূলত কাফিরদের সংখ্যা যদিও মুসলমানদের তিন গুণ ছিল। কিন্তু মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখছিল। মুসলমানরা যদি তাদেরকে তিন গুণই দেখতো তাহলে তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হওয়ার কারণ ছিল। কিন্তু দ্বিগুণ দেখায় অবস্থাটা ছিল সাধারণ। সূরা আনফালে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

১১. মাত্র কিছুদিন পূর্বে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। তাই এ যুদ্ধের ঘটনাবলী ও ফলাফলের প্রতি ইংগিত করে লোকদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। এ যুদ্ধে তিনটি বিষয় শিক্ষণীয় রয়েছে ঃ

এক ঃ কাফির ও মুসলমানরা যেভাবে একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল তাতে তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কাফির বাহিনীর মধ্যে একদিকে মদের ছড়াছড়ি চলছিল, তাদের সাথে এসেছিল তাদের নর্তকী-গায়িকা, বাঁদীরা এবং ভোগ-বিলাসের সয়লাব বইয়ে দিচ্ছিল। অপরদিকে মুসলিম বাহিনীতে ছিল আল্লাহভীতি ও আনুগত্যের নয়ন জুড়ানো পরিবেশ, ছিল চরম নৈতিক সংযম, তাদের মধ্যে ছিল নামায-রোযা, কথায় কথায় উচ্চারিত হচ্ছিল আল্লাহ্‌র নাম এবং আল্লাহ্‌র নিকটই করা হচ্ছিল বিনয়-বিগলিত প্রার্থনা ও সাহায্য। এ দুটো দলের অবস্থা দেখামাত্রই যে কেউ সহজেই অনুমান করতে পারবে যে, কারা আল্লাহ্‌র পথে লড়ছে।

দুই ঃ মুসলমানরা নিজেদের সংখ্যাল্পতা ও অস্ত্রশস্ত্রহীনতা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী কাফিরদেরকে যেভাবে পরাজিত করেছিল, তাতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, তারা আল্লাহ্‌র সাহায্য পেয়েছিল।

তিন ঃ আল্লাহ তাআলার অপ্রতিরোধ্য শক্তি সম্পর্কে গাফেল হয়ে যারা নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও অস্ত্রশস্ত্রের আধিক্যের কারণে অহংকারে মেতে উঠেছিল তাদের এ যুদ্ধের ফলাফল ছিল এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত। আল্লাহ তাআলা কিভাবে গুটিকতক দরিদ্র প্রবাসী

حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاۤءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ

কাম্য বস্তুসমূহের ভালোবাসাকে–নারীদের ; সন্তান-সন্ততির ; স্তূপীকৃত সম্পদ

مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ

স্বর্ণ ও রৌপ্যের ; চিহ্নিত অশ্বরাজির; গবাদি পশুর এবং ক্ষেতখামারের

ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○

এসব দুনিয়ার জীবনে ভোগের বস্তু[১২] আর আল্লাহ,
তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম আবাসস্থল।

⑮ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ

১৫. আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের এসবের চেয়ে উত্তম কোনো সংবাদ দিবো ? তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে

حُبُّ –ভালোবাসাকে ; الشَّهَوٰتِ–(ال+شهوت)–কাম্য বস্তুসমূহের; مِنَ النِّسَاۤءِ–(من+ال+نساء)–নারীদের (থেকে); وَالْبَنِيْنَ –সন্তান-সন্ততির ; وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ–স্তূপীকৃত সম্পদ; مِنَ الذَّهَبِ–(من+ال+ذهب)–স্বর্ণের; وَ–ও ; الْفِضَّةِ–(ال+فضة)–রৌপ্যের; وَالْخَيْلِ–(و+ال+خيل)–অশ্বরাজির; الْمُسَوَّمَةِ–(ال+مسومة)–চিহ্নিত; وَ–ও ; الْاَنْعَامِ–(ال+انعام)–গবাদি পশুর; وَالْحَرْثِ–(و+ال+حرث)–ক্ষেত-খামারের; ذٰلِكَ–এসব; مَتَاعُ–ভোগের বস্তু ; الْحَيٰوةِ–(ال+حيوة)–জীবনে; الدُّنْيَا–(ال+دنيا)–দুনিয়ার; وَاللّٰهُ–আর আল্লাহ ; عِنْدَهٗ–(عند+ه)–তাঁর নিকট রয়েছে; حُسْنُ –উত্তম; الْمَاٰبِ–(ال+ماب)–আবাসস্থল। ⑮ قُلْ –আপনি বলে দিন; اَؤُنَبِّئُكُمْ–(ا+ؤنبئ+كم) আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিবো ; بِخَيْرٍ–(ب+خير)–কোনো উত্তম ; مِّنْ ذٰلِكُمْ–(من+ذلكم)-এর চেয়ে ; لِلَّذِيْنَ–(ل+الذين)–তাদের জন্য ; اتَّقَوْا–যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে ; عِنْدَ –নিকট রয়েছে ; رَبِّهِمْ–(رب+هم)–তাদের প্রতিপালকের ;

মুহাজির এবং মদীনার কিছুসংখ্যক কৃষকের হাতে সমগ্র আরবের মাথার মুকুট কুরাইশদের মতো প্রবল-প্রতাপশালী গোত্রকে পরাজিত করতে পারেন তাও তারা নিজ চোখে দেখলো।

১২. আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরে স্বভাবগতভাবেই উল্লেখিত বস্তুর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। এসব বস্তুর প্রতি যদি

جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

জান্নাত, যার পাদদেশে প্রবাহিত নহরসমূহ, তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে ; আর (থাকবে তাদের জন্য) পবিত্র সঙ্গিনীগণ।[১৩]

وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۞ اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ

ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তোষ ; আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি সম্যক দ্রষ্টা।[১৪]

১৬. (মুত্তাকী তারা) যারা বলে,

جَنّٰتٌ–জান্নাত; تَجْرِى–প্রবাহিত; مِنْ تَحْتِهَا (من+تحت+ها)–যার পাদদেশে; الْاَنْهٰرُ–ঝর্ণাধারা; خٰلِدِيْنَ–তারা অনন্তকাল থাকবে; فِيْهَا (فى+ها)–তাতে; وَ–আর (থাকবে তাদের জন্য) ; اَزْوَاجٌ–সঙ্গিনীগণ ; مُّطَهَّرَةٌ–পবিত্র ; وَّ–ও ; رِضْوَانٌ–সন্তোষ; مِّنَ–পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; وَ–আর ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; بَصِيْرٌ–সম্যক দ্রষ্টা; بِالْعِبَادِ (ب+ال+عباد)–বান্দাহদের প্রতি। ⑯ اَلَّذِيْنَ–(মুত্তাকী তারা) যারা; يَقُوْلُوْنَ–বলে ;

মানুষের স্বভাবগত আকর্ষণ না থাকতো তাহলে জগতের যাবতীয় শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়তো। কোনো ব্যক্তিই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন, অথবা শিল্প-কারখানার কঠোর পরিশ্রম করা অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে সময় ও শ্রম ব্যয় করতে প্রস্তুত হতো না। এ সবের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির মাধ্যমেই সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বকে এর উপর নির্ভরশীল করে দেয়া হয়েছে।

১৩. 'আযওয়াজ' শব্দের অর্থ 'জোড়া'। শব্দটি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। স্বামীর জন্য স্ত্রী হলো 'যাওজ' এবং স্ত্রীর জন্য স্বামী হলো 'যাওজ'। এখানে 'আযওয়াজ' শব্দটি 'মুতাহ্হারা' বিশেষণ যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আখিরাতে 'জোড়া' হবে পবিত্র। পার্থিব জীবনে দেখা যায় স্বামী পবিত্র, স্ত্রী পবিত্র নয় ; আবার স্ত্রী পবিত্র, স্বামী পবিত্র নয়, আখিরাতে এরূপ দম্পতির পৃথিবীর এ সম্পর্ক থাকবে না ; বরং তাদেরকে তার পরিবর্তে পবিত্র সঙ্গি বা সঙ্গিনী দেয়া হবে। আর পৃথিবীতে যদি উভয়ই পবিত্র থাকে তাহলে তাদের পৃথিবীর এ সম্পর্ক আখিরাতে অটুট থাকবে।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ভুল পাত্রে দান করেন না। আর আল্লাহ তাআলা ভাসাভাসা জ্ঞানে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। তিনি বান্দাহর কাজকর্ম ও ইচ্ছা-সংকল্প সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত। তাঁর বান্দাহদের মধ্যে কে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য আর কে যোগ্য নয় তাও তিনি যথার্থ জ্ঞান রাখেন।

رَبَّنَآ إِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ⑰ اَلصّٰبِرِيْنَ

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা অবশ্যই ঈমান এনেছি, অতএব আপনি আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। ১৭. তারা ধৈর্যধারণকারী,[১৫]

وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ○

সত্যনিষ্ঠ, অনুগত, দানশীল এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

⑱ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ

১৮. আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন, নিশ্চয় তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।[১৬] আর ফেরেশতাকুল ও জ্ঞানবানরাও ন্যায়নিষ্ঠভাবে (সাক্ষ্যের দায়িত্ব) আদায়কারী[১৭] যে,

رَبَّنَآ-(رب+نا)-হে আমাদের প্রতিপালক! اِنَّنَآ-অবশ্যই আমরা; اٰمَنَّا -ঈমান এনেছি; فَاغْفِرْ -(ف+اغفر)-অতএব আপনি মাফ করে দিন ; لَنَا -আমাদেরকে ; ذُنُوْبَنَا -(ذنوب+نا)-আমাদের গুনাহসমূহ ; وَ -এবং ; قِنَا -(ق+نا)-আমাদেরকে রক্ষা করুন ; عَذَابَ -শাস্তি থেকে ; النَّارِ -(ال+نار)-জাহান্নামের। ⑰ اَلصّٰبِرِيْنَ -(ال+صبرين)-তারা ধৈর্যধারণকারী; وَالصّٰدِقِيْنَ -(و+ال+صدقين)-ও সত্যনিষ্ঠ ; وَالْقٰنِتِيْنَ -(و+ال+قنتين)-ও অনুগত ; وَالْمُنْفِقِيْنَ -(و+ال+منفقين)-ও দানশীল; وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ -(و+ال+ مستغفرين)-ক্ষমা প্রার্থনাকারী ; بِالْاَسْحَارِ -(با+ال+اسحار)-শেষ রাতে। ⑱ شَهِدَ -সাক্ষ্য দিয়েছেন; اللّٰهُ-আল্লাহ; اَنَّهٗ-(ان+ه)-নিশ্চয়; لَآ-নেই; اِلٰهَ -কোনো ইলাহ; اِلَّا-ছাড়া; هُوَ-তিনি; وَ-আর; الْمَلٰٓئِكَةُ-(ال+ملئكة)-ফেরেশতাকুল; وَ -ও; اُولُوا الْعِلْمِ-জ্ঞানবানরা ; قَآئِمًا -আদায়কারী (সাক্ষ্যের দায়িত্ব) ; بِالْقِسْطِ-(ب+ال+قسط)-ন্যায়নিষ্ঠভাবে ;

১৫. অর্থাৎ তারা সত্যের পথে দৃঢ় ও অবিচল থাকে। কোনো প্রকার ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদাপদে সাহস হারায় না। কোনো ব্যর্থতার জন্য মনভাঙ্গা হয় না। কোনো লোভ-লালসায় তাদের পদস্খলন ঘটে না এবং এমতাবস্থায়ও সত্যের রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে থাকে, যদিও বাস্তবে তাদের পার্থিব সফলতার কোনো সম্ভাবনা দেখা না যায়।

১৬. অর্থাৎ যে আল্লাহ তাআলা সমগ্র বিশ্ব চরাচরের যাবতীয় মৌলিক সত্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন এটা তাঁরই সাক্ষ্য এবং তাঁর চেয়ে নির্ভরযোগ্য ও চাক্ষুষ সাক্ষ্য আর কার হতে পারে ? কেননা সমস্ত সৃষ্টিজগতে তাঁর নিজস্ব সত্তা ছাড়া আর কোনো সত্তা এমন নেই, যে প্রভুত্বের গুণে গুণান্বিত, কর্তৃত্বের অধিকারী এবং প্রভুত্বের অধিকারের যোগ্য।

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٩﴾ اِنَّ الدِّيْـنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ قف

তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ। ১৯. নিসন্দেহে ইসলামই হলো আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।[১৮]

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْـنَ اُوْتُـوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ

আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা এছাড়া মতবিরোধে লিপ্ত হয়নি যে, তাদের কাছে প্রকৃত জ্ঞান আসার পর তারা

لَآ-নেই ; اِلٰـهَ-কোনো ইলাহ; اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; الْعَزِيْزُ-(ال+عزيز) -তিনি পরাক্রমশালী; الْحَكِيْمُ-(ال+حكيم)-মহাবিজ্ঞ। ﴿١٩﴾ اِنَّ-নিসন্দেহে; الدِّيْنَ-(ال+دين) -একমাত্র জীবনব্যবস্থা ; عِنْدَ-নিকট; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র; الْاِسْلَامُ-(ال+اسلام)-ইসলাম; وَ-আর; مَا اخْتَلَفَ-তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়নি; الَّذِيْنَ-যাদেরকে; اُوْتُوا-দেয়া হয়েছিল; الْكِتٰبَ-(ال+كتب)-কিতাব; اِلَّا-এছাড়া; مِنْۢ بَعْدِ-পর; مَا جَآءَهُمْ-(ما+جاء+هم)-তাদের কাছে আসার; الْعِلْمُ-(ال+علم)-জ্ঞান;

১৭. আল্লাহ তাআলার পরে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য ফেরেশতাকুলের ; কেননা তাঁরা হচ্ছে বিশ্ব রাজত্বের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারী। তাঁরা যথার্থভাবে নিজেদের জ্ঞানের ভিত্তিতে এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ রাজত্বে আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো হুকুম চলে না এবং তিনি ছাড়া অন্য এমন কোনো সত্তার অস্তিত্ব নেই, যার কাছে বিশ্বব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। অতপর সৃষ্টজীবের মধ্যে যাদেরই প্রকৃত সত্য সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান রয়েছে, সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত তাদের সকলের ঐকমত্য ভিত্তিক সাক্ষ্য হলো–এ বিশ্বরাজত্বের মালিক ও পরিচালক একমাত্র আল্লাহ।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট মানুষের জন্য শুধু একটি মাত্র জীবনব্যবস্থা ও জীবন পদ্ধতি সঠিক। তাহলো মানুষ কেবল আল্লাহ্‌কেই নিজের মাবূদ বলে স্বীকার করবে এবং তাঁর দাসত্ব ও বন্দেগীতেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করবে। আর তাঁর বন্দেগী করার পদ্ধতিও সে নিজে বানিয়ে নিবে না। বরং তিনি তাঁর পয়গাম্বরদের মাধ্যমে যে বিধান দিয়েছেন, তা কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ব্যতীরেকে অনুসরণ করবে। এ ধরনের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির নামই হলো ইসলাম। আর এটা ন্যায়সংগতও বটে যে, বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও মালিক তাঁর সৃষ্টিকুল ও প্রজাদের জন্য ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো বিধানকে বৈধ বলে মেনে নিবেন না। মানুষ নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে নাস্তিক্যবাদ থেকে শুরু করে শিরক ও মূর্তিপূজা পর্যন্ত সব ধরনের মতবাদ ও কর্মপন্থা

بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۝

পরস্পর বিদ্বেষবশত (এমনটি করেছিল)।[১৯] আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আয়াতের সাথে কুফরী করবে তবে (তার জেনে রাখা উচিত) অবশ্যই আল্লাহ হিসেব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।

۝٢٠ فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ

২০. অতপর তারা যদি আপনার সাথে বিতর্ক করে তাহলে আপনি বলে দিন, আমি আত্মসমর্পণ করেছি আল্লাহ্র সামনে এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আপনি তাদেরও বলে দিন

أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا۟ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ

যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল এবং নিরক্ষরদেরকে বলে দিন, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছো?[২০] তবে যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তাহলে তারা নিসন্দেহে সঠিক পথ পেয়েছে।

بَغْيًا–বিদ্বেষবশত; بَيْنَهُمْ–(بين+هم)–পরস্পর; وَ–আর; مَنْ–যে; يَكْفُرْ–কুফরী করবে; بِاٰيٰتِ–(ب+ايت)–আয়াতের সাথে; اللّٰهِ–আল্লাহ্র; فَاِنَّ–তবে অবশ্যই; اللّٰهَ–আল্লাহ; سَرِيْعُ–অত্যন্ত দ্রুত; الْحِسَابِ–(ال+حساب)–হিসেব গ্রহণে। ⑳ فَاِنْ–(ف+ان)–অতপর যদি; حَاجُّوْكَ–(حاجوا+ك)–তারা আপনার সাথে বিতর্ক করে; فَقُلْ–(ف+قل)–তবে আপনি বলে দিন; اَسْلَمْتُ–আমি আত্মসমর্পণ করেছি; وَجْهِىَ–সামনে; لِلّٰهِ–(ل+الله)–আল্লাহ্র; وَ–এবং; مَنِ–যারা; اتَّبَعَنِ–আমার অনুসরণ করেছে তারাও; وَ–আর; قُلْ–বলে দিন; لِلَّذِيْنَ–তাদেরকেও; اُوْتُوا–যাদেরকে দেয়া হয়েছিল; الْكِتٰبَ–(ال+كتب)–কিতাব; وَ–এবং; الْاُمِّيّٖنَ–(ال+امين)–নিরক্ষরদেরকে; ءَاَسْلَمْتُمْ–(ء+اسلمتم)–তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছো? فَاِنْ–তবে যদি; اَسْلَمُوْا–তারা আত্মসমর্পণ করে; فَقَدِ–তাহলে নিসন্দেহে; اهْتَدَوْا–তারা সঠিক পথ পেয়েছে;

গ্রহণের বৈধ অধিকারী নিজেকে মনে করতে পারে; কিন্তু বিশ্বজগতের প্রভুর দৃষ্টিতে এসব নিছক বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছু নয়।

১৯. এর অর্থ হলো, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে পয়গাম্বরই যে কোনো যুগে ও পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে এসেছেন তাঁর দ্বীনই ছিল ইসলাম। আর দুনিয়ার যে কোনো ভাষায় ও যে কোনো জাতির প্রতি যে কিতাবই নাযিল হয়েছে তা ইসলামের শিক্ষাই দিয়েছে। এ আসল দীনকে বিকৃত করে এবং এতে কমবেশী করে যেসব ধর্মের মানুষের মধ্যে প্রচলন করা হয়েছে তার কারণ তো এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, মানুষ নিজের বৈধ সীমা ছাড়িয়ে অধিক অধিকার, স্বার্থ ও মর্যাদা পেতে চেয়েছে এবং নিজেদের খেয়াল-

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনার উপর দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেয়া ; আর আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের সম্যক দ্রষ্টা।

وَ–আর; إِنْ–যদি ; تَوَلَّوْا–তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়; فَإِنَّمَا–তবে শুধু; عَلَيْكَ–আপনার (উপর) দায়িত্ব তো; الْبَلٰغُ–(ال+بلغ)-পৌঁছে দেয়া; وَ–আর; اللّٰهُ–আল্লাহ ; بَصِيرٌ–সম্যক দ্রষ্টা ; بِالْعِبَادِ–(ب+ال+عباد)-(তাঁর) বান্দাদের

খুশীমত আসল দীনের আকীদা-বিশ্বাস মূলনীতি ও বিধি-বিধানে রদ-বদল করে ফেলেছে।

২০. অন্য কথায় এভাবে বলা যেতে পারে, "আমি ও আমার অনুসারীগণ সেই নির্ভেজাল ইসলামের প্রবক্তা যা আল্লাহ তাআলার খাঁটি দীন, এখন তোমরা বলো যে, তোমরা নিজেদের এবং নিজেদের পূর্বসূরীদের দ্বারা পরিবর্তিত পরিবর্ধিত অংশ বাদ দিয়ে আসল ও সত্যিকার দীন গ্রহণ করবে কিনা ?

২ রুকূ' (আয়াত ১০–২০)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়ার জীবনে কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্য দেখে মানসিকভাবে দুর্বলতা পোষণ করার প্রয়োজন নেই। কেননা তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্য আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় কোনো কাজে আসবে না।

২. আল্লাহ্‌র আয়াত তথা কিতাবকে অস্বীকার করলে পৃথিবীতেও আল্লাহ পাকড়াও করতে পারেন, যেভাবে ফিরাউন ও তার অনুসারীদের পাকড়াও করেছেন।

৩. আল্লাহ্‌র পথে যারা জান-মাল দিয়ে লড়াই করবে, তাদেরকে তিনি অদৃশ্য শক্তি দিয়ে সাহায্য করবেন, যেমনি সাহায্য করেছেন বদর যুদ্ধে মুসলমানদেরকে।

৪. ধন-সম্পদ, নারী, সন্তান-সন্ততি, পশু সম্পদ ও ক্ষেত-খামার ইত্যাদিকে মানুষের জন্য আকর্ষণীয় করে দিয়ে সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন করা হয়েছে। কিন্তু এসব ক্ষণস্থায়ী ভোগের বস্তু ; আল্লাহ্‌র নিকটই প্রকৃত ও উত্তম বস্তু।

৫. যারা মুত্তাকী তথা তাকওয়ার জীবন-যাপন করেছে বা করবে তাদের জন্য রয়েছে ঝর্ণাধারা বিশিষ্ট জান্নাত। সেখানে তাদের জন্য উত্তম ও পবিত্র সঙ্গিনী থাকবে, আর সর্বোপরি থাকবে আল্লাহ্‌র সন্তোষ এবং এসব জিনিস হবে চিরস্থায়ী।

৬. মুত্তাকীদের পরিচয় হলো, যারা নিজ গুনাহের জন্য শেষ রাতে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চায় এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানায়। তারা বিপদাপদে ধৈর্যশীল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক আনীত দীনের অনুগত এবং দরিদ্র-অভাবীদের প্রতি দানশীল।

৭. আল্লাহ ছাড়া যে, কোনো ইলাহ নেই, হতে পারে না–তার সাক্ষী আল্লাহ স্বয়ং, তাঁর নির্দেশ পালনে সদা তৎপর তাঁর বিশেষ সৃষ্টি ফেরেশতাকুল এবং সৃষ্টির সূচনা থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যেসব মানুষকে আল্লাহ জ্ঞান দান করে মর্যাদাবান করেছেন তাঁরা সকলেই।

৮. দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র মনোনীত জীবনব্যবস্থা একমাত্র 'ইসলাম'। এর বিকল্প কোনো ব্যবস্থাই আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

৯. যারা এ দীনের বিকল্প অনুসন্ধান করবে, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি যথাসময়ে অত্যন্ত দ্রুত কার্যকরী হয়ে থাকে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-১০

٢١ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ

২১. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে,

وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

এবং মানুষের মধ্য থেকে যারা ইনসাফের নির্দেশ দেয় তাদেরকেও হত্যা করে ; আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।[২১]

٢٢ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ

২২. এরাই তারা, দুনিয়া ও আখিরাতে যাদের কাজসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে।[২২] আর তাদের জন্য নেই

২১ إِنَّ-নিশ্চয়; الَّذِينَ-যারা; يَكْفُرُونَ -অস্বীকার করে ; بِآيَاتِ-আয়াতসমূহকে; اللَّهِ -আল্লাহ্‌র; وَ-এবং; يَقْتُلُونَ -হত্যা করে; النَّبِيِّينَ-(ال+نبين)-নবীদেরকে; بِغَيْرِ حَقٍّ-(ب+غير+حق)-অন্যায়ভাবে; وَ-এবং ; يَقْتُلُونَ -হত্যা করে (তাদেরকেও); الَّذِينَ-যারা; يَأْمُرُونَ-নির্দেশ দেয়; بِالْقِسْطِ-(ب+ال+قسط)-ইনসাফের; مِنَ-মধ্য থেকে; النَّاسِ-(ال+ناس)-মানুষের; فَبَشِّرْهُمْ-(ف+بشر+هم)-আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন; بِعَذَابٍ-(ب+عذاب)-শাস্তির; أَلِيمٍ -যন্ত্রণাদায়ক। ২২ أُولَٰئِكَ-এরাই তারা; الَّذِينَ-যাদের; حَبِطَتْ-বিনষ্ট হয়ে গেছে; أَعْمَالُهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের কাজসমূহ; فِي الدُّنْيَا-(فى+ال+دنيا)-দুনিয়াতে; وَ-ও আখিরাতে; وَالْآخِرَةِ-(و+ال+اخرة)- ; وَ-আর ; مَا لَهُمْ-(ما+ل+هم)-তাদের জন্য নেই ;

২১. এটা বিদ্রূপাত্মক বর্ণনাভঙ্গি। এর অর্থ হলো, যেসব কাফির-মুশরিক ও নবী-রাসূলদের হত্যাকারী নিজেদের নিকৃষ্ট কীর্তিকলাপে খুশী হয়ে ভাবছে যে, তারা খুব ভাল কাজ করেছে, তাদেরকে আপনি জানিয়ে দিন যে, তোমাদের কাজের পরিণতি এরূপ হবে।

২২. অর্থাৎ তারা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ও চেষ্টা-সাধনা এমন পথে ব্যয় করেছে যার ফলাফল এ দুনিয়াতেও মন্দ এবং আখিরাতেও মন্দ হতে বাধ্য।

مِنْ نّٰصِرِيْنَ ۝٢٣ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ

কোনো সাহায্যকারী।[২৩] ২৩. আপনি কি দেখেননি, যাদেরকে কিতাবের অংশ দেয়া হয়েছিল, তাদেরকে (যখন) আহ্বান করা হয়

اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে, যাতে তা ফায়সালা করে দেয় তাদের মধ্যে ;[২৪] অতপর তাদের মধ্যকার একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয় ; আর তারাই অমান্যকারী।

۝٢٤ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ص وَغَرَّهُمْ

২৪. এটা এজন্য যে, তারা বলে-(জাহান্নামের) আগুন আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না নির্দিষ্ট কয়েকদিন ছাড়া।[২৫] আর তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে

مِنْ نّٰصِرِيْنَ-(من+نصرين)-কোনো সাহায্যকারী। ২৩ اَلَمْ تَرَ-(ا+لم+تر)-আপনি কি দেখেননি; اِلَى الَّذِيْنَ-(الى+الذين)-যাদেরকে ; اُوْتُوْا-দেয়া হয়েছিল; نَصِيْبًا-অংশ; مِّنَ الْكِتٰبِ-(من+ال+ كتب)-কিতাবের; يُدْعَوْنَ-(যখন) আহ্বান করা হয়; اِلٰى-দিকে ; كِتٰبِ-কিতাবের ; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র ; لِيَحْكُمَ-(ل+يحكم)-যাতে তা ফায়সালা করে দেয়; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে; ثُمَّ-অতপর ; يَتَوَلّٰى-মুখ ফিরিয়ে নেয়; فَرِيْقٌ-একটি দল; مِّنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যকার ; وَ-আর; هُمْ-তারাই; مُّعْرِضُوْنَ-অমান্যকারী। ২৪ ذٰلِكَ-এটা; بِاَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-এজন্য যে, তারা ; قَالُوْا-বলে থাকে ; لَنْ تَمَسَّنَا-(لن+تمس+نا)-আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না ; النَّارُ-(ال+نار)-(জাহান্নামের) আগুন ; اِلَّآ-ছাড়া ; اَيَّامًا-কয়েকদিন; مَّعْدُوْدٰتٍ-নির্দিষ্ট ; وَ-আর ; غَرَّهُمْ-(غر+هم)-তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে ;

২৩. অর্থাৎ তাদের ভুল প্রচেষ্টা ও অসৎকর্মকে সুফলদায়ক করতে পারে, কমপক্ষে মন্দ পরিণতি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই। যে সকল শক্তির উপর তারা ভরসা করে যে, দুনিয়াতে বা আখিরাতে অথবা উভয় স্থানে সেসব শক্তি তাদের কাজে আসবে, প্রকৃতপক্ষে সেসব শক্তি তাদের সাহায্যকারী প্রমাণিত হবে না।

২৪. অর্থাৎ তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌র কিতাবকে সর্বশেষ সনদ হিসেবে মেনে নাও এবং তার ফয়সালার সামনে মাথা নত করে দাও। আল্লাহ্‌র কিতাবের দৃষ্টিতে যা সত্য, তাকে সত্য হিসেবে মেনে নাও এবং তার দৃষ্টিতে যা বাতিল, তাকে বাতিল হিসেবে মেনে নাও। প্রকাশ থাকে যে, এখানে 'আল্লাহ্‌র কিতাব' দ্বারা তাওরাত ও

فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ

তাদের ভিত্তিহীন উদ্ভাবন তাদের দীনের ব্যাপারে। ২৫. কিন্তু কেমন হবে যখন আমি সেদিন তাদেরকে সমবেত করবো যাতে কোনো সন্দেহ নেই

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ

এবং (সেদিন) প্রত্যেক ব্যক্তিকে যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণভাবে দেয়া হবে ? আর তাদের প্রতি কোনো যুলম করা হবে না। ২৬. আপনি বলুন, হে আল্লাহ, সার্বভৌমত্বের মালিক ![২৬]

فِىْ –ব্যাপারে; دِيْنِهِمْ –(دين+هم)–তাদের দীনের ; مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ –(ما+كانوا+يفترون)-তাদের ভিত্তিহীন উদ্ভাবন। ㉕ فَكَيْفَ –(ف+كيف)-কিন্তু কেমন হবে; اذا –যখন ; جَمَعْنٰهُمْ –(جمعنا+هم)–আমি তাদেরকে সমবেত করবো ; لِيَوْمٍ –(ل+يوم)-সেদিন ; لَارَيْبَ –(لا+ريب)-কোনো সন্দেহ নেই ; فِيْهِ –(فى+ه)-যাতে ; وَ –এবং ; وُفِّيَتْ –পূর্ণভাবে দেয়া হবে ; كُلُّ –প্রত্যেক; نَفْسٍ –ব্যক্তিকে ; مَا –যা; كَسَبَتْ –সে অর্জন করেছে ; وَ –আর; هُمْ –তাদের প্রতি ; لَا يُظْلَمُوْنَ –যুলম করা হবে না। ㉖ قُلِ –আপনি বলুন; اَللّٰهُمَّ –হে আল্লাহ! مٰلِكَ –মালিক; اَلْمُلْكِ –(ال+ملك)-সার্বভৌমত্বের, রাজত্বের, ক্ষমতার ;

ইনজীল বুঝানো হয়েছে, আর "যাদেরকে কিতাবের অংশ দেয়া হয়েছে" বাক্যাংশ দ্বারা ইয়াহুদী ও নাসারাদের আলেমদেরকে বুঝানো হয়েছে।

২৫. অর্থাৎ এসব লোক নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র মনে করে রেখেছে তারা এমন ভুল ধারণায় নিমজ্জিত আছে যে, "আমরা যা কিছুই করি না কেন জান্নাত আমাদের জন্য নির্ধারিত আছে, আমরা ঈমানদারদের দলের, আমরা অমুকের বংশধর, অমুকের উম্মত, অমুকের মুরীদ, অমুকের হাতে হাত রেখে বাইয়াত নিয়েছি। সুতরাং জাহান্নামের কি শক্তি আছে যে, আমাদেরকে স্পর্শ করে। আর যদি আমাদেরকে জাহান্নামে দেয়াও হয় তবে তা হবে হাতে গোণা কয়েকদিনের জন্য, যাতে গোনাহের যে দাগগুলো আমাদের শরীরে লেগে গেছে, সেগুলো মুছে যায়। অতপর আমাদেরকে সরাসরি জান্নাতে পৌঁছে দেয়া হবে।" এ ধরনের চিন্তা-চেতনা তাদেরকে এতোই নির্ভিক ও বেপরোয়া বানিয়ে দিয়েছে যে, তারা কঠিন থেকে কঠিনতর গুনাহ করে যেতে থাকে, লিপ্ত হয়ে পড়ে নিকৃষ্টতম গুনাহে। প্রকাশ্যে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্রও আল্লাহ্‌র ভয় আসে না।

২৬. এখানে দোয়ার ভাষায় অত্যন্ত সহজ-সাবলীলভাবে বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পটপরিবর্তনে আল্লাহ তাআলার অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জগতের সমস্ত শক্তি-ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার করায়ত্বে। সম্মান বা অপমান করার সমস্ত শক্তিও তাঁরই হাতে। তিনি পথের

تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ

যাকে চান আপনি ক্ষমতা দান করেন এবং যার কাছ থেকে চান ক্ষমতা কেড়ে নেন, আর যাকে চান আপনি সম্মানিত করেন

وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

এবং যাকে চান অপমানিত করেন। আপনারই হাতে সকল কল্যাণ ; নিশ্চয় আপনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

٢٧ تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَيَّ

২৭. আপনি রাতকে প্রবেশ করিয়ে দেন দিনের মধ্যে আর দিনকে প্রবেশ করিয়ে দেন রাতের মধ্যে এবং জীবিতকে বের করেন

مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

মৃত থেকে এবং মৃতকে বের করেন জীবিত থেকে ; আর যাকে চান বেহিসাব রিযক দান করেন।[২৭]

تُؤْتِى–আপনি দান করেন; الْمُلْكَ–ক্ষমতা, রাজত্ব; مَنْ–যাকে; تَشَاءُ –চান; وَ–এবং; تَنْزِعُ –কেড়ে নেন ; الْمُلْكَ –ক্ষমতা, রাজত্ব ; مِمَّنْ–(من+من)-যার কাছ থেকে; تَشَاءُ –আপনি চান ; وَ–আর ; تُعِزُّ –আপনি সম্মানিত করেন ; مَنْ–যাকে; تَشَاءُ –চান; وَ–এবং ; تُذِلُّ –অপমানিত করেন; مَنْ –যাকে; تَشَاءُ–আপনি চান; بِيَدِكَ –(ب+يد+ك)–আপনার হাতে ; الْخَيْرُ–(ال+خير)–সকল কল্যাণ ; إِنَّكَ–(ان+ك)– নিশ্চয় আপনি ; عَلَى –উপর ; كُلِّ–প্রত্যেক ; شَيْءٍ –বিষয়ের ; قَدِيرٌ –সর্বশক্তিমান। ٢٧ تُولِجُ –আপনি প্রবেশ করিয়ে দেন ; الَّيْلَ–(ال+ليل)–রাতকে; فِي–মধ্যে; النَّهَارِ (ال+نهار)– দিনের ; وَ–আর ; تُولِجُ –প্রবেশ করিয়ে দেন ; النَّهَارَ–(ال+نهار)– দিনকে ; فِي–মধ্যে ; الَّيْلِ–(ال+ليل)–রাতের; وَ–এবং تُخْرِجُ –আপনি বের করেন; الْحَيَّ–(ال+حي) জীবিতকে; مِنَ–থেকে; الْمَيِّتِ–(ال+ميت)–মৃত ; وَ–এবং; تُخْرِجُ –বের করেন ; الْمَيِّتَ–(ال+ميت)-মৃতকে ; مِنَ–থেকে ; الْحَيِّ–(ال+حي)-জীবিত; وَ–আর ; تَرْزُقُ –আপনি রিযিক দান করেন ; مَنْ –যাকে ; تَشَاءُ –চান; بِغَيْرِ حِسَابٍ –বেহিসাব।

ভিখারীকে রাজ-সিংহাসনের অধিকারী করতে পারেন আবার প্রবল সম্রাটের হাত থেকেও ক্ষমতা-ঐশ্বর্য কেড়ে নিতে পারেন। তিনি সর্বশক্তিমান।

﴿٢٨﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

২৮. মু'মিনরা যেন মুমিনদেরকে ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ

আর যে এরূপ করবে তাহলে আল্লাহ্‌র সাথে নেই তার কোনো সম্পর্ক ; তবে আত্মরক্ষার জন্য তাদের থেকে তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা ব্যতিক্রম।[২৮]

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ

আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে সাবধান করছেন এবং আল্লাহ্‌র দিকেই (তোমাদের) প্রত্যাগমন।[২৯] ২৯. আপনি বলে দিন, তোমরা যদি তোমাদের অন্তরে যা আছে তা গোপন রাখো,

الْكٰفِرِيْنَ ; –যেন গ্রহণ না করে ; الْمُؤْمِنُوْنَ– (ال+مؤمنون)– মু'মিনরা ; لَا يَتَّخِذْ–(২৮)
الْمُؤْمِنِيْنَ ; –কাফিরদেরকে ; أَوْلِيَاءَ –বন্ধু হিসেবে ; مِنْ دُوْنِ– ছাড়া ; –(ال+كفرين)–
–(ال+مؤمنين)–মু'মিনদের ; وَ –আর ; مَنْ –যে ; يَفْعَلْ –করবে ; ذٰلِكَ –এরূপ;
فَلَيْسَ –তাহলে নেই ; مِنَ اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র সাথে ; فِيْ شَيْءٍ –কোনো কিছু সম্পর্ক;
إِلَّا –তবে ব্যতিক্রম ; أَنْ تَتَّقُوْا –সতর্কতা অবলম্বন করা ; مِنْهُمْ –(من+هم)–তাদের
থেকে ; تُقٰىةً –আত্মরক্ষার জন্য ; وَ –আর ; يُحَذِّرُكُمْ –(يحذر+كم)–তোমাদেরকে
সাবধান করছেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ; نَفْسَهٗ –(نفس+ه)–তাঁর নিজের সম্পর্কে ; وَ –এবং;
إِلَى –দিকেই ; اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র ; الْمَصِيْرُ –(ال+مصير)–(তোমাদের) প্রত্যাবর্তন।
(২৯) قُلْ –আপনি বলে দিন ; إِنْ –যদি ; تُخْفُوْا –তোমরা গোপন রাখ; مَا –যা আছে ;
فِيْ صُدُوْرِكُمْ –(في+صدور+كم)–তোমাদের অন্তরে ;

২৭. মানুষ যখন একদিকে কাফির ও নাফরমানদের কার্যকলাপ দেখে এবং এটাও দেখে যে, পৃথিবীতে ধন-সম্পদে তারা কিরূপ ফুলে-ফেঁপে উঠছে, অপরদিকে ঈমানদারদের আনুগত্যের নিদর্শন দেখে এবং তাদেরকে এমন দারিদ্র্য ও অনাহার ক্লিষ্ট অবস্থা আর বিপদ-আপদ ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পায় যেসব অবস্থার শিকার হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কিরাম হিজরী তৃতীয় সাল ও তার কাছাকাছি সময়ে, তখন স্বভাবতই তার অন্তরে হতাশা মিশ্রিত প্রশ্নের উদয় হয়। আল্লাহ তাআলা এখানে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আর এমন সূক্ষ্মভাবেই উত্তর দিয়েছেন যার চেয়ে অধিক সূক্ষ্ম উত্তর আশাই করা যায় না।

২৮. অর্থাৎ কোনো মু'মিন ব্যক্তি যদি ইসলামের কোনো শত্রুদলের ফাঁদে আটকে পড়ে এবং সে তাদের যুলম-নির্যাতনের আশংকা করে তখন তার জন্য নিজের ঈমান লুকিয়ে রেখে শত্রুদলের লোকদের সাথে বাহ্যত এমন আচরণ দেখানোর অনুমতি

أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ

অথবা তা প্রকাশ কর আল্লাহ তা জানেন। আর তাও তিনি জানেন যাকিছু আছে আসমানে এবং আছে যাকিছু যমীনে ;

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ

আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।[৩০] ৩০. সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি যে কাজ সে ভালো করেছে–উপস্থিত পাবে ;

أَوْ –অথবা; تُبْدُوهُ –(تبدو+ه)–তা প্রকাশ করো ; يَعْلَمْهُ –(يعلم+ه) তা জানেন ; اللَّهُ –আল্লাহ; وَ –আর; يَعْلَمُ –(তাও) জানেন; مَا –যাকিছু ; فِي السَّمَٰوَٰتِ –(في+ال+سموت)-আসমানে আছে; وَ –এবং ; مَا –যাকিছু ; فِي الْأَرْضِ –(في+ال+ارض)-আছে যমীনে ; وَ –আর ; اللَّهُ –আল্লাহ ; عَلَىٰ –উপর ; كُلِّ –প্রত্যেক ; شَيْءٍ –বিষয়ে; قَدِيرٌ –সর্বশক্তিমান। ﴿৩০﴾ يَوْمَ –সেদিন ; تَجِدُ –পাবে ; كُلُّ –প্রত্যেক; نَفْسٍ –ব্যক্তি; مَا –যে, যা ; عَمِلَتْ –কাজ সে করেছে ; مِنْ خَيْرٍ –ভাল ;

রয়েছে যাতে তারা তাকে তাদের একজন মনে করে। অথবা তার ঈমান যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য সে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ দেখাতে পারে ; এমনকি কঠিন ভয়ভীতিপূর্ণ অবস্থা যে ব্যক্তি বরদাশত করতে পারে না, তাকে মৌখিকভাবে কুফরী বাক্য পর্যন্ত উচ্চারণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

২৯. অর্থাৎ মানুষের ভয় কখনো যেন তোমার উপর এমন প্রভাব বিস্তার না করে যে, আল্লাহ্‌র ভয় তোমার অন্তর থেকে বের হয়ে যায়। মানুষ সর্বোচ্চ দুনিয়ার জীবনে তোমার বৈষয়িক স্বার্থের ক্ষতি করতে পারে ; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাকে চিরদিনের জন্য আযাবে নিক্ষেপ করতে পারেন। সুতরাং যদি কখনো নিজ জান-মাল বাঁচানোর জন্য বাধ্য হয়ে কাফিরদের সাথে আত্মরক্ষামূলক 'তাকিয়া' নীতি অবলম্বন করতে হয়, তখন তা এতোটুকু সীমা পর্যন্ত বৈধ হতে পারে যেন ইসলাম বা কোনো ইসলামী মিশন, ইসলামী জামায়াতের স্বার্থ অথবা কোনো মু'মিন বান্দাহর জান-মালের ক্ষতি না হয়। কিন্তু খবরদার ! কুফর ও কাফিরদের যেন এমন কোনো খেদমত তোমার মাধ্যমে না হয়, যার ফলে ইসলামের মুকাবিলায় কুফরী বিস্তার লাভ করে এবং মুসলমানদের উপর কাফিররা বিজয় লাভ করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ভালোভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন যে, নিজেকে বাঁচানোর জন্য তুমি যদি আল্লাহ্‌র দীনের, মু'মিনদের জামায়াত বা কোনো মু'মিন ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করো অথবা আল্লাহ্‌র দুশমনদের যথার্থ কোনো খেদমত করো, তাহলে আল্লাহর হিসেব গ্রহণ থেকে তুমি কখনো রক্ষা পাবে না। কেননা তোমাকে অবশ্যই তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে।

مُحْضَرًا ۛ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ۛ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗۤ

এবং যে কাজ সে মন্দ করেছে (তাও উপস্থিত পাবে)। আর সে কামনা করবে, যদি সত্যিই তার (সে ব্যক্তির) ও তার কর্মফলের মধ্যে হতো

اَمَدًاۢ بَعِيْدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ۟

দূর ব্যবধান! আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্বন্ধে সাবধান করছেন এবং আল্লাহ বান্দাহদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।[৩১]

مُحْضَرًا–উপস্থিত; وَ–এবং ; مَا–যে; عَمِلَتْ–কাজ সে করেছে; مِنْ سُوْءٍ–মন্দ; تَوَدُّ–সে কামনা করবে; لَوْ–যদি হতো; اَنَّ–সত্যিই; بَيْنَهَا–(بين+ها)-ওর (কর্মফলের) মধ্যে ; وَ–ও ; بَيْنَهٗ–(بين+ه)-তার (সে ব্যক্তির) মধ্যে ; اَمَدًا–ব্যবধান ; بَعِيْدًا–দূর; وَ–এবং ; يُحَذِّرُ–সাবধান করছেন; كُمْ–তোমাদেরকে; اللّٰهُ–আল্লাহ ; نَفْسَهٗ–তাঁর নিজের (সম্পর্কে) ; وَ–আর ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; رَءُوْفٌ–অত্যন্ত মেহেরবান ; بِالْعِبَادِ–(ب+ال+عباد)–বান্দাহদের প্রতি।

৩০. অর্থাৎ বন্ধুত্বের সম্পর্ক অন্তরের সাথে। আর অন্তরের অবস্থাও আল্লাহ অবগত আছেন। সুতরাং ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের খাতিরে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি অর্জন করো না। যেহেতু অন্তরের গোপন ভেদ আল্লাহ জানেন সেহেতু বাহ্যিক অস্বীকৃতি অন্তরে বন্ধুত্ব রাখার অপকৌশল আল্লাহ্‌র নিকট অচল।

৩১. অর্থাৎ এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার সর্বোচ্চ কল্যাণাকাঙ্ক্ষারই বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি তোমাদেরকে আগেভাগেই এমন সব কাজ থেকে সতর্ক করে দিচ্ছেন, যা পরিণামে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

৩ রুকূ' (আয়াত ২১-৩০)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকারকারী এবং নবী-রাসূল ও ঈমানদার বান্দাহদের হত্যাকারীদের জন্য জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক আযাব নির্ধারিত।

২. উপরোল্লিখিত ব্যক্তিদের দুনিয়ার জীবনে কৃত সৎকর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং তারা আখিরাতে উক্ত কাজের কোনো বিনিময় পাবে না। সেখানে তাদের কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না।

৩. নিজেদের মধ্যকার সকল ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কিতাবের ফায়সালাই মেনে নিতে হবে।

৪. আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ না মেনে শুধুমাত্র মুখে মুখে নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র ধারণা করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

৫. আল্লাহ তাআলা সর্বময় ক্ষমতার উৎস। তিনিই যাকে ইচ্ছা শাসন কর্তৃত্ব দান করেন, যাকে ইচ্ছা ক্ষমতাচ্যুত করেন, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।

৬. আল্লাহ তাআলা রাতকে দিন এবং দিনকে রাত করেন, জীবিতকে করেন মৃত এবং মৃতকে করেন জীবিত। এসবই তাঁর শক্তি-ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

৭. কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব জায়েয নেই। তবে জান-মাল রক্ষার খাতিরে বাহ্যিকভাবে বন্ধুত্বমূলক আচরণ জায়েয আছে। সামাজিক শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে।

৮. কাফিরদের প্রতি স্বাভাবিক মানবিক আচরণও জায়েয।

৯. আল্লাহ তাআলা বাহ্যিক আচরণ যেমন দেখেন তেমনি অন্তরের গোপন বিষয়ও জানেন। সুতরাং অন্তরে তাদের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব পোষণ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্কে ভয় করতে হবে।

১০. দুনিয়ার জীবনে কাফিরদের প্রাচুর্য দেখে ধোঁকায় পড়া যাবে না, কারণ এটা আখিরাতের সফলতার মাপকাঠি নয়।

১১. আল্লাহ তাআলা বান্দাহর প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান বলেই আগেভাগেই পরকালের ক্ষতিকর কাজগুলো সম্পর্কে বান্দাহকে অবহিত করে দিয়েছেন।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-১১

(৩১) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

৩১. আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবেসে থাকো তবে আমাকে অনুসরণ করো,[৩২] আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন।

وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (৩২) قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ

আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু। ৩২. আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো। তবে তারা যদি মুখ ফেরায়, তাহলে (জানা উচিত) আল্লাহ অবশ্যই

لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ (৩৩) إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرٰهِيمَ وَآلَ عِمْرٰنَ

কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।[৩৩] ৩৩. নিশ্চয় আল্লাহ[৩৪] মনোনীত করেছেন আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদেরকে[৩৫]

(৩১) قُلْ –আপনি বলে দিন ; إِنْ –যদি ; كُنْتُمْ تُحِبُّونَ –তোমরা ভালোবেসে থাকো; اللّٰهَ –আল্লাহ্কে ; فَاتَّبِعُونِي –(ف+اتبعوا+نى)–তবে আমাকে অনুসরণ করো; يُحْبِبْكُمُ –(يحبب+كم)–তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; وَ –এবং; يَغْفِرْ –মাফ করে দিবেন; لَكُمْ –তোমাদেরকে ; ذُنُوبَكُمْ –(ذنوب+كم)-তোমাদের গুনাহ; وَ –আর; اللّٰهُ –আল্লাহ; غَفُورٌ –অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَحِيمٌ –অত্যন্ত দয়ালু। (৩২) قُلْ – আপনি বলে দিন ; أَطِيعُوا –তোমরা আনুগত্য করো ; اللّٰهَ –আল্লাহ ; وَ –ও ; الرَّسُولَ –(ال+رسول)–রাসূলের ; فَإِنْ –তবে যদি ; تَوَلَّوْا –তারা মুখ ফেরায় ; فَإِنَّ – তাহলে (জানা উচিত) অবশ্যই ; اللّٰهَ –আল্লাহ; لَا يُحِبُّ –ভালোবাসেন না; الْكٰفِرِينَ –(ال+كفرين)–কাফিরদেরকে। (৩৩) إِنَّ –নিশ্চয়; اللّٰهَ –আল্লাহ ; اصْطَفٰى –মনোনীত করেছেন ; آدَمَ –আদম; وَ –ও ; نُوحًا –নূহ ; وَ –ও ; آلَ –বংশধর; إِبْرٰهِيمَ –ইবরাহীমের; وَ –এবং ; آلَ –বংশধরদেরকে ; عِمْرٰنَ –ইমরানের ;

৩২. কারো প্রতি কারো ভালোবাসার পরিমাপ করার উপায় হলো তার অবস্থা ও আচরণ দেখা অথবা ভালোবাসার চিহ্ন ও লক্ষণাদি জেনে নেয়া। অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর ভালোবাসার দাবিদার এবং তাঁর ভালোবাসা যারা পেতে চায় তাদেরকে পথ বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্র ভালোবাসা পেতে হলে রাসূলের অনুসরণের

বিকল্প নেই। রাসূলকে অনুসরণে যে যতোবেশী যত্নবান হবে, আল্লাহ্কে ভালোবাসার দাবি ততোবেশী সত্য বলে প্রমাণিত হবে। পক্ষান্তরে রাসূলের অনুসরণে যে যতোটুকু দুর্বল হবে, আল্লাহ্কে ভালোবাসার দাবি তার ততোটুকু দুর্বল হবে।

৩৩. এখানে প্রথম ভাষণটি শেষ হচ্ছে। এখানে আলোচ্য বিষয় বিশেষ করে বদর যুদ্ধের প্রতি যে ইংগিত রয়েছে তা থেকে এ প্রবল ধারণাই জন্মে যে, এ ভাষণটি বদর যুদ্ধের পরে এবং উহুদ যুদ্ধের পূর্বে তথা হিজরী তৃতীয় সালে নাযিল হয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা থেকে সাধারণত লোকদের এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, এ সূরার প্রথম দিকের আশিটি আয়াত নাজরান প্রতিনিধি দলের আগমনকালে তথা হিজরী নবম সালে নাযিল হয়েছে। কিন্তু প্রথমত, ভূমিকা স্বরূপ নাযিলকৃত ভাষণের আলোচ্য বিষয় দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটা প্রতিনিধি দলের আগমনের অনেক পূর্বে নাযিল হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মুকাতিল ইবনে সুলায়মানের বর্ণনায় এ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় যে, নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় শুধু সেসব আয়াত নাযিল হয়েছে যেগুলোতে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর বিবরণ রয়েছে এবং এগুলোর সংখ্যা ৩০টির চেয়ে কিছু বেশী।

৩৪. এখান থেকে দ্বিতীয় খুতবা আরম্ভ হয়েছে। এর নাযিলকাল হিজরী নবম সাল, যখন নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিল। নাজরান অঞ্চলটি হিজায ও ইয়ামানের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। সে সময় উক্ত অঞ্চলে ৭৩টি জনপদ ছিল। কথিত আছে যে, উক্ত এলাকায় সে সময় এক লক্ষ বিশ হাজার যুদ্ধ করার উপযোগী যুবক বর্তমান ছিল। পুরো বসতিই ছিল খৃস্টান এবং তারা তিনজন সরদারের শাসনাধীন ছিল। এদের একজনকে বলা হতো 'আকেব', তাঁর মর্যাদা ছিল রাষ্ট্রপ্রধানের। দ্বিতীয়জনকে বলা হতো 'সাইয়েদ', যিনি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী দেখতেন। তৃতীয়জনকে বলা হতো 'উসকুফ' (বিশপ), যার সাথে ধর্মীয় বিষয়াবলী সম্পৃক্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) যখন মক্কা বিজয় করলেন এবং সমস্ত আরববাসীর এ বিশ্বাস জন্মে যে, এ দেশের ভবিষ্যত মুহাম্মদ (স)-এর হাতেই নিবদ্ধ, তখন আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রতিনিধি দল আসা শুরু হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় নাজরানের তিনজন সরদার ষাটজনের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে মদীনায় আসেন। তারা যুদ্ধের জন্য কোনো অবস্থায় প্রস্তুত ছিলেন না। প্রশ্ন হলো তারা তাহলে কি ইসলাম গ্রহণ করতে চান, না যিম্মী হিসেবে থাকতে চান। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তাআলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর এ ভাষণটি নাযিল করেন, যাতে এর মাধ্যমে তাঁদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া যায়।

৩৫. 'ইমরান' হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর পিতার নাম। বাইবেলে যাকে 'আমরাম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মারইয়াম ও হযরত ঈসা (আ) এ ইমরানেরই অধস্তন বংশধর। কুরআন মাজীদে এদিকে ইংগিত করে মারইয়াম (আ)-কে হযরত হারুন (আ)-এর বোন বলা হয়েছে। −(সূরা মারইয়াম ঃ ২৮)

عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾ إِذْ قَالَتِ

বিশ্ববাসীর উপর। ৩৪. তাদের একে অপরের বংশধর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।[৩৬] ৩৫. (স্মরণীয়) যখন বলেছিল

امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ۚ

ইমরানের স্ত্রী,[৩৭] হে আমার প্রতিপালক! আমি নিশ্চয় আমার গর্ভে যা আছে তাকে সবকিছু থেকে মুক্ত করে আপনার জন্য মানত করলাম। অতএব আপনি আমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করুন।

اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ۗ

নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।[৩৮] ৩৬. অতপর সে যখন তাকে প্রসব করলো তখন বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো তা কন্যা সন্তান প্রসব করেছি

عَلٰى –উপর ; الْعٰلَمِيْنَ –(ال+علمين)– বিশ্ববাসীর। (৩৪) ذُرِّيَّةً –তারা বংশধর ; بَعْضُهَا –(بعض+ها)– তাদের একে; مِنْ بَعْضٍ –অপরের ; وَ –আর ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; سَمِيْعٌ –সর্বশ্রোতা ; عَلِيْمٌ –সর্বজ্ঞ। (৩৫) اِذْ –(স্মরণীয়) যখন ; قَالَتِ –বলেছিল ; امْرَاَتُ –স্ত্রী ; عِمْرٰنَ –ইমরানের; رَبِّ –হে আমার প্রতিপালক! اِنِّىْ –(ان+ى)– নিশ্চয় আমি; نَذَرْتُ –মানত করলাম; لَكَ –(ل+ك)– আপনার জন্য; مَا –যা; فِىْ بَطْنِىْ –(فى+بطن+ى)– আমার গর্ভে আছে; مُحَرَّرًا –সবকিছু থেকে মুক্ত করে; فَتَقَبَّلْ –(ف+تقبل)– অতএব আপনি গ্রহণ করুন; مِنِّىْ –(من+ى)– আমার পক্ষ থেকে; اِنَّكَ –(ان+ك)– নিশ্চয় আপনি; اَنْتَ –আপনি; السَّمِيْعُ –(ال+سميع)– সর্বশ্রোতা; الْعَلِيْمُ –(ال+عليم)– সর্বজ্ঞ। (৩৬) فَلَمَّا –অতপর যখন; وَضَعَتْهَا –(وضعت+ها)– সে তাকে প্রসব করলো; قَالَتْ –বললো; رَبِّ –হে আমার প্রতিপালক; اِنِّىْ –আমি তো; وَضَعْتُهَآ –(وضعت+ها)– তা প্রসব করেছি ; اُنْثٰى –কন্যা সন্তান ;

৩৬. খৃষ্টানদের পথভ্রষ্টতার বড় কারণ এই যে, তারা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র বান্দাহ ও তাঁর রাসূল মানার পরিবর্তে তাঁকে 'আল্লাহ্‌র পুত্র' ও প্রভুত্বে আল্লাহ্‌র অংশীদার মনে করে। তাদের এ ভ্রান্তি নিরসন হলে তারা দীন ইসলামের দিকে সহজেই আসতে পারতো। আর এজন্যই অত্র ভাষণের ভূমিকা এভাবে আরম্ভ করা হয়েছে যে, আদম (আ), নূহ (আ), ইবরাহীম বংশধর ও ইমরান বংশধর সকল পয়গাম্বরই মানুষ ছিলেন। এদের বংশ থেকেই পরবর্তীগণ জন্মলাভ করে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউই খোদা ছিলেন না। তাঁদের বিশেষত্ব এই ছিল যে, আল্লাহ তাআলা নিজের দীনের তাবলীগ ও দুনিয়ার সংশোধনকল্পে তাঁদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ

অথচ আল্লাহ সবচেয়ে বেশী জানেন সে যা প্রসব করেছে। আর ছেলে তো মেয়েটির মতো নয় ;[৩৯] আর আমি তার নাম রেখেছি 'মারইয়াম'

وَاِنِّىْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا

আর আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে তাকে এবং তার সন্তানদেরকে আপনার আশ্রয়ে প্রদান করছি। ৩৭. অতপর তার প্রতিপালক তাকে (মারইয়ামকে) গ্রহণ করলেন

بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا

উত্তম গ্রহণ এবং তাকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন উত্তম প্রবৃদ্ধি ; আর তাকে যাকারিয়ার অভিভাবকত্বে দিলেন। যখনই তার নিকট যেতেন

وَ-অথচ ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَعْلَمُ-সবচেয়ে বেশী জানেন; بِمَا-যা ; وَضَعَتْ-সে প্রসব করেছে; وَ-আর; لَيْسَ-নয়; الذَّكَرُ-(ال+ذكر)-সেই ছেলে; كَالْاُنْثٰى-(ك+ال+انثى) -মেয়েটির মতো ; وَ-আর ; اِنِّىْ-আমি ; سَمَّيْتُهَا-(سميت+ها)-তার নাম রেখেছি; مَرْيَمَ-মারইয়াম; وَ-আর; اِنِّىْٓ-আমি ; اُعِيْذُهَا-(اعيذ+ها)-তাকে আশ্রয় প্রদান করছি ; بِكَ-আপনার ; وَ-এবং ; ذُرِّيَّتَهَا-(ذرية+ها)-তার সন্তানদেরকে; مِنَ-থেকে; الشَّيْطٰنِ-(ال+شيطن)-শয়তানের ; الرَّجِيْمِ-(ال+رجيم)-অভিশপ্ত। ৩৭ فَتَقَبَّلَهَا-(ف+تقبل+ها)-অতপর তাকে গ্রহণ করলেন; رَبُّهَا-(رب+ها)-তার প্রতিপালক ; بِقَبُوْلٍ-(ب+قبول)-গ্রহণ ; حَسَنٍ-উত্তম ; وَّ-এবং ; اَنْۢبَتَهَا-(انبت+ها)-তাকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন; نَبَاتًا-প্রবৃদ্ধি; حَسَنًا-উত্তম; وَّ-আর ; كَفَّلَهَا-(كفل+ها)-তাকে অভিভাকত্বে দিলেন; زَكَرِيَّا-যাকারিয়ার; كُلَّمَا-যখনই ; دَخَلَ -প্রবেশ করতেন, যেতেন ; عَلَيْهَا-(على+ها)-তার নিকট ;

৩৭. অর্থাৎ আপনি নিজ বান্দার প্রার্থনা শুনেন এবং তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার অবস্থা জানেন।

৩৮. 'ইমরানের মহিলা' বলে 'ইমরানের স্ত্রী' বুঝানো হলে তার অর্থ হবে ইনি সেই 'ইমরান' নন যার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে ; বরং ইনি ছিলেন মারইয়ামের পিতা যার নামও 'ইমরান'-ই ছিল। ঈসায়ী বর্ণনায় হযরত মারইয়ামের পিতার নাম 'ইউয়াখীম' (Ioachim) লেখা হয়েছে। আর যদি 'ইমরানের মহিলা' দ্বারা 'ইমরান বংশের মহিলা' নেয়া হয় তাহলে তার অর্থ হবে যে, হযরত মারইয়ামের মাতা সেই গোত্রের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু এ ধরনের কোনো তথ্যসূত্র পাওয়া যায় না যাদ্বারা এ

زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۖ

যাকারিয়া[৪০] সেই কক্ষে,[৪১] তার নিকট খাদ্যদ্রব্য দেখতে পেতেন। তিনি বলতেন, হে মারইয়াম এসব তোমার জন্য কোথা থেকে (এলো)?

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

সে বলতো–এসব আল্লাহর নিকট থেকে (আসে)। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে চান বেহিসেব রিযিক দান করেন।

زَكَرِيَّا–যাকারিয়া; الْمِحْرَابَ–(ال+محراب)-সেই কক্ষে; وَجَدَ–দেখতে পেতেন; عِنْدَهَا–(عند+ها)– তার নিকট; رِزْقًا–খাদ্যদ্রব্য; قَالَ–তিনি বললেন; يٰمَرْيَمُ–(يا+مريم)–হে মারইয়াম: اَنّٰى–কোথা থেকে (এলো)? لَكِ–তোমার জন্য; هٰذَا–এসব; قَالَتْ–সে বলতো; هُوَ–এসব; مِنْ–থেকে; عِنْدِ–নিকট; اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র; اِنَّ–নিশ্চয়; اللّٰهَ–আল্লাহ; يَرْزُقُ–রিযিকদান করেন; مَنْ–যাকে; يَّشَآءُ–চান; بِغَيْرِ حِسَابٍ–বেহিসেব।

উভয় অর্থের মধ্যে কোনো একটিকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। কেননা ইমরানের পিতা কে ছিলেন সে সম্বন্ধে ইতিহাসে কোনো উল্লেখ নেই এবং তাঁর মাতাই বা কোন্ গোত্রের ছিলেন।

৩৯. অর্থাৎ ছেলে তো এমন অনেক প্রকৃতিগত দুর্বলতা ও তামাদ্দুনিক বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত থাকে যা থেকে মেয়ে স্বাধীন নয়। তাই ছেলে হলে তার দ্বারা আমার সেসব উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পূর্ণ হতো, যে উদ্দেশ্যে আমি আমার সন্তানকে আপনার পথে উৎসর্গ করার জন্য মানত করেছি।

৪০. এখানে সে সময়ের কথা বলা হয়েছে যখন মারইয়াম বয়োঃপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের ইবাদাতখানা (হায়কলে) পৌঁছে দেয়া হয়েছে। তিনি সেখানে দিনরাত আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল রইলেন। হযরত যাকারিয়া যিনি হযরত মারইয়ামের তরবিয়াত তথা শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, তিনি সম্পর্কের দিক থেকে মারইয়ামের খালু ছিলেন এবং হায়কলের প্রধান ছিলেন।

৪১. 'মিহরাব' শব্দ দ্বারা মানুষের মন সাধারণত সেই মিহরাবের দিকে চলে যায় যা আমাদের যুগে মসজিদে ইমাম সাহেবের দাঁড়ানোর জন্য তৈরি করা হয়। এখানে 'মিহরাব' বলতে বুঝানো হয়েছে ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের গির্জার পাশে সমতল থেকে কিছুটা উঁচুতে যে কক্ষ নির্মিত হয়ে থাকে তাকে। এ কক্ষে গির্জার পুরোহিত, খাদেম এবং ইতেকাফকারীরা অবস্থান করেন। এসব কক্ষের একটিতে হযরত মারইয়াম (আ) ইতেকাফরত ছিলেন।

٣٨ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ

৩৮. সেখানেই যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করলেন। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক ! আপনি আমাকে আপনার নিকট থেকে নেক সন্তান দান করুন।

إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٣٩ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِى ٱلْمِحْرَابِ ۙ

নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।[৪২] ৩৯. অতপর ফেরেশতাগণ তাকে ডেকে বললো, যখন তিনি মিহরাবে দাঁড়ানো অবস্থায় সালাতে রত,

أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا

অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে ইয়াহ্ইয়ার[৪৩] সুসংবাদ দিচ্ছেন। সে হবে আল্লাহ্‌র বাণীর সত্যায়নকারী,[৪৪] নেতা, অত্যন্ত সংযমী

৩৮ هُنَالِكَ–সেখানেই; دَعَا–দোয়া করলেন ; زَكَرِيَّا–যাকারিয়া ; رَبَّهُ–(رب+ه)–তার প্রতিপালকের নিকট; قَالَ –বললেন; رَبِّ –হে আমার প্রতিপালক! هَبْ–আপনি দান করুন; لِى–আমাকে ; مِنْ–থেকে; لَدُنْكَ–(لدن+ك)-আপনার নিকট; ذُرِّيَّةً –একটি সন্তান; طَيِّبَةً –নেক ; إِنَّكَ–(ان+ك)–নিশ্চয় আপনি ; سَمِيعُ–উত্তম শ্রবণকারী; الدُّعَاءِ–দোয়ার। ৩৯ فَنَادَتْهُ–(ف+نادت+ه)–অতপর ডেকে বললো ; الْمَلٰئِكَةُ –ফেরেশতাগণ ; وَهُوَ –যখন তিনি ; قَائِمٌ –দাঁড়ানো অবস্থায় ; يُصَلِّى–সালাতে রত; فِى الْمِحْرَابِ–(فى+ال+محراب)–মিহরাবে; أَنَّ–অবশ্যই ; اللّٰهَ–আল্লাহ; يُبَشِّرُكَ–(يبشر+ك)-আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন; بِيَحْيٰى–(ب+يحيى)–ইয়াহ্ইয়ার; مُصَدِّقًا–(তিনি হবেন) সত্যায়নকারী; بِكَلِمَةٍ–(ب+كلمة)–বাণীর ; مِنَ اللّٰهِ–(من+الله)-আল্লাহ্‌র ; وَسَيِّدًا –ও নেতা; وَحَصُورًا –আর অত্যন্ত সংযমী;

৪২. হযরত যাকারিয়া (আ) সে সময় পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। এ পুণ্যশীলা যুবতী মেয়েটিকে দেখে প্রকৃতিগতভাবে তাঁর অন্তরে এরূপ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হলো যে, আহা ! যদি আল্লাহ তাঁকেও এমন একজন নেক সন্তান দান করতেন। আর এটা দেখেও তাঁর আশার সঞ্চার হলো যে, এ সংসারত্যাগী, নিঃসংগ, নির্জন কক্ষে বসবাসকারিণী মেয়েটিকে নিজ কুদরতে যে আল্লাহ রিযিক দান করছেন, তিনি যদি চান তাহলে বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে সন্তান দান করতে পারেন।

৪৩. বাইবেলে হযরত ইয়াহ্ইয়ার নাম ইউহান্না তথা জোন অর্থাৎ খৃস্টধর্মে দীক্ষাদানকারী (John the Baptist) উল্লেখিত হয়েছে। তার সম্পর্কে এবং হযরত যাকারিয়া, হযরত মারইয়াম ও হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত "সীরাত বিশ্বকোষ" ৩য় খণ্ড পড়া যেতে পারে।

وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ

এবং নেককারদের মধ্য থেকে একজন নবী। ৪০. তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র কিরূপে হবে? আমার তো এসে গেছে

الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ○

বার্ধক্য এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'এরূপেই'[৪৫] আল্লাহ যা চান তা করেন।

﴿٤١﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ۖ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ

৪১. তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য একটি নিদর্শন দিন।[৪৬] তিনি (আল্লাহ) বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি লোকদের সাথে তিনদিন কথা বলবে না

وَ –এবং ; نَبِيًّا –একজন নবী ; مِنَ –মধ্য থেকে ; الصّٰلِحِيْنَ –(ال+صلحين)– নেককারদের। ⑳ قَالَ –তিনি বললেন; رَبِّ –হে আমার প্রতিপালক ; اَنّٰى –কিরূপে; يَكُوْنُ –হবে ; لِىْ –আমার ; غُلٰمٌ –পুত্র; وَقَدْ بَلَغَنِىَ –(و+قد+بلغ+نى)–আমার তো এসে গেছে ; الْكِبَرُ –(ال+كبر)–বার্ধক্য ; وَ –এবং ; امْرَاَتِىْ –(امراة+ى)–আমার স্ত্রী; عَاقِرٌ –বন্ধ্যা ; قَالَ –তিনি (আল্লাহ) বললেন ; كَذٰلِكَ –এরূপেই ; اللّٰهُ –আল্লাহ; يَفْعَلُ –করেন; مَا –যা; يَشَآءُ –চান। ㊶ قَالَ –তিনি বললেন ; رَبِّ –হে আমার প্রতিপালক; اجْعَلْ –দিন ; لِّىْٓ –আমার জন্য ; اٰيَةً –একটি নিদর্শন ; قَالَ –তিনি (আল্লাহ) বললেন; اٰيَتُكَ –(اية+ك)–তোমার নিদর্শন ; اَلَّا تُكَلِّمَ –এই যে, তুমি কথা বলবে না; النَّاسَ –(ال+ناس)–লোকদের সাথে ; ثَلٰثَةَ –তিন ; اَيَّامٍ –দিন ;

৪৪. 'আল্লাহর বাণী' অর্থ হযরত ঈসা (আ)। যেহেতু তাঁর জন্ম আল্লাহ তাআলার স্বাভাবিক রীতির ব্যতিক্রম পদ্ধতিতে হয়েছে, তাই কুরআন মাজীদে তাঁকে 'কালিমাতুম মিনাল্লাহি' বলা হয়েছে।

৪৫. অর্থাৎ তোমার বার্ধক্য এবং তোমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও আল্লাহ তোমাকে সন্তান দান করবেন।

৪৬. অর্থাৎ এমন নিদর্শন বলে দিন যে, এক অশীতিপর বৃদ্ধ এবং এক বন্ধ্যা বৃদ্ধার সন্তান লাভ যেমন একটি আশ্চর্যজনক ও অস্বাভাবিক ঘটনা, তেমনি এ ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই যেন আমি জানতে পারি।

إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝

ইংগিত ছাড়া এবং স্মরণ করবে তোমার প্রতিপালককে অধিক হারে, আর সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহত্ব প্রকাশ করবে।[৪৭]

اِلَّا-ছাড়া; رَمْزًا-ইংগিত ; وَ-এবং ; اُذْكُرْ-স্মরণ করো; رَبَّكَ-(رب+ك)-তোমার প্রতিপালককে; كَثِيرًا-অধিক হারে; وَّ-আর; سَبِّحْ-পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশ করো; بِالْعَشِيِّ-(ب+ال+عشى)-সন্ধ্যায়; وَ-ও; الْاِبْكَارِ-(ال+ابكار) সকালে।

৪৭. এ ভাষণটির আসল উদ্দেশ্য হলো-খৃস্টানদের আকীদার ভ্রান্তি স্পষ্ট করে দেয়া। তারা ঈসা মসীহকে 'আল্লাহ্‌র পুত্র' ও 'ইলাহ' বলে বিশ্বাস করে। ভূমিকাতে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, ঈসা (আ)-এর জন্ম যেমন অলৌকিক পদ্ধতিতে হয়েছে তেমনি তাঁর মাত্র ছয় মাস পূর্বে একই বংশে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর জন্মও একইভাবে অলৌকিকভাবে হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা খৃস্টানদেরকে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, অলৌকিক পদ্ধতিতে জন্ম লাভকারী ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-কে যদি তাঁর জন্মের কারণে 'ইলাহ' না বানিয়ে থাকে, তবে শুধুমাত্র ঈসা (আ)-কে কেন তাঁর অলৌকিক পদ্ধতিতে জন্মলাভের জন্য 'ইলাহ'-এর আসনে বসাতে চায়।

৪ রুকূ' (আয়াত ৩১-৪১)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসার প্রমাণ হলো রাসূলের অনুসরণ। একমাত্র রাসূলের অনুসরণের মাপকাঠি দিয়েই আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পরিমাপ করা যেতে পারে।

২. তার ফলে আল্লাহ্‌ও বান্দাহকে ভালোবাসবেন এবং বান্দাহর গুনাহখাতা মাফ করে দিবেন।

৩. আর রাসূলের আনুগত্য-অনুসরণ না করলে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পাওয়ার কোনো আশা করা যায় না।

৪. আল্লাহ তাআলা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও সন্তান দান করতে পারেন।

৫. আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা করেন গায়েব থেকেও রিযিক দান করতে পারেন, যেমন মারইয়াম (আ)-কে দিয়েছেন।

৬. পার্থিব প্রয়োজনীয় সবকিছুই আল্লাহ্‌র নিকট চাইতে হবে। সন্তান-সন্ততিও চাইতে হবে একমাত্র তাঁর নিকট। কোনো পীর-ফকীরের কাছে সন্তান চাওয়া শিরক।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-১৩

﴿٤٢﴾ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ

৪২. আর (স্মরণীয়), যখন ফেরেশতারা বললো, হে মারইয়াম ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে বেছে নিয়েছেন, পবিত্র করেছেন এবং তোমাকে মনোনীত করেছেন

عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

বিশ্বের নারীদের মধ্যে। ৪৩. হে মারইয়াম ! তুমি অনুগত হও তোমার প্রতিপালকের এবং সিজদা করো ও রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করো।

﴿٤٤﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ

৪৪. (হে নবী !) এটা অদৃশ্য জগতের সংবাদ, আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে তা আপনাকে জানাচ্ছি। আর আপনি তো তখন তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা নিক্ষেপ করছিল

(৪২) وَ -আর; اِذْ-যখন; قَالَتِ -বললো ; الْمَلٰٓئِكَةُ -(ال+ملئكة)-ফেরেশতারা; يٰمَرْيَمُ -(يا+مريم)-হে মারইয়াম ; اِنَّ -নিশ্চয়; اللّٰهَ-আল্লাহ ; اصْطَفٰكِ-(اصطفى+ك)-তোমাকে বেছে নিয়েছেন; وَ-ও; طَهَّرَكِ -(طهر+ك)-তোমাকে পবিত্র করেছেন; وَ -এবং ; اصْطَفٰكِ -(اصطفى+ك)-তোমাকে মনোনীত করেছেন ; عَلٰى -মধ্যে; نِسَآءِ -নারীদের; الْعٰلَمِيْنَ-(ال+علمين)-বিশ্বের। (৪৩) يٰمَرْيَمُ-হে মারইয়াম; اقْنُتِىْ-তুমি অনুগত হও ; لِرَبِّكِ-(ل+رب+ك)-তোমার প্রতিপালকের ; وَ-এবং; اسْجُدِىْ-সিজদা করো; وَ-আর; ارْكَعِىْ-রুকূ' করো; مَعَ-সাথে; الرّٰكِعِيْنَ-(ال+ركعين)-রুকূ'কারীদের। (৪৪) ذٰلِكَ -এটা ; مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ-(من+انباء+ال+ غيب)-অদৃশ্য জগতের সংবাদ; نُوْحِيْهِ-(نوحى+ه)-ওহীর মাধ্যমে তা জানাচ্ছি; اِلَيْكَ-(الى+ك)-আপনাকে; وَ-আর; مَا كُنْتَ-আপনি ছিলেন না; لَدَيْهِمْ-(لدى+هم)-তাদের নিকট; اِذْ-যখন; يُلْقُوْنَ -তারা নিক্ষেপ করছিল;

أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۖ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ○

তাদের কলমগুলো (এ উদ্দেশ্যে) যে, তাদের মধ্যে কে হবে মারইয়ামের অভিভাবক।[৪৮] আর তারা যখন বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল তখনও আপনি তাদের নিকট ছিলেন না।

٤٥ إِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ

৪৫. (স্মরণীয়) যখন ফেরেশতারা বলেছিল, হে মারইয়াম ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর নিকট থেকে একটি বাণীর, তার নাম হবে

الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ○

মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম, দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদাবান এবং নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্যতম।

٤٦ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّٰلِحِينَ ٤٧ قَالَتْ رَبِّ

৪৬. আর সে দোলনায় থেকে ও প্রাপ্তবয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং হবে নেককারদের শামিল। ৪৭. সে (মারইয়াম) বললো, হে আমার প্রতিপালক !

أَقْلَامَهُمْ-(اقلام+هم)-তাদের কলমগুলো; أَيُّهُمْ-(اى+هم)-(এ উদ্দেশ্যে) যে, তাদের মধ্যে কে; يَكْفُلُ-অভিভাবক হবে; مَرْيَمَ-মারইয়ামের; وَ-আর ; مَا كُنْتَ-তখনও আপনি ছিলেন না; لَدَيْهِمْ-(لدى+هم)- তাদের নিকট; إِذْ-যখন; يَخْتَصِمُونَ-তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। ৪৫ إِذْ-যখন; قَالَتْ-বলেছিল; الْمَلَٰٓئِكَةُ-(ال+ملئكة)-ফেরেশতারা ; يَٰمَرْيَمُ-হে মারইয়াম ; إِنَّ-নিশ্চয়; اللَّهَ-আল্লাহ; يُبَشِّرُكِ-(يبشر+ك)-তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন; بِكَلِمَةٍ-(ب+كلمة)-একটি বাণীর; مِّنْهُ-তাঁর নিকট থেকে; اسْمُهُ-(اسم+ه)-তাঁর নাম হবে; الْمَسِيحُ-(ال+مسيح)-মাসীহ; عِيسَى-ঈসা ; ابْنُ-ইবনে; مَرْيَمَ-মারইয়াম; وَجِيهًا-মর্যাদাবান; فِي الدُّنْيَا-(فى+ال+دنيا)-দুনিয়াতে; وَ-ও; الْآخِرَةِ-(ال+اخرة)-আখিরাতে ; وَ-এবং; مِنَ الْمُقَرَّبِينَ-(من+ال+مقربين)-নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্যতম। ৪৬ وَ-আর ; يُكَلِّمُ-তিনি কথা বলবেন; النَّاسَ-(ال+ناس)-মানুষের সাথে; فِي الْمَهْدِ-(فى+ال+مهد)-দোলনায়; وَ-ও ; كَهْلًا-প্রাপ্তবয়সে; وَ-এবং ; مِنَ الصَّٰلِحِينَ-(من+ال+صلحين)-নেককারদের শামিল। ৪৭ قَالَتْ-সে বললো ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ;

৪৮. অর্থাৎ তারা মারইয়ামের অভিভাবকত্বের দাবিতে লটারী করছিলো। আর এ লটারীর প্রয়োজন এজন্য দেখা দিয়েছিল যে, মারইয়ামের মাতা তাকে আল্লাহ্‌র

أَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ

কিরূপে আমার সন্তান হবে, অথচ আমাকে কোনো মানুষ (পুরুষ) স্পর্শ করেনি ? তিনি (আল্লাহ) বললেন, এরূপেই[৪৯] আল্লাহ সৃষ্টি করেন

أَنّٰى –কিরূপে ; يَكُوْنُ –হবে ; لِىْ –আমার ; وَلَدٌ –সন্তান; وَ –অথচ; لَمْ يَمْسَسْنِىْ –(لم+يمسس+نى)–আমাকে স্পর্শ করেনি ; بَشَرٌ –কোনো মানুষ (পুরুষ); قَالَ –তিনি (আল্লাহ) বললেন ; كَذٰلِكِ –এরূপেই; اللّٰهُ –আল্লাহ ; يَخْلُقُ –সৃষ্টি করেন ;

কাজের জন্য সোপর্দ করার মানত করেছিলেন। হায়কলের পুরোহিতদের মধ্যে তার অভিভাবকত্ব কে করবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ তার অভিভাবকত্ব করার জন্য পুরোহিতদের অনেকেই আগ্রহী ছিল।

৪৯. এখানে 'কাযালিকা' বলে একথা বুঝানো হচ্ছে যে, কোনো পুরুষ তোমাকে স্পর্শ না করা সত্ত্বেও তোমার গর্ভে সন্তান জন্মলাভ করবে। হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রশ্নের উত্তরেও এ একই শব্দ 'কাযালিকা' উচ্চারিত হয়েছিল, তাহলে উভয় শব্দের একই অর্থ হওয়াই উচিত। তাছাড়া পূর্ববর্তী বাক্য এবং পূর্বাপর এ প্রসঙ্গে সমস্ত আলোচনাই এ অর্থেরই সমর্থক যে, কোনো প্রকার পুরুষ সংসর্গ ছাড়াই মারইয়াম (আ)-কে সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম সেভাবেই হয়েছে। নচেৎ মারইয়াম (আ)-এর সন্তানও চিরাচরিত নিয়মে হতো যেভাবে অন্যান্য মহিলাদের হয়ে থাকে এবং ঈসা (আ)-এর জন্মও পরিচিত পদ্ধতিতেই হতো তাহলে চতুর্থ রুকূ' থেকে ষষ্ঠ রুকূ' পর্যন্ত যা বর্ণনা করা হয়েছে তা সবই অনর্থক বলে বিবেচিত হতো। আর কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় যা বর্ণিত আছে তা সবই নিরর্থক হয়ে যেত।

খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে ইলাহ ও আল্লাহ্‌র পুত্র এজন্যই মনে করে যে, তাঁর জন্ম স্বাভাবিক নিয়মে হয়নি এবং তিনি মরা মানুষ জীবিত করে, মাটি দিয়ে পাখি তৈরি করে তাতে জীবন সঞ্চার করতেন। আর ইয়াহুদীরাও হযরত মারইয়াম (আ)-এর উপর দোষারোপ এজন্যই করেছে যে, সকলের সামনে ঘটনাটি পরিষ্কার ছিল–একটি কুমারী মেয়ে সন্তান প্রসব করেছে। যদি প্রথম থেকে ঘটনা এরূপ না হতো তাহলে খৃস্টান ও ইয়াহুদীদের বক্তব্যের জবাবে শুধু এতোটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল যে, তোমরা ভ্রান্ত পথে আছো, মেয়েটি বিবাহিতা, অমুক ব্যক্তি তার স্বামী, তারই ঔরষে ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট কথা কয়টি বলার পরিবর্তে এতো দীর্ঘ ভূমিকা দেয়া এবং দীর্ঘ আলোচনারই বা কি দরকার ছিল, যার ফলে বিষয়টির সহজ সমাধান না হয়ে জটিল হয়ে পড়েছে। অতএব যেসব লোক কুরআন মাজীদকে আল্লাহ্‌র কালামও মনে করে, আবার মসীহ ঈসা (আ)-এর জন্মলাভের প্রসঙ্গে গিয়ে একথা প্রমাণ করার চেষ্টাও করে যে, তাঁর জন্ম স্বাভাবিক নিয়মে পিতা-মাতার সম্মিলনে হয়েছে, তারা মূলত এটাই প্রমাণ করতে চায় যে, নিজের কথা সুস্পষ্ট করে

مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾ وَيُعَلِّمُهُ

যা তিনি চান। যখন তিনি কোনো কাজ স্থির করেন তখন তাকে বলেন, 'হও', অমনি তা হয়ে যায়। ৪৮. আর তিনি তাকে (সন্তানকে) শিক্ষা দিবেন

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ

কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজীল। ৪৯. আর তাকে বানী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল মনোনীত করবেন

أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ

(সে বলবে) অবশ্যই আমি তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। অবশ্যই আমি কাদামাটি থেকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবো

كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ

পাখির আকৃতির মতো, এরপর তাতে ফুঁক দেব, অতপর তা হয়ে যাবে আল্লাহ্‌র হুকুমে উড়ন্ত পাখি। আর আমি নিরোগ করবো জন্মান্ধকে

مَا–যা; يَشَاءُ–তিনি চান; اِذَا–যখন; قَضَىٰ–তিনি স্থির করেন; اَمْرًا–কোনো কাজ; فَاِنَّمَا يَقُولُ–তখন তিনি বলেন; لَهُ–তাকে; كُنْ–হয়ে যাও; فَيَكُونُ–(ف+يكون) -অমনি তা হয়ে যায়। ৪৮ وَ–আর; يُعَلِّمُهُ–(يعلم+ه)–তিনি তাকে (সন্তানকে) শিক্ষা দিবেন; الْكِتٰبَ–(ال+كتب)–কিতাব; وَ–ও; الْحِكْمَةَ–(ال+حكمة)–হিকমত; وَ–ও; التَّوْرٰىةَ–(ال+تورىة)–তাওরাত; وَ–এবং ; الْاِنْجِيْلَ–(ال+انجيل) ইনজীল। ৪৯ وَ–আর; رَسُوْلًا–রাসূল মনোনীত করবেন; اِلٰى–প্রতি; بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ–বানী ইসরাঈলের; اَنِّىْ–(সে বলবে) অবশ্যই আমি; قَدْ جِئْتُكُمْ–(قد+جئت+كم)–নিয়ে এসেছি; بِاٰيَةٍ–নিদর্শন; مِّنْ–পক্ষ থেকে; رَّبِّكُمْ–(رب+كم)–তোমাদের প্রতিপালকের; اَنِّىْ–অবশ্যই আমি; اَخْلُقُ–সৃষ্টি করবো; لَكُمْ–তোমাদের জন্য; مِّنَ–থেকে; الطِّيْنِ–(ال+طين)–কাদামাটি ; كَهَيْئَةِ–(ك+هيئة)–আকৃতির মতো ; الطَّيْرِ–(ال+طير)–পাখির; فَاَنْفُخُ–(ف+انفخ)–এরপর আমি ফুঁকে দিবো; فِيْهِ–তাতে; فَيَكُوْنُ–(ف+يكون)–অতপর তা হয়ে যাবে; طَيْرًا–উড়ন্ত পাখি; بِاِذْنِ–(ب+اذن)–হুকুমে; اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র; وَ–আর; اُبْرِئُ–আমি নিরোগ করবো; الْاَكْمَهَ–(ال+اكمه)–জন্মান্ধকে;

বর্ণনা করার ততোটুকু ক্ষমতাও আল্লাহ্‌র নেই, যতোটুকু ক্ষমতা তাদের রয়েছে। মায়াযাআল্লাহ !

وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ

ও কুষ্ঠরোগীকে এবং আল্লাহ্‌র হুকুমে জীবিত করবো মৃতকে। আমি তাও তোমাদেরকে বলে দিবো যা তোমরা খাও এবং যা জমা করে রাখো

فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

তোমাদের ঘরসমূহে। নিশ্চয় তোমাদের জন্য এতে অকাট্য নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা মু'মিন হও।[৫০]

۝٥٠ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ

৫০. আর (আমি এসেছি) তাওরাতের যা আমার সামনে আছে তার সত্যায়নকারীরূপে[৫১] এবং যেন তোমাদের জন্য এমন কতক বস্তু হালাল করি

وَ-ও ; الْاَبْرَصَ-(ال+ابرص)-কুষ্ঠরোগীকে; وَ-এবং ; اُحْيِ-জীবিত করবো; الْمَوْتٰى-(ال+موتى)-মৃতকে; بِاِذْنِ-হুকুমে ; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র ; وَ-আর; اُنَبِّئُكُمْ-(انبئ+كم)-আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো ; بِمَا-(ب+ما) তাও যা ; تَاْكُلُوْنَ-তোমরা খাও ; وَمَا-এবং যা ; تَدَّخِرُوْنَ-তোমরা জমা করে রাখো ; فِيْ بُيُوْتِكُمْ-(فى+بيوت+كم)-তোমাদের ঘরসমূহে ; اِنَّ-নিশ্চয় ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيَةً-(ل+اية)-অকাট্য নিদর্শন; لَّكُمْ-(ل+كم)-তোমাদের জন্য; اِنْ-যদি; كُنْتُمْ-তোমরা হও; مُّؤْمِنِيْنَ-মু'মিন। ۝٥٠وَ-আর; مُصَدِّقًا-সত্যায়নকারীরূপে; لِّمَا-তার যা; بَيْنَ يَدَيَّ-আমার সামনে আছে; مِنَ التَّوْرٰىةِ-(من+ال+تورية)-তাওরাতের; وَ-এবং; لِاُحِلَّ-যেন হালাল করি ; لَكُمْ-(ل+كم)-তোমাদের জন্য ; بَعْضَ-এমন কতক বস্তু ;

৫০. অর্থাৎ এসব নিদর্শন এ বিষয়ে তোমাদের অন্তরের প্রশান্তির জন্য যথেষ্ট যে, আমি সেই আল্লাহ্‌র প্রেরিত, যে আল্লাহ সমস্ত বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও সার্বভৌম পরিচালক। তবে এর জন্য শর্ত হলো-তোমরা সত্যকে সত্য হিসেবে মেনে নিতে মানসিকভাবে তৈরী থাকবে এবং হঠকারী হবে না।

৫১. অর্থাৎ আমি যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত এটা তার আর একটি প্রমাণ। আমি যদি সেই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত না হতাম ; বরং নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার হতাম, তাহলে আমি নিজেই একটি নতুন দীনের ভিত্তি স্থাপন করতাম এবং আমার এসব যোগ্যতা দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের সাবেক দীন থেকে সরিয়ে এনে আমার উদ্ভাবিত দীনের দিকে টেনে আনার চেষ্টা চালাতাম। কিন্তু আমি তো সেই আসল

الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

যা হারাম করা হয়েছিল তোমাদের উপর।[৫২] আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছি। অতএব তোমরা ভয় করো আল্লাহ্‌কে আর আনুগত্য করো আমার।

الَّذِىْ-যা; حُرِّمَ-হারাম করা হয়েছিল; عَلَيْكُمْ-(على+كم)- তোমাদের উপর; وَ-এবং; جِئْتُكُمْ-(جئت+كم)-আমি তোমাদের নিকট এসেছি ; بِاٰيَةٍ-(ب+اية)-নিদর্শনসহ; مِّنْ-পক্ষ থেকে; رَّبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের; فَاتَّقُوا-(ف+اتقوا)-অতএব তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে; وَ-আর; اَطِيْعُوْنِ-আনুগত্য করো আমার।

দীনকেই মেনে চলি এবং সেই দীনের শিক্ষাকে সঠিক বলে গণ্য করি, যে দীন ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমার পূর্ববর্তী নবীগণ নিয়ে এসেছেন।

মসীহ ঈসা (আ), মূসা (আ) এবং অন্যান্য নবীগণ কর্তৃক আনীত দীনেরই দাওয়াত দিয়েছিলেন তা আমরা বর্তমানে প্রচলিত ইনজীলসমূহ থেকেও জানতে পারি। যেমন মথি কর্তৃক বর্ণিত, পাহাড় থেকে প্রাপ্ত ঈসা (আ)-এর ভাষণে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে, "মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদী গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি ; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।"-(মথি ৫ ঃ ১৭)

এক ইয়াহুদী আলেম হযরত মসীহ্ ঈসাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দীনের বিধানাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম বিধান কোন্‌টি ? জবাবে তিনি বললেন,

"তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে," এইটী মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টী ইহার তুল্য ; "তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।" এই দুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদী গ্রন্থও ঝুলিতেছে।"-(মথি ২২ ঃ ৩৭-৪০)

অতপর মসীহ নিজ শিষ্যদেরকে বলেন-"অধ্যাপক ও ফরিশীরা মোশীর আসনে বসে। অতএব তাহারা তোমাদিগকে যাহা কিছু বলে, তাহা পালন করিও, মানিও, কিন্তু তাহাদের কর্ম্মের মত কর্ম্ম করিও না ; কেননা তাহারা বলে, কিন্তু করে না।"
-(মথি ২৩ ঃ ২-৩)

৫২. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যকার জাহেল লোকদের ভ্রান্ত বিশ্বাস, তোমাদের পথভ্রষ্ট ধর্মীয় নেতাদের অনাকাঙ্ক্ষিত বিচার-বিশ্লেষণ, তোমাদের বৈরাগ্যপ্রিয় লোকদের কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং আধিপত্য বিস্তারকারী অমুসলিম জাতি-গোষ্ঠী কর্তৃক তোমাদের উপর আরোপিত বিধিনিষেধের কারণে আসল শরীয়াতে ইলাহীর উপর যে বাড়তি

(৫১) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (৫২) فَلَمَّا أَحَسَّ

৫১. নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো ; এটাই সঠিক পথ।[৫৩] ৫২. অতপর যখন অনুধাবন করলো

عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ

ঈসা তাদের থেকে কুফরী, তখন সে বললো, আল্লাহ্র পথে আমার সহায়ক কে আছো ? সাথীরা বললো,[৫৪]

(৫১) إِنَّ-নিশ্চয় ; اللَّهَ-আল্লাহ ; رَبِّي-(رب+ى)-আমার প্রতিপালক; وَ-এবং ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক; فَاعْبُدُوهُ-(ف+اعبدوا+ه)-অতএব তোমরা তাঁর ইবাদাত করো; هَٰذَا-এটাই; صِرَاطٌ-পথ; مُسْتَقِيمٌ-সঠিক। (৫২) فَلَمَّا-(ف+لما)-অতপর যখন; أَحَسَّ-অনুধাবন করলো; عِيسَىٰ-ঈসা ; مِنْهُمُ-(من+هم)-তাদের থেকে ; الْكُفْرَ-(ال+كفر)-কুফরী ; قَالَ-বললো ; مَنْ-কে আছে; أَنصَارِي-(انصار+ى)-আমার সহায়ক, সাহায্যকারী ; إِلَى اللَّهِ-আল্লাহ্র পথে ; قَالَ-বললো; الْحَوَارِيُّونَ-(ال+حواريون)-সাথীরা, হাওয়ারীগণ ;

বোঝা চেপেছে, আমি সেগুলো রহিত করবো এবং আমি সেসব জিনিসই হালাল বা হারাম করবো, যা আল্লাহ হালাল বা হারাম করেছেন।

৫৩. এ থেকে বোধগম্য হয় যে, সকল নবী-রাসূলের ন্যায় হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াতের মূল বিষয়ও ছিল তিনটি ঃ

প্রথমতঃ একমাত্র আল্লাহকেই নিরংকুশভাবে স্রষ্টা ও প্রভু হিসেবে মেনে নিতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ সেই সার্বভৌম শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে নবীর হুকুমের আনুগত্য করতে হবে।

তৃতীয়তঃ মানব জীবনে হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুন একমাত্র আল্লাহই প্রদান করবেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, হযরত ঈসা (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত মুহাম্মদ (স) এবং অন্যান্য নবীদের মিশনের মূল শিক্ষার মধ্যে একচুল পরিমাণও পার্থক্য নেই। বিভিন্ন নবীর মিশন বিভিন্ন বলে যারা মত প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের মিশনের পার্থক্য দেখাতে তৎপর হয়েছেন তারা মারাত্মক ভুল করেছেন। বিশ্বজগতের সার্বভৌম শক্তির অধিকারীর নিকট থেকে যিনিই প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন তিনিই তাঁর বান্দাদেরকে নাফরমানী, স্বেচ্ছাচারিতা ও শিরক থেকে বিরত রাখার সার্বিক প্রচেষ্টা

نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

আমরা আল্লাহ্‌র সহায়ক,[৫৫] আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি।
আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম।

۝٥٣ رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○

৫৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যা নাযিল করেছেন তাতে আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা এ রাসূলের আনুগত্য করেছি। অতএব আপনি আমাদেরকে সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত করুন।

نَحْنُ–আমরা ; اَنْصَارُ–সহায়ক, সাহায্যকারী ; اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র ; اٰمَنَّا–আমরা ঈমান এনেছি ; بِاللّٰهِ–(ب+اللّٰه)-আল্লাহ্‌র উপর; وَ–আর ; اشْهَدْ –আপনি সাক্ষী থাকুন; بِاَنَّا –যে, আমরা; مُسْلِمُوْنَ –মুসলিম। ৫৩ رَبَّنَآ–(رب+نا)-হে আমাদের প্রতিপালক; اٰمَنَّا –আমরা ঈমান এনেছি ; بِمَآ –তাতে, যা ; اَنْزَلْتَ –আপনি নাযিল করেছেন; وَ –এবং; اتَّبَعْنَا–আনুগত্য করেছি ; الرَّسُوْلَ–(ال+رسول)-এ রাসূলের; فَاكْتُبْنَا–(ف+اكتب+نا)–অতএব আপনি আমাদেরকে তালিকাভুক্ত করুন ; مَعَ الشّٰهِدِيْنَ–(مع+ال+شهدين)–সাক্ষীদের সাথে।

চালাবেন এবং আসল ও মূল মালিকের আনুগত্য, দাসত্ব ও ইবাদাত-বন্দেগী করার দাওয়াত দিবেন।

৫৪. 'হাওয়ারী' শব্দটি 'আনসার' শব্দের নিকটতর অর্থ বুঝায়। বাংলা বাইবেলে সাধারণত 'হাওয়ারী' শব্দের বদলে 'শিষ্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং কোনো কোনো স্থানে তাদেরকে 'রাসূল' তথা 'প্রতিনিধি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈসা মসীহ (আ) তাদেরকে তাঁর বাণী পৌছানোর জন্য বিভিন্ন স্থানে পাঠাতেন।

৫৫. কুরআন মাজীদে অধিকাংশ স্থানে দীন প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণের কাজকে 'আল্লাহ্‌কে সাহায্য করা' কথা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষের জীবনকালের যে অংশে আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন, সে অংশে কুফর অথবা ঈমান, বিদ্রোহ অথবা আনুগত্য কোনোটি গ্রহণ অথবা বর্জনের জন্য আল্লাহ নিজ ক্ষমতা-কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন না। এর পরিবর্তে প্রমাণ পেশ ও উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে মানুষ থেকে একথার স্বীকৃতি আদায় করতে চান যে, বিদ্রোহ, অস্বীকার ও নাফরমানীর স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও মানুষের জন্য সত্য এবং তার মুক্তি ও কল্যাণের একমাত্র পথ এই যে, সে নিজের স্রষ্টারই আনুগত্য ও ইবাদাত করবে। এ ধরনের উপদেশ ও নসীহতের মাধ্যমে বান্দাহকে সঠিক পথে নিয়ে আসার চেষ্টা চালানো মূলত আল্লাহ্‌র কাজ। আর এ কাজে যে বান্দাহ তাঁর সহায়ক হবে তাকে আল্লাহ নিজের সাথী ও সাহায্যকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এটা আল্লাহ্‌র কাছে বান্দাহর জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদা। নামায,

৫৪ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ○

৫৪. আর তারা ষড়যন্ত্র করেছিলো, এক আল্লাহ অবলম্বন করেছিলেন কৌশল ; আর আল্লাহতো কুশলীদের শ্রেষ্ঠ।

৫৪ وَ –আর ; مَكَرُوا –তারা ষড়যন্ত্র করেছিল ; وَ –এবং ; مَكَرَ –কৌশল অবলম্বন করেছিলেন ; اللَّهُ –আল্লাহ ; وَ –আর ; اللَّهُ –আল্লাহ; خَيْرُ –শ্রেষ্ঠ ; الْمَاكِرِينَ (ال+مكرين)-কুশলীদের।

রোযাও এ ধরনের আনুষ্ঠানিক ইবাদাতসমূহে মানুষের পরিচিতি শুধুমাত্র দাস ও বান্দাহ হিসেবে প্রকাশ পায়। কিন্তু তাবলীগে দীন ও ইকামাতে দীনের কাজে আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদা আল্লাহর সাথী ও সাহায্যকারী হিসেবে গণ্য হয়, যা এ দুনিয়ার জীবনে মানুষের আত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ স্তর।

৫ রুকূ' (আয়াত ৪২-৫৪)-এর শিক্ষা

১. হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রমে হয়েছিল। এটা আল্লাহ তাআলার কুদরতেরই শান।

২. শিশু অবস্থায় পরিণত বয়সের লোকদের ন্যায় কথা বলা তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ ও মুযিজা।

৩. পরিণত বয়স পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। 'পরিণত বয়সে' কথা বলার সুযোগ তাঁর ঘটেনি। এ থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, পরিণত বয়সে কথা তিনি তখনই বলবেন যখন তিনি কিয়ামতের আলামত হিসাবে এবং দাজ্জালকে হত্যার জন্য পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন।

৪. হযরত ঈসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলের লোকদের বিরুদ্ধতা ও শক্রতার ব্যাপার অবগত হলেন, তখনই সাহায্যকারীদের খোঁজ-খবর নিয়ে জামায়াত তথা দল গঠন করলেন। বস্তুত সকল নবীই এভাবে প্রথমে একাই দাওয়াতের সূচনা করেছেন। যারা এতে সাড়া দিয়েছেন তাদেরকে নিয়ে তিনি দল গঠন করেই বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবিলা করেছেন। এটাই দীনি দাওয়াতের চিরন্তন নিয়ম।

৫. 'মকর' শব্দটি বাংলা ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়, তবে তা মন্দ অর্থে। আরবী ভাষায় শব্দটি সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। উত্তম লক্ষ্য অর্জনের জন্য সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন অবশ্যই ভালো গুণ। তবে লক্ষ্য যদি মন্দ হয় তাহলে তার তা অর্জনের জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন করা হবে, সেগুলোও মন্দ হতে বাধ্য।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা—৯

(৫৫) إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ

৫৫. (স্মরণ করো) আল্লাহ যখন বললেন, হে ঈসা ! অবশ্যই আমি তোমার জীবনকাল পূর্ণ করবো[৫৬] এবং তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নিবো ; আর তোমাকে পবিত্র করবো

(৫৫) اِذْ –যখন ; قَالَ –বললেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; يٰعِيسٰى –(يا+عيسى)-হে ঈসা। اِنِّىْ –(ان+ى)–অবশ্যই আমি ; مُتَوَفِّيْكَ –(متوفى+ك)–তোমার জীবনকাল পূর্ণ করবো; وَ–এবং; رَافِعُكَ –(رافع+ك)–তোমাকে উঠিয়ে নিবো; اِلَىَّ –(الى + ى)–আমার নিকট; وَ –আর ; مُطَهِّرُكَ –(مطهر+ك)–তোমাকে পবিত্র করবো ;

৫৬. এখানে 'মুতাওয়াফ্‌ফা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যা 'তাওয়াফ্‌ফা' থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ 'নিয়ে যাওয়া' 'আদায় করা' 'পরিশোধ করা' ইত্যাদি। 'রূহ কবয করা' এর রূপক অর্থ; আভিধানিক অর্থ নয়। এখানে ইংরেজী To Recall-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোনো দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া। বনী ইসরাঈল যেহেতু ক্রমাগত শতাব্দীকাল থেকে নাফরমানী করে আসছিল, তাদেরকে বারংবার সতর্ক করা এবং উপদেশ প্রদান সত্ত্বেও তাদের জাতীয় প্রবণতা মন্দের দিকেই যাচ্ছিল, পরপর কয়েকজন নবীকেও তারা হত্যা করেছিল এবং আল্লাহ্‌র যেসব নেক বান্দাহ তাদেরকে সত্যের দিকে দাওয়াত দিচ্ছিল তাদের রক্তের পিপাসায় তারা উন্মাদ হয়ে উঠেছিল, আর তাই আল্লাহ তাআলা তাদের সকল আপত্তির সমাপ্তি এবং তাদেরকে শেষ সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিমাস সালামের মতো দু'জন মর্যাদাবান পয়গাম্বরকে একই সময়ে তাদের প্রতি প্রেরণ করলেন। তাঁরা যে আল্লাহ প্রেরিত তার যথেষ্ট প্রমাণও তাঁদের নিকট ছিল যা কেবল এমন ব্যক্তিরাই অস্বীকার করতে পারে, যারা ইনসাফ ও সত্যের সাথে চরম শত্রুতা পোষণ করে এবং সত্যের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করার দুঃসাহস যাদের সর্বশেষ সীমায় পৌঁছে যায়। কিন্তু বনী ইসরাঈল তাদেরকে প্রদত্ত এ শেষ সুযোগও হারিয়ে ফেললো। তারা এ পয়গাম্বরদ্বয়ের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হলো না ; অধিকন্তু তাদের এক সম্রাট তার ব্যক্তিগত নর্তকীর নির্দেশে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর মতো উঁচুমানের নবীর শিরশ্ছেদ করে। তাদের আলেম ও ফকীহ্‌গণ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রোমান শাসকের সাহায্যে হযরত ঈসা (আ)-কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার চেষ্টা চালিয়েছিল। অতপর বনী ইসরাঈলের পেছনে উপদেশ-নসীহত দান করে সময় ও শক্তি ব্যয় করা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর

নবীকে নিজের নিকট ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের জন্য লাঞ্ছনার জীবন নির্ধারিত করে দিলেন।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, ঈসা (আ)-কে কেন্দ্র করে কুরআন মাজীদের সমগ্র আলোচনাই তাঁকে খোদা বলে মানার তাদের ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদ ও তা সংশোধনের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রধান কারণ ছিল তিনটি–

এক ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর অলৌকিকভাবে জন্মলাভ।

দুই ঃ প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত তাঁর মুজিযাসমূহ।

তিন ঃ তাঁকে সশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেয়া, যে সম্পর্কে তাদের কিতাবসমূহে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়।–(মার্ক ১৬ ঃ ১৯ ; লূক ২৪ ঃ ৫১ দ্রষ্টব্য)

কুরআন মাজীদ প্রথমোক্ত বিষয়টিকে সত্যায়ন করেছে এবং এ ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে যে, ঈসা (আ)-এর পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ নিছক আল্লাহ্র কুদরতের বহিপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তাআলা যাকে যেভাবে চান সৃষ্টি করেন। ঈসা (আ)-এর অস্বাভাবিক জন্মলাভ একথার প্রমাণ নয় যে, তিনি খোদা ছিলেন অথবা খোদায়ীতে তাঁর কিছু না কিছু অংশ রয়েছে।

উপরোক্ত কারণ তিনটির মধ্যে দ্বিতীয়টিকেও কুরআন মাজীদ সত্যায়ন করে এবং সেগুলো গুণে গুণে আলোচনা করেছে, কিন্তু তৎসঙ্গে বলে দিয়েছে যে, এগুলো সে নবীসুলভ মুজিযাস্বরূপ আল্লাহ্র হুকুমে সম্পন্ন করেছে নিজ শক্তি বলে বা নিজ ইচ্ছাতে সে কিছুই করেনি। আর তাই এসবের এমন কোনো কথা নেই যাতে তোমরা তা থেকে এ সিদ্ধান্ত নিতে পার যে, খোদায়ীতে ঈসার কোনো অংশ ছিল।

তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কে খৃষ্টানদের বর্ণনা যদি প্রথম থেকেই ভ্রান্ত থাকতো তাহলে তাদের ঈসাকে খোদা মানার আকীদার প্রতিবাদে শুধু এতোটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট হতো যে, যাকে তোমরা ইলাহ বা আল্লাহ্র পুত্র বানিয়ে রেখেছো সে মরে মাটি হয়ে পড়ে আছে। তোমরা চাইলে অমুক স্থানে গিয়ে তার কবর দেখে আসো। কিন্তু তার পরিবর্তে কুরআন মাজীদ তাঁর মৃত্যু অস্বীকারই শুধু করেনি, বরং তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সম্পর্কে এমন শব্দাবলী ব্যবহার করেছে যা তাকে জীবিত উঠিয়ে নেয়ার অর্থ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। আর কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, ঈসাকে আদৌ শূলে চড়ানো হয়নি। যে ব্যক্তি "এইলী এইলী লিমা শাবাকতানী" বলেছিল এবং যার শূলবিদ্ধ ছবি তোমরা বহন করে ফিরছো সে ঈসা মসীহ ছিলো না–মসীহকে তো তার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ কুদরতে ঊর্ধ্বজগতে উঠিয়ে নিয়েছেন। এরপরও যারা কুরআন মাজীদের আয়াত থেকে মসীহের মৃত্যুর অর্থ বের করার চেষ্টা চালায়, তারা আসলে এটাই প্রমাণ করতে চায় যে, আল্লাহ তাআলা নিজের কথা বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা রাখেন না (নাউযুবিল্লাহ)।

مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا

তাদের থেকে যারা কুফরী করেছে এবং যারা তোমাকে অনুসরণ করেছে তাদেরকে প্রাধান্য দিবো—যারা কুফরী করেছে তাদের উপর[৫৭]

إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ

কিয়ামত পর্যন্ত। অতপর আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তাতে ফায়সালা করে দিবো যাতে

تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا

তোমরা মতভেদ করছো।[৫৮] ৫৬. সুতরাং যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি প্রদান করবো দুনিয়াতে

مِنَ—তাদের থেকে; الَّذِيْنَ—যারা; كَفَرُوْا—কুফরী করেছে; وَ—এবং ; جَاعِلُ—প্রাধান্য দিবো তাদেরকে ; الَّذِيْنَ—যারা ; اتَّبَعُوْكَ—(اتبعوا+ك)—অনুসরণ করেছে তোমাকে; فَوْقَ—তাদের উপর ; الَّذِيْنَ—যারা ; كَفَرُوْا—কুফরী করেছে ; إِلٰى—পর্যন্ত; يَوْمِ الْقِيٰمَةِ—(يوم+ال+قيمة)—কিয়ামতের দিন; ثُمَّ—অতপর ; إِلَيَّ—(الى+ى)—আমার নিকট ; مَرْجِعُكُمْ—(مرجع+كم)—তোমাদের প্রত্যাবর্তন ; فَأَحْكُمُ—(ف+احكم)—তখন আমি ফায়সালা করবো ; بَيْنَكُمْ—(بين+ كم)—তোমাদের মধ্যে ; فِيْمَا—(فى+ ما)—যাতে ; كُنْتُمْ—তোমরা ; فِيْهِ—(فى+ه)—তাতে ; تَخْتَلِفُوْنَ—মতভেদ করছো। ৫৬ فَأَمَّا—সুতরাং ; الَّذِيْنَ—যারা; كَفَرُوْا—কুফরী করেছে; فَأُعَذِّبُهُمْ—(ف+اعذب+هم)—তাদেরকে আমি শাস্তি প্রদান করবো ; عَذَابًا—শাস্তি ; شَدِيْدًا—কঠিন; فِي الدُّنْيَا—(فى+ال+دنيا)—দুনিয়াতে ;

৫৭. এখানে কাফির তথা 'অস্বীকারকারী' দ্বারা ইয়াহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে ঈসা (আ) ঈমান আনার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন ; কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। অপরদিকে তাঁর 'অনুসরণকারী' দ্বারা যদি যথার্থ অনুসরণকারী ধরে নেয়া হয়, তাহলে মুসলমানরাই তাঁর যথার্থ অনুসারী।

৫৮. আলোচ্য ৫৫নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীদের বিপক্ষে ঈসা (আ)-এর সাথে পাঁচটি অঙ্গীকার করেছেন ঃ

এক ঃ তাঁর মৃত্যু ইয়াহুদীদের হাতে হবে না; বরং নির্ধারিত সময়ে স্বাভাবিকভাবে হবে।

দুই ঃ তাঁকে আপাতত ঊর্ধ্বাকাশে তুলে নেয়া হবে। এ অঙ্গীকার পূর্ণ করা হয়েছে।

তিন ঃ শত্রুদের অপবাদ থেকে তাঁকে মুক্ত করা হবে। এটাও শেষ নবী পাঠিয়ে তাঁর

وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

ও আখিরাতে, আর তাদের জন্য নেই কোনো সাহায্যকারী। ৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে

فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٧﴾ ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ

তিনি পুরোপুরিই তাদের প্রতিদান দিবেন। আর আল্লাহ যালিমদেরকে ভালবাসেন না। ৫৮. এটা আমি আপনার নিকট যা পাঠ করছি

مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿٥٨﴾ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۖ

তা নিদর্শনাবলী ও জ্ঞানময় বাণী থেকে। ৫৯. নিশ্চয় ঈসার উপমা আল্লাহ্‌র নিকট আদমের উপমা সদৃশ।

وَ -ও ; الْاٰخِرَةِ -(ال+اخرة)-আখিরাতে; وَ -আর; مَا -নেই ; لَهُمْ -(ل+هم)-তাদের
জন্য ; مِّنْ نّٰصِرِيْنَ-কোনো সাহায্যকারী। ৫৭ وَاَمَّا -আর ; الَّذِيْنَ -যারা; اٰمَنُوْا -
ঈমান এনেছে; وَ-এবং; عَمِلُوا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-(ال+صلحت)-সৎকর্ম; فَيُوَفِّيْهِمْ
-(ف+يوفى+هم)-তিনি পুরোপুরিই দিবেন তাদেরকে; اُجُوْرَهُمْ-(اجور+هم)-তাদের
প্রতিদান ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ; لَا يُحِبُّ-ভালোবাসেন না ; الظّٰلِمِيْنَ-(ال+
ظالمين)-যালিমদেরকে। ৫৮ ذٰلِكَ -এটা ; نَتْلُوْهُ -(نتلوا+ه)-আমি যা পাঠ করছি;
عَلَيْكَ-আপনার নিকট ; مِنَ-থেকে ; الْاٰيٰتِ -(ال+ايت)-নিদর্শনাবলী; وَ -এবং;
الذِّكْرِ-(ال+ذكر)-বাণী ; الْحَكِيْمِ -(ال+حكيم)-জ্ঞানময়। ৫৯ اِنَّ-নিশ্চয়; مَثَلَ -
উপমা; عِيْسٰى-ঈসার; عِنْدَ-নিকট ; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র; كَمَثَلِ-উপমার সদৃশ; اٰدَمَ
-আদমের ;

মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষকে ঈসা (আ) সম্পর্কে বিদ্যমান ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণের দ্বারা পূরণ করা হয়েছে।

চার ঃ তাঁর অনুসারীদেরকে অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখা হবে। অনুসারী দ্বারা তাঁর নবুওয়াতে স্বীকারোক্তি দানকারী ও বিশ্বাসকারী অর্থে খৃস্টান মুসলমানরা উদ্দেশ্য। এ অঙ্গীকারও পূরণ হয়ে চলছে। ইয়াহুদীদের সাময়িক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করা দ্বারা এতে কোনো প্রকার সংশয়-সন্দেহে পড়া সঠিক হবে না। বর্তমানে মুসলমান ও খৃস্টানদের রাষ্ট্রের সংখ্যাই পৃথিবীতে বেশী। তবে খৃস্টানরা প্রকৃতপক্ষে ঈসা (আ)-এর প্রকৃত অনুসারীদের মধ্যে আর শামিল নেই ; কারণ তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আর মুসলমানরা যদি ইসলামকে পুরোপুরিভাবে মেনে চলে তাহলে তারাই হবে বিজয়ী।

خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۞ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ

তিনি তাকে (আদমকে) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন,[৫৯] তারপর তাকে বলেছেন, 'হও', অমনিই সে হয়ে গেলো। ৬০. প্রকৃত সত্য তো আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকেই

فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۞ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

অতএব আপনি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।[৬০] ৬১. অতপর আপনার নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও যে আপনার সাথে এ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় (তাকে)

خَلَقَهٗ-(خلق+ه)-তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন; مِنْ -থেকে; تُرَابٍ-মাটি; ثُمَّ -তারপর; قَالَ -বলেছেন ; لَهٗ-তাকে ; كُنْ -হয়ে যাও ; فَيَكُوْنُ-(ف+يكون)-অমনি সে হয়ে গেলো। (৬০) اَلْحَقُّ-(ال+حق)-প্রকৃত সত্য ; مِنْ-পক্ষ থেকে; رَّبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; فَلَا تَكُنْ-(ف+لا+تكن)-অতএব হবেন না আপনি ; مِّنَ -অন্তর্ভুক্ত; الْمُمْتَرِيْنَ-(ال+ممترين)-সন্দেহকারীদের। (৬১) فَمَنْ-(ف+من)-অতপর যে ব্যক্তি; حَاجَّكَ-(حاج+ك)-আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় ; فِيْهِ -এ সম্পর্কে; مِنْ بَعْدِ -পরও; مَا جَآءَكَ-(ما+جاء+ك)-আপনার নিকট আসার; مِنَ الْعِلْمِ-(من+ال+علم) -প্রকৃত জ্ঞান থেকে ;

পাঁচ ঃ কিয়ামতের দিন সকল মতভেদ-মতপার্থক্যের মীমাংসা করা হবে। তখন এ অঙ্গীকারও পূর্ণ হবে।

৫৯. অর্থাৎ অলৌকিকভাবে জন্মলাভ করাটাই যদি কারো খোদা অথবা খোদার পুত্র হওয়ার জন্য যথার্থ প্রমাণ হয়, তাহলে তো আদমের ব্যাপারে এ আকীদা পোষণ করা তোমাদের জন্য সর্বোত্তম ছিল। কেননা মসীহ ঈসা তো পিতা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছেন। আর আদম তো পিতা-মাতা উভয় ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছেন।

৬০. এ পর্যন্ত খৃস্টানদের সামনে যে মৌলিক বিষয়গুলো পেশ করা হয়েছে তার সারাংশ নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ প্রথমত যে বিষয় তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তাহলো, যেসব কারণে তোমাদের মধ্যে ঈসা (আ)-এর খোদা হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তার একটিও এ ধরনের বিশ্বাসের জন্য সঠিক নয়। সে একজন মানুষ মাত্র ছিলো, যাকে আল্লাহ তাআলা বিনা পিতায় অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা সংগত মনে করেছেন এবং তাকে এমনসব অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেছেন যেগুলো নবুওয়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাকে শূলে চড়াতেও তিনি সত্য অস্বীকারকারীদেরকে সুযোগ দেননি; বরং তাকে নিজের সান্নিধ্যে উঠিয়ে নিয়েছেন। মালিকের এ এখতিয়ার

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا

আপনি বলে দিন, এসো, আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আর আমাদের নারীদেরকে এবং তোমাদের নারীদেরকে, আর আমাদের নিজেদেরকে

وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَٰذَا

এবং তোমাদের নিজেদেরকে ; অতপর বিনীতভাবে আবেদন জানাই এবং আল্লাহ্‌র লানত দেই মিথ্যাবাদীদের উপর।[৬১] ৬২. অবশ্যই এটা

فَقُلْ-(ف+قل)-আপনি বলে দিন ; تَعَالَوْا-তোমরা এসো ; نَدْعُ-আমরা ডেকে নেই ; أَبْنَاءَنَا-(ابناء+نا)-আমাদের পুত্রদেরকে; وَ-এবং ; أَبْنَاءَكُمْ-(ابناء+كم) -তোমাদের পুত্রগণকে ; وَ-আর ; نِسَاءَنَا-(نساء+نا)-আমাদের নারীদেরকে ; وَ -এবং; نِسَاءَكُمْ-(نساء+كم)-তোমাদের নারীদেরকে; وَ-এবং ; أَنْفُسَنَا-(انفس+نا)-আমাদের নিজেদেরকে; وَ-এবং; أَنْفُسَكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের নিজেদেরকে; ثُمَّ-অতপর ; نَبْتَهِلْ-আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাই; فَنَجْعَلْ-(ف+نجعل)-আর দেই; لَعْنَتَ-লা'নত; اللَّهِ-আল্লাহ্‌র; عَلَى-উপর; الْكَاذِبِينَ-(ال+كذبين)-মিথ্যাবাদীদের।(৬১) إِنَّ-অবশ্যই ; هَٰذَا-এটা ;

অবশ্যই রয়েছে যে, তিনি নিজের যে কোনো দাসকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। শুধুমাত্র এ অস্বাভাবিক আচরণ দেখেই এ সিদ্ধান্তে আসা কিভাবে সঠিক হতে পারে যে, দাসটি মালিক ছিলো অথবা মালিকের পুত্র ছিল, অথবা মালিকানায় সে অংশীদার ছিলো ?

দুই ঃ দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, মসীহ যে বিষয়ের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, সেটাও সেই একই বিষয় যার দাওয়াত মুহাম্মাদ (স) দিচ্ছেন। উভয়ের মিশনে সামান্য পরিমাণ পার্থক্য নেই।

তিন ঃ এ ভাষণের তৃতীয় মৌলিক বিষয় হলো, মসীহের পরে তার 'হাওয়ারী' তথা সাথীদের মাযহাবও একই ছিল যা কুরআন মাজীদ পেশ করছে। পরবর্তী খৃস্টবাদ সেই শিক্ষার উপর ছিলো না যা মসীহ (আ) রেখে গিয়েছিলেন। আর সেই মাযহাবের অনুসারীও তাদের মধ্যে কেউ নেই যার অনুসারী মসীহের হাওয়ারীগণ ছিলেন।

৬১. সিদ্ধান্ত গ্রহণের এ পদ্ধতি পেশ করে মূলত এটা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য ছিল যে, নাজরানের খৃস্টানদের যে প্রতিনিধি দল এসেছিলো তারা জেনে-বুঝেই হঠকারিতা দেখাচ্ছিল। উপরের ভাষণে যেসব কথা বর্ণিত হয়েছে তার কোনোটির উত্তর তাদের নিকট ছিলো না। খৃস্টবাদের যেসব আকীদা-বিশ্বাস আছে তার একটির পক্ষেও তারা

لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

সত্য বিবরণ। আর আল্লাহ ছাড়া নেই কোনো ইলাহ,
আর অবশ্যই আল্লাহ পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ।

﴿٦٣﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ○

৬৩. অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ দুষ্কৃতকারীদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

لَهُوَ-(ل+هو)-অবশ্যই তা ; الْقَصَصُ-(ال+قصص)-বিবরণ ; الْحَقُّ-সত্য ; وَ-আর; مَا-নেই ; مِنْ إِلَٰهٍ-কোনো ইলাহ ; إِلَّا-ছাড়া; اللَّهُ-আল্লাহ; وَ-আর; إِنَّ-অবশ্যই; اللَّهَ-আল্লাহ; لَهُوَ -অবশ্যই তিনি ; الْعَزِيزُ-(ال+عزيز)-পরাক্রমশালী; الْحَكِيمُ-(ال+حكيم)-মহাবিজ্ঞ। ﴿٦٣﴾ فَإِنْ-(ف+ان)-অতপর যদি ; تَوَلَّوْا -তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ; فَإِنَّ-(ف+ان)-তাহলে অবশ্যই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; عَلِيمٌ-সবিশেষ অবহিত ; بِالْمُفْسِدِينَ-(ب+ال+مفسدين)-দুষ্কৃতকারীদের সম্পর্কে।

তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ ইনজীল থেকে কোনো সনদ আনতে সমর্থ হচ্ছিল না, যার ভিত্তিতে তারা পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে এ দাবি করতে পারে যে, তাদের আকীদা প্রকৃত সত্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং প্রকৃত সত্য কোনোভাবেই তার বিরোধী নয়। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাঁর শিক্ষা এবং তাঁর কার্যাবলী পরিদর্শন করে প্রতিনিধিদলের অধিকাংশের অন্তরে তাঁর নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাসও জন্মে গিয়েছিলো অথবা কমপক্ষে তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করার ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল। আর এজন্যই তাদেরকে বলা হয়েছিল, যদি তোমাদের নিজ বিশ্বাসের সত্যতার প্রতি পুরোপুরি একীন থাকে তাহলে এসো, আমাদের বিপক্ষে এ দোয়া করো যে, মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হোক। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ এ আহ্বানে সাড়া দিলো না। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সমস্ত আরববাসীর নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল যে, খৃস্টানদের প্রথম সারির পুণ্যাত্মা পাদরী, যাদের পবিত্রতার প্রভাব দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, তারা আসলে এমন আকীদা-বিশ্বাসের অনুসারী যার সত্যতার উপর তাদের নিজেদেরই কোনো আস্থা নেই।

৬ রুকূ' (আয়াত ৫৫-৬৩)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা ঈসা (আ)-কে তাঁর কুদরতের নিদর্শন হিসেবে পিতার মাধ্যম ছাড়া সৃষ্টি করেছেন।

২. তিনি ঈসা (আ)-কে তাঁর জীবনকাল অপূর্ণ রেখেই সশরীরে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন।

৩. ঈসা (আ)-কে অস্বীকারকারী কাফির-মুশরিকদের তাঁর প্রতি আরোপিত ভ্রান্ত ধারণা থেকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পাঠানোর মাধ্যমে তাঁকে পবিত্র করেছেন।

৪. আল্লাহ তাআলা ঈসা (আ)-এর প্রকৃত অনুসারীদেরকে (মুসলমানদের) তাঁর অমান্যকারীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত প্রাধান্য দিয়ে যাবেন।

৫. ঈসা (আ)-কে নিয়ে ইয়াহুদীরা যেসব মতভেদ-মতপার্থক্য সৃষ্টি করছে, তার সঠিক মীমাংসা আল্লাহ তাআলা করবেন এবং তাদেরকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে উভয় জাহানে লাঞ্ছিত করবেন।

৬. ঈসা (আ)-এর যথার্থ অনুসারীদেরকে আল্লাহ তাআলা পূর্ণ প্রতিফল দান করবেন।

৭. ঈসা (আ) সম্পর্কে কুরআন মাজীদ যে বর্ণনা দিয়েছে সেটাকে সঠিক বলে মেনে নিতে হবে এবং এটাই ঈমানের দাবি।

৮. বর্তমান ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা ঈসা (আ)-কে খোদা, খোদার পুত্র বা খোদার অংশীদার ইত্যাদি বলে এবং অন্য যেসব ধারণা পোষণ করে, সেগুলোর ভ্রান্তি কুরআন মাজীদ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

৯. আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে মুবাহালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর অর্থ সত্য-মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের বাদানুবাদে মীমাংসা না হলে উভয় পক্ষ আল্লাহ্‌র নিকট বিনীত প্রার্থনা জানিয়ে বলবে যে, মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।

১০. কুরআন মাজীদকে সত্য হিসেবে জেনে-বুঝেও যারা মানতে চায় না অথবা মৌখিকভাবে 'মানি' বলে কিন্তু নিজের সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন করে না এবং যারা মানতে চায় তাদের পথে বাধার সৃষ্টি করে, তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী তথা দুষ্কৃতকারী।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা-৮

৬৪ قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ

৬৪. (হে নবী) আপনি বলে দিন,[৬২] হে আহলে কিতাব ! তোমরা সে কথার দিকে এসো, যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান[৬৩] "আমরা কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি

وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟

এবং কোনো কিছুকে যেন তাঁর সাথে শরীক না করি। আর আমাদের কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া অপরকে প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ না করে।" তারপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়

৬৪ قُلْ-আপনি বলে দিন ; يَٰٓأَهْلَ-হে আহলে; ٱلْكِتَٰبِ-(ال+كتب)-কিতাব; تَعَالَوْا-তোমরা এসো; إِلَىٰ-দিকে ; كَلِمَةٍ-সে কথার ; سَوَآءٍ-যা সমান ; بَيْنَنَا-(بين+نا)-আমাদের মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; أَلَّا نَعْبُدَ-(ان+لانعبد)-যেন আমরা ইবাদাত না করি ; إِلَّا-ছাড়া ; ٱللَّهَ-আল্লাহ ; وَ-এবং; لَا نُشْرِكَ-শরীক না করি ; بِهِۦ-তাঁর সাথে ; شَيْـًٔا-কোনো কিছুকে ; وَ-আর; لَا يَتَّخِذَ-যেন গ্রহণ না করে ; بَعْضُنَا-(بعض+نا)-আমাদের কতক; بَعْضًا-অপর কতককে; أَرْبَابًا-(رَبٌّ-এর ব. ব.)-প্রতিপালক হিসেবে ; مِّن دُونِ-ছাড়া; ٱللَّهِ-আল্লাহ ; فَإِن-(ف+ان)-তারপর যদি ; تَوَلَّوْا-তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ;

৬২. এখান থেকে তৃতীয় ভাষণ শুরু হয়েছে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর চিন্তা করলে সহজে বোধগম্য হয় যে, এটা বদর ও উহুদ যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়কার কথা। কিন্তু এ তিনটি ভাষণের মূল বিষয়ে এমনই নিকটতর সামঞ্জস্য রয়েছে যে, সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত কোথাও বক্তব্যের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হতে দেখা যায়নি। এর ভিত্তিতে কোনো কোনো তাফসীরকার মনে করেছেন যে, পরবর্তী আয়াতগুলোও নাজরানের প্রতিনিধি দলের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষণের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এখান থেকে যে ভাষণ শুরু হয়েছে তার ধরন অনুসারে এটা পরিষ্কার যে, এ ভাষণে সম্বোধিত হয়েছে ইয়াহুদীরা।

৬৩. অর্থাৎ এমন আকীদায় তোমরা আমাদের সাথে একাত্মতার ঘোষণা দাও যার উপর আমরাও ঈমান এনেছি, আর তোমরাও তা সঠিক হওয়ার কারণে অস্বীকার করতে পারো না। তোমাদের নবীগণও এ আকীদা-ই পোষণ করতেন, তোমাদের পবিত্র গ্রন্থে যার শিক্ষা বিবৃত হয়েছে।

فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ

তাহলে তোমরা বলে দাও, সাক্ষী থেকো তোমরা যে, আমরা অবশ্যই মুসলমান।
৬৫. হে আহলে কিতাব ! কেন তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছো

فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

ইবরাহীম সম্পর্কে ? অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তার পরে ছাড়া নাযিল হয়নি ; তোমরা কি জ্ঞান-বুদ্ধি রাখো না ?[৬৪]

﴿٦٦﴾ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ

৬৬. তবে হাঁ, তোমরা এমনসব লোক, যারা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছো এমন বিষয়ে যাতে তোমাদের কিছুটা জ্ঞান রয়েছে, তবে তোমরা কেন বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছো যে বিষয়ে তোমাদের নেই

فَقُولُوا-(ف+قولوا)-তাহলে তোমরা বলে দাও; اشْهَدُوا-তোমরা সাক্ষী থেকো; بِأَنَّا-(ب+ا+نا)-যে, আমরা অবশ্যই; مُسْلِمُونَ-মুসলমান। ﴿٦٥﴾ يَا أَهْلَ-(يا+اهل)-হে আহলে; الْكِتَابِ-(ال+كتب)-কিতাব; لِمَ-কেন; تُحَاجُّونَ-তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছো ; فِي-সম্পর্কে ; إِبْرَاهِيمَ-ইবরাহীম ; وَ-অথচ ; مَا أُنْزِلَتِ-নাযিল হয়নি; التَّوْرَاةُ-(ال+تورة) তাওরাত; وَ-ও ; الْإِنْجِيلُ-ইনজীল; إِلَّا-ছাড়া; مِنْ بَعْدِهِ-(من+بعد+ه)-তাঁর পরে ; أَفَلَا تَعْقِلُونَ-(ا+ف+لاتعقلون)-তোমরা কি জ্ঞান-বুদ্ধি রাখো না ? ﴿٦٦﴾ هَا أَنْتُمْ-(ها+انتم)-হাঁ, তোমরা ; هَؤُلَاءِ-এমনসব লোক যারা; حَاجَجْتُمْ-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছো ; فِيمَا-(فى+ما)-এমন বিষয়ে যাতে; لَكُمْ-তোমাদের ; بِهِ-তাতে রয়েছে ; عِلْمٌ-কিছুটা জ্ঞান ; فَلِمَ-(ف+لم)-তবে কেন; تُحَاجُّونَ-বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছো ; فِيمَا-(فى+ما)-যে বিষয়ে; لَيْسَ-নেই ; لَكُمْ-তোমাদের ;

৬৪. অর্থাৎ তোমাদের ইয়াহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ তাওরাত ও ইনজীলের পরে সৃষ্ট হয়েছে। আর ইবরাহীম (আ) তো এ দুটো কিতাব নাযিল হওয়ার অনেক পূর্বেই বিগত হয়েছেন। এখন একজন সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিও একথা সহজে বুঝতে পারে যে, ইবরাহীম (আ) যে ধর্মবিশ্বাসের উপর ছিলেন, তা বর্তমানকালের ইয়াহুদীবাদ বা খৃস্টবাদ কোনোভাবেই ছিলো না। অতএব ইবরাহীম (আ) যদি সঠিক পথে থেকে থাকেন এবং মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তাহলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সঠিক পথপ্রাপ্ত হওয়া এবং নাজাতপ্রাপ্ত হওয়া ইয়াহুদীবাদ বা খৃস্টবাদ অনুসরণের উপর নির্ভরশীল নয়।

بِهٖ عِلْمٌ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا

কোনো জ্ঞান ? আর আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জানো না।
৬৭. ইবরাহীম তো ইয়াহুদী ছিলো না

وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

আর ছিলো না নাসারা ; বরং সে ছিলো একনিষ্ঠ মুসলিম,[৬৫]
আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তও ছিলো না।

﴿٦٨﴾ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ

৬৮. নিশ্চয় ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতর মানুষ তারা, যারা তাকে অনুসরণ করেছে, আর এ নবী এবং যারা ঈমান এনেছে ;

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٩﴾ وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ۚ

আর মু'মিনদের অভিভাবক আল্লাহ। ৬৯. আহলে কিতাবের একটি দল কামনা করে, যদি তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারতো !

بِهٖ–তাতে; عِلْمٌ–কোনো জ্ঞান; وَ–আর; اللّٰهُ–আল্লাহ্ই ; يَعْلَمُ–জানেন; وَ–এবং;
اَنْتُمْ–তোমরা ; لَا تَعْلَمُوْنَ–জানো না। (৬৭) مَا كَانَ–ছিলো না ; اِبْرٰهِيْمُ–ইবরাহীম;
يَهُوْدِيًّا–ইয়াহুদী ; وَّ–আর; لَا–ছিলো না ; نَصْرَانِيًّا–নাসারা; وَلٰكِنْ–বরং; كَانَ
–সে ছিল ; حَنِيْفًا–একনিষ্ঠ ; مُّسْلِمًا–মুসলিম ; وَ–আর ; مَا كَانَ–সে ছিলো না;
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ–(من+ال+ مشركين)–মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। (৬৮) اِنَّ–নিশ্চয়; اَوْلَى
–ঘনিষ্ঠতর; النَّاسِ–(ال+ناس)–মানুষ; بِاِبْرٰهِيْمَ–(ب+ابرهيم)–ইবরাহীমের; لَلَّذِيْنَ
–তারাই ; اتَّبَعُوْهُ–(اتبعو+ه)–যারা তাকে অনুসরণ করেছে ; وَ–আর ; هٰذَا–এ;
النَّبِيُّ–(ال+نبى)–নবী; وَ–এবং ; الَّذِيْنَ–যারা ; اٰمَنُوْا–ঈমান এনেছে; وَ–আর; اللّٰهُ
–আল্লাহ; وَلِيُّ–অভিভাবক; الْمُؤْمِنِيْنَ–(ال+مؤمنين)–মু'মিনদের। (৬৯) وَدَّتْ–কামনা
করে ; طَآئِفَةٌ–একটি দল ; مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ–(من+اهل+ال+كتب)–আহলে
কিতাবের; لَوْ–যদি ; يُضِلُّوْنَكُمْ–(لو+يضلون+كم)–তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট
করতে পারতো ;

৬৫. এখানে ব্যবহৃত 'হানীফ' শব্দের অর্থ হলো এমন ব্যক্তি যে সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একটিমাত্র পথে চলে। আর এ অর্থ বুঝানোর জন্যই এখানে 'একনিষ্ঠ মুসলিম' ব্যবহৃত হয়েছে।

وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ

অথচ তারা নিজেদের ছাড়া অন্য (কাউকে) পথভ্রষ্ট করতে পারে না, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। ৭০. হে আহলে কিতাব ! তোমরা কেন অস্বীকার করছো

بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ

আল্লাহ্র আয়াতকে ? অথচ তোমরাই সাক্ষ্য দিচ্ছো।[৬৬] ৭১. হে আহলে কিতাব ! কেন তোমরা মেশাচ্ছো

ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

হককে বাতিলের সাথে এবং গোপন করছো হককে, অথচ তোমরা জানো ?

وَ–অথচ ; مَا يُضِلُّونَ–তারা পথভ্রষ্ট করতে পারে না (কাউকে) ; اِلَّآ–ছাড়া; اَنْفُسَهُمْ–(انفس+هم)–তাদের নিজেদেরকে; وَ–কিন্তু ; مَا يَشْعُرُوْنَ–তারা বুঝতে পারে না। ﴿٧٠﴾ يَاَهْلَ–হে আহলে; الْكِتٰبِ–(ال+كتب)–কিতাব; لِمَ–কেন ; تَكْفُرُوْنَ–তোমরা অস্বীকার করছো ; بِاٰيٰتِ–আয়াতকে; اللّٰهِ–আল্লাহ্র; وَ–অথচ; اَنْتُمْ–তোমরাই; تَشْهَدُوْنَ–সাক্ষ্য দিচ্ছো। ﴿٧١﴾ يَاَهْلَ–হে আহলে ; الْكِتٰبِ–(ال+كتب)–কিতাব; لِمَ–কেন ; تَلْبِسُوْنَ–তোমরা মেশাচ্ছো ; الْحَقَّ–হককে, সত্যকে; بِالْبَاطِلِ–(ب+ال+باطل)–বাতিলের (মিথ্যার) সাথে ; وَ–এবং; تَكْتُمُوْنَ–তোমরা গোপন করছো; الْحَقَّ–(ال+حق)–হককে, সত্যকে ; وَ–অথচ ; اَنْتُمْ–তোমরা ; تَعْلَمُوْنَ–জানো।

৬৬. এ বাক্যটির আর একটি অর্থ হতে পারে, "তোমরা প্রত্যক্ষ করছো"। উভয় অবস্থায় মূল অর্থে কোনো পার্থক্য ঘটবে না। আসলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনাচারের উপর তাঁর শিক্ষা-প্রশিক্ষণের আশ্চর্যজনক প্রভাব এবং কুরআন মাজীদের উচ্চাংগের ভাবধারা–এসব জিনিসই এমন উজ্জ্বল নিদর্শন ছিলো যে, যে ব্যক্তি নবীদের জীবন-পরিক্রমা এবং আসমানী কিতাবসমূহের ধরন সম্পর্কে জ্ঞাত, তার জন্য এসব নিদর্শন দেখার পর নবী মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা কোনোক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। এ কারণেই অনেক আহলে কিতাব (বিশেষ করে তাদের আলেমগণ) একথা পূর্ব থেকেই জানতো যে, মুহাম্মাদ (স) সেই নবী যাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ঈসা (আ) দিয়ে গেছেন। এমনকি কখনো কখনো সত্যের এ দীপ্তি দেখে তাদের পাদ্রী-পুরোহিতগণ বাধ্য হয়ে তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার এবং তাঁর উপস্থাপিত শিক্ষা সত্য হওয়ার

স্বীকৃতিও দিতো। আর এজন্যই কুরআন মাজীদ তাদেরকে বারবার দোষারোপ করছে যে, আল্লাহ্‌র যেসব নিদর্শন তোমরা স্বচক্ষে দেখছো, যার সত্যতা সম্পর্কে তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছো, তাকে তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজ প্রবৃত্তির দুষ্কৃতির জন্য মিথ্যাপ্রতিপন্ন করছো কেন?

৭ রুকূ' (আয়াত ৬৪-৭১)-এর শিক্ষা

১. এ পৃথিবীতে যতো নবী-রাসূল এসেছেন তাঁদের সকলের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিলো—"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, ইবাদাত বা দাসত্ব করতে হবে একমাত্র তাঁরই। আর নবী-রাসূলগণ মানুষের নিকট প্রেরিত তাঁর বাণীবাহক।"

২. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াতের মূলকথাও ছিল একই, সে হিসেবে তিনি মুসলিমই ছিলেন। আর যারাই উপরোক্ত দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সে অনুসারে নিজেদের জীবন গড়বে তারাও হবে মুসলিম।

৩. দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি হলো, ভিন্ন মতাবলম্বী কারো নিকট দাওয়াত দিতে হলে প্রথমে এমন বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে যে বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে।

৪. মতপার্থক্যের বিষয়গুলোতে যুক্তি-প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে পেশ করার পরও সত্যকে স্বীকার না করলে নিজের আদর্শকে পেশ করে আলোচনা সমাপ্ত করতে হবে। অনর্থক বিতর্ক নিষ্ফল।

৫. মু'মিনদের অভিভাবক, বন্ধু ও সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ।

৬. ইয়াহুদী ও খৃস্টানগণ সদা-সর্বদা মুসলমানদেরকে বিপথগামী করার অপচেষ্টায় তৎপর। তারা কখনও মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না। যুগে যুগে এটা প্রমাণিত সত্য। তারা বাহ্যিক দিক থেকে বন্ধুত্বের ভান করে ধোঁকা দিতে চায়, প্রকৃত মু'মিন তাঁদের ধোঁকায় পড়ে না।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿٧٢﴾ وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

৭২. আহলে কিতাবের একটি দল বললো, যারা ঈমান এনেছো তাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার উপর তোমরা ঈমান আনো

وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَلَا تُؤْمِنُوْٓا

দিনের শুরুতে এবং অস্বীকার করো দিনের শেষভাগে। সম্ভবত তারা ফিরে আসবে।[৬৭] ৭৩. আর তোমরা বিশ্বাস করো না

اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ۗ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ

যারা তোমাদের দীনের অনুসরণ করে তাদের ছাড়া। আপনি বলে দিন, অবশ্যই আল্লাহ্‌র হিদায়াতই সঠিক হিদায়াত ; (তা এজন্য) যে, কাউকে দেয়া হবে

(৭২) وَ –আর ; قَالَتْ –বললো ; طَّآئِفَةٌ –একটি দল ; مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ –আহলে কিতাবের; اٰمِنُوْا –তোমরা ঈমান আনো ; بِالَّذِىْٓ –তার উপর যা ; اُنْزِلَ –নাযিল হয়েছে; عَلَى –উপর; الَّذِيْنَ –তাদের, যারা ; اٰمَنُوْا –ঈমান এনেছে ; وَجْهَ –শুরুতে, প্রথম ভাগে ; النَّهَارِ –(ال+نهار)–দিনের ; وَ –এবং ; اكْفُرُوْٓا –অস্বীকার করো; اٰخِرَهٗ –(اخر+ه)–তার শেষভাগে ; لَعَلَّهُمْ –(لعل+هم)–সম্ভবত তারা; يَرْجِعُوْنَ –ফিরে আসবে। (৭৩) وَ –আর ; لَا تُؤْمِنُوْٓا –তোমরা বিশ্বাস করো না ; اِلَّا –তাদের ছাড়া ; لِمَنْ تَبِعَ –(ل+من+تبع)–যারা অনুসরণ করে; دِيْنَكُمْ –(دين+كم)–তোমাদের দীনে ; قُلْ –আপনি বলে দিন ; اِنَّ –অবশ্যই ; الْهُدٰى –(ال+هدى)–সঠিক হিদায়াত; هُدَى –হিদায়াতই ; اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র ; اَنْ –(এটা এজন্য) যে ; يُّؤْتٰٓى –দেয়া হবে; اَحَدٌ –কাউকে ;

৬৭. মদীনার উপকণ্ঠে বসবাসকারী ইয়াহুদী নেতা ও ধর্মীয় পুরোহিতরা দীন ইসলামকে দুর্বল করার জন্য যেসব চালবাজি করতো, এটা ছিল তাদের সেরূপ একটা চালবাজি। তারা মুসলমানদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি সাধারণ জনগোষ্ঠীর অন্তরে কুধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গোপনে লোক তৈরি করে পাঠানো শুরু করলো। এসব লোক প্রথমে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করতো, অতপর

مِثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ ۚ

অনুরূপ, যা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিলো অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তারা তর্কে তোমাদেরকে পরাজিত করবে। আপনি বলে দিন, নিশ্চয় সকল অনুগ্রহ আল্লাহ্র হাতে।

يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۗ

তিনি যাকে চান তা দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়[৬৮] সর্বজ্ঞ।[৬৯]

৭৪. তিনি যাকে চান তাঁর রহমতের জন্য বেছে নেন।

وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ

আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। ৭৫. আহলে কিতাবের মধ্যে (এমন লোকও) আছে, যার নিকট তুমি বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও

مِثْلَ-অনুরূপ; مَآ-যা ; أُوتِيتُمْ-তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল ; أَوْ-অথবা; يُحَآجُّوكُمْ-(يحاجوا+كم)-তারা তর্কে তোমাদেরকে পরাজিত করবে ; عِندَ-সামনে ; رَبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; إِنَّ-নিশ্চয়; ٱلْفَضْلَ-(ال+فضل)-সকল অনুগ্রহ; بِيَدِ-হাতে; ٱللَّهِ-আল্লাহ্র; يُؤْتِيهِ-(يؤتى+ه)-তিনি তা দান করেন ; مَن-যাকে ; يَشَآءُ-চান ; وَ-আর ; ٱللَّهُ-আল্লাহ ; وَٰسِعٌ-প্রাচুর্যময়; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ।(৭৩) يَخْتَصُّ-তিনি বেছে নেন; بِرَحْمَتِهِ-(ب+رحمة+ه)-তাঁর রহমতের জন্য ; مَن-যাকে ; يَشَآءُ-চান ; وَ-আর; ٱللَّهُ-আল্লাহ ; ذُو ٱلْفَضْلِ-(ذو+ال+فضل)-অনুগ্রহশীল ; ٱلْعَظِيمِ-(ال+عظيم)-মহা। (৭৪) وَ-আর; مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ-(من+اهل+ال+كتب)-আহলে কিতাবের মধ্যে (এমন লোকও) আছে; مَنْ-যার নিকট ; إِن تَأْمَنْهُ-(ان+تامن+ه)-তুমি আমানত রাখলেও; بِقِنطَارٍ-(ب+قنطار)-বিপুল সম্পদ ;

ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যেতো। অতপর বিভিন্ন স্থানে তারা প্রচার করতো যে, আমরা ইসলাম, মুসলমান ও তাদের পয়গাম্বরের মধ্যে অমুক অমুক গলদ দেখতে পেয়েছি। সে জন্যই আমরা তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছি।

৬৮. মূলত 'ওয়াসিউন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা কুরআন মাজীদে তিনটি বিষয় বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এক, যেখানে মানুষের কোনো দল বা গোষ্ঠীর সংকীর্ণ দৃষ্টি ও সংকীর্ণ অন্তরের কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং তাদেরকে এ মূল সত্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করার প্রয়োজন দেখা দেয় যে, আল্লাহ তোমাদের মতো সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন নন। দুই, যেখানে কারো কৃপণতা, মনের সংকীর্ণতা ও ভীরুতার জন্য

يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ

সে তা তোমাকে ফেরত দিবে। আর তাদের মধ্যে (এমন লোকও) আছে, যার নিকট একটি দীনারও যদি আমানত রাখো, সে তা তোমাকে ফেরত দিবে না, যদি তুমি তার সম্মুখে অবিরত দাঁড়িয়ে না থাকো (নাছোড় বান্দা হয়ে)।

عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ

তা এজন্য যে, তারা বলে, নিরক্ষরদের ব্যাপারে আমাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই।[৭০] আর তারা বলে

يُؤَدِّهٖ-(يؤد+ه)-সে তা ফেরত দিবে ; اِلَيْكَ-তোমাকে ; وَ-আর ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যে (এমন লোকও) আছে ; مَّنْ-যার নিকট; اِنْ-যদি ; تَاْمَنْهُ-(تامن+ه)-তুমি আমানত রাখো; بِدِيْنَارٍ-(ب+دينار)-একটি দীনারও ; لَّا يُؤَدِّهٖ-(لايؤد+ه)-সে তা ফেরত দিবে না ; اِلَيْكَ-তোমাকে; اِلَّا-যদি না; مَا دُمْتَ-তুমি অবিরত থাকো; عَلَيْهِ-তার সামনে; قَآئِمًا-দাঁড়িয়ে (নাছোড় বান্দা হয়ে); ذٰلِكَ-এটা; بِاَنَّهُمْ-(ب+ان+هم)-এজন্য যে, তারা; قَالُوْا-বলে থাকে ; لَيْسَ-নেই ; عَلَيْنَا-(على+نا)-আমাদের ; فِى-ব্যাপারে ; الْاُمِّيّٖنَ-নিরক্ষরদের ; سَبِيْلٌ-কোনো দায়-দায়িত্ব ; وَ-আর ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলে ;

তাদেরকে তিরস্কার করে এটা বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হয় যে, আল্লাহ উদার হস্ত, তোমাদের মতো 'বখীল' নন। তিন, যেখানে মানুষ নিজেদের মানসিক সংকীর্ণতার কারণে আল্লাহ্র প্রতিও কোনো প্রকার সংকীর্ণতা আরোপ করে এবং তাদেরকে এটা জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন হয় যে, আল্লাহ তাআলা অসীম।

৬৯. অর্থাৎ আল্লাহ্র একথা ভালোভাবে জানা আছে যে, কে তাঁর অনুগ্রহ পাওয়ার উপযুক্ত।

৭০. এটা শুধু ইয়াহুদীদের সাধারণ জনগোষ্ঠীর মূর্খতাসুলভ ধারণা ছিলো তা নয় ; বরং তাদের ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যেও এ ধরনের কথাবার্তা যুক্ত ছিলো। তাদের বড়ো বড়ো ধর্মীয় নেতাদের ধর্মীয় নীতিও এরূপই ছিলো। বাইবেলেও ঋণ ও সুদের বিধানের ব্যাপারে ইয়াহুদী ও অ-ইয়াহুদীদের মধ্যে সরাসরি পার্থক্য করেছে ৫ ঃ ১-৩ ও ২৩ ঃ ২০)। তালমূদে বলা হয়েছে যে, যদি ইয়াহুদীদের বলদ কোনো অ-ইয়াহুদীদের বলদকে আহত করে, তাহলে এর জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু অ-ইয়াহুদীদের বলদ যদি কোনো ইয়াহুদীর বলদকে আহত করে, তাহলে তার ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। আর কোনো লোক যদি কোনো স্থানে পড়ে থাকা কোনো দ্রব্য-সামগ্রী পায় তাহলে তার দেখা উচিত আশেপাশে কাদের বসতি রয়েছে। যদি ইয়াহুদীদের বসতি থাকে তাহলে হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা করা উচিত। আর যদি বসতি অ-ইয়াহুদীদের হয় তাহলে

عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى

আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা, অথচ তারা জানে। ৭৬. হাঁ, যে ব্যক্তি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে

فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ

তবে অবশ্যই (এরূপ) মুত্তাকীদের আল্লাহ ভালোবাসেন। ৭৭. নিশ্চয় যারা বিক্রয় করে আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) প্রতিশ্রুতি

وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ

এবং তাদের শপথসমূহ নগণ্য মূল্যে, এরাই তারা যাদের কোনো অংশ নেই আখিরাতে, আর আল্লাহ তাদের সাথে কথাও বলবেন না।

عَلٰى–সম্পর্কে; اللّٰهِ–আল্লাহ ; الْكَذِبَ–(ال+كذب)–মিথ্যা ; وَ–অথচ ; هُمْ –তারা; يَعْلَمُوْنَ–জানে। ৭৬ بَلٰى –হাঁ ; مَنْ–যে ব্যক্তি ; اَوْفٰى–পূর্ণ করে ; بِعَهْدِهٖ –(ب+عهد+ه)–তার প্রতিশ্রুতি ; وَ –এবং ; اتَّقٰى–তাকওয়া অবলম্বন করে ; فَاِنَّ–(ف+ان)–তবে অবশ্যই; اللّٰهَ –আল্লাহ; يُحِبُّ –ভালোবাসেন ; الْمُتَّقِيْنَ–(ال+متقين)–এরূপ মুত্তাকীদের। ৭৭ اِنَّ –নিশ্চয় ; الَّذِيْنَ–যারা ; يَشْتَرُوْنَ –বিক্রয় করে ; بِعَهْدِ اللّٰهِ –(ب+عهد+الله)–আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) চুক্তি ; وَ –এবং ; اَيْمَانِهِمْ–(ايمان+هم)–তাদের শপথসমূহ ; ثَمَنًا –মূল্যে ; قَلِيْلًا –নগণ্য ; اُولٰٓئِكَ –এরাই তারা ; لَا خَلَاقَ –কোনো অংশ নেই ; لَهُمْ –(ل+هم)–তাদের ; فِى الْاٰخِرَةِ –আখিরাতে ; وَ –আর; لَا يُكَلِّمُهُمْ –(لا+يكلم+هم)–কথা বলবেন না তাদের সাথে ; اللّٰهُ–আল্লাহ;

ঘোষণা না দিয়ে তা রেখে দেয়া উচিত। রাব্বী ইসমাঈল (একজন ইয়াহুদী ধর্মবেত্তা) বলেন, ইয়াহুদী ও অ-ইয়াহুদীদের কোনো মামলা যদি আদালতে আসে তাহলে বিচারক ধর্মীয় আইনের আওতায় নিজ ভাইকে জয়ী করতে পারলে তাই করবেন এবং বলবেন, এটা আমাদের আইন। আর যদি অ-ইয়াহুদীদের আইনের সাহায্যে ইয়াহুদী ভাইকে জয়ী করা যায় তা-ই করবেন এবং বলবেন, এটা তোমাদের আইন। আর যদি উভয় আইনের কোনোটার সাহায্যে জয়ী করা না যায় তাহলে যে কৌশলে হোক ইয়াহুদীকে জয়ী করতে হবে। রাব্বী শামাঈল বলেন, অ-ইয়াহুদীদের প্রত্যেকটি ভুলেরই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত (তালমূদিক মিসসেলানী, পল আইজ্যাক হার্শন, লণ্ডন, পৃষ্ঠা-৩৭, ২২০,২২১)।

وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

আর (আল্লাহ) কিয়ামতের দিন তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পাক-পবিত্রও করবেন না।[৭১] তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

⑦⑧ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ

৭৮. আর অবশ্যই তাদের মধ্যে এমন একদল আছে, তারা জিহ্বাকে বাঁকা করে কিতাব পড়ার সময়, যাতে তোমরা তাকে কিতাবের অংশ ধারণা করো,

وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ

অথচ তা কিতাবের অংশ নয়[৭২] এবং তারা বলে, তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ; কিন্তু তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয় ;

وَ–আর; لَا يَنظُرُ–তাকাবেন না; إِلَيْهِمْ–(الى+هم)–তাদের প্রতি; يَوْمَ–দিন; الْقِيَامَةِ–(ال+قيمة)–কিয়ামতের ; وَ–এবং ; لَا يُزَكِّيهِمْ–(لا+يزكى+هم)–তাদেরকে পাক-পবিত্রও করবেন না ; وَ–আর ; لَهُمْ–তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ–শাস্তি ; أَلِيمٌ–যন্ত্রণাদায়ক। ⑦⑧ وَ–আর ; إِنَّ–অবশ্যই ; مِنْهُمْ–(من+هم)–তাদের মধ্যে; لَفَرِيقًا–(ل+فريقا)–নিশ্চয় এমন একদল আছে; يَلْوُونَ–তারা বাঁকা করে; أَلْسِنَتَهُمْ–(السنة+هم)–তাদের জিহ্বাকে ; بِالْكِتَابِ–(ب+ال+كتب)–কিতাব পড়ার সময় ; لِتَحْسَبُوهُ–(ل+تحسبوا+ه)–যাতে তোমরা তাকে ধারণা করো ; مِنَ الْكِتَابِ–(من+ال+كتب)–কিতাবের অংশ; وَ–অথচ; مَا هُوَ–তা নয়; مِنَ الْكِتَابِ–কিতাবের অংশ; وَ–এবং; يَقُولُونَ–তারা বলে; هُوَ–তা ; مِنْ–থেকে; عِندِ–পক্ষ ; اللَّهِ–আল্লাহ্র; وَ–কিন্তু; مَا هُوَ–(ما+هو)–তা নয়; مِنْ عِندِ اللَّهِ–আল্লাহ্র পক্ষ থেকে;

৭১. এর কারণ হলো, এসব লোক এতো জঘন্য নৈতিক অপরাধ করার পরও ধারণা করতো যে, কিয়ামতের দিন তারাই আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বান্দাহ্ হবে। তাদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহের দৃষ্টি দিবেন। আর কমবেশী যাকিছু গুনাহের ময়লা তাদের লেগে থাকবে তাও বুযর্গদের সদাকাদানের ফলে ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে। অথচ সেখানে তাদের সাথে এর বিপরীত আচরণই করা হবে।

৭২. এর অর্থ এও হতে পারে যে, তারা আল্লাহ্র কিতাবের অর্থের মধ্যে 'তাহরীফ' তথা বিকৃতি সাধন করে ; অথবা শব্দ উলট-পালট করে নিজেদের উদ্দিষ্ট অর্থ বের করতে চেষ্টা করে। আসলে এর অর্থ হলো, তারা আল্লাহ্র কিতাব অধ্যয়ন করতে গিয়ে কোনো বিশেষ শব্দ বা বাক্য, যে শব্দ বা বাক্য তাদের স্বার্থ ও স্বকপোল কল্পিত বিশ্বাসের বিপরীত দেখা যায়, তাকে জিহ্বা বাঁকা করে অন্য শব্দ বানিয়ে দেয়। আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কুরআনের স্বীকৃতি দান করে, তাদের মধ্যেও এ ধরনের

وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ

আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে অথচ তারা জানে।
৭৯. কোনো মানুষের জন্য সমীচীন নয়

أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا

তাকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করার পরে
সে মানুষকে বলবে, হয়ে যাও

عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُونُوا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتٰبَ

আমার বান্দাহ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে ; বরং বলবে, তোমরা আল্লাহওয়ালা[৭৩] হয়ে যাও,
যেহেতু তোমরা শিখিয়ে থাকো কিতাব

وَ–আর ; يَقُولُونَ–তারা বলে ; عَلَى اللّٰهِ–আল্লাহ সম্পর্কে ; الْكَذِبَ–(ال+كذب) মিথ্যা ; وَ–অথচ ; هُمْ–তারা ; يَعْلَمُونَ–জানে। ﴿٧٩﴾ مَا كَانَ–সমীচীন নয় ; لِبَشَرٍ–(ل+بشر)–কোনো মানুষের জন্য ; أَنْ يُؤْتِيَهُ–(ان+يؤتى+ه)–তাকে দান করার; اللّٰهُ–আল্লাহ ; الْكِتٰبَ–(ال+كتب)–কিতাব ; وَالْحُكْمَ–(و+ال+حكم)–ও হিকমত; وَالنُّبُوَّةَ–(و+ال+نبوة)–এবং নবুওয়াত ; ثُمَّ–পরে ; يَقُولَ–সে বলবে; لِلنَّاسِ–(ل+ال+ناس)–মানুষকে ; كُونُوا–তোমরা হয়ে যাও ; عِبَادًا–বান্দাহ ; لِّي–আমার; مِنْ دُونِ اللّٰهِ–আল্লাহ্‌কে ছেড়ে ; وَلٰكِنْ–বরং (বলবে); كُونُوا–তোমরা হয়ে যাও; رَبّٰنِيّٖنَ–আল্লাহওয়ালা ; بِمَا–যেহেতু ; كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ–তোমরা শিখিয়ে থাকো; الْكِتٰبَ–(ال+كتب)–কিতাব ;

ان ما মনোভাবের অভাব নেই। যেমন–قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ-এর মধ্যে اِنَّمَا শব্দটিকে পড়ে এবং এর অর্থ করে–"হে নবী আপনি বলে দিন, নিশ্চয় আমি তোমাদের মতো মানুষ নই।"

৭৩. ইয়াহুদীদের মধ্যে যারা ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলো, যাদের কাজ ধর্মীয় বিষয়ে লোকদের নেতৃত্বদান করা, ইবাদাত প্রতিষ্ঠা এবং ধর্মীয় বিধান প্রবর্তন করা, তাদের সম্পর্কেই 'রাব্বানী' প্রযোজ্য হতো। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে– لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ "তাদের রাব্বানী ও আলেমগণ কেন তাদেরকে গুনাহের কথা বলতে এবং হারাম মাল ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না?" একইভাবে খৃষ্টানদের মধ্যে Divine শব্দটি 'রাব্বানী' শব্দের সমার্থক হিসেবে প্রচলিত আছে।

وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ

এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন করে থাকো। ৮০. আর সে নির্দেশ দিবে না তোমাদেরকে বানিয়ে নিতে ফেরেশতাদেরকে

وَالنَّبِيّٖنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

ও নবীদেরকে প্রতিপালকরূপে। সে কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিতে পারে এ অবস্থায় যখন তোমরা মুসলিম?[৭৪]

وَبِمَا –এবং যেহেতু ; كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ –তোমরা অধ্যয়ন করে থাকো। (৮০) وَ –আর ; لَا يَأْمُرَكُمْ –সে তোমাদেরকে নির্দেশ দিবে না ; أَنْ تَتَّخِذُوْا –তোমাদের বানিয়ে নিতে; الْمَلٰٓئِكَةَ–(ال+ملئكة)–ফেরেশতাদেরকে; وَ –ও ; النَّبِيّٖنَ–(ال+نبين)–নবীদেরকে; أَرْبَابًا–প্রতিপালকরূপে ; أَيَأْمُرُكُمْ–(ا+يامر+كم)–সে কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিতে পারে; بِالْكُفْرِ–(ب+ال+كفر)–কুফরীর ; بَعْدَ–এমতাবস্থায় ; إِذْ–যখন ; أَنْتُمْ – তোমরা ; مُّسْلِمُوْنَ –মুসলিম।

৭৪. এখানে সেসব ভ্রান্তির পূর্ণাংগ প্রতিবাদ করা হয়েছে যা দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত পয়গাম্বরদের সাথে সম্পর্কিত করে নিজেদের কিতাবে সংযোজন করে নিয়েছে এবং যেজন্য কোনো পয়গাম্বর ও ফেরেশতা কোনো না কোনো প্রকারে খোদা বা উপাস্য হিসেবে বরিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এর মূলনীতি পেশ করা হয়েছে যে, এমন কোনো শিক্ষা যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত-উপাসনার কথা বলে অথবা কোনো বান্দাহকে খোদার আসনে আসীন করতে শিক্ষা দেয়, তা কখনো কোনো পয়গাম্বরী শিক্ষা হতে পারে না। যেখানে কোনো ধর্মীয় গ্রন্থে এ ধরনের কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, মনে করতে হবে এটা কোনো পথভ্রষ্টকারী লোকের বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

৮ রুকূ' (আয়াত ৭২-৮০)-এর শিক্ষা

১. ইয়াহুদীরা সর্বযুগে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে প্রমাণিত। কুরআন মাজীদেও তাদের বহু ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং ইয়াহুদীদেরকে কখনও বিশ্বাস করা যাবে না।

২. ইয়াহুদীদের মধ্যে অন্ধ জাতিপ্রীতি অত্যন্ত প্রবল। এতে তারা ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধতার কোনো ধার ধারে না।

৩. ইসলামে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা নেই ; বরং ইসলাম খোলা মনে বিপক্ষের সদগুণাবলীর স্বীকৃতি দেয় ও তার প্রশংসা করে।

৪. ঋণদাতা ব্যক্তির প্রাপ্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতাকে তাগাদা করতে থাকার অধিকার রয়েছে।

৫. প্রতিজ্ঞা পূর্ণকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন।

৬. অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ৫টি সতর্কবাণী ঃ

এক ঃ জান্নাতের নেয়ামতসমূহে তার কোনো অংশ থাকবে না।

দুই ঃ আল্লাহ তাআলা তার সাথে কিয়ামতের দিন দয়া-অনুগ্রহসূচক কোনো কথা বলবেন না।

তিন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না।

চার ঃ আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ করবেন না।

পাঁচ ঃ তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।

৭. আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা আল্লাহ প্রদত্ত তাদের নিজেদের কিতাবে তাহরীফ তথা বিকৃতি সাধন করেছে এবং নিজেদের বানানো কথাকে 'আল্লাহ্‌র কথা' বলে চালানোর অপচেষ্টা করেছে।

৮. যে ধর্মীয় গ্রন্থে কোনো সৃষ্টির ইবাদাত-উপাসনা করার কথা থাকবে তা কখনো বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।

৯. কোনো নবী-রাসূল বা ফেরেশতা রব তথা প্রতিপালক হতে পারে না। এ ধরনের কোনো নির্দেশ কোনো নবীই দেননি।

قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ

তিনি (আল্লাহ) বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ ব্যাপারে আমার প্রতিশ্রুতি কি গ্রহণ করলে ? তারা বললো, আমরা স্বীকার করলাম।

قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ

তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থেকো, আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত রইলাম। ৮২. এরপরও যারা মুখ ফিরিয়ে নিবে

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ

তারাই ফাসেক।[৭৬] ৮৩. তারা কি আল্লাহ্‌র দীন ছাড়া অন্য দীন খুঁজে ফিরে ? অথচ তাঁর হুকুমেরই আনুগত্য করে যা কিছু আছে

قَالَ –তিনি বললেন ; ءَأَقْرَرْتُمْ–(ء +اقررتم)–তোমরা কি স্বীকার করলে ? وَ –এবং; أَخَذْتُمْ–গ্রহণ করলে কি; عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ–(على+ذلكم)–এ ব্যাপারে; إِصْرِي–(اصر+ى)– আমার প্রতিশ্রুতি? قَالُوا –তারা বললো ; أَقْرَرْنَا –আমরা স্বীকার করলাম ; قَالَ – তিনি বললেন ; فَاشْهَدُوا–(ف+اشهدوا) তবে তোমরা সাক্ষী থাকো ; وَ–আর; أَنَا –আমিও; مَعَكُمْ–(مع+كم)–তোমাদের সাথে ; مِنَ الشَّاهِدِينَ–(من+ال+شهدين) – সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত রইলাম। ﴿٨١﴾ فَمَنْ–(ف+من)–আর যারা ; تَوَلَّىٰ –মুখ ফিরিয়ে নিবে ; بَعْدَ ذَٰلِكَ –এরপরও ; فَأُولَٰئِكَ –অতপর তারাই ; هُمُ الْفَاسِقُونَ–(هم+ال+ فسقون)–ফাসেক। ﴿٨٢﴾ أَفَغَيْرَ دِينِ–(ا+ف+غير+دين)–ছাড়া অন্য দীন কি ; اللَّهِ – আল্লাহ্‌র; يَبْغُونَ–তারা খুঁজে ফেরে ? وَ–অথচ; لَهُ–তাঁর; أَسْلَمَ–হুকুমেরই আনুগত্য করে ; مَنْ –যা কিছু আছে ;

নিয়েছেন অথবা মুহাম্মাদ (স)-ও তাঁর উম্মতের কাউকে পরবর্তীতে আগমনকারী কোনো নবীর সংবাদ দিয়ে তার উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। বরং কুরআন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে মুহাম্মাদ (স)-কে 'খাতামান নাবিয়্যীন' তথা সর্বশেষ নবী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন যে, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না।

৭৬. এ বক্তব্য দ্বারা আহলে কিতাবকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া উদ্দেশ্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করছো। মুহাম্মাদ (স)-কে অস্বীকার করে এবং তাঁর বিরোধিতা করে তোমরা সেই অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করছো যা তোমাদের নবীদের নিকট থেকে নেয়া হয়েছিলো। অতএব তোমরা এখন ফাসেকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছো।

قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ

তিনি (আল্লাহ) বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ ব্যাপারে আমার প্রতিশ্রুতি কি গ্রহণ করলে ? তারা বললো, আমরা স্বীকার করলাম।

قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ

তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থেকো, আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত রইলাম। ৮২. এরপরও যারা মুখ ফিরিয়ে নিবে

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ

তারাই ফাসেক।[৭৬] ৮৩. তারা কি আল্লাহ্‌র দীন ছাড়া অন্য দীন খুঁজে ফিরে ? অথচ তাঁর হুকুমেরই আনুগত্য করে যা কিছু আছে

قَالَ –তিনি বললেন ; ءَاَقْرَرْتُمْ–(ء +اقررتم)–তোমরা কি স্বীকার করলে ? وَ –এবং; اَخَذْتُمْ–গ্রহণ করলে কি; عَلٰى ذٰلِكُمْ–(على+ذلكم)–এ ব্যাপারে; اِصْرِىْ–(اصر+ى)– আমার প্রতিশ্রুতি? قَالُوْٓا –তারা বললো ; اَقْرَرْنَا –আমরা স্বীকার করলাম ; قَالَ – তিনি বললেন ; فَاشْهَدُوْا–(ف+اشهدوا) তবে তোমরা সাক্ষী থাকো ; وَ–আর; اَنَا –আমিও; مَعَكُمْ–(مع+كم)–তোমাদের সাথে ; مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ–(من+ال+شهدين) – সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত রইলাম। ﴿٨٢﴾ فَمَنْ–(ف+من)–আর যারা ; تَوَلّٰى –মুখ ফিরিয়ে নিবে ; بَعْدَ ذٰلِكَ –এরপরও ; فَاُولٰٓئِكَ –অতপর তারাই ; هُمُ الْفٰسِقُوْنَ–(هم+ال+ فسقون)–ফাসেক। ﴿٨٣﴾ اَفَغَيْرَ دِيْنِ–(ا+ف+غير+دين)–ছাড়া অন্য দীন কি ; اللّٰهِ – আল্লাহ্‌র; يَبْغُوْنَ–তারা খুঁজে ফেরে ? وَ–অথচ; لَهٗٓ–তাঁর; اَسْلَمَ–হুকুমেরই আনুগত্য করে ; مَنْ –যা কিছু আছে ;

নিয়েছেন অথবা মুহাম্মাদ (স)-ও তাঁর উম্মতের কাউকে পরবর্তীতে আগমনকারী কোনো নবীর সংবাদ দিয়ে তার উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। বরং কুরআন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে মুহাম্মাদ (স)-কে 'খাতামান নাবিয়্যীন' তথা সর্বশেষ নবী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন যে, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না।

৭৬. এ বক্তব্য দ্বারা আহলে কিতাবকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া উদ্দেশ্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করছো। মুহাম্মাদ (স)-কে অস্বীকার করে এবং তাঁর বিরোধিতা করে তোমরা সেই অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করছো যা তোমাদের নবীদের নিকট থেকে নেয়া হয়েছিলো। অতএব তোমরা এখন ফাসেকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছো।

فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ قُلْ

আসমানে ও যমীনে–ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক,[৭৭] আর তাঁর প্রতিই তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ৮৪. আপনি বলে দিন–

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلٰٓى إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ

আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, আর যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক,

وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ

ইয়াকূব এবং তার সন্তানদের প্রতি, আর (ঈমান এনেছি) যা দেয়া হয়েছে মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবীদেরকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَنْ يَّبْتَغِ

আমরা তাদের কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না,[৭৮] আর আমরা তাঁরই হুকুমের অনুগত। ৮৫. আর যে ব্যক্তি খুঁজে ফেরে

فِي السَّمٰوٰتِ–(في+ال+سموت)–আসমানে ; وَ–ও ; الْأَرْضِ–(ال+ارض)–যমীনে; طَوْعًا–ইচ্ছায় হোক ; وَّ–বা ; كَرْهًا–অনিচ্ছায় ; وَّ–আর ; إِلَيْهِ–(الى+ه)–তাঁর প্রতিই ; يُرْجَعُونَ–তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ﴿৮৪﴾ قُلْ–আপনি বলে দিন ; اٰمَنَّا–আমরা ঈমান এনেছি ; بِاللّٰهِ–(ب+الله)–আল্লাহ্‌র প্রতি; وَ–এবং; مَآ–যা; أُنْزِلَ–নাযিল হয়েছে; عَلَيْنَا–আমাদের প্রতি; وَ–আর; مَآ أُنْزِلَ–যা নাযিল হয়েছে; عَلٰٓى–প্রতি; إِبْرٰهِيمَ–ইবরাহীম; وَإِسْمٰعِيلَ–ও ইসমাঈল ; وَإِسْحٰقَ–ও ইসহাক ; وَيَعْقُوبَ–ও ইয়াকূব ; وَالْأَسْبَاطِ–ও তার সন্তানদের ; وَ–আর (ঈমান এনেছি); مَآ–যা; أُوتِيَ–দেয়া হয়েছে; مُوسٰى–মূসা; وَعِيسٰى–ও ঈসা; وَ–এবং ; النَّبِيُّونَ–অন্যান্য নবীদেরকে ; مِنْ–পক্ষ থেকে ; رَبِّهِمْ–(رب+هم)–তাদের প্রতিপালকের ; لَا نُفَرِّقُ–আমরা কোনো পার্থক্য করি না; بَيْنَ–মধ্যে ; أَحَدٍ–কারো; مِّنْهُمْ–তাদের ; وَ–আর; نَحْنُ–আমরা; لَهُ–তাঁরই ; مُسْلِمُونَ–হুকুমের অনুগত। ﴿৮৫﴾ وَ–আর; مَنْ–যে; يَّبْتَغِ–খুঁজে ফেরে ;

৭৭. অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজাহান ও বিশ্বজাহানের মধ্যকার সকল কিছুর দীনই ইসলাম তথা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইবাদাত। এখন তোমরা সেই বিশ্বজাহানে বসবাস করে ইসলামকে ছেড়ে কোন্ জীবনপদ্ধতি খুঁজে ফিরছো ?

غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা, কখনো তা তার থেকে গৃহীত হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হবে।

৮৬ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ

৮৬. আল্লাহ কিরূপে এমন জাতিকে সৎপথে চালাবেন, যারা তাদের ঈমান আনার পর কুফরী করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, অবশ্যই রাসূল

حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

সত্য এবং এসেছে তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন।[৭৯] আর আল্লাহ এমন যালিম জাতিকে সৎপথে চালান না।

غَيْرَ–ছাড়া; الْإِسْلَامِ–ইসলাম ; دِينًا–অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা ; فَلَنْ يُقْبَلَ–কখনো তা গ্রহণ করা হবে না; مِنْهُ–(من+ه)–তার থেকে ; وَ–এবং ; هُوَ–সে ; فِي الْآخِرَةِ–(في+ال+اخرة)–আখিরাতে ; مِنَ الْخَاسِرِينَ–(من+ال+خسرين)–ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হবে। ৮৬ كَيْفَ–কিরূপে ; يَهْدِي–সৎপথে চালাবেন; اللَّهُ–আল্লাহ ; قَوْمًا–এমন জাতিকে; كَفَرُوا–যারা কুফরী করেছে ; بَعْدَ–পর ; إِيمَانِهِمْ–(ايمان+هم)–তাদের ঈমান আনার ; وَ–এবং ; شَهِدُوا–তারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে ; أَنَّ–অবশ্যই ; الرَّسُولَ–(ال+رسول)–রাসূল; حَقٌّ–সত্য ; وَ–এবং ; جَاءَهُمُ–(جاء+هم)–এসেছে তাদের নিকট ; الْبَيِّنَاتُ–(ال+بينت)–সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ; وَ–আর; اللَّهُ–আল্লাহ; لَا يَهْدِي–সৎপথে চালান না; الْقَوْمَ–(ال+قوم)–এমন জাতিকে; الظَّالِمِينَ–(ال+ظلمين)–যালিম।

৭৮. অর্থাৎ আমাদের নীতি এই নয় যে, আমরা কোনো নবীকে মানি আর কাউকে করি অমান্য। এমনও নয় যে, কাউকে মিথ্যাবাদী মনে করি আর কাউকে সত্য বলে জানি। আমরা হিংসা-বিদ্বেষ ও জাহিলী হঠকারিতা থেকে মুক্ত। দুনিয়াতে যেখানেই আল্লাহ্র যে বান্দাহই সত্যের মশাল নিয়ে এসেছেন, আমরা তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দান করি।

৭৯. এখানে আবার সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যা ইতিপূর্বে বারবার বলা হয়েছে। তাহলো নবী (স)-এর যুগের ইয়াহুদী আলেমগণ জানতো এবং তাদের নিজেদের কথাই এ বিষয়ের সাক্ষ্য যে, মুহাম্মাদ (স) সত্যনবী, আর তিনি যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তা সেই শিক্ষা যা ইতিপূর্বেকার আম্বিয়ায়ে কিরাম নিয়ে এসেছিলেন।

٨٧ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

৮৭. এরাই তারা যাদের কাজের প্রতিফল হলো, অবশ্যই তাদের উপর আল্লাহ ফেরেশতা ও সকল মানুষের লানত।

٨٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝

৮৮. তারা তাতে থাকবে চিরকাল ; তাদের থেকে শাস্তি হালকা করা হবে না। আর না দেয়া হবে তাদের কোনো বিরতি ;

٨٩ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৮৯ তবে যারা এরপর তাওবা করে এবং নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু।

٩٠ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ

৯০. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তাদের ঈমান আনার পর, তারপর তারা কুফরীতে আরও এগিয়ে গিয়েছে[৮০], তাদের তাওবা কখনো গৃহীত হবে না ;

(৮৭) أُولَٰئِكَ–এরাই তারা ; جَزَاؤُهُمْ–(جزاؤ+هم)–যাদের কাজের প্রতিফল হলো ; أَنَّ – অবশ্যই ; عَلَيْهِمْ–(على+هم)–তাদের উপর ; لَعْنَةَ–লানত ; اللَّهِ –আল্লাহ্‌র; وَالْمَلَائِكَةِ–ও ফেরেশতার; وَالنَّاسِ–ও মানুষের; أَجْمَعِينَ–সকল। (৮৮) خَالِدِينَ – তারা থাকবে চিরকাল; فِيهَا–(فى+ها)-তাতে ; لَا يُخَفَّفُ–হালকা করা হবে না; عَنْهُمُ–(عن+هم)–তাদের থেকে ; الْعَذَابُ–(ال+عذاب)–শাস্তি ; وَ–আর ; لَا هُمْ – না তাদের ; يُنْظَرُونَ –দেয়া হবে কোনো বিরতি। (৮৯) إِلَّا–তবে ; الَّذِينَ–যারা; تَابُوا –তাওবা করে নেয় ; مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ–এরপর ; وَ–এবং ; أَصْلَحُوا–পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে ; فَإِنَّ –তাহলে অবশ্যই;اللَّهَ–আল্লাহ ; غَفُورٌ –অতীব ক্ষমাশীল; رَحِيمٌ –অত্যন্ত দয়ালু। (৯০) إِنَّ –নিশ্চয় ; الَّذِينَ–যারা ; كَفَرُوا–কুফরী করেছে ; بَعْدَ –পর; إِيمَانِهِمْ–(ايمان+هم)–তাদের ঈমান আনার; ثُمَّ–তারপর; ازْدَادُوا–তারা আরও এগিয়ে গেছে ; كُفْرًا–কুফরীতে; لَنْ تُقْبَلَ–কখনো গৃহীত হবে না; تَوْبَتُهُمْ–(توبة+هم)–তাদের তাওবা;

তারপরও তারা যাকিছু করেছে তা ছিলো শুধুমাত্র বিদ্বেষ, হঠকারিতা ও সত্যের বিরুদ্ধে শত্রুতার পুরনো অভ্যাসের ফল, যে অপরাধে তারা শত শত বছর ধরে অপরাধী ছিলো।

وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ ﴿٩١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ

আর তারাই পথভ্রষ্ট। ৯১. অবশ্যই যারা কুফরী করেছে এবং মরেছে কাফের অবস্থায়

فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ

তাদের কারো নিকট থেকে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও কখনো গৃহীত হবে না,
যদিও তারা দিতে চায়

بِهِۦٓ أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ۝

তার বিনিময়ে। এরাই তারা যাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব,
আর নেই এদের জন্য কোনো সাহায্যকারী।

وَ –আর ; أُولَٰٓئِكَ –তারাই; هُمُ الضَّآلُّونَ –(هم+ال+ضالون)–আসল পথভ্রষ্ট। (৯১) إِنَّ –নিশ্চয় ; الَّذِينَ –যারা ; كَفَرُوا –কুফরী করেছে ; وَ –এবং ; مَاتُوا –মরেছে ; وَهُمْ كُفَّارٌ –(و+هم+كفار)–কাফির অবস্থায় ; فَلَنْ يُقْبَلَ –(ف+لن يقبل)–কখনো গৃহীত হবে না; مِنْ –থেকে ; أَحَدِهِمْ –(احد+هم)–তাদের কারো নিকট; مِلْءُ الْأَرْضِ –(مل+ء+ال+ارض)–পৃথিবীপূর্ণ ; ذَهَبًا –স্বর্ণ ; وَلَوِ –যদিও ; افْتَدَىٰ –তারা দিতে চায়; بِهِ –তার বিনিময়ে ; أُولَٰٓئِكَ –এরাই তারা; لَهُمْ –(ل+هم)–যাদের জন্য রয়েছে; عَذَابٌ –আযাব; أَلِيمٌ –যন্ত্রণাদায়ক; وَ –আর ; مَا –নেই; لَهُمْ –এদের জন্য; مِّن نَّٰصِرِينَ –কোনো সাহায্যকারী।

৮০. অর্থাৎ তারা কুফরী করেই থেমে থাকেনি; বরং বাস্তবেও সক্রিয়ভাবে বিরুদ্ধাচরণ করেছে। মানুষকে আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য তারা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছে, সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করেছে, বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়েছে এবং নিকৃষ্ট ধরনের ষড়যন্ত্র ও হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়েছে যাতে নবীর মিশন কোনোমতেই সফলতা অর্জন করতে না পারে।

৯ রুকূ' (আয়াত ৮১-৯১)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা সকল পয়গাম্বর থেকে মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁরা নিজ নিজ যুগে কেউ জীবিত থাকেন তবে তাঁরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবেন এবং তাঁকে সাহায্য করবেন। আর তারা যেন নিজ নিজ উম্মতকেও এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে যান। সকল নবী একই প্রতিশ্রুতি তাঁদের উম্মতদের থেকে নিয়েছেন। এদিক থেকে শেষ নবীর আগমনের পর পূর্ববর্তী সকল নবীর দীন বাতিল হয়ে গেছে। এখন শেষ নবীর দীনের উপর ঈমান আনা সকলের উপর ফরয।

২. সকল নবীর প্রচারিত দীনই ছিলো ইসলাম। কিন্তু মুহাম্মাদ (স)-এর প্রচারিত দীনের বর্তমানে ইতিপূর্বেকার সকল দীনই বাতিল হয়ে গেছে। এখন ইসলাম দ্বারা শেষ নবীর প্রচারিত দীনই বুঝাবে।

৩. ইসলাম ইতিপূর্বেকার সকল নবীর দীনের স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু সেসব দীন যেহেতু অবিকৃত অবস্থায় নেই এবং পূর্বের সকল নবী ও তাঁদের উম্মতেরা শেষ নবীর উপর ঈমান আনা ও তাঁকে সাহায্য করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ, তাই বর্তমানে ইসলামই একমাত্র দীন তথা জীবনব্যবস্থা।

৪. ইসলাম ছাড়া আর কোনো জীবনব্যবস্থা কখনো গৃহীত হবে না। যারা অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তারা আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হবে।

৫. যারা শেষ নবীর উপর ঈমান আনা এবং তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, অতপর তার উপর অনড় রয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৬. উপরোক্ত লোকদের কাজের প্রতিফল হিসেবে আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও সকল মানুষের লানত তাদের উপর পড়বে এবং এ লানত চিরকাল তাদের উপর বর্ষিত হবে। আখিরাতে তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না। তাদের শাস্তির বিরতিও থাকবে না।

৭. তবে যারা খালেসভাবে তাওবা করে এবং নিজেদের শুধরে নেয়, তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

৮. আর যদি তারা হঠকারিতা করে কুফরীতেই নিমজ্জিত থাকে, তাহলে আখিরাতে তাদের মুক্তির কোনো উপায় থাকবে না। আর থাকবে না তাদের কোনো সাহায্যকারী।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১০
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-১০

(৯২) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ

৯২. তোমরা কখনো নেকী পেতে পারো না, যতোক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় করো।[৮১] আর কোনো বস্তু থেকে যাই তোমরা ব্যয় করো

(৯২) لَنْ تَنَالُوا-তোমরা কখনো পেতে পারো না ; الْبِرَّ-(ال+بر)-নেকী ; حَتّٰى-যতোক্ষণ না ; تُنْفِقُوْا-তোমরা ব্যয় করো ; مِمَّا-(من+ما)-তা থেকে যা; تُحِبُّوْنَ-তোমরা ভালোবাস ; وَ-আর ; مَا-যা ; تُنْفِقُوْا-তোমরা ব্যয় করো; مِنْ-থেকে; شَيْءٍ-কোনো বস্তু ;

৮১. নেকী সম্পর্কে তাদের যে ভুল ধারণা ছিলো এর দ্বারা তা নিরসন করা উদ্দেশ্য। নেকীর ব্যাপারে তাদের সর্বোচ্চ ধারণা এই ছিলো যে, শত শত বছরের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতায় শরীয়াতের যে একটি প্রকাশ্য বিশেষ কাঠামো তাদের সামনে দাঁড় করানো হয়েছে। মানুষ নিজেদের জীবনে তার অনুকরণ করবে এবং তাদের আলেম সমাজ কর্তৃক শরয়ী আইনের খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশাল কলেবরে যে ফিক্হী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিলো, সে অনুসারে মানুষ জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলোকে রাতদিন বসে বসে যাঁচাই-বাছাই করতে থাকবে। শরীয়াতের এ বাহ্যিক আবরণের নীচে ইয়াহুদীদের প্রায় বড়ো বড়ো দীনদার ব্যক্তিই সংকীর্ণতা, লোভ-লালসা, কার্পণ্য, সত্য গোপন করা ও সত্যকে বিক্রয় করা ইত্যাদি দোষগুলো ঢেকে রেখেছিলো, যার ফলে সাধারণ মানুষ তাদেরকে সৎ ও পুণ্যবান বলে ধারণা পোষণ করতো। এ ভুল ধারণা দূর করার জন্য বলা হচ্ছে যে, তোমরা যেটাকে কল্যাণ ও সততার মাপকাঠি মনে করছো, সৎ ও পুণ্যবান হওয়া তার চেয়ে অনেক বড়ো ব্যাপার। নেকী বা পুণ্যের প্রাণসত্তাই হচ্ছে আল্লাহ্র মহব্বত বা ভালোবাসা। আর তা এমন ভালোবাসা যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির চেয়ে দুনিয়ায় কোনো কিছুই প্রিয়তর হবে না। যে বস্তুর মহব্বতই মানুষের অন্তরে এমন প্রভাব ফেলবে, যা আল্লাহ্র মহব্বতের বিনিময়ে পরিত্যাগ করতে পারবে না। সেটাই হবে তার দেবতা, আর মানুষ যতোক্ষণ পর্যন্ত এ দেবতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে না দিবে ততোক্ষণ পর্যন্ত নেকীর দরজা তার জন্য বন্ধ থাকবে। আল্লাহ্র মহব্বতের প্রাণহীন এরূপ অন্তরকে শরীয়াতের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা আচ্ছাদিত করলে তা সেই ঘুণে ধরা কাঠের মতোই হবে যার উপর চকচকে বার্নিশ করে দেয়া হয়েছে। মানুষ এ বার্নিশ দেখে ধোঁকায় পড়তে পারে। কিন্তু আল্লাহ কখনো এতে ধোঁকায় পড়েন না।

فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ

অবশ্যই সে সম্পর্কে আল্লাহ বিশেষভাবে অবহিত। ৯৩. প্রত্যেক খাদ্যই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিলো[৮২] তাছাড়া, যা হারাম করেছিল

إِسْرَآءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَىٰةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا۟ بِالتَّوْرَىٰةِ

ইসরাঈল (ইয়াকূব) তাওরাত নাযিলের পূর্বে নিজের উপর।[৮৩] আপনি বলে দিন, তোমরা তাওরাত নিয়ে এসো

فَإِنَّ–অবশ্যই; اللّٰهَ –আল্লাহ; بِهِ –সে সম্পর্কে; عَلِيمٌ–বিশেষভাবে অবহিত। ﴿৯৩﴾ كُلُّ –প্রত্যেক; الطَّعَامِ–(ال+طعام)–খাদ্য; كَانَ –ছিল; حِلًّا–হালাল; لِّبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ–(ل+بنى+اسراء يل)–বনী ইসরাঈলের জন্য; إِلَّا–তাছাড়া; مَا–যা; حَرَّمَ–হারাম করেছিলো; إِسْرَآءِيلُ–ইসরাঈল (ইয়াকূব); عَلَىٰ–উপর; نَفْسِهِ–(نفس+ه)–তার নিজের; مِن قَبْلِ–পূর্বে; أَن تُنَزَّلَ–নাযিলের; التَّوْرَىٰةُ–(ال+تورىة)–তাওরাত; قُلْ–আপনি বলে দিন; فَأْتُوا–তোমরা নিয়ে এসো; بِالتَّوْرَىٰةِ–(ب+ال+تورىة)–তাওরাত;

৮২. কুরআন মাজীদ এবং মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষার উপর ইয়াহুদী আলেম সমাজ যখন কোনো আপত্তি উত্থাপন করতে ব্যর্থ হলো, [কেননা যেসব বিষয়ের উপর দীনের ভিত্তি স্থাপিত, সেসব বিষয়ে আগেকার নবীদের শিক্ষায় ও মুহাম্মাদ (স)-এর শিক্ষায় সামান্য পরিমাণ পার্থক্যও নেই] তখন তারা তাদের ফিকহী আপত্তি উত্থাপন করা শুরু করলো। এ প্রসঙ্গে তারা আপত্তি উত্থাপন করলো, আপনি পানাহারের এমন অনেক জিনিসই হালাল করেছেন যা পূর্ববর্তী নবীগণ হারাম করেছেন। এখানে এ আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের আর একটি আপত্তি ছিলো, আপনি বায়তুল মুকাদ্দাসকে বাদ দিয়ে কা'বা ঘরকে কিবলা বানিয়েছেন কেন ? পরবর্তী আয়াত এ আপত্তিরই জবাব।

৮৩. এখানে 'ইসরাঈল' দ্বারা যদি 'বনী ইসরাঈল' বুঝানো হয় তাহলে অর্থ হবে, তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে বনী ইসরাঈল কেবলমাত্র রসম হিসেবে কিছু কিছু জিনিস হারাম করে রেখেছে। আর যদি 'ইসরাঈল' দ্বারা ইয়াকূব (আ) অর্থ নেয়া হয়, তাহলে আয়াতের মর্ম এই যে, ইয়াকূব (আ) কিছু কিছু জিনিস নিজের রুচীর কারণে অথবা কোনো রোগের কারণে খাওয়া থেকে বিরত থাকতেন। অতপর তাঁর সন্তান-সন্ততিগণ সেসব জিনিস নিষিদ্ধ ধারণা করে নিয়েছে। শেষোক্ত অর্থই অধিকতর মশহুর এবং পরবর্তী আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায়। উট ও খরগোশ প্রভৃতি হারাম হওয়ার হুকুম যা বাইবেলে রয়েছে, তা মূলত তাওরাতের হুকুম ছিলো না। বরং ইয়াহুদী আলেমরা তা পরবর্তীতে কিতাবে সংযোগ করে নিয়েছে।

فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٤﴾ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ

এবং তা পাঠ করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। ৯৪. সুতরাং এরপরও যারা মিথ্যা আরোপ করে আল্লাহ্‌র উপর

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩٥﴾ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا

তারাই প্রকৃত যালিম। ৯৫. আপনি বলুন, আল্লাহ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মতাদর্শের অনুসরণ করো।

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٦﴾ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ

আর ইবরাহীম মুশরিকদের শামিল ছিলো না।[৮৪] ৯৬. নিশ্চয় প্রথম যে ঘর মানবজাতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অবশ্য 'বাক্কা'য় (মক্কায়)

مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ

বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত স্বরূপ।[৮৫] ৯৭. তাতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ[৮৬] যেমন 'মাকামে ইবরাহীম'। আর যে তাতে প্রবেশ করে

فَاتْلُوْهَآ-(ف+اتلوا+ها)-এবং তা পাঠ করো ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাকো; صٰدِقِيْنَ -সত্যবাদী। (৯৪) فَمَنْ -(ف+من)-সুতরাং যে ব্যক্তি; افْتَرٰى-আরোপ করে; عَلَى -উপর; اللّٰهِ -আল্লাহ্‌র; الْكَذِبَ-(ال+كذب)-মিথ্যা; مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ -এরপরও; فَاُولٰٓئِكَ-অতপর তারাই; هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-(هم+ال+ظلمون)-প্রকৃত যালিম। (৯৫) قُلْ- আপনি বলুন; صَدَقَ-সত্য বলেছেন; اللّٰهُ-আল্লাহ; فَاتَّبِعُوْا-(ف+اتبعوا)-সুতরাং তোমরা অনুসরণ করো ; مِلَّةَ -মতাদর্শের ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীমের ; حَنِيْفًا - একনিষ্ঠভাবে; وَ -আর ; مَا كَانَ -ছিলো না ; مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-(من+ال+مشركين)- মুশরিকদের শামিল। (৯৬) اِنَّ-নিশ্চয় ; اَوَّلَ -প্রথম ; بَيْتٍ -যে ঘর ; وُّضِعَ -প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ; لِلنَّاسِ-মানবজাতির জন্য; لَلَّذِيْ-তা অবশ্য; بِبَكَّةَ -বাক্কায় (মক্কায়); مُبٰرَكًا -বরকতময় ; وَّ -এবং ; هُدًى-হিদায়াতস্বরূপ ; لِّلْعٰلَمِيْنَ-(ل+ال+علمين)- বিশ্ববাসীর জন্য। (৯৭) فِيْهِ -তাতে রয়েছে ; اٰيٰتٌ-নিদর্শনসমূহ ; بَيِّنٰتٌ-সুস্পষ্ট; مَقَامُ اِبْرٰهِيْمَ-যেমন মাকামে ইবরাহীম; وَ -আর ; مَنْ-যে ; دَخَلَهٗ-(دخل+ه)-তাতে প্রবেশ করে ;

৮৪. অর্থাৎ তোমরা ফিক্‌হের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছো অথচ দীনের ভিত্তি তো এক আল্লাহ্‌র ইবাদাতের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা তোমরা ছেড়ে দিয়েছো

كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ

সে নিরাপদ হয়ে যায়।[৮৭] আর মানুষের মধ্যে যারা সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে তাদের উপর অবশ্য কর্তব্য আল্লাহ্‌র জন্য সেই ঘরের হজ্জ করা

كَانَ–সে হয়ে যায় ; اٰمِنًا–নিরাপদ ; وَ–আর ; لِلّٰهِ–(ل+الله)–আল্লাহ্‌র জন্য; عَلَى–উপর; النَّاسِ–(ال+ناس)–মানুষের ; حِجُّ–হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য ; الْبَيْتِ–(ال+بيت)–সেই ঘরের ; مَنِ–যারা ; اسْتَطَاعَ–সামর্থ্য রাখে; اِلَيْهِ–সেখানে; سَبِيْلًا–যাওয়ার ;

এবং শিরকের আবর্জনার মধ্যে ডুবে রয়েছো। আর এখন ফিক্‌হী বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছো। অথচ এসব বিষয় তো দীনে ইবরাহীম থেকে সরে গিয়ে তোমাদের আলেমরা অধঃপতনের দীর্ঘ সময়ে নিজেরা তৈরি করে নিয়েছে।

৮৫. ইয়াহুদীদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিলো, তোমরা বায়তুল মুকাদ্দাসকে ছেড়ে কা'বাকে কেন কিবলা বানিয়েছো ? এর উত্তর সূরা বাকারাতে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইয়াহুদীরা তারপরও আপত্তি জানিয়েছে, তাই এখানে পুনরায় উত্তর দেয়া হয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে বাইবেলেই সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে যে, মূসা (আ)-এর সাড়ে চার শত বছর পর সুলায়মান (আ) এটা নির্মাণ করেন (১-রাজাবলী, অধ্যায়-৬, শ্লোক-১) এবং তাঁর যুগেই তাকে তাওহীদপন্থীদের কিবলা নির্ধারণ করা হয়েছে (পূর্বোক্ত অধ্যায়-৮, শ্লোক-২৯-৩০)। অপরদিকে সমগ্র আরবের ধারাবাহিক ও ঐকমত্য ভিত্তিক বর্ণনায় প্রমাণিত যে, কা'বা ঘর হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করেছেন এবং তিনি মূসা (আ) থেকে আট থেকে নয় শত বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন। সুতরাং কা'বার অগ্রবর্তীতা এমন প্রমাণিত সত্য যে, এতে কোনো প্রকার প্রশ্নের অবকাশ নেই।

৮৬. অর্থাৎ এ ঘরে এমন কিছু সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় যাতে প্রমাণিত হয় যে, এ ঘর আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা এটাকে নিজের ঘর হিসেবে মনোনীত করেছেন। ঊষর মরুভূমিতে ঘরটি নির্মাণ করা হয়েছে। অতপর আল্লাহ তাআলা এর আশেপাশে বসবাসকারীদের রিযিকের উত্তম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত জাহিলিয়াতের কারণে সমগ্র আরব ভূমিতে চরম অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা বিরাজমান ছিলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কা'বা ও তার চারপাশের কিছু এলাকায় নিরাপত্তা বিরাজিত ছিলো। কা'বার এমনই বরকত ছিলো যে, বছরের চারটি মাসের জন্য কা'বার বদৌলতে সমগ্র আরবে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতো। কুরআন অবতীর্ণের মাত্র অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও সবাই দেখেছে যে, আবরাহার সেনাবাহিনী কা'বা ঘর ধ্বংসের লক্ষ্যে মক্কায় আক্রমণ করতে গিয়ে কিভাবে আল্লাহ্‌র গযবে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এ ঘটনা তখনকার শিশু-কিশোর-যুবক সকলে অবগত ছিলো এবং এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময়েও এ ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছে এমন লোক জীবিত ছিলো।

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (৯৮) قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ

আর যে অস্বীকার করে (এ নির্দেশ) (সে জেনে রাখুক) অবশ্যই আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে অমুখাপেক্ষী।
৯৮. আপনি বলুন, হে আহলে কিতাব ! তোমরা কেন অস্বীকার করছো

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ (৯৯) قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ

আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী ? অথচ তোমরা যা করছো আল্লাহ তার সাক্ষী।
৯৯. আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব !

لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّأَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ

যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে কেন তোমরা আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দান করছো, তোমরা তাতে বক্রতা খুঁজে ফিরছো। অথচ তোমরা সাক্ষী।

وَمَا اللّٰهُ بِغٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (১০০) يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنْ تُطِيْعُوا

আর তোমরা যা করছো আল্লাহ তা থেকে মোটেই গাফেল নন।
১০০. হে যারা ঈমান এনেছো যদি তোমরা আনুগত্য করো

وَ –আর ; مَنْ –যে ; كَفَرَ –অস্বীকার করে (এ নির্দেশ) ; فَإِنَّ –(সে জেনে রাখুক) অবশ্যই; اللّٰهُ –আল্লাহ; غَنِيٌّ –অমুখাপেক্ষী; عَنِ –থেকে; الْعٰلَمِيْنَ –(ال+علمين) বিশ্ববাসী। (৯৮) قُلْ –আপনি বলুন ; يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ –(يا+اهل+ال+كتب)–হে আহলে কিতাব! لِمَ تَكْفُرُوْنَ –তোমরা কেন অস্বীকার করছো; بِاٰيٰتِ –(ب+ايت)–নিদর্শনাবলী; اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র; وَ –অথচ ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; شَهِيْدٌ –সাক্ষী ; عَلٰى –সে সম্পর্কে ; مَا –যা ; تَعْمَلُوْنَ –তোমরা করছো। (৯৯) قُلْ –আপনি বলে দিন ; يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ –হে আহলে কিতাব! لِمَ تَصُدُّوْنَ –তোমরা কেন বাধা দান করছো ; عَنْ –থেকে ; سَبِيْلِ –পথ ; اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র; مَنْ –তাদেরকে যারা; اٰمَنَ –ঈমান এনেছে; تَبْغُوْنَهَا –(تبغون+ها)-তোমরা তাতে খুঁজে ফিরছো ; عِوَجًا –বক্রতা ; وَّ –অথচ ; أَنْتُمْ –তোমরা; شُهَدَآءُ –সাক্ষী; وَ –আর ; مَا –নন; اللّٰهُ –আল্লাহ; بِغٰفِلٍ –(ب+غافل)–গাফেল; عَمَّا –(عن+ما)–তা থেকে যা ; تَعْمَلُوْنَ –তোমরা করছো। (১০০) يٰٓأَيُّهَا –(يا+اى+ها)–হে; الَّذِيْنَ –যারা ; اٰمَنُوْٓا –ঈমান এনেছো ; إِنْ –যদি ; تُطِيْعُوْا –তোমরা আনুগত্য করো;

৮৭. জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগেও এ ঘরের এমন মর্যাদা ছিলো যে, রক্ত পিপাসু শত্রুও একে অপরকে কা'বার এলাকায় দেখেও পরস্পরের উপর হাত উঠাবার দুঃসাহস দেখাতো না।

فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كٰفِرِينَ ۝

যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের কোনো দলের, তাহলে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর তোমাদেরকে পুনরায় কাফের বানিয়ে ছাড়বে।

۝١٠١ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيكُمْ

১০১. আর কিভাবে তোমরা কুফরী করবে[৮৮] অথচ আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে

رَسُولُهٗ ۗ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

তাঁর রাসূল বিদ্যমান রয়েছেন। আর যে আল্লাহ্‌কে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে, নিসন্দেহে সে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত হবে।

فَرِيقًا–কোনো দলের ; مِّنَ–থেকে ; الَّذِينَ–যাদেরকে ; أُوتُوا–দেয়া হয়েছে; الْكِتٰبَ–(ال+كتب)–কিতাব ; يَرُدُّوكُمْ–(يردوا+كم)–তারা পুনরায় বানিয়ে ছাড়বে; بَعْدَ–পর; إِيمَانِكُمْ–(ايمان+كم)–তোমাদের ঈমান আনার ; كٰفِرِينَ–কাফের। ۝١٠١ وَ–আর; كَيْفَ–কিভাবে ; تَكْفُرُونَ–তোমরা কুফরী করবে; وَ–অথচ; أَنْتُمْ–তোমরা; تُتْلٰى–পঠিত হয়; عَلَيْكُمْ–(على+كم)–তোমাদের সামনে ; اٰيٰتُ–আয়াতসমূহ ; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র; وَ–এবং; فِيكُمْ–(فى+كم)–তোমাদের মধ্যে রয়েছেন; رَسُولُهٗ–(رسول+ه)–তাঁর রাসূল; وَ–আর; مَنْ–যে; يَعْتَصِمْ–মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে; بِاللّٰهِ–আল্লাহ্‌কে; فَقَدْ هُدِيَ–(ف+قد+هدى)–সে নিসন্দেহে পরিচালিত হবে ; إِلٰى صِرَاطٍ–পথে; مُّسْتَقِيمٍ–সরল-সঠিক।

৮৮. কুফর তিন প্রকারের ঃ (১) মূর্খতাসুলভ কুফর। মূর্খতা বা অজ্ঞতার কারণে আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলী ও প্রমাণাদির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা, আল্লাহ্‌র কুদরত সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির না করা। যেমন সাধারণ লোকের কুফর। অধিকাংশ সাধারণ জনগোষ্ঠী জানেই না যে, ঈমানের কোন্ কোন্ বিষয় জানা তার জন্য ফরয। বরং কোনো কোনো লোক কালেমায়ে শাহাদাত তো পড়ে কিন্তু সে কি পড়ছে তার কিছুই সে বুঝে না। এরা আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য করে না।

(২) সজ্ঞান কুফর। জেনে-বুঝে কুফর হয়তো গর্ব-অহঙ্কারের কারণে করা হয়। যেমন ফেরাউন এবং তার সরদারদের কুফর। অথবা রাজত্ব হারানোর ভয় এবং নেতৃত্ব না পাওয়ার আশংকায়, যেমন–সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কুফর অথবা লজ্জা ও দুর্নামের ভয়ে, যেমন–আবু তালিবের কুফর।

(৩) রিধিগত কুফর। এটা এমন কুফর যাকে শরীয়াত মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার আলামত বলেছে। যেমন–গলায় পৈতা ধারণ করা এবং মূর্তির সামনে মাথা নত করা। অথবা সেইসব বস্তুকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যাকে তাযীম করা শরীয়াতে ওয়াজিব। যেমন, কুরআন মাজীদকে ডাস্টবিনে তথা ময়লা-আবর্জনার স্থানে ফেলে দেয়া। আর দীনী ইল্‌ম, আলেম-ওলামা এবং দীনী বিষয়াবলী নিয়ে ঠাট্টা-মজাক করা (নাউযুবিল্লাহ)। অথবা অকাট্য হারামকে হালাল মনে করা, যেমন যেনা ও মদকে হালাল মনে করা। যে ব্যক্তি এসব কাজে লিপ্ত হবে তার সব নেক আমল বরবাদ হয়ে যাবে। এমন ব্যক্তিকে অবশ্যই তাওবা করে নিতে হবে, তার বিবাহ দোহরাতে হবে, সামর্থ্য থাকলে পুনরায় হজ্জ করতে হবে।–(মাজালিসুল আবরার, পৃষ্ঠা–৭৮-৭৯, আল্লামা আহমদ ইবনে আলী আফেন্দী রুমী।

১০ রুকূ' (আয়াত ৯২-১০১)-এর শিক্ষা

১. প্রতিদান পাওয়ার জন্য যাবতীয় সৎকাজের পেছনে আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত পূর্বশর্ত। আল্লাহ্‌র মহব্বত অন্তরে সৃষ্টি করতে পারলেই সৎকাজে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সৃষ্টি হবে এবং তার ফলে আল্লাহ তার যথোপযুক্ত প্রতিদান দিবেন।

২. মানুষের সকল কাজই আল্লাহ্‌র জ্ঞানের আওতাধীন। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নেই। মনে রাখতে হবে যে, তাঁর জ্ঞানের আমাদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই।

৩. ইয়াহুদী আলেমরা আল্লাহ্‌র কিতাব তাওরাতে 'তাহরীফ' তথা বিকৃতি সাধন করেছে ; এ বিকৃতি শব্দগত ও অর্থগত উভয় প্রকারে করেছে। বিকৃতির পরও তাওরাতের যে অংশ অবিকৃত ছিলো, তা থেকেও সাধারণ জনগণ অনবহিত ছিলো। বর্তমানে মুসলমানদের সামনে আল্লাহর কিতাব কুরআন অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে। সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার কোনো অনুভূতি সাধারণ জনগণের দেখা যায় না। এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

৪. পৃথিবীতে সর্বপ্রাচীন আল্লাহ্‌র ঘর 'কাবাতুল মুশাররফা'। এটা সর্বপ্রথম নির্মাণ করেন হযরত আদম (আ)। এ ঘরের তিনটি বৈশিষ্ট্য ঃ (ক) প্রাচীনতম ঘর, (খ) বরকতময় ও কল্যাণের আধার, (গ) বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক। সুতরাং এ ঘরের মর্যাদা রক্ষায় আমাদের সার্বিক কুরবানী ও ত্যাগ আবশ্যক।

৫. শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকা সাপেক্ষে কা'বার যিয়ারত ও তাওয়াফ অর্থাৎ হজ্জ করা ফরয।

৬. সামর্থ্য থাকার পরও হজ্জ না করলে এ সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূলের সতর্কবাণী রয়েছে।

৭. আল্লাহ্‌র পথের পথিকদেরকে বাধাদানকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

৮. কাফের-মুশরিকদের আদেশ-নিষেধ মেনে চললে তারা অবশ্যই মু'মিনদেরকে বিপথে পরিচালিত করে তাদের নিজেদের মতো পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। অতএব কোনো অবস্থায়ই ইয়াহুদী, খৃস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সকল প্রকার কাফের-মুশরিকদের কোনো কথাই মেনে চলা যাবে না।

৯. আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরলেই নিশ্চিতভাবে সহজ-সঠিক পথ পাওয়া যাবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

সূরা হিসেবে রুকূ'–১১
পারা হিসেবে রুকূ'–২
আয়াত সংখ্যা–৮

(১০২) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم

১০২. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো যেমন তাকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না যদি না তোমরা হও

مُّسْلِمُونَ (১০২) وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَٱذْكُرُوا

মুসলিম।[৮৯] ১০৩. আর তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র রজ্জুকে[৯০] আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর স্মরণ করো

(১০২) يٰٓاَيُّهَا–হে ; الَّذِيْنَ–যারা ; اٰمَنُوْا–ঈমান এনেছো; اتَّقُوا–তোমরা ভয় করো; اللّٰهَ–আল্লাহ্কে ; حَقَّ–যেমন উচিত ; تُقٰتِهٖ–তাঁকে ভয় করা ; وَ–আর; لَا تَمُوْتُنَّ–তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না ; اِلَّا–যদি না ; وَاَنْتُمْ–তোমরা হও; مُسْلِمُوْنَ–মুসলিম। (১০৩) وَ–আর; اعْتَصِمُوْا–তোমরা আঁকড়ে ধরো ; بِحَبْلِ–রজ্জুকে; اللّٰهِ–আল্লাহ্র ; جَمِيْعًا–ঐক্যবদ্ধ হয়ে ; وَ–এবং ; لَا تَفَرَّقُوْا–পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না; وَ–আর; اذْكُرُوْا–স্মরণ করো;

৮৯. অর্থাৎ মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্র প্রতি অনুগত ও মু'মিন থাকো।

৯০. আল্লাহ্র রজ্জু দ্বারা আল্লাহ্র দেয়া জীবনব্যবস্থা বুঝানো হয়েছে। এটাকে আল্লাহ্র রজ্জু এজন্য বলা হয়েছে যে, এটাই সেই সম্পর্ক যার দ্বারা একদিকে মু'মিনদেরকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করা হয়। আর অপরদিকে এর দ্বারা মু'মিনদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি জামায়াত গঠন করা হয়। এ রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার অর্থ হলো, মুসলমানদের দৃষ্টিতে এ জীবনব্যবস্থার আসল গুরুত্ব যেন বজায় থাকে। এ ব্যবস্থার প্রতি তাদের যেন অন্তরের আগ্রহ ও টান থাকে। এটাকেই প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেন তাদের সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয় এবং এর খেদমতের জন্য তারা পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকে। যেখানেই মুসলমান এ জীবনব্যবস্থার মৌলিক শিক্ষা ও তার প্রতিষ্ঠার লক্ষবস্তু থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে এবং তাদের মনোযোগ ও আকর্ষণ খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি ঝুঁকে পড়বে, সেখানেই তাদের মধ্যে অনিবার্যভাবে মতপার্থক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিবে যা ইতিপূর্বেকার নবী-রাসূলদের উম্মতদেরকে তাদের মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।

نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ

তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি করে দিলেন, ফলে তোমরা হয়ে গেলে

بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ

তাঁর দয়ায় পরস্পর ভাই ভাই। আর তোমরা তো ছিলে আগুনের গর্তের কিনারে। অতপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন।[৯১]

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ

এরূপেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। সম্ভবত তোমরা সঠিক পথ পাবে।[৯২] ১০৪. আর তোমাদের মধ্যে থাকা আবশ্যক

نِعْمَتَ–নিয়ামতকে; اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র; عَلَيْكُمْ–(على+كم)–তোমাদের প্রতি; اِذْ –যখন; كُنْتُمْ–তোমরা ছিলে; اَعْدَآءً–পরস্পর শত্রু; فَاَلَّفَ–(ف+الف)–অতপর তিনি মহব্বত সৃষ্টি করে দিলেন; بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ–(بين+قلوب+كم)–তোমাদের পরস্পরের অন্তরে; فَاَصْبَحْتُمْ–(ف+اصبحتم)–ফলে তোমরা হয়ে গেলে; بِنِعْمَتِهٖ–(ب+نعمت+ه)–তাঁর দয়ায় ; اِخْوَانًا–পরস্পর ভাই; وَ–আর ; كُنْتُمْ–তোমরা ছিলে; عَلٰى–উপর ; شَفَا–কিনারে; حُفْرَةٍ–গর্তের ; مِّنَ النَّارِ–(من+ال+نار)–আগুনের; فَاَنْقَذَكُمْ–(ف+انقذ+كم)–অতপর তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন ; مِّنْهَا–(من+ها)–তা থেকে; كَذٰلِكَ–এরূপেই; يُبَيِّنُ–সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ; لَكُمْ–তোমাদের জন্য; اٰيٰتِهٖ–(ايت+ه)–তাঁর নিদর্শনাবলী; لَعَلَّكُمْ–(لعل+كم)–সম্ভবত তোমরা; تَهْتَدُوْنَ–সঠিক পথ পাবে।(১০৩) وَ–আর ; لْتَكُنْ–থাকা আবশ্যক; مِّنْكُمْ–তোমাদের মধ্যে ;

৯১. এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে, যে অবস্থার মধ্যে আরববাসীরা ইসলাম-পূর্ব কালে নিপতিত ছিলো। গোত্রে গোত্রে শত্রুতা, কথায় কথায় যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং দিনরাত খুন-খারাবি ইত্যাদি অবস্থা, যার কারণে তাদের ধ্বংস আসন্ন হয়ে পড়েছিলো। এ আগুনে পুড়ে মরা থেকে তাদেরকে যদি কোনো জিনিস বাঁচিয়ে থাকে তাহলো ইসলামের নিয়ামত। এ আয়াতসমূহ যখন নাযিল হয়েছে তার তিন-চার বছর পূর্বে মদীনার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং ইসলামের এ জীবন্ত অবদান তারা সকলেই দেখেছে যে, আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় বছরের পর বছর একে অপরের রক্ত পিপাসু ছিলো, তারা কিভাবে পরস্পর মিলেমিশে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলো। এ গোত্রদ্বয়

أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط

এমন একটি দল—যারা ডাকবে কল্যাণের দিকে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে, আর বিরত রাখবে অসৎকাজ থেকে।

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝١٠٤ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا

আর তারাই সফলকাম। ১০৫. আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মতভেদ করেছে

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও ;[৯৩]
আর এদের জন্যই রয়েছে মহা আযাব।

أُمَّةٌ –এমন একটি দল; يَّدْعُوْنَ –যারা ডাকবে ; إِلَى –দিকে ; الْخَيْرِ –(ال+خير)– কল্যাণের; وَ –এবং; يَأْمُرُوْنَ –আদেশ দেবে; بِالْمَعْرُوْفِ –(ب+ال+معروف)–সৎকাজের; وَ –আর ; يَنْهَوْنَ –বিরত রাখবে ; عَنِ –থেকে ; الْمُنْكَرِ –(ال+منكر)–অসৎকাজ ; وَ –আর ; أُولَٰئِكَ –তারাই ; هُمُ –যারা হবে ; الْمُفْلِحُوْنَ –(ال+مفلحون)–সফলকাম। ১০৫ وَ –আর; لَا تَكُوْنُوْا –তোমরা হয়ো না; كَالَّذِيْنَ –(ك+الذين)–তাদের মতো যারা; تَفَرَّقُوْا –বিচ্ছিন্ন হয়েছে ; وَ –এবং; اخْتَلَفُوْا –মতপার্থক্য সৃষ্টি করেছে ; مِنْ بَعْدِ –পরেও ; مَا جَاءَهُمُ –(ما+جاء+هم)–তাদের নিকট আসার ; الْبَيِّنٰتُ –(ال+بينت)– সুস্পষ্ট নিদর্শন; وَ –আর; أُولَٰئِكَ –এরাই; لَهُمْ –এদের জন্যই; عَذَابٌ –শাস্তি; عَظِيْمٌ –মহা।

মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের সাথে এমন নজীরবিহীন ত্যাগ ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ দেখিয়েছে যা একই বংশের লোকেরাও পরস্পরের প্রতি করে না।

৯২. অর্থাৎ তোমাদের দৃষ্টিশক্তি যদি যথার্থই থেকে থাকে এবং আল্লাহ্র এসব নিদর্শনাবলী দেখে তোমরা নিজেরাই ধারণা করতে পারবে যে, তোমাদের কল্যাণ এ জীবনব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরার মধ্যেই না কি এটাকে ছেড়ে দিয়ে আবার সেই অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মধ্যে, যাতে তোমরা পূর্বে নিপতিত ছিলে ? তোমরা এটাও বুঝতে পারবে যে, তোমাদের কল্যাণকামী আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (স) নাকি সেই ইয়াহুদী-খৃস্টান ও মুনাফিকরা যারা তোমাদেরকে তোমাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

(১০৬) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ

১০৬. সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হবে আর কতক চেহারা হবে কালো। অতপর যাদের চেহারা কালো হবে

أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ○

(তাদের বলা হবে) তোমরা কি কুফরী করেছিলে তোমাদের ঈমান আনার পর ? অতএব তোমরা আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো যেহেতু তোমরা কুফরী করেছো।

(১০৭) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ○

১০৭. আর যাদের চেহারা হবে উজ্জ্বল তারা থাকবে আল্লাহ্‌র রহমতের মধ্যে ; সেখানে তারা থাকবে চিরদিন।

(১০৮) تِلْكَ اٰيٰتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعٰلَمِينَ ○

১০৮. এগুলো আল্লাহ্‌র নিদর্শন, যা আমি আপনার প্রতি পাঠ করছি সঠিকভাবে ; আর আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি যুলুম করতে চান না।[৯৪]

(১০৬) يَوْمَ –সেদিন; تَبْيَضُّ–উজ্জ্বল হবে; وُجُوْهٌ–কতক চেহারা; وَ –আর; تَسْوَدُّ –কালো হবে ; وُجُوْهٌ –কতক চেহারা; فَاَمَّا –অতপর; الَّذِيْنَ–যাদের; اسْوَدَّتْ–কালো হবে; وُجُوْهُهُمْ –(وجوه+هم)-তাদের চেহারা ; اَكَفَرْتُمْ–(তাদের বলা হবে) তোমরা কি কুফরী করেছিলে ? بَعْدَ–পর; اِيْمَانِكُمْ–(ايمان+كم)-তোমাদের ঈমান আনার; فَذُوْقُوْا –(ف+ذوقوا)-অতএব তোমরা স্বাদ গ্রহণ করো ; الْعَذَابَ–(ال+عذاب) –শাস্তির ; بِمَا –যেহেতু; كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ–তোমরা কুফরী করেছিলে। (১০৭) وَاَمَّا–আর; الَّذِيْنَ–যাদের; ابْيَضَّتْ–উজ্জ্বল হবে ; وُجُوْهُهُمْ –(وجوه+هم)-তাদের চেহারা; فَفِىْ –(ف+فى)-তারা থাকবে মধ্যে ; رَحْمَةِ–রহমতের ; اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র; هُمْ–তারা; فِيْهَا –(فى+ها)-সেখানে থাকবে ; خٰلِدُوْنَ–চিরদিন। (১০৮) تِلْكَ–এগুলো; اٰيٰتُ –নিদর্শন; اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র ; نَتْلُوْهَا –(تنلوا+ها) –যা আমি পাঠ করছি ; عَلَيْكَ –(على+ك) –আপনার প্রতি ; بِالْحَقِّ –(ب+ال+حق)-সঠিকভাবে; وَ –আর; مَا–না; اللّٰهُ –আল্লাহ; يُرِيْدُ–চান; ظُلْمًا–যুলুম করতে; لِّلْعٰلَمِيْنَ–(ل+ال+علمين)-বিশ্ববাসীর প্রতি।

৯৩. এখানে সেসব উম্মতের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে যারা আল্লাহ্‌র পয়গাম্বরদের নিকট সত্য দীনের সুস্পষ্ট ও যথার্থ শিক্ষা পেয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরে তারা দীনের

(১০৯) وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

১০৯. আর যাকিছু আছে আসমানসমূহে এবং যাকিছু আছে যমীনে সবই আল্লাহ্‌র জন্য এবং সব বিষয় আল্লাহ্‌র নিকটই ফিরিয়ে নেয়া হবে।

(১০৯) وَ–আর ; لِلّٰهِ–আল্লাহ্‌র জন্য; مَا–যাকিছু আছে; فِى السَّمٰوٰتِ–(فى+ال+سموت) আসমানসমূহে ; وَ–এবং ; مَا–যাকিছু আছে; فِى الْاَرْضِ–(فى+ال+ارض) যমীনে; وَ–এবং ; اِلَى–নিকট ; اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র ; تُرْجَعُ–ফিরিয়ে নেয়া হবে ; الْاُمُوْرُ–(ال+امور)–সব বিষয়।

মৌলিক বিষয়সমূহ বাদ দিয়ে প্রাসঙ্গিক ও খুঁটিনাটি বিষয়কে ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন উপদল গড়ে নিতে শুরু করেছে এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে এমন বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছে যে, আল্লাহ তাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং যে আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্রের মূলনীতির উপর মূলত মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নির্ভরশীল, সে সম্পর্কে তাদের চেতনাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

৯৪. অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ বিশ্ববাসীর উপর যুলুম করতে চান না, সেহেতু তিনি তাদেরকে সঠিক পথও বাতলে দিয়েছেন এবং সেসব বিষয়ও তিনি পূর্বেই তাদেরকে অবহিত করেছেন যেসব বিষয় সম্পর্কে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এতদসত্ত্বেও যারা নিজেদেরকে বাঁকা পথে পরিচালিত করে এবং ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে না আসে, তারা নিজেরা নিজেদের উপর যুলুম করে।

১১ রুকূ' (আয়াত ১০২-১০৯)-এর শিক্ষা

১. মু'মিনদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের ঈমান এতোই দৃঢ় হওয়া উচিত যে, মৃত্যুর মুখোমুখি হলেও ঈমান থেকে একচুল পরিমাণ সরা যাবে না—এভাবে স্বাভাবিক মৃত্যু আসা পর্যন্তও মু'মিন হিসেবে ইসলামী জীবনযাপন করে যেতে হবে।

২. ইসলামী জীবনযাপনের জন্য জামায়াতবদ্ধ তথা সম্মিলিতভাবে ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নচেৎ ইসলামী জীবনযাপন কোনোমতেই সম্ভব নয়। আজকের মুসলিম বিশ্ব তার প্রমাণ।

৩. ইসলামই দিতে পারে একমাত্র সংঘাতমুক্ত শান্তিময় সমাজ। এর কোনো বিকল্প নেই।

৪. নবুওয়াতের ধারা সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর নবীর দায়িত্ব আনজাম দেয়ার জন্য—শেষ নবীর উম্মত হিসেবে মুসলমানদেরকেই আল্লাহ তাআলা নির্বাচিত করেছেন। সুতরাং মুসলমানদেরকে 'দায়ী ইলাল্লাহ' তথা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৫. যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তারাই সফলকাম হবে। অপরপক্ষে যারা এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

৬. এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোনোভাবেই খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি করা বা বিভিন্ন দল উপদল গড়ে তোলা যাবে না। যারা এ ধরনের দল-উপদল সৃষ্টি করে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে।

৭. ঈমান আনার পর তা থেকে বিচ্যুত হওয়া কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করে দেয়। সুতরাং এ ব্যাপারে সদা সচেতন থাকতে হবে।

৮. যারা ঈমানী দায়িত্ব পালন করবে তারা স্থায়ী শান্তির আবাস জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।

৯. আল্লাহ তাআলা যেহেতু যথাসময়ে সবকিছু মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং আল্লাহকে দোষারোপ করার কোনো অবকাশ নেই। এরপর যারা শাস্তির উপযুক্ত হবে, সে জন্য তারা নিজেরাই দোষী।

১০. আমাদের সকলকে যেহেতু আল্লাহ্র নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে, সুতরাং আল্লাহ্র সামনে দাঁড়ানোর কথা স্মরণ করেই দুনিয়ার স্বল্পায়ু জীবন পরিচালিত করতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১২
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-১১

﴿١١٠﴾ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ

১১০. তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির জন্য তোমাদেরকে বাছাই করা হয়েছে।[৯৫] তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে, আর বিরত রাখবে

عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا

নিন্দনীয় কাজ থেকে এবং ঈমান রাখবে আল্লাহ্‌র প্রতি। আর আহলে কিতাব[৯৬] যদি ঈমান আনতো, অবশ্যই তা কল্যাণকর হতো

﴿١١٠﴾ كُنتُمْ-তোমরাই; خَيْرَ-সর্বশ্রেষ্ঠ ; أُمَّةٍ-উম্মত ; أُخْرِجَتْ-বাছাই (নির্গত) করা হয়েছে; لِلنَّاسِ-(ل+ال+ناس)-মানবজাতির জন্য; تَأْمُرُونَ-তোমরা আদেশ দিবে; بِالْمَعْرُوفِ-(ب+ال+معروف)-সৎকাজের; وَ-আর ; تَنْهَوْنَ-বিরত রাখবে ; عَنِ-থেকে; الْمُنكَرِ-(ال+منكر)-নিন্দনীয় কাজ; وَ-এবং ; تُؤْمِنُونَ-ঈমান রাখবে; بِاللَّهِ-(ب+الله)-আল্লাহ্‌র প্রতি ; وَلَوْ-(و+لو) আর যদি ; آمَنَ-ঈমান আনতো; أَهْلُ-আহলে; الْكِتَابِ-(ال+كتب)-কিতাব ; لَكَانَ-(ل+كان)-অবশ্যই হতো তা; خَيْرًا-কল্যাণকর;

৯৫. এখানে সে কথাই বলা হচ্ছে যা সূরা বাকারার সতের রুকূ'তে বলা হয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসারীদেরকে বলা হচ্ছে যে, দুনিয়ার নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শকের যে দায়িত্ব থেকে বনী ইসরাঈলকে তাদের অযোগ্যতার কারণে সরিয়ে দেয়া হয়েছে সে দায়িত্ব এখন তোমাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এটা এজন্য যে, চরিত্র ও কর্মের দিক থেকে তোমরাই বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠ দলে পরিণত হয়েছো এবং তোমাদের মধ্যে সেই গুণাবলী পাওয়া যাচ্ছে যা ন্যায়ানুগ নেতৃত্বের জন্য জরুরী। অর্থাৎ নেকীর প্রতিষ্ঠা ও পাপের ধ্বংসের জযবা ও কাজ এবং এক ও লা-শারীক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাসে ও কর্মে নিজেদের ইলাহ ও প্রতিপালক হিসেবে মেনে নেয়া। সুতরাং তোমরা তোমাদের দায়িত্ব বুঝে নাও এবং সেই ভুল থেকে বেঁচে থাকো যা তোমাদের পূর্বসূরীরা করেছে।

৯৬. এখানে 'আহলে কিতাব' দ্বারা ইয়াহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾ لَنْ يَضُرُّوكُمْ

তাদের জন্য, তাদের কতক মু'মিন, কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই পাপাচারী।
১১১. তারা তোমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না

إِلَّآ أَذًى ۖ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١١١﴾ ضُرِبَتْ

কিছু কষ্টদান ছাড়া। আর তারা যদি তোমাদের সাথে লড়াই করে, তবে তোমাদের প্রতি পিঠটান করে ফিরে যাবে। অতপর তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। ১১২. চাপিয়ে দেয়া হয়েছে

عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ

তাদের উপর লাঞ্ছনা যেখানেই তাদেরকে পাওয়া গেছে, তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি ও মানুষের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি ছাড়া[৯৭]

لَهُمْ-(ل+هم)-তাদের জন্য; مِنْهُمُ-(من+هم)-তাদের কতক; الْمُؤْمِنُوْنَ-(ال+مؤمنون)-মু'মিন ; وَ-কিন্তু ; اَكْثَرُهُمُ-(اكثر+هم)-তাদের বেশির ভাগই ; الْفٰسِقُوْنَ-(ال+فسقون)-পাপাচারী। (১১১) لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ-(لن+يضرو+كم)-তারা তোমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না; اِلَّا-ছাড়া; اَذًى-কিছু কষ্টদান; وَ-আর; اِنْ-যদি; يُّقَاتِلُوْكُمْ-(يقاتلو+كم)-তোমাদের সাথে লড়াই করে; يُوَلُّوْكُمُ-(يولو+كم)-ফিরে যাবে তোমাদের প্রতি ; الْاَدْبَارَ-(ال+ادبار)-পিঠটান করে; ثُمَّ-অতপর; لَا يُنْصَرُوْنَ-তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। (১১২) ضُرِبَتْ-চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ; عَلَيْهِمُ-(على+هم)-তাদের উপর ; الذِّلَّةُ-(ال+ذلة)-লাঞ্ছনা; اَيْنَ مَا-যেখানেই ; ثُقِفُوْا-তাদেরকে পাওয়া গেছে; اِلَّا-ছাড়া; بِحَبْلٍ-(ب+حبل)-কোনো প্রতিশ্রুতি; مِنَ اللّٰهِ-আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ; وَ-ও ; حَبْلٍ-প্রতিশ্রুতি; مِنَ-পক্ষ থেকে ; النَّاسِ-(ال+ناس)-মানুষের ;

৯৭. অর্থাৎ দুনিয়াতে কোথাও কমবেশী কোনো নিরাপত্তা ও শান্তি তাদের জন্য জুটলেও তা তাদের নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ববলে নয়, বরং তা অন্যের সাহায্য ও দয়ার ফলে প্রাপ্ত। কোথাও কোনো মুসলিম শাসন কর্তৃপক্ষ ইয়াহুদীদেরকে আল্লাহ্র নামে নিরাপত্তা দিয়েছে, আবার কোথাও কোনো অমুসলিম শাসন কর্তৃত্ব নিজেদের আওতাধীনে রেখে আশ্রয় দিয়েছে। এভাবে তারা হয়তো কোথাও কিছুটা ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগও পেয়ে গেছে। কিন্তু তাও নিজেদের বাহুর জোরে নয় ; বরং অন্যের দয়ায় অথবা তাদের বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার হিসাবে। বর্তমান ইয়াহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলও খৃস্টান আমেরিকা ও রাশিয়ার সাহায্য-সমর্থনে টিকে আছে।

وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

আর তারা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি অর্জন করেছে এবং তাদের উপর দেয়া হয়েছে দারিদ্র্য। এসব এজন্য যে,

كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ

তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতো এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতো,

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾ لَيْسُوْا سَوَاءً ۚ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

কেননা, তারা নাফরমানী করেছিলো এবং তারা করেছিলো সীমালংঘন। ১১৩. আহলে কিতাবের সকলে সমান নয়,

اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ○

(তাদের মধ্যে) অবিচল একটি দল আছে যারা রাতের বেলা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং তারা সিজদাবনত হয়।

و –আর ; بَاءُوْ –তারা অর্জন করেছে ; بِغَضَبٍ –(ب+غضب)–অসন্তুষ্টি ; مِّنَ اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র ; وَ –এবং ; ضُرِبَتْ –চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ; عَلَيْهِمُ –(على+هم)–তাদের উপর; الْمَسْكَنَةُ –(ال+مسكنة)–দারিদ্র্য; ذٰلِكَ –এসব ; بِأَنَّهُمْ –(ب+ان+هم)–এজন্য যে তারা ; كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ –অস্বীকার করতো ; بِاٰيٰتِ –(ب+ايت) নিদর্শনসমূহ اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র; وَ –এবং ; يَقْتُلُوْنَ –হত্যা করতো ; الْاَنْبِيَاءَ –(ال+انبياء)–নবীদেরকে; بِغَيْرِ حَقٍّ –(ب+غير+حق)–অন্যায়ভাবে ; ذٰلِكَ بِمَا –(ذلك+ب+ما)–এর কারণ; عَصَوْا –তারা নাফরমানী করেছিলো ; وَّ –এবং ; كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ –তারা করতো সীমালংঘন।(১১৩) لَيْسُوْا –সবাই নয় ; سَوَاءً –সমান ; مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ –(من+اهل+ال+كتب)–আহলে কিতাবের ; اُمَّةٌ –(তাদের মধ্যে) একটি দল আছে ; قَائِمَةٌ –অবিচল; يَّتْلُوْنَ –তারা পাঠ করে; اٰيٰتِ –আয়াতসমূহ ; اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র ; اٰنَاءَ الَّيْلِ –(اناء+ال+ليل)–রাতের বেলা; وَ –এবং; هُمْ –তারা; يَسْجُدُوْنَ –সিজদাবনত হয়।

(১১৪) يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ

১১৪. তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে
এবং সৎকাজের আদেশ দেয় ও বিরত রাখে

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ۖ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

নিন্দনীয় কাজ থেকে, আর কল্যাণকর কাজে তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করে ; আর তারাই ভালো লোকদের শামিল।

(১১৫) وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ○

১১৫. আর তারা উত্তম কাজের যাই করুক তা কখনো অস্বীকার করা হবে না। আর আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।

(১১৬) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ

১১৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি
কখনও আসবে না তাদের

(১১৪) يُؤْمِنُوْنَ –তারা ঈমান রাখে ; بِاللّٰهِ –আল্লাহ্‌র উপর; وَ –ও ; الْيَوْمِ الْاٰخِرِ –(ال+يوم+ال+اخر)–শেষ দিবসের প্রতি ; وَ –এবং ; يَأْمُرُوْنَ –তারা আদেশ দেয়; بِالْمَعْرُوْفِ –(ب+ال+معروف)–সৎকাজের; وَ –ও ; يَنْهَوْنَ –বিরত রাখে ; عَنِ –থেকে; الْمُنْكَرِ –(ال+منكر)–নিন্দনীয় কাজ; وَ –আর ; يُسَارِعُوْنَ –তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করে; فِى الْخَيْرٰتِ –(فى+ال+خيرت)–কল্যাণকর কাজে; وَاُولٰٓئِكَ –(و+اولئك)–আর তারাই; مِنَ الصّٰلِحِيْنَ –(من+ال+صلحين)–ভালো লোকদের শামিল। (১১৫) وَ –আর; مَا –যা-ই; يَفْعَلُوْا –তারা করুক; مِنْ خَيْرٍ –(من+خير)–উত্তম কাজের ; فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ –(ف+لن يكفر+ه)–তা কখনো অস্বীকার করা হবে না ; وَ –আর ; اللّٰهُ –আল্লাহ; عَلِيْمٌ –বিশেষভাবে অবহিত ; بِالْمُتَّقِيْنَ –(ب+ال+متقين)–মুত্তাকীদের সম্পর্কে। (১১৬) اِنَّ –নিশ্চয় ; الَّذِيْنَ –যারা; كَفَرُوْا –কুফরী করেছে ; لَنْ تُغْنِىَ –কখনো আসবে না ; عَنْهُمْ –(عن+هم)–তাদের (উপকারে) ; اَمْوَالُهُمْ –(اموال+هم)–তাদের মাল-সম্পদ; وَ –ও ; لَآ –না ; اَوْلَادُهُمْ –(اولاد+هم)–তাদের সন্তান-সন্ততি ;

مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔـا ؕ وَ اُولٰٓـئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

কোনো কাজে আল্লাহ্‌র নিকট। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।
সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

۞ مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ

১১৭. দুনিয়ার এ জীবনে তারা যা ব্যয় করে তার উদাহরণ এমন বাতাসের মতো যাতে রয়েছে প্রচুর ঠাণ্ডা

اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ

যা আপতিত হলো এমন জাতির ফসলের ক্ষেতে যারা যুলুম করেছে নিজেদের প্রতি। অতপর তা ধ্বংস করে দিলো ফসল,[৯৮] আর আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো যুলুম করেননি,

مِنَ اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র নিকট ; شَيْـًٔـا–কোনো কাজ; وَ–আর ; اُولٰٓـئِكَ–তারাই; اَصْحٰبُ–অধিবাসী; النَّارِ–(ال+نار) জাহান্নামের; هُمْ–তারা; فِيْهَا–সেখানে; خٰلِدُوْنَ–থাকবে চিরকাল। ۞ مَثَلُ–তার উদাহরণ; مَا–যা; يُنْفِقُوْنَ–তারা ব্যয় করে; فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ–(فى+هذه+ال+حيوة)-এ জীবনে ; الدُّنْيَا–(ال+دنيا) – দুনিয়ার; كَمَثَلِ–মতো ; رِيْحٍ–এমন বাতাসের ; فِيْهَا–যাতে রয়েছে ; صِرٌّ–প্রচুর ঠাণ্ডা; اَصَابَتْ–যা আপতিত হলো; حَرْثَ–ফসলী ক্ষেতে; قَوْمٍ–এমন জাতির; ظَلَمُوْٓا–যারা যুলুম করেছে ; اَنْفُسَهُمْ–(انفس+هم)-নিজেদের প্রতি ; فَاَهْلَكَتْهُ–(ف+اهلكت+ه)–অতপর তা ধ্বংস করে দিলো; وَ–আর; مَا ظَلَمَهُمُ–কোনো যুলুম করেননি তাদের প্রতি ; اللّٰهُ–আল্লাহ;

৯৮. এ উদাহরণে 'ফসলের ক্ষেত' দ্বারা এ দুনিয়ার জীবনকাল বুঝানো হয়েছে, যার ফসল মানুষ আখিরাতে কাটবে। আর 'বাতাস' দ্বারা কাফেরদের বাহ্যিক কল্যাণকর কাজের উৎসাহকে বুঝানো হয়েছে, যার ভিত্তিতে তারা জনকল্যাণমূলক কাজ ও দান-খয়রাতে অর্থ ব্যয় করে থাকে। আর 'প্রচুর ঠাণ্ডা' দ্বারা সঠিক ঈমান ও আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি আনুগত্যের অভাবকে বুঝানো হয়েছে। যার ফলে তাদের পুরো জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এ উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ তাআলা একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, বাতাস যেমনি ফসলের জন্য উপকারী, তেমনি এ বাতাস-ই আবার ফসলের ধ্বংসেরও কারণ, যদি তাতে থাকে প্রচণ্ড তেজ ও প্রচুর ঠাণ্ডা। একইভাবে দান-খয়রাত যদিও মানুষের আখেরাতের জীবনকে উপভোগ্য করে, কিন্তু তা যদি কুফরীর বিষে বিষাক্ত থাকে, তাহলে তা উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা

وَلٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٧﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً

বরং তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে। ১১৮. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু বানিয়ো না

مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ۖ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ

তোমাদের নিজেদের ছাড়া, তারা ভুল করবে না তোমাদের ক্ষতি করতে।[৯৯] তারা কামনা করে তাই যাতে তোমরা কষ্ট পাও। অবশ্যই প্রকাশ পেয়েছে বিদ্বেষ

(১১৭) وَلٰكِنْ–বরং ; أَنْفُسَهُمْ –(انفس+هم)–নিজেদের প্রতি ; يَظْلِمُوْنَ–তারা যুলুম করে। يٰٓأَيُّهَا –হে ; الَّذِيْنَ–যারা ; اٰمَنُوْا –ঈমান এনেছো ; لَا تَتَّخِذُوْا-তোমরা বানিয়ো না; بِطَانَةً–ঘনিষ্ঠ বন্ধু ; مِّنْ دُوْنِكُمْ–(من+دون+كم)–তোমাদের নিজেদের ছাড়া; لَا يَأْلُوْنَكُمْ–(لايالون+كم)–তারা ভুল করবে না তোমাদের ; خَبَالًا–ক্ষতি করতে; وَدُّوْا –তারা কামনা করে; مَا–যাতে; عَنِتُّمْ–তোমরা কষ্ট পাও ; قَدْ–অবশ্যই; بَدَتِ –প্রকাশ পেয়েছে ; الْبَغْضَآءُ –বিদ্বেষ ;

সুস্পষ্ট যে, মানুষের মালিক আল্লাহ এবং সেই ধন-সম্পদের মালিকও আল্লাহ যা মানুষ ব্যয় করে। আর এ রাজত্বও আল্লাহ্র যাতে বাস করে মানুষ কাজ করছে। এখন আল্লাহ্র এ বান্দাহ যদি নিজ মালিকের সার্বভৌম ক্ষমতাকে অস্বীকার করে অথবা তাঁর বন্দেগীর সাথে অন্য কারো বন্দেগী বা দাসত্বকে জড়িয়ে নেয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ ভোগ করে ও তাঁর রাজত্বে বসবাস করে তাঁর বিধানের আনুগত্য না করে, তাহলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার সব কাজই অপরাধে পর্যবসিত হবে। কাজের প্রতিদান পাওয়া তো দূরের কথা, তার এসব তৎপরতা তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তার দান-খয়রাতের দৃষ্টান্ত হলো এমন যে, এক চাকর মনিবের বিনা অনুমতিতে মনিবের ধন ভাণ্ডার খুলে নিজ ইচ্ছামতো যেখানে সংগত মনে করছে খরচ করছে।

৯৯. মদীনার উপকণ্ঠে যেসব ইয়াহুদী বসতি ছিলো, তাদের সাথে প্রাচীনকাল থেকেই মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। ব্যক্তিগতভাবেও উভয় গোত্রের ব্যক্তিদের মধ্যে এ সম্পর্ক বিরাজমান ছিলো। আর গোত্রীয়ভাবে তারা ছিলো একে অপরের প্রতিবেশী ও সহযোগী। আওস ও খাযরাজ গোত্র যখন মুসলমান হয়ে গেলো, তার পরেও তারা ইয়াহুদী গোত্রগুলোর সাথে পুরনো সম্পর্ক রক্ষা করে আসছিলো। আর তাদের ব্যক্তিগত ইয়াহুদী বন্ধুদের সাথেও একইভাবে তারা মেলামেশা করে আসছিলো। কিন্তু নবী (স)-ও তাঁর মিশনের সাথে ইয়াহুদীদের যে দুশমনী সৃষ্টি হয়েছিলো সেদিক থেকে তারা এমন কোনো নিষ্ঠাবান

مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ

তাদের মুখ থেকে। আর তাদের অন্তর যা লুকিয়ে রাখে তা আরও গুরুতর। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দিয়েছি।

اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١١٩﴾ هٰۤاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ

যদি তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখো। ১১৯. হুঁশিয়ার ! তোমরাই কিন্তু তাদেরকে ভালোবাস, তারা তোমাদের ভালোবাসে না,

وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَوْا

অথচ তোমরা সকল কিতাবেই ঈমান রাখো।[১০০] আর তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি কিন্তু তারা যখন নির্জনে মিলিত হয় তখন

مِنْ–থেকে; اَفْوَاهِهِمْ–(افواه+هم)-তাদের মুখ; وَ–আর; مَا–যা; تُخْفِىْ–লুকিয়ে রাখে; صُدُوْرُهُمْ–(صدور+هم)-তাদের অন্তর; اَكْبَرُ–তা আরও গুরুতর; قَدْ بَيَّنَّا - নিশ্চয় আমি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দিয়েছি; لَكُمْ–(ل+كم)-তোমাদের জন্য; الْاٰيٰتِ–(ال+ايت)-নিদর্শনাবলী; اِنْ–যদি; كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ–তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখো। ﴿١١٩﴾ هٰۤاَنْتُمْ اُولَآءِ–হুঁশিয়ার তোমরাই; تُحِبُّوْنَهُمْ–(تحبون+هم)-তাদেরকে ভালোবাস; وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ–(و+لايحبون+كم)-কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না; وَ– অথচ; تُؤْمِنُوْنَ-তোমরা ঈমান রাখো; بِالْكِتٰبِ–(ب+ال+كتب)-কিতাবে; كُلِّهٖ-সকল; وَ–আর; اِذَا–যখন; لَقُوْكُمْ–(لقو+كم)-তারা তোমাদের সাথে মিলিত হয়; قَالُوْۤا –বলে; اٰمَنَّا–আমরা ঈমান এনেছি ; وَ–কিন্তু; اِذَا–যখন; خَلَوْا –তারা নির্জনে মিলিত হয় ;

ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে চাচ্ছিলো না যারা এ নতুন আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলো। ইয়াহূদীরা মদীনার আনসারদের সাথে প্রকাশ্যে পুরনো সম্পর্ক বজায় রেখেছিলো ঠিকই, কিন্তু আন্তরিক দিক থেকে আনসারদেরকে চরম দুশমন ভাবতে লাগলো। তারা বাহ্যিক বন্ধুত্বের আড়ালে সর্বদা এ চেষ্টায় রত ছিলো যে, কিভাবে মুসলমানদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ফেতনা-ফাসাদ লাগিয়ে দেয়া যায় এবং মুসলমানদের দলীয় গোপনীয়তা তাদের শত্রুদের নিকট পৌঁছে দেয়া যায়। আল্লাহ তাআলা এখানে ইয়াহূদীদের এ মুনাফিকসুলভ আচরণ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

১০০. অর্থাৎ এটা আশ্চর্যের বিষয়, অভিযোগ তাদের পক্ষ থেকে আসার পরিবর্তে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি উত্থাপিত হওয়ার কথা। তোমরা তো কুরআনের

عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

তোমাদের প্রতি ক্ষোভে (নিজেদের) আঙ্গুলের অগ্রভাগ দাঁতে কাটতে থাকে। আপনি বলে দিন, তোমরা তোমাদের ক্ষোভে মরো, নিশ্চয় আল্লাহ

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٢٠﴾ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن

অন্তরের বিষয় বিশেষভাবে অবহিত। ১২০. তোমাদের যদি কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে, তা তাদের কষ্ট দেয়। আর

تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ

তোমাদের কোনো অকল্যাণ হলে তারা তাতে খুশী হয়। তবে যদি তোমরা ধৈর্যশীল হও এবং তাকওয়া এখতিয়ার করো

كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ○

তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। নিশ্চয় তারা যা করছে আল্লাহ তার পরিবেষ্টনকারী।

عَضُّوا –দাঁতে কাটতে থাকে ; عَلَيْكُمْ –(على+كم)-তোমাদের প্রতি ; الْأَنَامِلَ –(ال+انامل)-আঙ্গুলের অগ্রভাগ ; مِنَ الْغَيْظِ –(من+ال+غيظ) ক্ষোভে ; قُلْ –আপনি বলে দিন ; مُوتُوا –তোমরা মরো ; بِغَيْظِكُمْ –(ب+غيظ+كم)-তোমাদের ক্ষোভে ; إِنَّ –নিশ্চয় ; اللَّهَ –আল্লাহ ; عَلِيمٌ –বিশেষভাবে অবহিত ; بِذَاتِ –বিষয়; الصُّدُورِ –(ال+صدور)-অন্তরে। ﴿١٢٠﴾ إِنْ –যদি ; تَمْسَسْكُمْ –(تمسس+كم)-তোমাদের স্পর্শ করে ; حَسَنَةٌ –কোনো কল্যাণ ; تَسُؤْهُمْ –(تسؤ+هم)-তা তাদের কষ্ট দেয়; وَ –আর; إِنْ –যদি ; تُصِبْكُمْ –(تصب+كم)-তোমাদের হলে ; سَيِّئَةٌ –কোনো অকল্যাণ; يَفْرَحُوا –তারা খুশী হয়; بِهَا –তাতে ; وَ –আর ; إِنْ –যদি ; تَصْبِرُوا –তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করো ; وَ –এবং ; تَتَّقُوا –তাকওয়া এখতিয়ার করো ; لَا يَضُرُّكُمْ –(لايضر+كم)-তোমাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না ; كَيْدُهُمْ –(كيد+هم)-তাদের ষড়যন্ত্র; شَيْئًا –কিছু মাত্র ; إِنَّ –নিশ্চয় ; اللَّهَ –আল্লাহ ; بِمَا يَعْمَلُونَ –(بما+يعملون)-তারা যা করছে তার ; مُحِيطٌ –পরিবেষ্টনকারী।

সাথে তাওরাতকেও মেনে নিচ্ছো। সুতরাং তোমাদের প্রতি তাদের অভিযোগ উত্থাপনের কোনো সুযোগই নেই। অথচ তোমাদের অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ রয়েছে, কেননা তারা কুরআনকে মেনে নেয় না।

১২ রুকূ' (আয়াত ১১০-১২০)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়ার নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব থেকে বনী ইসরাঈলকে সরিয়ে তদস্থলে মুসলিম জাতিকে দায়িত্ব প্রদানের কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং মুসলিম জাতিকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

২. মুসলমানরা যদি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকে তাহলে ইয়াহূদী-খৃস্টানরা তাদের কোনো ব্যাপক ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। সুতরাং সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

৩. ইয়াহূদীরা অভিশপ্ত জাতি। তাদের উপর চিরস্থায়ী অভিশাপ। অন্যেরা তাদের নিজেদের স্বার্থে ইয়াহূদীদেরকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিলেও পৃষ্ঠপোষকতা সরে গেলে তাদের রাষ্ট্র ও ক্ষমতা ধ্বংস হতে বাধ্য।

৪. যেসব কারণে ইয়াহূদীরা দায়িত্ব থেকে অপসারিত, মুসলিম জাতির মধ্যে যদি তা দেখা দেয় তাহলে তাদের পরিণতিও ইয়াহূদীদের মতোই হবে। এটাই আল্লাহ্র স্থায়ী নিয়ম।

৫. ঈমানবিহীন সৎকাজ এবং সৎকাজ বিহীন ঈমান দ্বারা আখিরাতে মুক্তির আশা করা যায় না।

৬. ইয়াহূদী, খৃস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ তথা কোনো অমুসলিম মুসলমানদের বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না, এটা চিরন্তন সত্য। বিশেষ করে যারা নিজেদের মায়ের মুখে আগুন দেয় তাদের কিভাবে বিশ্বাস করা যায়। তারা অপরের বাড়ি-ঘরে আগুন দিতে মোটেই শংকিত হবে না।

৭. ইয়াহূদীরা মুসলমানদের সামগ্রিকভাবে বিপর্যস্থ করতে সক্ষম হবে না, যদিও সাময়িক কিছু ক্ষতি সাধন করতে পারবে অন্য জাতির কাঁধে ভর করে।

৮. অমুসলিমদের মৌখিক কথা ও অন্তরের কামনা এক নয়। তাদের মৌখিক কথায় বিশ্বাসের পরিণতি শুভ নয়। কেননা তা কুরআন মাজীদের বিরোধী।

৯. অতএব মুসলমানদেরকে অবশ্যই নিজেদের দায়িত্বের ব্যাপারে সজাগ থেকে ধৈর্য ও তাকওয়া অবলম্বন করে কাজ করে যেতে হবে, তথা দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানিয়ে যেতে হবে। তাহলেই তারা দুনিয়ার নেতৃত্ব ও আখিরাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে। আর এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত সাফল্য।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-৯

(১২১) وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ

১২১. আর (স্মরণ করুন)[১০১] যখন আপনি খুব ভোরে আপনার স্বজনদের নিকট থেকে বের হয়ে মু'মিনদেরকে ঘাঁটিসমূহে যথাস্থানে যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত করছিলেন, আর আল্লাহ

(১২১) وَ-আর; إِذْ-যখন; غَدَوْتَ-খুব ভোরে আপনি বের হয়েছিলেন; مِنْ أَهْلِكَ-(من+اهل+ك)-আপনার স্বজনদের নিকট থেকে ; تُبَوِّئُ -যথাস্থানে নিয়োজিত করছিলেন; الْمُؤْمِنِينَ-(ال+مؤمنين)-মুমিনদেরকে; مَقَاعِدَ-ঘাঁটিসমূহে; لِلْقِتَالِ-(ل+ال+قتال)-যুদ্ধের জন্য ; وَ -আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ;

১০১. এখান থেকে চতুর্থ ভাষণ শুরু হয়েছে। এ আয়াতগুলো উহুদ যুদ্ধের পর নাযিল হয়েছে এবং এতে উহুদ যুদ্ধের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পূর্বোক্ত খুত্‌বার উপসংহারে ইরশাদ হয়েছে যে, কাফের-মুশরিকদের কোনো প্রচেষ্টাই তোমাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী হবে না, তবে শর্ত হলো-তোমরা ধৈর্যের সাথে এবং আল্লাহভীতি সহকারে কাজ করে যাবে। অতপর যেহেতু উহুদের ময়দানে মুসলমানদের বিপর্যয়ের কারণও এটাই ছিলো যে, তাঁদের মধ্যে ধৈর্যের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিলো এবং তাদের কারো কারো দ্বারা এমন ভুলও সংঘটিত হয়েছিলো যা আল্লাহভীতির ছিল পরিপন্থী। আর সেজন্য এ ভাষণের সমাপ্তিতে মুসলমানদের সেসব দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

উহুদ যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এ ভাষণে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যথেষ্ট সতর্কতার সাথে প্রতিটি ঘটনার পৃথক পৃথক আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক আলোচনায় শিক্ষণীয় বিষয় পেশ করা হয়েছে। তা অনুধাবনের জন্য ঘটনার নিম্নোক্ত পটভূমিকা গোচরে থাকা প্রয়োজন।

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে মক্কার কাফের কুরাইশরা আনুমানিক তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনার উপর হামলা করার প্রস্তুতি নেয়। সৈন্যসংখ্যার আধিক্য ছাড়াও তাদের নিকট যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামও ছিলো মুসলমানদের তুলনায় অধিক। এছাড়া তারা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কঠিন শপথে উদ্বুদ্ধ ছিলো। রাসূলুল্লাহ (স) এবং অভিজ্ঞ সাহাবাদের মত ছিলো, মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থান করে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করা। বদর যুদ্ধে যারা অংশ নিতে পারেননি এমন কিছু উদ্যোগী সাহসী যারা শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ ছিলো তাদের মত ছিলো মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ

করা। তারা সংখ্যায়ও ছিল অধিক। তাই তাদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার রায় পেশ করলেন।

তাঁর সাথে এক হাজার লোক মদীনা থেকে বের হলো। কিন্তু 'শাওত' নামক স্থানে পৌছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার তিন শত সাথী নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। এ মুহূর্তে তার এ ধরনের তৎপরতায় মুসলমানদের বেশ কিছু লোকের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিলো। এমনকি বনু সালামা ও বনু হারেসা গোত্রের লোকেরা এতোটা হতাশ হয়ে পড়লো যে, তারাও ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতে লাগলো। তবে দৃঢ়চেতা সাহাবাদের প্রচেষ্টায় এ অস্থিরতা দূর হয়ে গেলো।

অবশিষ্ট সাত শত সৈন্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স) সামনে অগ্রসর হলেন এবং মদীনা থেকে আনুমানিক তিন মাইল দূরবর্তী উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হলেন। তিনি সৈন্যদেরকে এমনভাবে সারিবদ্ধ করলেন যে, পাহাড় পেছনে রইলো আর শত্রু বাহিনী সামনে থাকলো। এক পাশে এমন একটি গিরিপথ ছিলো যেদিক থেকে আচানক আক্রমণ করার আশংকা ছিলো। সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের নেতৃত্বে পঞ্চাশজন তীরন্দাজকে মোতায়েন করা হলো এবং তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হলো যে, কাউকে আমাদের নিকট আসতে দেবে না এবং কোনো অবস্থাতেই তোমরা এ স্থান ত্যাগ করবে না। তোমরা যদি দেখ যে, আমাদের গোশত পাখিতে ঠোকরে খাচ্ছে তবুও তোমরা এখান থেকে সরবে না।

অতপর যুদ্ধ শুরু হলো। প্রথমে মুসলমানদের পাল্লা ভারী ছিলো, বিপক্ষ সৈন্যের মধ্যে অস্থিরতা-বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিলো। এ প্রাথমিক সফলতাকে চূড়ান্ত সফলতায় পৌছানোর পরিবর্তে মুসলমানরা গনীমতের মালের লোভে পড়ে গেলো, এ সুযোগে তারা গনীমত সংগ্রহ করা শুরু করলো। ওদিকে যে পঞ্চাশজন গিরি পথ রক্ষায় নিয়োজিত ছিলো তারা যখন দেখলো যে, শত্রুসৈন্য পালাতে শুরু করেছে এবং গনীমত সংগৃহীত হচ্ছে, তারাও নিজেদের স্থান ছেড়ে গনীমতের দিকে ধাবিত হলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সতর্কবাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে থামাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ তাঁর বারণ মানলো না।

এ সুযোগে খালিদ ইবনে ওলীদ—যিনি সে সময় কাফের বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন –পাহাড় ঘুরে এসে গিরিপথ দিয়ে পশ্চাৎ দিক থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসেন। আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের অবশিষ্ট কয়েকজন সৈন্য নিয়ে প্রতিরোধ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন এবং কাফের বাহিনী মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আচানক আক্রমণে মুসলমানরা দিশেহারা হয়ে গেলো। যুদ্ধের গতি পরিবর্তন হয়ে গেলো। মুসলমানদের একাংশ পলায়নে তৎপর হলো। এ সময় গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, রাসূলুল্লাহ (স) শহীদ হয়েছেন। এতে অবশিষ্ট মুসলমানের হুঁশবুদ্ধি লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হলো। তবুও কতক সাহাবী বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে যেতে লাগলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর চারপাশে মাত্র দশ-বারোজন ত্যাগী সাহাবা তাঁকে ঘিরে রাখলেন। তিনি নিজেও আহত হয়েছেন।

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾ إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ

সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী। ১২২. তোমাদের মধ্যে দুটো দল যখন সাহস হারাতে বসেছিলো,[১০২] অথচ আল্লাহ তাদের অভিভাবক ছিলেন। আর আল্লাহ্‌র উপরই

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত। ১২৩. আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল।

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ

সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, সম্ভবত তোমরা কৃতজ্ঞতা জানাতে সক্ষম হবে। ১২৪. (স্মরণ করুন) যখন আপনি মু'মিনদের বলেছিলেন, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়

سَمِيعٌ–সর্বশ্রোতা; عَلِيمٌ–সর্বজ্ঞ। (১২২) إِذْ–যখন ; هَمَّتْ–উপক্রম করেছিলো; طَّائِفَتَانِ–দুটো দল; مِنكُمْ–(من+كم)–তোমাদের মধ্যে; أَن تَفْشَلَا–সাহস হারাতে; وَ–অথচ; اللَّهُ–আল্লাহ; وَلِيُّهُمَا–(ولى+هما)–তাদের উভয়ের অভিভাবক; وَ–আর ; عَلَى–উপর; اللَّهِ–আল্লাহ্‌র ; فَلْيَتَوَكَّلِ–(ف+ل+يتوكل)–নির্ভর করা উচিত ; الْمُؤْمِنُونَ–(ال+مؤمنون)–মু'মিনদের। (১২৩) وَ–আর ; لَقَدْ–নিশ্চয়; نَصَرَكُمُ–(نصر+كم)–তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন ; اللَّهُ–আল্লাহ ; بِبَدْرٍ–(ب+بدر)–বদরে; وَ–অথচ; أَنتُمْ–তোমরা ছিলে ; أَذِلَّةٌ–দুর্বল ; فَاتَّقُوا–(ف+اتقوا)–সুতরাং তোমরা ভয় করো; اللَّهَ–আল্লাহ্‌কে; لَعَلَّكُمْ–(لعل+كم)–যাতে তোমরা ; تَشْكُرُونَ–কৃতজ্ঞতা জানাতে সক্ষম হও। (১২৪) إِذْ–যখন ; تَقُولُ–আপনি বলেছিলেন; لِلْمُؤْمِنِينَ–(ل+ال+مؤمنين)–মুমিনদেরকে; أَلَن يَكْفِيَكُمْ–(ا+لن+يكفى+كم)–তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় ?

পূর্ণ পরাজয়ের আর বেশী বাকী রইলো না। এমনি মুহূর্তে সাহাবাদের নিকট খবর পৌঁছলো যে, রাসূলুল্লাহ (স) জীবিত আছেন। এতে সবাই তাঁর আশেপাশে একত্র হয়ে তাঁকে পাহাড়ের উপর নিয়ে গেলেন। অতপর দেখা গেলো কাফের বাহিনী অজ্ঞাত কারণে চলে যাচ্ছে। মুসলমানরা এমনই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো যে, তাদের পক্ষে পুনরায় একত্র হয়ে কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করা সম্ভব ছিলো না। কাফের বাহিনী যদি তাদের বিজয়কে চূড়ান্ত করতে চাইতো তাহলে তা বেশী দূরে ছিলো না। কিন্তু তারা কেনই বা ময়দান ছেড়ে চলে গেলো তার কারণ আজও অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَٰثَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُنزَلِينَ

যে, তিন হাজার নাযিলকৃত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাহায্য করবেন ?[১০৩]

١٢٥ بَلَىٰٓ ۚ إِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم

১২৫. হাঁ, তোমরা যদি ধৈর্য ধরো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, আর তারা (কাফের বাহিনী) যদি তাৎক্ষণিক তোমাদের উপর এসে পড়ে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন

بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١٢٦ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ

পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা। ১২৬. আর আল্লাহ্ এটাকে করেছে তোমাদের জন্য অবশ্যই সুসংবাদ।

وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦ ۗ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ

যাতে তোমাদের অন্তর এর দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে। আর পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট ছাড়া কোনো সাহায্য নেই।

أَنْ–যে ; يُمِدَّكُمْ–(يمد+كم)–তোমাদেরকে সাহায্য করবেন ; رَبُّكُمْ–(رب+كم)–
তোমাদের প্রতিপালক ; بِثَلٰثَةِ اٰلَافٍ–(ب+ثلثة+الاف) তিন হাজার দ্বারা ; مِنَ
الْمَلٰٓئِكَةِ–(من+ال+ملئكة)–ফেরেশতা ; مُنْزَلِيْنَ–নাযিলকৃত। ১২৫ بَلٰى–হাঁ ; اِنْ
–যদি ; تَصْبِرُوْا–তোমরা ধৈর্য ধরো ; وَ–এবং ; تَتَّقُوْا–তাকওয়া অবলম্বন করো; وَ
–আর ; يَأْتُوْكُمْ–(ياتوا+كم)–তারা এসে পড়ে তোমাদের উপর ; مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا
–(من+فور+هم+هذا)–তাৎক্ষণিক ; يُمْدِدْكُمْ–(يمدد+كم)–তোমাদেরকে সাহায্য
করবেন ; رَبُّكُمْ–(رب+كم)–তোমাদের প্রতিপালক ; بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ–(ب+خمسة+
الاف)–পাঁচ হাজার দ্বারা ; مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ–(من+ال+ملئكة)–ফেরেশতাদের ; مُسَوِّمِيْنَ
–চিহ্নিত। ১২৬ وَ–আর ; مَا جَعَلَهُ–(ماجعل+ه)– এটা করেননি ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; اِلَّا
–ছাড়া ; بُشْرٰى–সুসংবাদ ; لَكُمْ–তোমাদের জন্য ; وَ–এবং ; لِتَطْمَئِنَّ–যেন প্রশান্তি
লাভ করে; قُلُوْبُكُمْ–(قلوب+كم)–তোমাদের অন্তর ; بِهٖ–এর দ্বারা; وَ–আর; مَا
النَّصْرُ–(ما+ال+نصر)–কোনো সাহায্য নেই; اِلَّا–ছাড়া; مِنْ عِنْدِ–নিকট اللّٰهِ
–আল্লাহ্‌র; الْعَزِيْزِ–পরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمِ–মহাবিজ্ঞ।

১০২. এখানে বনু সালামা ও বনু হারেসার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। যারা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সঙ্গীদের ফিরে যাওয়ায় সাহসহারা হয়ে পড়েছিলো।

(১২৭) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ ○

১২৭. যাতে তিনি ধ্বংস করে দেন তাদের একটি অংশকে যারা কুফরী করেছিলো অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন, ফলে তারা ফিরে যাবে নিরাশ হয়ে।

(১২৮) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ

১২৮. তিনি (আল্লাহ) তাদের তাওবা কবুল করবেন অথবা তাদের শাস্তি দিবেন, এতে আপনার করণীয় কিছুই নেই।

فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (১২৯) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ

কেননা তারা যালেম। ১২৯. আর যাকিছু আছে আসমানসমূহে এবং যাকিছু আছে যমীনে সবই আল্লাহ্‌র।

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[১০৪]

(১২৭) لِيَقْطَعَ–যাতে তিনি ধ্বংস করে দেন; طَرَفًا–তাদের একটি অংশকে; مِّنَ –মধ্য হতে; الَّذِينَ–যারা; كَفَرُوا–কুফরী করেছিলো; أَوْ–অথবা; يَكْبِتَهُمْ–(يكبت+هم) – তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন; فَيَنقَلِبُوا–(ف+ينقلبوا)–ফলে তারা ফিরে যায় ; خَائِبِينَ – নিরাশ হয়ে। (১২৮) لَيْسَ–নেই; لَكَ–আপনার জন্য; مِنَ الْأَمْرِ–(من+ال+امر)–করণীয়; شَيْءٌ –কিছুই; أَوْ–অথবা; يَتُوبَ عَلَيْهِمْ– (يتوب+على+هم) তাদের তাওবা কবুল করেন; أَوْ–অথবা; يُعَذِّبَهُمْ–(يعذب+هم)-তাদেরকে শাস্তি দেন; فَإِنَّهُمْ–(ف+ان+هم) –কেননা তারা; ظَالِمُونَ–যালেম। (১২৯) وَ–আর; لِلَّهِ–আল্লাহ্‌র; مَا–যাকিছু; فِي السَّمَاوَاتِ–(فى+ال+سموت)–আছে আসমানসমূহে; وَ –এবং; مَا –যাকিছু; فِي الْأَرْضِ–(فى+ال+ارض)–আছে পৃথিবীতে ; يَغْفِرُ –তিনি ক্ষমা করেন; لِمَن –যাকে; يَشَاءُ –চান ; وَ –এবং; يُعَذِّبُ–শাস্তিদান করেন; مَن–যাকে ; يَشَاءُ –চান; وَ –আর; اللَّهُ–আল্লাহ; غَفُورٌ –অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيمٌ –পরম দয়ালু।

১০৩. মুসলমানরা যখন দেখলো যে, একদিকে শত্রুবাহিনীর সংখ্যা তিন হাজার, অপরদিকে তাদের এক হাজার থেকেও তিন শতজন ফিরে চলে গেছে, তখন তারা মনভাঙ্গা হয়ে পড়লো। এ সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে এ খবর শুনিয়েছিলেন।

১০৪. উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) যখন আহত হন তখন তাঁর যবান মুবারক থেকে কাফেরদের সম্পর্কে বদদোয়া বের হয়ে আসে এবং তিনি বলেন, "সে জাতি কিভাবে কল্যাণ পেতে পারে যারা নিজেদের নবীকে আহত করে।" এ আয়াতটি তার জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে।

১৩ রুকূ' (আয়াত ১২১-১২৯)-এর শিক্ষা

১. অত্র রুকূ'তে উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। ইসলামের যুদ্ধনীতি ও অনৈসলামিক যুদ্ধ নীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অনৈসলামিক যুদ্ধ পার্থিব সাজ-সরঞ্জাম ও সৈন্যসংখ্যা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। আর ইসলামী যুদ্ধ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতা, ধৈর্য ও আল্লাহভীতির ভিত্তিতে পরিচালিত।

২. উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র যবানে উচ্চারিত দোয়া, "হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট থেকেই শক্তি সঞ্চয় করি, তোমার নামেই আক্রমণ পরিচালনা করি এবং তোমার দীনের জন্য যুদ্ধ করি।"

৩. উহুদ যুদ্ধে এ শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, নেতার আদেশ অমান্য করলে সেখানে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী, বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে নেতার আনুগত্য অক্ষরে অক্ষরে পালনীয়।

৪. জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাহায্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে।

৫. যুদ্ধের নির্দেশ আসলে পরিবার-পরিজনের মমতা ত্যাগ করে বের হয়ে পড়া মু'মিনদের অপরিহার্য কর্তব্য।

৬. যুদ্ধক্ষেত্রের প্রথম কাজ হলো সৈন্যদের যথাস্থানে নিয়োজিত করা।

৭. যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্য-সামন্ত সাধ্যমত সংগ্রহ করে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। সামর্থ্য অনুসারে এসব সংগ্রহ না করে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার নাম 'তাওয়াক্কুল' নয়। আর এসব সরঞ্জাম সংগ্রহ করা তাওয়াক্কুলের বিরোধীও নয়।

৮. যুদ্ধক্ষেত্রে ঈমান, ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হবে। আর তখনই আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে।

৯. আল্লাহ্‌র সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস মু'মিনদের অন্তরে দৃঢ়তা ও প্রশান্তি আনয়ন করে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-১৪

﴿١٣٠﴾ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

১৩০. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না[১০৫] এবং আল্লাহ্কে ভয় করো,

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ

যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারো। ১৩১. আর তোমরা আগুনকে ভয় করো যা তৈরি করে রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য।

﴿١٣٢﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٣﴾ وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ

১৩২. আর তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ এবং রাসূলের, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও। ১৩৩. আর তোমরা প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও ক্ষমার দিকে

(১৩০) يَاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; لَا تَاْكُلُوْا-তোমরা খেয়ো না; الرِّبٰوٓا-(ال+ربوا)-সুদ ; اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً-চক্র বৃদ্ধি হারে ; وَ-এবং ; اتَّقُوا-ভয় করো; اللّٰهَ-আল্লাহ্কে ; لَعَلَّكُمْ-(لعل+كم)-যাতে তোমরা ; تُفْلِحُوْنَ-কল্যাণ লাভ করতে পারবে। (১৩১) وَ-আর ; اتَّقُوا-ভয় করো ; النَّارَ-(ال+نار)-সেই আগুনকে; الَّتِيْٓ-যা ; اُعِدَّتْ-তৈরি করে রাখা হয়েছে ; لِلْكٰفِرِيْنَ-(ل+ال+كفرين)-কাফেরদের জন্য। (১৩২) وَ-আর; اَطِيْعُوا-তোমরা আনুগত্য করো; اللّٰهَ-আল্লাহ্র; وَ-ও; الرَّسُوْلَ-(ال+رسول)-রাসূলের ; لَعَلَّكُمْ-(لعل+كم)-যাতে তোমরা ; تُرْحَمُوْنَ-রহমতপ্রাপ্ত হও। (১৩৩) وَ-আর; سَارِعُوْٓا-তোমরা প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও ; اِلٰى-দিকে ; مَغْفِرَةٍ-ক্ষমার ;

১০৫. উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড়ো কারণ এই ছিলো যে, মুসলমানরা বিজয়ের মুহূর্তে সম্পদের লোভের নিকট পরাজিত হয়েছিলো এবং নিজেদের বিজয়কে পূর্ণতায় পৌঁছানোর পরিবর্তে গনীমাতের মাল কুড়ানোতে লেগে গিয়েছিলো। আর সেজন্য মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তাআলা লোভাতুর মনোবৃত্তি সংশোধন করা প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। তাই নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা সুদ খাওয়া থেকে ফিরে এসো, যে সুদের প্রচলনের ফলে মানুষ রাত-দিন সুদের হিসেব নিকেশে ব্যস্ত

مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ ۙ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

তোমাদের প্রতিপালকের এবং সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমানসমূহ ও পৃথিবীর ন্যায়, যা তৈরি করে রাখা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য ;

(১৩৪) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ

১৩৪. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণকারী ও ক্ষমাপরায়ণ

عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (১৩৫) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً

মানুষের প্রতি। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।[১০৬]

১৩৫. আর তারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে বসলে

مِنْ رَبِّكُمْ-(من+رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের; وَ-এবং; جَنَّةٍ-সেই জান্নাতের দিকে; عَرْضُهَا-(عرض+ها)-যার প্রশস্ততা; السَّمٰوٰتُ-(ال+سموت)-আসমানসমূহ; وَ-ও; الْأَرْضُ-(ال+ارض)-পৃথিবীর সমান ; أُعِدَّتْ-যা তৈরি করে রাখা হয়েছে; لِلْمُتَّقِيْنَ-(ل+ال+متقين)-আল্লাহভীরুদের জন্য। (১৩৪) الَّذِيْنَ-যারা ; يُنْفِقُوْنَ-ব্যয় করে; فِى السَّرَّاءِ-(فى+ال+سراء)-সচ্ছল অবস্থায়; وَ-ও; الضَّرَّاءِ-(ال+ضراء)-অসচ্ছল অবস্থায় ; وَ-এবং; الْكٰظِمِيْنَ-(ال+كظمين)-নিয়ন্ত্রণকারী ; الْغَيْظَ-(ال+غيظ)-রাগ, ক্রোধ ; وَ-ও ; الْعَافِيْنَ-(ال+عافين)-ক্ষমাপরায়ণ; عَنِ-প্রতি; النَّاسِ-(ال+ناس)-মানুষের ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ; يُحِبُّ-ভালোবাসেন ; الْمُحْسِنِيْنَ-(ال+محسنين)-সৎকর্মশীলদেরকে। (১৩৫) وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; اِذَا-যখন ; فَعَلُوْا-করে ফেলে ; فَاحِشَةً-কোনো অশ্লীল কাজ ;

থাকে এবং কিভাবে সুদ বেড়ে পুঁজির পরিমাণ দৈনন্দিন বাড়বে সে চিন্তায়ই মশগুল থাকে এবং এর ফলেই মানুষের মধ্যে অর্থের লালসা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১০৬. সুদী ব্যবস্থা যে সমাজে প্রচলিত থাকে সেখানে সুদের কারণে দুই ধরনের চারিত্রিক রোগের উদ্ভব হতে দেখা যায়। সুদখোর ব্যক্তির মধ্যে লোভ-লালসা, কৃপণতা, স্বার্থন্ধতা এবং সুদদাতার মধ্যে ঘৃণা, রাগ-হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি মন্দ গুণ জন্মলাভ করে। উহুদের বিপর্যয়ে উল্লেখিত দুই ধরনের মানসিক রোগই কিছু না কিছু কার্যকরী ছিলো। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে একথাই বলছেন যে, সুদী ব্যবস্থায় সুদদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের মধ্যে যে চারিত্রিক মন্দ গুণ সৃষ্টি হয়, 'আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়' করার মাধ্যমে তার সম্পূর্ণ বিপরীত সদগুণ ও বৈশিষ্ট্য জন্মলাভ করে। আর আল্লাহ্‌র জান্নাত ও সন্তুষ্টি এ শেষোক্ত গুণাবলীর দ্বারাই অর্জিত হয়, প্রথমোক্ত অসৎ গুণের দ্বারা নয়।

أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ

অথবা নিজেদের উপর যুলুম করলে, তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর কে ক্ষমা করবে

ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

গুনাহসমূহ আল্লাহ ছাড়া ? আর তারা যা করে ফেলেছে তার পুনরাবৃত্তি করে না জ্ঞাতসারে।

(১৩৬) أُولَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا

১৩৬. এরাই তারা, যাদের প্রতিদান হলো তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত

ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ (১৩৭) قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ

নহরসমূহ, তাতে (থাকবে) তারা চিরদিন, আর সৎকর্মকারীদের প্রতিদান কতোইনা উত্তম ! ১৩৭. নিশ্চয় তোমাদের আগে অতীত হয়েছে

أَوْ–অথবা ; ظَلَمُوٓا–যুলুম করে ; أَنفُسَهُمْ–(انفس+هم)–নিজেদের উপর ; ذَكَرُوا–তারা স্মরণ করে ; ٱللَّهَ–আল্লাহ্‌কে ; فَٱسْتَغْفَرُوا–(ف+استغفروا)–এবং তারা ক্ষমা চায়; لِذُنُوبِهِمْ–(ل+ذنوب+هم)–তাদের গুনাহের জন্য ; وَ–আর ; مَنْ–কে ; يَغْفِرُ–ক্ষমা করবে; ٱلذُّنُوبَ–(ال+ذنوب)–গুনাহসমূহ ; إِلَّا–ছাড়া; ٱللَّهُ–আল্লাহ ; وَ–আর; لَمْ يُصِرُّوا–তারা পুন পুন করে না, বারবার করে না ; عَلَىٰ مَا–যা ; فَعَلُوا–তারা করে ফেলেছে; وَ–এমন অবস্থায় ; هُمْ–তারা ; يَعْلَمُونَ–জানে-বুঝে, জ্ঞাতসারে ; أُولَٰٓئِكَ–এরাই তারা ; جَزَآؤُهُمْ–(جزاؤ+هم)–যাদের প্রতিদান হলো; مَّغْفِرَةٌ–ক্ষমা; مِّن رَّبِّهِمْ–(من+رب+هم)–তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে; وَ–এবং; جَنَّٰتٌ–জান্নাত; تَجْرِى–প্রবাহিত ; مِن تَحْتِهَا–(من+تحت+ها)–যার তলদেশ দিয়ে; ٱلْأَنْهَٰرُ–(ال+انهار)–নহরসমূহ ; خَٰلِدِينَ–(থাকবে) তারা চিরদিন ; فِيهَا–তাতে; وَ–আর ; نِعْمَ–কতোইনা উত্তম ; أَجْرُ–প্রতিদান ; ٱلْعَٰمِلِينَ–(ال+عملين)–সৎকর্মকারীদের। (১৩৭) قَدْ خَلَتْ–নিশ্চয় অতীত হয়েছে ; مِن قَبْلِكُمْ–(من+قبل+كم)–তোমাদের আগে ;

سُنَنٌ ۙ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ○

অনেক যুগ। সুতরাং তোমরা ভ্রমণ করো যমীনে,
অতপর দেখো-মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কি হয়েছে !

(১৩৮) هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (১৩৯) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا

১৩৮. এটা হলো মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং আল্লাহভীরুদের জন্য সঠিক পথ ও সদুপদেশ। ১৩৯. আর তোমরা সাহসহীন হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না.

وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (১৪০) إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ

তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা হয়ে থাকো মু'মিন। ১৪০. তোমাদেরকে যদি কোনো আঘাত স্পর্শ করে থাকে

فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ

তবে তার অনুরূপ আঘাত বিপক্ষ দলকেও স্পর্শ করেছিল।[১০৭] আর এ দিনসমূহ আবর্তনশীল, আমি মানুষের মধ্যে সেগুলোর আবর্তন ঘটিয়ে থাকি,

سُنَنٌ–অনেক জীবনবিধি, যুগ; فَسِيرُوا–(ف+سيروا)-সুতরাং তোমরা ভ্রমণ করো; فِي الْأَرْضِ–(فى+ال+ارض)-যমীনে, পৃথিবীতে; فَانظُرُوا–(ف+انظروا)-অতপর দেখো; كَيْفَ–কিরূপ; كَانَ–হয়েছে; عَاقِبَةُ–পরিণাম; الْمُكَذِّبِينَ–(ال+مكذبين)-মিথ্যাবাদীদের। (১৩৮) هَٰذَا–এটা হলো; بَيَانٌ–সুস্পষ্ট বর্ণনা; لِّلنَّاسِ–(ل+ال+ناس)-মানুষের জন্য; وَ–এবং; هُدًى–সঠিক পথ; وَ–ও; مَوْعِظَةٌ–উপদেশ; لِّلْمُتَّقِينَ–(ل+ال+متقين)-আল্লাহভীরুদের জন্য। (১৩৯) وَ–আর; لَا تَهِنُوا–তোমরা সাহসহীন হয়ো না; وَ–এবং; لَا تَحْزَنُوا–(তোমরা) দুঃখিত হয়ো না; وَأَنتُمُ–তোমরাই; الْأَعْلَوْنَ–(ال+اعلون)-বিজয়ী, উন্নত; إِن–যদি; كُنتُم–তোমরা হও; مُّؤْمِنِينَ–মু'মিন। (১৪০) إِن–যদি; يَمْسَسْكُمْ–(يمسس+كم)-তোমাদের স্পর্শ করে; قَرْحٌ–কোনো আঘাত; فَقَدْ مَسَّ–তবে স্পর্শ করেছিলো; الْقَوْمَ–(ال+قوم)-বিপক্ষ দলকেও; قَرْحٌ–আঘাত; مِّثْلُهُ–(مثل+ه)-তার অনুরূপ; وَ–আর; تِلْكَ–এই; الْأَيَّامُ–(ال+ايام)-দিনসমূহ; نُدَاوِلُهَا–(نداول+ها)-যেগুলোর আমি আবর্তন ঘটিয়ে থাকি পর্যায়ক্রমে; بَيْنَ–মধ্যে; النَّاسِ–(ال+ناس)-মানুষের ;

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং তোমাদের মধ্য থেকে কতককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন,[১০৮] আর আল্লাহ ভালোবাসেন না

الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ○

যালেমদেরকে। ১৪১. এবং আল্লাহ যাতে পবিত্র করতে পারেন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে আর নির্মূল করতে পারেন কাফেরদেরকে।

﴿١٤٢﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ

১৪২. তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমরা জান্নাতে ঢুকে যাবে, অথচ এখনও আল্লাহ জেনে নেননি তাদেরকে যারা

وَ–আর; لِيَعْلَمَ–যাতে জেনে নিতে পারেন তাদেরকে; اللَّهُ–আল্লাহ ; الَّذِينَ –যারা; آمَنُوا –ঈমান এনেছে ; وَ –এবং ; يَتَّخِذَ –গ্রহণ করতে পারেন ; مِنكُمْ– তোমাদের মধ্য থেকে ; شُهَدَاءَ –কতককে শহীদ হিসেবে ; وَ –আর ; اللَّهُ –আল্লাহ ; لَا يُحِبُّ –ভালোবাসেন না ; الظَّالِمِينَ –(ال+ظلمين)–যালেমদেরকে। ﴿١٤١﴾ وَ–এবং ; لِيُمَحِّصَ –যাতে পবিত্র করতে পারেন ; اللَّهُ–আল্লাহ ; الَّذِينَ–যারা ; آمَنُوا–ঈমান এনেছে; وَ –আর ; يَمْحَقَ –নির্মূল করতে পারেন ; الْكَافِرِينَ–(ال+كفرين) -কাফেরদেরকে। ﴿١٤٢﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ–তোমরা কি মনে করেছো ? أَنْ–যে; تَدْخُلُوا–তোমরা ঢুকে যাবে; الْجَنَّةَ–(ال+جنة)-জান্নাতে; وَ–অথচ; لَمَّا يَعْلَمِ–এখনও জেনে নেননি; اللَّهُ –আল্লাহ; الَّذِينَ–যারা;

১০৭. এখানে বদর যুদ্ধের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এখানে একথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদেরকে একথা বলা যে, বদর যুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েও যদি সাহসহীন না হয়ে থাকো, তাহলে উহুদ প্রান্তরে তার চেয়ে অনেক কম আঘাত পেয়ে তোমরা কেন সাহস হারিয়ে ফেলবে ?

১০৮. এর একটি অর্থ তো এই যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে 'শহীদের' মর্যাদা দান করতে চান। অপর অর্থ হলো, তোমাদের মধ্যে ঈমানদার ও মুনাফিক উভয় শ্রেণীর লোকই বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলা এ মিশ্রিত দল থেকে বাছাই করে মু'মিনদের আলাদা করতে চান এবং তাদেরকে সত্যিকার অর্থে দুনিয়ার মানুষের মধ্যে সাক্ষ্যদাতার মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে চান। আর এ মহান দায়িত্বে মুসলমানদেরকেই নিয়োজিত করা হয়েছে।

جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٢﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ

তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জেনে নিবেন ধৈর্যশীলদেরকে।
১৪৩. আর তোমরা তো কামনা করতে

الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝

মৃত্যু তার মুখোমুখি হওয়ার পূর্বেই ! এখন তো তা তোমরা স্বচক্ষে দেখলে।[১০৯]

جٰهَدُوْا-জিহাদ করেছে; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের মধ্য থেকে ; وَ-এবং ; يَعْلَمَ-জেনে নিবেন; الصّٰبِرِيْنَ-(ال+صبرين)-ধৈর্যশীলদেরকে। ﴿١٤٣﴾ وَ-আর; لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ-(لقد+كنتم+تمنون)-তোমরা তো কামনা করতে ; الْمَوْتَ-(ال+موت)-মৃত্যু; مِنْ قَبْلِ-পূর্বেই ; اَنْ تَلْقَوْهُ-(ان+تلقوا+ه) তার মুখোমুখি হওয়ার; فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ-(ف+قد+رايتموا+ه)-তা তো তোমরা দেখলে ; وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ-(و+انتم+تنظرون)-দৃশ্যমান অবস্থায়, স্বচক্ষে।

১০৯. এখানে ইংগিত করা হয়েছে সেইসব লোকের আকাঙ্ক্ষার দিকে যাদের শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষার কারণে নবী (স) মদীনার বাইরে এসে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

১৪ রুকূ' (আয়াত ১৩০-১৪৩)-এর শিক্ষা

১. সরল সুদ বা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ যাই হোক সকল প্রকার সুদই নিষিদ্ধ, চূড়ান্ত হারাম। এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা কুফরীর শামিল এবং কুফরীর শাস্তি তাদের জন্যও প্রস্তুত যারা এ নির্দেশ অমান্য করবে। সুতরাং যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে সুদ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

২. আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। মূলত রাসূলের আনুগত্যই আল্লাহ্‌র আনুগত্য। কেননা রাসূল আনুগত্য করার পথ ও পন্থা নির্দেশ করেছেন। সুতরাং রাসূলের নির্দেশের যথাযথ আনুগত্য করলেই আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা হবে। তার পৃথক কোনো রূপ নেই।

৩. উল্লেখিত আনুগত্যের বিনিময়েই জান্নাত পাওয়া যাবে। জান্নাত পাওয়ার বিকল্প কোনো পথ নেই।

৪. সচ্ছল-অসচ্ছল সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে সাধ্যমত ব্যয় করতে হবে। রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাসুন্দর আচরণ করতে হবে। এতে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পাওয়া যাবে।

৫. কখনও কোনো গুনাহের কাজ হয়ে গেলে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চেয়ে পুনরায় যেন এমন কাজ না হয় সেজন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে তাওফীক চাইতে হবে।

৬. উপরোক্ত গুণাবলী অর্জন করতে পারলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং চিরস্থায়ী জান্নাত পাওয়া যাবে।

৭. অতীতে অনেক ধনশালী ও প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধী ছিলো, যাদের বহু স্মৃতিচিহ্ন পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। পৃথিবীতে ভ্রমণ করলে তাদের পরিণাম দেখে শিক্ষালাভ করা যাবে।

৮. আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যকারীদের সাহসহীন ও দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই।

৯. মু'মিনদেরও সাময়িক বিপর্যয় আসতে পারে। এটা তাদের ঈমানের পরীক্ষা। আর ঈমানের পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া মু'মিনদের ঈমানের লক্ষণ। আল্লাহ তাআলা পরীক্ষার মাধ্যমেই মু'মিনদেরকে মুনাফিকদের থেকে আলাদা করে নেন। আর তিনি যাদেরকে চান শহীদের মর্যাদা দান করেন।

১০. হক ও বাতিলের সংঘর্ষের মাধ্যমেই ঈমান সতেজ হয় এবং কুফরী নির্মূল হয়।

১১. আল্লাহ তো জানেন যে, কারা জান্নাতের অধিবাসী হবে, আর কারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে। তারপরও পরীক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মধ্যে তা প্রকাশ করা। সুতরাং পরীক্ষা দিয়েই জান্নাতে যাওয়ার আশা করা উচিত।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-৫

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. মুহাম্মাদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। অবশ্যই তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল চলে গেছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন

أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ

অথবা তিনি নিহত হন, তাহলে তোমরা কি তোমাদের পিছনের দিকে ফিরে যাবে?[১১০] আর যে ব্যক্তি তার পিছনের দিকে ফিরে যাবে, সে কখনও আল্লাহ্‌র কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না।

وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

আর আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে প্রতিদান দিবেন। ১৪৫. আর কোনো ব্যক্তির জন্য সম্ভব নয় মৃত্যুবরণ করা আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া,

১৪৪ وَ-আর ; مَا-নন ; مُحَمَّدٌ-মুহাম্মাদ ; اِلَّا-ছাড়া ; رَسُوْلٌ-একজন রাসূল; قَدْ خَلَتْ-অবশ্যই চলে গেছেন ; مِنْ قَبْلِهِ-(من+قبل+ه)-তাঁর পূর্বে ; الرُّسُلُ-(ال+رسل)-অনেক রাসূল ; اَفَائِنْ مَّاتَ-তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন, তবে কি ; اَوْ-অথবা; قُتِلَ-নিহত হন ; انْقَلَبْتُمْ-তোমরা ফিরে যাবে ; عَلَى-দিকে; اَعْقَابِكُمْ-(اعقاب+كم)-তোমাদের পিছনের; وَ-আর ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; يَّنْقَلِبْ-ফিরে যাবে; عَلَى-দিকে ; عَقِبَيْهِ-(عقبى+ه)-তার পিছনের ; فَلَنْ يَّضُرَّ-সে কখনও ক্ষতি করতে পারবে না; اللّٰهَ-আল্লাহ্‌র ; شَيْئًا-কিছুই, কোনোই ; وَ-আর ; سَيَجْزِى-শীঘ্রই প্রতিদান দিবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الشّٰكِرِيْنَ-(ال+شكرين)-কৃতজ্ঞদেরকে। ১৪৫ وَ-আর ; مَا كَانَ-সম্ভব নয় ; لِنَفْسٍ-(ل+نفس)-কোনো ব্যক্তির জন্য ; اَنْ تَمُوْتَ-মৃত্যুবরণ করা ; اِلَّا-ছাড়া ; بِاِذْنِ-অনুমতি ; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র ;

১১০. উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শাহাদাত বরণের গুজব যখন ছড়িয়ে পড়লো তখন সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশের মধ্যে সাহসহীনতা দেখা দিলো। এমতাবস্থায় মুনাফিকরা বলা শুরু করে দেয় যে, চলো আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নিকট যাই, যাতে সে আবু সুফিয়ানের নিকট থেকে আমাদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেয়। আবার কেউ কেউ বলে ফেললো যে, মুহাম্মাদ (স) যদি আল্লাহ্‌র রাসূল হতেন

كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ

তার মেয়াদ লিখিত।[১১১] আর যে দুনিয়ার প্রতিদান চায়, আমি তাকে তা থেকে দেই, আর যে চায়

ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ

আখেরাতের প্রতিদান[১১২] আমি তাকে তা থেকেই দেই এবং শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞদেরকে[১১৩] প্রতিদান দিবো। ১৪৬. আর নবীদের অনেকে

كِتٰبًا–লিখিত, অবধারিত; مُّؤَجَّلًا–তার মেয়াদ; وَ–আর; مَنْ–যে ব্যক্তি ; يُّرِدْ–চায়; ثَوَابَ–প্রতিদান ; الدُّنْيَا–(ال+دنيا)–দুনিয়ার ; نُؤْتِهٖ–(نؤت+ه)–আমি তাকে দেই; مِنْهَا–তা থেকে ; وَ–আর ; مَنْ–যে ব্যক্তি ; يُّرِدْ–চায় ; ثَوَابَ–প্রতিদান; الْاٰخِرَةِ–(ال+اخرة)–আখেরাতের ; نُؤْتِهٖ–(نؤت+ه)–আমি তাকে দেই ; مِنْهَا–তা থেকে; وَ–এবং ; سَنَجْزِى–শীঘ্রই আমি প্রতিদান দিবো ; الشّٰكِرِيْنَ–(ال+شكرين)–কৃতজ্ঞদেরকে। (১৪৬) وَ–আর ; كَاَيِّنْ–অনেকে ; مِّنْ نَّبِيٍّ–নবীদের মধ্যে ;

তাহলে নিহত হলেন কেন ? চলো আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের দীনে ফিরে যাই। এসব কথাবার্তার জবাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন যে, সত্যের প্রতি তোমাদের আনুগত্য যদি মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যক্তিত্বের সাথে আবদ্ধ হয়ে থাকে এবং তোমাদের ইসলাম গ্রহণের ভিত যদি এতোই দুর্বল হয়ে থাকে যে, মুহাম্মাদ (স) দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের সাথে সাথে তোমরা সেই কুফরীর দিকে ফিরে যাবে যেখান থেকে তোমরা বের হয়ে এসেছিলে, তাহলে আল্লাহ্‌র দীনের জন্য তোমাদের প্রয়োজন নেই।

১১১. এখানে মুসলমানদের অন্তরে একথাই বদ্ধমূল করে দেয়া উদ্দেশ্য যে, মৃত্যু ভয়ে তোমাদের পালিয়ে যাওয়া নিরর্থক। কারণ কেউই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মরতে পারে না। আর না কেউ সে সময়ের পরে জীবিত থাকতে পারে। সুতরাং তোমাদের চিন্তা মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য নয়, বরং এ সম্পর্কেই চিন্তা হওয়া উচিত যে, জীবনের যতোটুকু অবকাশ তুমি পেয়েছো সেখানে তোমার সমগ্র চেষ্টা-সাধনার লক্ষ্য কি ছিলো ? দুনিয়া না আখেরাত ?

১১২. 'সাওয়াব' দ্বারা কাজের প্রতিদান বুঝানো হয়েছে। দুনিয়ার প্রতিদান অর্থ সেইসব উপকার লাভ যা মানুষকে তার কাজের বিনিময় হিসেবে এ দুনিয়ার জীবনে প্রদান করা হয়ে থাকে। আর 'আখেরাতের প্রতিদান' অর্থ সেইসব উপকার লাভ যা মানুষকে তার সৎকাজের বিনিময় হিসেবে আখেরাতে প্রদান করা হবে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের নৈতিক কার্যক্রমে এটাই চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তকারী প্রশ্ন যে, এ জীবনে মানুষ যে চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম করছে এতে তার লক্ষ্য কি দুনিয়ার প্রতিদান নাকি আখেরাতের প্রতিদান।

قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

যুদ্ধ করেছেন, তাঁদের সাথে ছিলো অনেক আল্লাওয়ালা। আল্লাহ্‌র পথে তাদের উপর যে মসীবত এসেছিলো সেজন্য তারা সাহসহীন হয়নি।

وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ

আর না তারা হয়েছে দুর্বল এবং তারা দমেও যায়নি।[১১৪] আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন। ১৪৭. আর ছিলো না

قٰتَلَ–যুদ্ধ করেছেন; مَعَهٗ–তাঁর সাথে ছিলো; رِبِّيُّوْنَ–আল্লাহওয়ালা; كَثِيْرٌ –অনেক; فَمَا وَهَنُوْا–(ف+ما+وهنوا)–তারা সাহসহীন হয়নি; لِمَآ اَصَابَهُمْ–(ل+ما+اصاب+هم) –সে জন্য, যে মসীবত তাদের উপর এসেছিলো ; فِىْ سَبِيْلِ–(فى+سبيل)–পথে; اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র; وَ–আর; مَا ضَعُفُوْا–না তারা হয়েছে দুর্বল; وَ –এবং; مَا اسْتَكَانُوْا– তারা দমেও যাননি; وَ–আর; اللّٰهُ–আল্লাহ ; يُحِبُّ–ভালোবাসেন; الصّٰبِرِيْنَ–(ال+ صبرين)–ধৈর্যশীলদেরকে। ﴿١٤٦﴾ وَ –আর ; مَا كَانَ –ছিলো না ;

১১৩. 'কৃতজ্ঞ' দ্বারা সেসব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সেই নিয়ামতের মর্যাদা বুঝে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে দীনের সঠিক জ্ঞান দান করে দুনিয়া এবং তার সীমিত জীবন থেকে ব্যাপক ও অনন্ত অসীম জীবন ও জগত সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন। তিনি পূর্বাহ্নেই এ মূল সত্য সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মানুষের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও কর্ম শুধুমাত্র দুনিয়ার এ ক্ষুদ্রায়তন জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ জীবনের পরে অপর একটি জগত পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ঘটবে। মানুষের দৃষ্টির এরূপ প্রসারতা, দূরদর্শিতা ও পরিণাম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জিত হবার পর যে ব্যক্তি চেষ্টা-সাধনা, শ্রম ও সংগ্রামকে এ দুনিয়ার জীবনে ফলপ্রসূ হতে না দেখে অথবা তার বিপরীত ফলাফল দেখে এবং তা সত্ত্বেও সে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে কাজ করে যেতে থাকে, যে সম্পর্কে আল্লাহ তাকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, আখেরাতে অবশ্যই তার কাজের ফলাফল ভালোই হবে। এ ব্যক্তিই 'শাকির' তথা কৃতজ্ঞ বান্দাহ। অপরপক্ষে তারপরেও যে ব্যক্তি দুনিয়া পূজার সংকীর্ণ মনোভাবে আচ্ছন্ন থাকে, তার অবস্থা এই যে, দুনিয়াতে যেসব ভ্রান্ত প্রচেষ্টার ভালো ফল দেখে, আখেরাতের প্রতি কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করে সেদিকেই সে ঝুঁকে পড়ে। আর যেসব সঠিক চেষ্টা-সাধনার কোনো ফলাফল এখানে পাওয়ার আশা নেই, অথবা যে কাজের জন্য এখানে লোকসানের আশংকা রয়েছে, আখেরাতের উত্তম ফলাফলের আশায় সে নিজের সময়, সম্পদ ও শক্তি তাতে ব্যয় করতে প্রস্তুত নয়। এমন ব্যক্তিই অকৃতজ্ঞ। সে সেই জ্ঞানের মর্যাদা বুঝতে সক্ষম নয়, যা আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছেন।

قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا

তাদের কথা এ বলা ছাড়া, হে আমাদের প্রতিপালক ! ক্ষমা করে দিন আমাদের গুনাহরাশি ও কাজে-কর্মে আমাদের বাড়াবাড়ি

وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ

এবং দৃঢ় রাখুন আমাদের পদযুগল আর কাফের জাতির মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করুন। ১৪৮. অতপর আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন

ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۟

দুনিয়ার প্রতিদান এবং আখেরাতের উত্তম পুরস্কার। আর আল্লাহ সৎলোকদেরকে ভালোবাসেন।

قَوْلَهُمْ –(قول+هم)–তাদের কথা; اِلَّآ–এছাড়া ; اَنْ–যে; قَالُوْا –তারা বলেছিল; رَبَّنَا –(رب+نا)–হে আমাদের প্রতিপালক; اغْفِرْلَنَا–(اغفر+لنا)–ক্ষমা করে দিন আমাদেরকে; ذُنُوْبَنَا–(ذنوب+نا)–আমাদের গুনাহরাশি; وَ–ও; اِسْرَافَنَا–(اسراف+نا) আমাদের বাড়াবাড়ি ; فِيْٓ اَمْرِنَا –(فى+امر+نا)–আমাদের কাজেকর্মে ; وَ–এবং; ثَبِّتْ–দৃঢ় রাখুন; اَقْدَامَنَا–(اقدام+نا)–আমাদের পদযুগল; وَ–আর; انْصُرْنَا–(انصر+نا)–আমাদেরকে সাহায্য করুন; عَلَى الْقَوْمِ–(على+ال+قوم)–জাতির মুকাবিলায়; الْكٰفِرِيْنَ–(ال+كفرين)–কাফের। ﴿١٤٨﴾ فَاٰتٰىهُمُ–(ف+اتى+هم)–অতপর তাদেরকে দিয়েছেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ; ثَوَابَ –প্রতিদান ; الدُّنْيَا–(ال+دنيا)–দুনিয়ার; وَ–এবং; حُسْنَ –উত্তম ; ثَوَابِ –প্রতিদান ; الْاٰخِرَةِ–(ال+اخرة)–আখেরাতের ; وَ–আর; اللّٰهُ –আল্লাহ ; يُحِبُّ –ভালোবাসেন ; الْمُحْسِنِيْنَ–(ال+محسنين)–সৎলোকদেরকে।

১১৪. অর্থাৎ নিজেদের সংখ্যাল্পতা ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব এবং কাফেরদের সংখ্যাধিক্য ও শক্তি-সামর্থ্য দেখে তারা বাতিল পূজারীদের সামনে মাথা নত করেনি।

১৫ রুকূ' (আয়াত ১৪৪-১৪৮)-এর শিক্ষা

১. মুহাম্মাদ (স) নবী-রাসূলদের মধ্যে সর্বশেষ। ইতিপূর্বেকার নবী-রাসূলদের মতো তাঁর মৃত্যু হওয়াও স্বাভাবিক। তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা ঈমানের অঙ্গ। তাঁর অবর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে স্বমর্যাদায় আসীন রাখার প্রচেষ্টায় নিরত থাকাই তাঁর প্রতি ভালোবাসার দাবি। সুতরাং তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আমাদের সক্রিয় থাকতে হবে।

২. রাসূলের আদর্শ থেকে সরে যাওয়া নিজেরই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। অতএব এ ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

৩. মু'মিনের সকল কাজের লক্ষ্য থাকবে আখেরাত। দুনিয়াতে তার কাজের কোনো প্রতিদান পাওয়া গেলো কি না তা বিবেচ্য বিষয় নয়।

৪. দুনিয়ার সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতা, জয়-পরাজয় সবই সাময়িক। সুতরাং এখানকার সাময়িক পরাজয়ে একথা ভাবা কিছুতেই উচিত নয় যে, এটাই চিরস্থায়ী পরাজয়। বরং এতে হতাশ ও হতোদ্যম না হয়ে নতুন উদ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমে লেগে যাওয়াই মু'মিনের কাজ।

৫. কাফেরদের সাময়িক বিজয়ে দমে যাওয়া মু'মিনের পরিচয় নয়। বরং নিজেদের কাজকর্মের ভুল-ভ্রান্তি ও নিজেদের গুনাহখাতার জন্য আল্লাহ্র নিকট বিনয়াবনত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত এবং কাফের তথা বাতিল শক্তির মোকাবিলায় আল্লাহ্র সাহায্যই কামনা করা উচিত।

৬. স্মরণ রাখতে হবে যে, মু'মিনদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হবে আখেরাতে আল্লাহর সন্তোষ ও আল্লাহ প্রদত্ত পুরস্কার।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৬
পারা হিসেবে রুকূ'—৭
আয়াত সংখ্যা—৭

(১৪৯) يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَرُدُّوكُمْ

১৪৯. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো যারা কুফরী করেছে, তারা তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে[১১৫]

عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَـٰسِرِينَ (১৫০) بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّـٰصِرِينَ

তোমাদের পিছনের (কুফরীর) দিকে, তাতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১৫০. বরং আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি তোমাদের সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

(১৫১) سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُوا۟ بِٱللَّهِ

১৫১. আমি শীঘ্রই তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করবো, যারা কুফরী করেছে। কেননা তারা আল্লাহ্র সাথে শরীক করেছে

(১৪৯) يَـٰٓأَيُّهَا-হে; ٱلَّذِينَ-যারা; ءَامَنُوٓا۟ –ঈমান এনেছো ; إِنْ –যদি ; تُطِيعُوا۟ – তোমরা আনুগত্য করো ; ٱلَّذِينَ –তাদের, যারা ; كَفَرُوا۟ –কুফরী করেছে ; يَرُدُّوكُمْ-(يردوا+كم)-তারা তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে; عَلَىٰٓ–দিকে ; أَعْقَـٰبِكُمْ-(اعقاب+كم)-তোমাদের পেছনের; فَتَنقَلِبُوا۟-(ف+تنقلبوا)-তাতে তোমরা হবে; خَـٰسِرِينَ –ক্ষতিগ্রস্ত। (১৫০) بَلِ-বরং; ٱللَّهُ-আল্লাহ্ই; مَوْلَىٰكُمْ-(مولى+كم)-তোমাদের অভিভাবক; وَ – এবং; هُوَ-তিনি; خَيْرُ-সর্বোত্তম; ٱلنَّـٰصِرِينَ-(ال+نصرين)-সাহায্যকারী। (১৫১) سَنُلْقِى – (س+نلقى)-আমি শীঘ্রই সঞ্চার করবো; فِى قُلُوبِ –অন্তরে ; ٱلَّذِينَ-তাদের, যারা; كَفَرُوا۟-কুফরী করেছে ; ٱلرُّعْبَ-(ال+رعب)-ভয়ের; بِمَآ –কেননা ; أَشْرَكُوا۟ –তারা শরীক করেছে; بِٱللَّهِ –(ب+الله)-আল্লাহ্র সাথে ;

১১৫. অর্থাৎ যে কুফরী অবস্থা থেকে তোমরা বের হয়ে এসেছো, এরা তোমাদেরকে তাতেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। উহুদের বিপর্যয়ের পর মুনাফিক ও ইয়াহুদী সম্প্রদায় মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ চেষ্টা চালায় যে, মুহাম্মাদ (স) নবীই যদি হবেন তাহলে তাঁর বিপর্যয় হবে কেন ? তিনি তো একজন সাধারণ মানুষ, তার ব্যাপারও অন্য দশজনের মতোই, আজ জয়, তো কাল পরাজয়,

مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ○

যে সম্পর্কে তিনি কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। আর তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং যালেমদের আবাসস্থল কতোই না নিকৃষ্ট।

(১৫২) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ

১৫২. আর অবশ্যই আল্লাহ সত্যে পরিণত করেছেন তাঁর ওয়াদা তোমাদের প্রতি, যখন তোমরা তাদেরকে তাঁরই নির্দেশে হত্যা করছিলে, যতোক্ষণ না তোমরা সাহস হারালে

وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ

এবং নির্দেশ সম্পর্কে পরস্পর মতপার্থক্য করলে, আর তোমরা যা পসন্দ করো তা তোমাদেরকে দেখাবার পরও তোমরা অবাধ্য হয়ে গেলে ;

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ

তোমাদের মধ্যে এমন কতক ছিলো যারা দুনিয়া চায় আর কতক তোমাদের এমন ছিলো যারা চায় আখেরাত ; তারপর

–যা ; لَمْ يُنَزِّلْ –তিনি নাযিল করেননি ; بِهٖ –সে সম্পর্কে ; سُلْطٰنًا –কোনো مَا
প্রমাণ; وَ –আর; مَاْوٰىهُمْ –(ماوى+هم)–তাদের ঠিকানা; النَّارُ –(ال+نار)–জাহান্নাম;
–এবং ; بِئْسَ –কতোইনা নিকৃষ্ট ; مَثْوَى –আবাসস্থল ; الظّٰلِمِيْنَ –(ال+ظلمين)– وَ
যালেমদের। (১৫২) وَ –আর ; لَقَدْ –অবশ্যই ; صَدَقَكُمُ –(صدق+كم)–সত্যে পরিণত
করেছেন তোমাদের প্রতি; اللّٰهُ –আল্লাহ; وَعْدَهٗ –(وعد+ه)–তাঁর ওয়াদা; اِذْ –যখন;
تَحُسُّوْنَهُمْ –(تحسون+هم)-তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে; بِاِذْنِهٖ –(ب+اذن+ه)
–তাঁর নির্দেশে ; حَتّٰى –যতোক্ষণ না ; اِذَا –যখন ; فَشِلْتُمْ –তোমরা সাহস হারালে;
وَ –এবং ; تَنَازَعْتُمْ –পরস্পর মতপার্থক্য করলে; فِى الْاَمْرِ –(فى+ال+امر)-নির্দেশ
সম্পর্কে ; وَ –আর; عَصَيْتُمْ –তোমরা অবাধ্য হয়ে গেলে ; مِّنْۢ بَعْدِ –পরও ; مَآ
–যা اَرٰىكُمْ –(ما+ارى+كم)–তা তোমাদেরকে দেখাবার ; مَّا تُحِبُّوْنَ –(ما+تحبون)
তোমরা পসন্দ করো ; مِنْكُمْ –(من+كم)–তোমাদের মধ্যে ছিলো; مَّنْ –এমন কতক;
يُّرِيْدُ –যারা চায় ; الدُّنْيَا –(ال+دنيا)-দুনিয়া; وَ –আর ; مِنْكُمْ –তোমাদের মধ্যে ছিলো;
مَّنْ –এমন কতক ; يُّرِيْدُ –যারা চায় ; الْاٰخِرَةَ –(ال+اخرة)–আখেরাত; ثُمَّ –তারপর ;

তোমাদেরকে আল্লাহ্র সাহায্য-সহায়তার যে কথা তিনি বলছেন তা শুধু প্রচারণাই সার।

صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ

তিনি তাদের থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে রাখলেন, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। অবশ্য তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।[১১৬] আর আল্লাহ তো অনুগ্রহশীল

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ

মু'মিনদের প্রতি। ১৫৩. (স্মরণ করো) তোমরা যখন উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং কারো প্রতি ফিরেও দেখছিলে না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে ডাকছিলেন

فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ

তোমাদের পিছন থেকে,[১১৭] অতপর তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন,[১১৮] যাতে তোমরা দুঃখিত না হও যা হারিয়েছো তার জন্য

- صَرَفَكُمْ-(صرف+كم)-তিনি তোমাদেরকে ফিরিয়ে রাখলেন ; عَنْهُمْ-(عن+هم)- তাদের থেকে; لِيَبْتَلِيَكُمْ-(ل+يبتلى+كم)-যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন; وَلَقَدْ-(و+ل+قد)-অবশ্য; عَفَا-তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন; عَنْكُمْ-(عن+كم) তোমাদেরকে ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ্ তো ; ذُو فَضْلٍ-(ذو+فضل)-অনুগ্রহশীল; عَلَى-প্রতি; الْمُؤْمِنِينَ-(ال+مؤمنين)-মু'মিনদের। ﴿١٥٣﴾ إِذْ-যখন ; تُصْعِدُونَ-তোমরা উপরে উঠে যাচ্ছিলে ; وَ-এবং ; لَا تَلْوُونَ-ফিরেও দেখছিলে না; عَلَى-প্রতি ; أَحَدٍ-কারো; وَ-অথচ; الرَّسُولُ-(ال+رسول)-রাসূল ; يَدْعُوكُمْ-(يدعوا+كم)-তোমাদের ডাকছিলেন ; فِي-থেকে ; أُخْرَاكُمْ-(اخرى+كم)-তোমাদের পিছন ; فَأَثَابَكُمْ-(ف+اثاب+كم)-অতপর তিনি তোমাদের দিলেন; غَمًّا-বিপদ, দুশ্চিন্তা; بِغَمٍّ-(ب+غم)- বিপদের উপর; لِكَيْلَا تَحْزَنُوا-(ل+كى+لاتحزنوا)-যাতে তোমরা দুঃখিত না হও ; عَلَى-তার জন্য ; مَا-যা ; فَاتَكُمْ-(فات+كم)-যা হারিয়েছো ;

১১৬. অর্থাৎ এমন মারাত্মক ভুল করেছিলে যে, আল্লাহ তাআলা যদি তোমাদেরকে ক্ষমা না করতেন তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যে, তাঁর সাহায্য-সহায়তার বদৌলতে তোমাদের শত্রুরা তোমাদেরকে বাগে পেয়েও জ্ঞানশূন্য হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলো।

১১৭. উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের উপর হঠাৎ দু'দিক থেকে একই সাথে আক্রমণ আসলো এবং তাদের সারিতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়লো, তখন কিছু লোক মদীনার দিকে পালাতে শুরু করলো এবং কিছু লোক উহুদ পাহাড়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু

وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم

এবং যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য। আর তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ জ্ঞাত। ১৫৪. অতপর তিনি নাযিল করলেন তোমাদের উপর

مِّنۢ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنكُمْ ۖ وَطَآئِفَةٌ

দুঃখের পর তন্দ্রারূপ প্রশান্তি[১১৯] যা আচ্ছন্ন করেছিলো তোমাদের একটি দলকে। অপর একটি দল

قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ

যারা নিজেরাই নিজেদেরকে চিন্তান্বিত করেছিলো। তারা জাহিলী ধারণার মতো আল্লাহ্ সম্পর্কে অসত্য ধারণা পোষণ করে;

يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلّٰهِ ۗ

তারা বলে, এ কাজে আমাদের কি কোনো কিছু করণীয় আছে? আপনি বলুন, নিশ্চয় সকল বিষয় পুরোপুরি আল্লাহর আওতাধীন।

وَ–এবং; لَا–না; مَآ–যে বিপদ; أَصَابَكُمْ–(اصاب+كم)–তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য; وَ–আর ; اللّٰهُ–আল্লাহ; خَبِيرٌ–সবিশেষ জ্ঞাত; بِمَا–সে সম্পর্কে যা; تَعْمَلُونَ–তোমরা করছো। ১৫৪ ثُمَّ–অতপর ; أَنزَلَ–তিনি নাযিল করলেন; عَلَيْكُمْ–(على+كم)–তোমাদের উপর; مِّنۢ بَعْدِ–পরে; الْغَمِّ–(ال+غم)–দুঃখের; أَمَنَةً–প্রশান্তি; نُّعَاسًا–তন্দ্রারূপে; يَغْشَىٰ–যা আচ্ছন্ন করেছিলো; طَآئِفَةً–একটি দলকে; مِّنكُمْ–(من+كم)–তোমাদের; وَ–অপর ; طَآئِفَةٌ–একটি দল ; قَدْ أَهَمَّتْهُمْ–(قد+اهمت+هم)–যারা নিজেদেরকে চিন্তান্বিত করেছিলো; أَنفُسُهُمْ–তারা নিজেরাই; يَظُنُّونَ–তারা ধারণা পোষণ করে; بِاللّٰهِ–(ب+الله)–আল্লাহ সম্পর্কে; غَيْرَ الْحَقِّ–(غير+ال+حق)–অসত্য ; ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ–(ظن+ال+جاهلية)–জাহিলী ধারণার মতো ; يَقُولُونَ–তারা বলে ; هَل لَّنَا–(هل+ل+نا)–আমাদের কি করণীয় আছে? مِنَ الْأَمْرِ–(من+ال+امر)–এ কাজে; مِن شَيْءٍ–কোনো কিছু ; قُلْ–আপনি বলুন ; إِنَّ–নিশ্চয় ; الْأَمْرَ–সকল বিষয় ; كُلَّهُۥ–পুরোপুরি ; لِلّٰهِ–(ل+الله)–আল্লাহ্‌র আওতাধীন ;

রাসূলুল্লাহ (স) নিজ স্থান থেকে এক ইঞ্চিও সরলেন না। তাঁর চারপাশে শত্রুদের ভিড় ছিলো, মাত্র দশ-বারোজন লোকের একটি ছোট দল তাঁর সাথে ছিলো। কিন্তু আল্লাহ্‌র

يُخْفُوْنَ فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا

তারা যা আপনার নিকট প্রকাশ করে না তা নিজেদের অন্তরে গোপন রাখে। তারা বলে, যদি থাকতো আমাদের

مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ

এ কাজে কিছু করণীয়, আমরা এখানে নিহত হতাম না। আপনি বলুন, তোমরা যদি তোমাদের ঘরেও থাকতে, অবশ্যই তারা বের হয়ে যেতো, যাদের

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ

নিহত হওয়া ছিলো নির্ধারিত, তাদের মৃত্যুস্থানের দিকে। আর (এসব এজন্য) যেন তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা পরীক্ষা করতে পারেন

وَلِيُمَحِّصَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশুদ্ধ করতে পারেন। আর আল্লাহ তো অন্তরের বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত।

يُخْفُوْنَ–তারা গোপন রাখে; فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ–(فى+انفس+هم)-তাদের অন্তরে; مَّا–যা; لَا يُبْدُوْنَ–প্রকাশ করে না ; لَكَ–আপনার নিকট ; يَقُوْلُوْنَ–তারা বলে ; لَوْ–যদি; كَانَ–থাকতো ; لَنَا–আমাদের ; مِنَ الْاَمْرِ–এ কাজে ; شَىْءٌ–কিছু করণীয়; مَّا قُتِلْنَا–আমরা নিহত হতাম না ; هٰهُنَا–এখানে; قُلْ–আপনি বলুন ; لَوْ–যদি; كُنْتُمْ–তোমরা থাকতে ; فِىْ بُيُوْتِكُمْ–(فى+بيوت+كم)-তোমাদের ঘরেও ; لَبَرَزَ–(ل+برز)-অবশ্যই বের হয়ে যেতো তারা ; الَّذِيْنَ–যাদের ; كُتِبَ–নির্ধারিত ছিলো; عَلَيْهِمُ–(على+هم)-তাদের; الْقَتْلُ–(ال+قتل)-নিহত হওয়া; اِلٰى–দিকে; مَضَاجِعِهِمْ–(مضاجع+هم)-তাদের মৃত্যুস্থানের ; وَ–আর ; لِيَبْتَلِىَ–(ل+يبتلى)-যাতে পরীক্ষা করতে পারেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; مَا–যা আছে ; فِىْ صُدُوْرِكُمْ–(فى+صدور+كم) তোমাদের অন্তরে; وَ–এবং ; لِيُمَحِّصَ–যাতে পরিশুদ্ধ করতে পারেন; مَا–যা ; فِىْ قُلُوْبِكُمْ–(فى+قلوب+كم)-তোমাদের অন্তরে আছে ; وَ–আর ; اللّٰهُ–আল্লাহ তো; عَلِيْمٌ–বিশেষভাবে জ্ঞাত ; بِذَاتِ–বিষয় সম্পর্কে ; الصُّدُوْرِ–(ال+صدور)-অন্তরের।

রাসূল এ কঠিন মুহূর্তেও পাহাড়ের মতো অটল ও স্থির ছিলেন এবং পলায়নরতদেরকে ডাকতে লাগলেন اِلَىَّ عِبَادَ اللّٰهِ - اِلَىَّ عِبَادَ اللّٰهِ অর্থাৎ "আমার দিকে এসো আল্লাহ্র বান্দারা, আমার দিকে এসো আল্লাহ্র বান্দারা।"

(১৫৫) إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ

১৫৫. যেদিন দল দুটো পরস্পর মুখোমুখী হয়েছিলো সেদিন তোমাদের মধ্যকার যারা পশ্চাদপদ হয়েছিলো, অবশ্যই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছে

الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

শয়তান তাদের কিছু কৃতকর্মের কারণে। অবশ্য আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম সহনশীল।

(১৫৫) إِنَّ –নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ –যারা ; تَوَلَّوْا –পশ্চাদপদ হয়েছিলো ; مِنكُمْ –তোমাদের মধ্যকার; يَوْمَ –সেদিন; الْتَقَى–মুখোমুখি হয়েছিলো; الْجَمْعَانِ–(ال+جمعن) –দল দুটো; إِنَّمَا–অবশ্যই; اسْتَزَلَّهُمُ–(استزل+هم)–পদস্খলন ঘটিয়েছে তাদের ; الشَّيْطَانُ–(ال+شيطن)–শয়তান; بِبَعْضِ –কিছু কারণে; مَا كَسَبُوا–তাদের কৃতকর্মের; وَلَقَدْ –অবশ্য; عَفَا–ক্ষমা করে দিয়েছেন ; اللَّهُ –আল্লাহ; عَنْهُمْ–(عن+هم)–তাদেরকে; إِنَّ –নিশ্চয় ; اللَّهَ –আল্লাহ ; غَفُورٌ –পরম ক্ষমাশীল; حَلِيمٌ –পরম সহনশীল।

১১৮. 'বিপদের উপর বিপদ' অর্থ–বিপদ বিপর্যয়ের আর বিপদ রাসূলুল্লাহ (স) শহীদ হয়ে যাওয়ার গুজবের এবং নিজেদের নিহত ও আহতদের জন্য দুঃখ-বেদনা তো রয়েছেই। এছাড়া নিজেদের বাড়ী-ঘরের তো কোনো খবরই নেই। তদুপরি শত্রুদের সংখ্যা হলো তিন হাজার যা মদীনার মোট জনসংখ্যার চেয়েও অধিক। এরা যদি বিপর্যস্ত মুসলিম বাহিনীকে কাবু করে মদীনার বসতীতে ঢুকে পড়ে তাহলে সবকিছু ধ্বংস করে দিবে এ আশংকাও ছিল।

১১৯. মুসলিম বাহিনীর কতক লোকের জন্য এটা ছিলো এক অদ্ভূত ধরনের অভিজ্ঞতা। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হযরত আবু তালহা (রা) বলেন, এমতাবস্থায় আমাদের এমন তন্দ্রা এসেছিলো যে, আমাদের হাত থেকে তরবারি খসে পড়েছিলো।

১৬ রুকূ' (আয়াত ১৪৯-১৫৫)-এর শিক্ষা

১. কাফেরদের কোনো নির্দেশ মেনে চলা যাবে না। কারণ তাদের চেষ্টা হলো মু'মিনদেরকে আবার কুফরীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

২. আল্লাহ তাআলার সকল কথাই সত্য। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

৩. শিরক জঘন্যতম গুনাহ। এর পরিণাম জাহান্নাম। সুতরাং শিরক সম্পর্কে জানা প্রয়োজন এবং তা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

৪. কাফের-মুশরিকদের সাথে মুকাবিলায় পার্থিব লক্ষ্য হাসিলের কোনো নিয়ত যেন না আসতে পারে সেদিকে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে।

৫. নিয়তের বিশুদ্ধতা দ্বারা কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন।

৬. মৃত্যুর ভয়ে দীনের পথ থেকে সরে যাওয়া যথার্থ কাজ নয়। কারণ মৃত্যুর সময় ও স্থান নির্ধারিত। বাড়িতে বসে থাকলেও মৃত্যু থেকে রেহাই পাবার কোনো উপায় নেই।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৭
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-১৬

১৫৬ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَقَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ

১৫৬. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা কুফরী করেছে এবং নিজেদের ভাইদের সম্পর্কে তারা বলে বেড়ায়,

إِذَا ضَرَبُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا۟ غُزًّى لَّوْ كَانُوا۟ عِندَنَا مَا مَاتُوا۟

যখন তারা পৃথিবীতে ভ্রমণে বের হয় অথবা তারা যোদ্ধা হয়, যদি তারা আমাদের নিকট থাকতো, তারা মরতো না

وَمَا قُتِلُوا۟ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۗ

এবং নিহতও হতো না ; যাতে আল্লাহ এটাকে তাদের অন্তরে অনুতাপের বিষয় করে দেন ;[120] অথচ আল্লাহ্ই জীবন দেন এবং মৃত্যু ঘটান।

১৫৬ يَٰٓأَيُّهَا -হে- ٱلَّذِينَ -যারা ; ءَامَنُوا۟ -ঈমান এনেছো ; لَا تَكُونُوا۟ -তোমরা হয়ো না ; كَٱلَّذِينَ -(ك+الذين)-তাদের মতো যারা ; كَفَرُوا۟ -কুফরী করেছে ; وَ -এবং; قَالُوا۟ -বলে বেড়ায় ; لِإِخْوَٰنِهِمْ -(ل+اخوان+هم)-নিজেদের ভাইদের সম্পর্কে ; إِذَا -যখন; ضَرَبُوا۟ -তারা ভ্রমণে বের হয় ; فِى ٱلْأَرْضِ -(فى+ال+ارض)-পৃথিবীতে; أَوْ -অথবা; كَانُوا۟ -তারা হয় ; غُزًّى -যোদ্ধা ; لَّوْ -যদি ; كَانُوا۟ -তারা থাকতো; عِندَنَا -(عند+نا)-আমাদের নিকট; مَا مَاتُوا۟ -তারা মরতো না; وَ -এবং; مَا قُتِلُوا۟ -নিহতও হতো না; لِيَجْعَلَ -যাতে করে দেন; ٱللَّهُ -আল্লাহ ; ذَٰلِكَ -এটাকে; حَسْرَةً -অনুতাপের বিষয় ; فِى قُلُوبِهِمْ -(فى+قلوب+هم)-তাদের অন্তরে; وَ -অথচ; ٱللَّهُ -আল্লাহ; يُحْىِۦ -জীবন দেন; وَ -এবং; يُمِيتُ -মৃত্যু ঘটান;

১২০. অর্থাৎ কথাগুলোর ভিত্তি সত্যের উপর নয়। মূল সত্য হলো, আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত নড়চড় করার ক্ষমতা কারো নেই। কিন্তু আল্লাহ্র উপর যাদের বিশ্বাস নেই এবং সবকিছুকে নিজেদের চেষ্টা-তদবীরের উপর নির্ভরশীল মনে করে, এ ধরনের ধারণা-অনুমান তাদের অনুতাপ-অনুশোচনা বাড়িয়েই দেই এবং এই বলে আঙ্গুল কামড়াতে থাকে যে, যদি কাজটি এভাবে করতাম তাহলে ফলাফল এ রকম হতো।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ

আর তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ যথার্থ দ্রষ্টা। ১৫৭. আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ করো

مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٧﴾ وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ

তবে অবশ্যই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমা ও রহমত যা তার চেয়ে উত্তম যা তারা জমা করে। ১৫৮. আর তোমরা মৃত্যুবরণ করলে অথবা নিহত হলে, অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকট

تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ

তোমাদেরকে একত্র করা হবে। ১৫৯. আল্লাহ্‌র রহমতে আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলেন। আর যদি আপনি কর্কশভাষী ও কঠিন অন্তরবিশিষ্ট হতেন

لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ

তবে অবশ্যই তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে যেতো। অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং বিভিন্ন কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।

وَ –আর; اللّٰهُ –আল্লাহ; بِمَا –সে সম্পর্কে যা; تَعْمَلُوْنَ –তোমরা করছো; بَصِيْرٌ – যথার্থ দ্রষ্টা। ১৫৭ وَ –আর; لَئِنْ –যদি; قُتِلْتُمْ –তোমরা নিহত হও; فِيْ سَبِيْلِ –পথে; اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র; اَوْ –অথবা; مُتُّمْ –মৃত্যুবরণ করো; لَمَغْفِرَةٌ –(ل+مغفرة)– তবে অবশ্যই ক্ষমা; مِّنَ –পক্ষ থেকে; اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র; وَ –ও; رَحْمَةٌ –রহমত; خَيْرٌ – উত্তম; مِّمَّا –(من+ما)–তা থেকে যা; يَجْمَعُوْنَ –তারা জমা করে। ১৫৮ وَ –আর; لَئِنْ مُّتُّمْ –(ل+ان+متم)–তোমরা মৃত্যুবরণ করলে; اَوْ –অথবা; قُتِلْتُمْ –নিহত হলে; لَاِلَى –অবশ্যই নিকট; اللّٰهِ –আল্লাহর; تُحْشَرُوْنَ –তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। ১৫৯ فَبِمَا رَحْمَةٍ –(ف+ب+ما+رحمة)–রহমতে; مِّنَ اللّٰهِ –আল্লাহ্‌র; لِنْتَ – আপনি কোমল হয়েছিলেন; لَهُمْ –(ل+هم)–তাদের প্রতি; وَ –আর; لَوْ –যদি; كُنْتَ –আপনি হতেন; فَظًّا –কর্কশভাষী; غَلِيْظَ الْقَلْبِ –(غليظ+ال+قلب)–কঠিন অন্তরবিশিষ্ট; لَانْفَضُّوْا –অবশ্যই তারা সরে যেতো; مِنْ –থেকে; حَوْلِكَ –(حول+ك)–আপনার চারপাশ; فَاعْفُ –(ف+اعف)–অতএব আপনি ক্ষমা করে দিন; عَنْهُمْ –(عن+هم)–তাদেরকে; وَ –ও; اسْتَغْفِرْ –ক্ষমা প্রার্থনা করুন; لَهُمْ –(ل+هم)–তাদের জন্য; وَ –এবং; شَاوِرْهُمْ –(شاور+هم)–পরামর্শ করুন তাদের সাথে; فِي الْاَمْرِ –(فى+ال+امر)–বিভিন্ন কাজে;

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ○

অতপর যখন দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করবেন তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) ভরসাকারীদের ভালোবাসেন

(১৬০) إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي

১৬০. আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে তোমাদের উপর বিজয়ী কেউ হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের ত্যাগ করেন তবে কে আছে, যে

يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (১৬১) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ

তাঁর পরে তোমাদের সাহায্য করবে ? আর মু'মিনদের তো আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত। ১৬১. আর কোনো নবীর পক্ষে সম্ভবই নয়

أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ

খিয়ানত করা ;[১২১] আর যে খিয়ানত করবে, সে যা খিয়ানত করেছে, কিয়ামতের দিন তা নিয়ে আসবে। অতপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি দেয়া হবে

فَاذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; عَزَمْتَ-দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করবেন; فَتَوَكَّلْ-(ف+توكل)-তখন ভরসা করুন; عَلَى-উপর; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র; اِنَّ -নিশ্চয়; اللّٰهَ -আল্লাহ; يُحِبُّ-ভালোবাসেন; الْمُتَوَكِّلِيْنَ-(ال+متوكلين)-(তাঁর উপর) ভরসাকারীদেরকে। (১৬০) اِنْ-যদি; يَنْصُرْكُمُ-(ينصر+كم)-সাহায্য করেন তোমাদেরকে; اللّٰهُ-আল্লাহ; فَلَا غَالِبَ-(ف+لا+غالب)-তাহলে কেউ বিজয়ী হতে পারবে না; لَكُمْ -তোমাদের উপর; وَ-আর; اِنْ-যদি; يَخْذُلْكُمْ-(يخذل+كم)-তিনি তোমাদেরকে ত্যাগ করেন; فَمَنْ ذَا-(ف+من+ذا)-তবে কে আছে; الَّذِيْ-যে; يَنْصُرُكُمْ-(ينصر+كم) - তোমাদেরকে সাহায্য করবে ; مِنْ بَعْدِهٖ-(من+بعد+ه) তাঁর পরে ? وَ-আর; عَلَى-উপর; اللّٰهِ - আল্লাহ্‌র; فَلْيَتَوَكَّلِ-(ف+ل+يتوكل)-ভরসা করা উচিত; الْمُؤْمِنُوْنَ-(ال+مؤمنون) - মু'মিনদের। (১৬১) وَ -আর ; مَا كَانَ-সম্ভবই নয়; لِنَبِيٍّ-(ل+نبي)-কোনো নবীর পক্ষে; اَنْ يَّغُلَّ-খিয়ানত করা; وَ-আর; مَنْ-যে ব্যক্তি; يَّغْلُلْ -খিয়ানত করবে; يَاْتِ-নিয়ে আসবে ; بِمَا غَلَّ-যা সে খিয়ানত করেছে তা; يَوْمَ -দিন ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيمة) কিয়ামতের; ثُمَّ-অতপর; تُوَفّٰى-পুরোপুরি দেয়া হবে; كُلُّ-প্রত্যেক; نَفْسٍ -ব্যক্তিকে;

১২১. উহুদ যুদ্ধে নবী (স) যাদের সৈন্যদলের পৃষ্ঠভাগ রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তারা যখন দেখলো যে, শত্রুদল পলায়ন করছে এবং তাদের সম্পদ ও সরঞ্জামাদি

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٢﴾ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ

যা সে অর্জন করেছে এবং তাদের প্রতি যুলম করা হবে না। ১৬২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আনুগত্য করে সেকি তার মতো, যে অসন্তুষ্টি অর্জন করেছে

مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٣﴾ هُمْ دَرَجَٰتٌ عِنْدَ اللَّهِ ۗ

আল্লাহর এবং যার আবাসস্থল জাহান্নাম ? আর তা কতোইনা নিকৃষ্ট গন্তব্য। ১৬৩. তারা (মানুষ) আল্লাহ্‌র নিকট বিভিন্ন পর্যায়ের।

وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٤﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ

আর তারা যা করছে আল্লাহ তার যথার্থ দ্রষ্টা। ১৬৪. নিসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন—যখন তিনি পাঠিয়েছেন

مَا–যা ; كَسَبَتْ–সে অর্জন করেছে ; وَ–আর ; هُمْ–তাদের প্রতি لَا يُظْلَمُونَ–যুলুম করা হবে না।(১৬২) اَفَمَنِ اتَّبَعَ–(ا+ف+من+اتبع)–যে আনুগত্য করে رِضْوَانَ–সন্তুষ্টির ; اللّٰه–আল্লাহ্‌র ; كَمَنْ–(ك+من)–তার মতো যে ; بَاءَ–অর্জন করেছে; بِسَخَطٍ–অসন্তুষ্টি; مِنَ اللّٰه–আল্লাহ্‌র; وَ–এবং ; مَأْوٰهُ–(مأوٰ+ه)–যার আবাসস্থল; جَهَنَّمُ–জাহান্নাম; وَ–আর; بِئْسَ–কতোই না নিকৃষ্ট; اَلْمَصِيْرُ–(ال+مصير)–গন্তব্য স্থান।(১৬৩) هُمْ–তারা (মানুষ) ; دَرَجٰتٌ–বিভিন্ন পর্যায়ের ; عِنْدَ–নিকট; اللّٰه–আল্লাহ্‌র; وَ–আর ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; بَصِيْرٌ–যথার্থ দ্রষ্টা ; بِمَا–(ب+ما)–সে সম্পর্কে যা; يَعْمَلُوْنَ–তারা করছে।(১৬৪) لَقَدْ–নিসন্দেহে; مَنَّ–অনুগ্রহ করেছেন; اللّٰهُ–আল্লাহ; عَلٰى–উপর ; اَلْمُؤْمِنِيْنَ–(ال+مؤمنين)–মু'মিনদের ; اِذْ–যখন ; بَعَثَ–তিনি পাঠিয়েছেন ;

স্তুপিকৃত করা হচ্ছে, তখন তাদের মনে আশংকা জাগলো যে, সমস্ত সম্পদ বুঝি তারাই পেয়ে যাবে যারা সংগ্রহের কাজে অংশগ্রহণ করছে, আর আমরা বণ্টনের সময় বঞ্চিত হবো। এ কারণে তারা নিজেদের স্থান ত্যাগ করেছিলো। যুদ্ধশেষে নবী (স) যখন মদীনায় পৌঁছলেন তখন তিনি তাদেরকে ডেকে এ নাফরমানীর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তারা কিছু কিছু দুর্বল ওযর পেশ করলো। তখন নবী (স) ইরশাদ করলেন ঃ

بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنَا نَغُلُّ وَلَا نُقَسِّمُ

"আসলে তোমরা মনে করেছো, আমরা খিয়ানত করবো এবং এগুলো বণ্টন করবো না।"

فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল ; তিনি তাদের নিকট তাঁর (আল্লাহ্‌র) আয়াতসমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব

وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم

ও হিকমত ; যদিও তারা এর পূর্বে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিলো।

১৬৫. কি হলো ? যখন আসলো তোমাদের

مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ

কোনো বিপদ, অথচ (বদর যুদ্ধে) তার দ্বিগুণ বিপদে তোমরা (তাদেরকে) ফেলেছিলে,[১২২] তোমরা বলতে লাগলে, এটা কোত্থেকে এলো ?[১২৩] আপনি বলুন, এটা তোমাদের নিজেদেরই পক্ষ থেকে,[১২৪]

فِيهِمْ-(فى+هم)-তাদের নিকট; رَسُولًا-একজন রাসূল; مِّنْ-থেকে; أَنفُسِهِمْ-নিজেদের মধ্য; يَتْلُوا-তিনি পাঠ করেন; عَلَيْهِمْ-তাদের নিকট; آيَاتِهِ-(ايت+ه)-তাঁর আয়াতসমূহ ; وَ-ও ; يُزَكِّيهِمْ-(يزكى+هم)-তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন; وَ-এবং; يُعَلِّمُهُمُ-(يعلم+هم)-তাদেরকে শিক্ষা দেন; الْكِتَابَ-(ال+كتب)-কিতাব; وَ-ও; الْحِكْمَةَ-(ال+حكمة)-হিকমত ; وَإِنْ-যদিও ; كَانُوا-তারা ছিলো; مِن قَبْلُ-এর পূর্বে ; لَفِي ضَلَالٍ-অবশ্যই ভ্রান্তিতে ছিলো ; مُّبِينٍ-সুস্পষ্ট। ﴿١٦٥﴾ أَوَلَمَّا-(و+لما)-কি হলো যখন ; أَصَابَتْكُم-(اصابت+كم)-আসলো তোমাদের; مُّصِيبَةٌ-কোনো বিপদ ; قَدْ أَصَبْتُم-অথচ (বদর যুদ্ধে) তোমরা (তাদেরকে) ফেলেছিলে বিপদে ; مِّثْلَيْهَا-(مثلى+ها)-তার দ্বিগুণ ; قُلْتُمْ-তোমরা বলতে লাগলে; أَنَّىٰ-কোত্থেকে এলো; هَٰذَا-এটা; قُلْ-আপনি বলুন; هُوَ-এটা; مِنْ عِندِ-(من+عند)-পক্ষ থেকে; أَنفُسِكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের নিজেদেরই ;

আলোচ্য আয়াতে এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র বাণীর অর্থ হলো, তোমাদের বাহিনীর সেনাপতি যখন স্বয়ং আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সমস্ত বিষয়ই যখন তাঁর হাতে, তখন মনে এ আশংকা কেমন করে জাগলো যে, তোমাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না ? আল্লাহ্‌র নবীর ব্যাপারে তোমাদের এরূপ আশংকা হতে পারে যে, তাঁর তত্ত্বাবধানে বিশ্বস্ততা, আমানতদারি ও ইনসাফ ছাড়া অন্য কোনো নিয়মেও বণ্টন হতে পারে ?

১২২. উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের ৭০জন শহীদ হয়েছিলো। অপরদিকে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে কাফেরদের ৭০জন নিহত হয়েছিলো এবং ৭০জন বন্দী হয়েছিলো।

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ

নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[১২৫] ১৬৭. আর তোমাদের যে বিপদ ঘটেছিলো যেদিন দল দুটো পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিলো

فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ

তা হয়েছিলো আল্লাহ্‌র হুকুমে এবং যেন আল্লাহ মু'মিনদেরকে জেনে নিতে পারেন। ১৬৭. আর তিনি জেনে নিতে পারেন তাদের যারা মুনাফিকী করেছিলো। আর তাদেরকে বলা হয়েছিলো,

تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا

এসো ! তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করো নয়তো প্রতিরক্ষার কাজ করো। তারা বললো—আমরা যদি জানতাম যুদ্ধ হবে

إِنَّ—নিশ্চয় ; اللَّهَ—আল্লাহ ; عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ—(على+كل+شئ)—সকল বিষয়ে; قَدِيرٌ—সর্বশক্তিমান। (১৬৬) وَ—আর ; مَا أَصَابَكُمْ—(ما+اصاب+كم)—তোমাদের যে বিপদ ঘটেছিলো ; يَوْمَ—যেদিন ; الْتَقَى—পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিলো; الْجَمْعَانِ—(ال+جمعن)—দল দুটো; فَبِإِذْنِ—(ف+ب+اذن)—তা হয়েছিলো হুকুমে; اللَّهِ—আল্লাহ্‌র; وَ—এবং; لِيَعْلَمَ—(ل+يعلم)—যেন জেনে নিতে পারেন ; الْمُؤْمِنِينَ—(ال+مؤمنين)—মু'মিনদেরকে। (১৬৭) وَ—আর ; لِيَعْلَمَ—জেনে নিতে পারেন ; الَّذِينَ—তাদের, যারা; نَافَقُوا—মুনাফিকী করেছিলো; وَ—আর; قِيلَ—বলা হয়েছিলো; لَهُمْ—তাদেরকে; تَعَالَوْا—এসো; قَاتِلُوا—যুদ্ধ করো; فِي سَبِيلِ—পথে; اللَّهِ—আল্লাহ্‌র ; أَوِ—নয়তো; ادْفَعُوا—প্রতিরক্ষার কাজ করো; قَالُوا—তারা বললো; لَوْ—যদি; نَعْلَمُ—আমরা জানতাম; قِتَالًا—যুদ্ধ হবে ;

১২৫. প্রবীণ সাহাবা অবশ্য প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণ মনে করতো যে, আল্লাহ্‌র রাসূল যখন আমাদের সাথে আছেন এবং তাঁর সাহায্যও আমাদের পক্ষে তখন কাফেররা কোনো অবস্থাতেই আমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবে না। উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটলো তখন তারা মনে আঘাত পেলো এবং পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলো যে, এটা কি হলো ? আমরা তো আল্লাহ্‌র দীনের জন্য যুদ্ধ করছিলাম, তাঁর সাহায্যের ওয়াদাও আমাদের সাথেই ছিলো, তাঁর রাসূল স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তারপরও আমরা বিপর্যস্ত হলাম, আর তা তাদেরই হাতে যারা আল্লাহ্‌র দীনকে মিটিয়ে দিতে চায়। এ হতাশা দূর করার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়।

لَّاتَّبَعْنٰكُمْ ۭ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ

অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে থাকতাম[126], সেদিন তারা ঈমানের চেয়ে কুফরীর অধিক নিকটে ছিলো ; তারা বলে

بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۭ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ۚ

তাদের মুখ দ্বারা যা তাদের অন্তরে নেই ; আর তারা যা গোপন রাখে, আল্লাহ তা উত্তমরূপে অবগত।

(১৬৮) اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ۭ قُلْ فَادْرَءُوْا

১৬৮. যারা বসে রইলো এবং নিজেদের ভাইদের সম্পর্কে বললো, তারা যদি আমাদের কথা মেনে চলতো তাহলে তারা নিহত হতো না। আপনি বলুন, তাহলে তোমরা হটিয়ে দাও

لَاتَّبَعْنٰكُمْ-(لا+اتبعنا+كم)-অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে থাকতাম ; هُمْ - তারা ; لِلْكُفْرِ-(ل+ال+كفر)-কুফরীর ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; اَقْرَبُ-অধিক নিকটে ছিলো ; مِنْهُمْ-চেয়ে ; لِلْاِيْمَانِ-(ل+ال+ايمان)-ঈমানের ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলে; بِاَفْوَاهِهِمْ-(ب+افواه+هم)-তাদের মুখ দ্বারা; مَّا-যা; لَيْسَ-নেই; فِيْ قُلُوْبِهِمْ-(في+قلوب+هم)-তাদের অন্তরে ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَعْلَمُ-উত্তমরূপে অবগত; بِمَا-তা যা ; يَكْتُمُوْنَ-তারা গোপন রাখে। (১৬৮) اَلَّذِيْنَ-যারা; قَالُوْا-বললো; لِاِخْوَانِهِمْ-(ل+اخوان+هم)-নিজেদের ভাইদের সম্পর্কে ; وَ-এবং; قَعَدُوْا-বসে রইল; لَوْ-যদি; اَطَاعُوْنَا-তারা আমাদের কথা মেনে চলতো; مَا قُتِلُوْا-তারা নিহত হতো না; قُلْ-আপনি বলুন ; فَادْرَءُوْا-(ف+ادرءوا)-তাহলে হটিয়ে দাও ;

১২৪. অর্থাৎ এটা তোমাদের দুর্বলতা ও ভুলের ফল। তোমরা ধৈর্যের অবলম্বন ছেড়ে দিয়েছো। কিছু কিছু 'তাকওয়া' বিরোধী কাজ করেছো। নেতার আদেশের যথাযথ আনুগত্য করোনি, সম্পদের মোহে পড়ে গিয়েছো, নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করেছো, আবার প্রশ্ন করছো এ বিপদ কোত্থেকে এলো ?

১২৫. অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদেরকে বিজয়ী করতে পারেন, তাহলে তিনি পরাজিত করার শক্তিও রাখেন।

১২৬. আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তিন শত মুনাফিকসহ পথিমধ্য থেকে সরে পড়তে চাইলে কতক মুসলমান তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সাথে রাখতে চেষ্টা করলো। কিন্তু সে উত্তর দিলো, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আজ যুদ্ধ হবে না, সে জন্যই আমরা চলে যাচ্ছি। আমরা যদি জানতাম যে, যুদ্ধ হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম।

عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا

মৃত্যুকে তোমাদের নিজেদের থেকে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। ১৬৯. তোমরা গণ্য করো না যারা নিহত হয়েছে

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۙ

আল্লাহ্‌র পথে তাদেরকে মৃত হিসেবে, বরং তারা জীবিত,[১২৭] তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাদেরকে রিযিক দেয়া হচ্ছে।

﴿١٧٠﴾ فَرِحِيْنَ بِمَا آتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ

১৭০. আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে যাকিছু তাদের দিয়েছেন, তাতে তারা পরিতৃপ্ত ;[১২৮] আর তারা আনন্দ-উল্লাস করছে তাদের জন্য যারা এখনও মিলিত হয়নি

مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٧١﴾ يَسْتَبْشِرُوْنَ

তাদের সাথে তাদের পিছনে ; যেহেতু তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ১৭১. তারা আনন্দ-উল্লাস করছে

عَنْ-থেকে; أَنْفُسَكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের নিজেদের থেকে ; الْمَوْتَ-(ال+موت) মৃত্যুকে ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাকো ; صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদী। ﴿١٦٩﴾ وَ-আর ; لَا تَحْسَبَنَّ-তোমরা গণ্য করো না ; الَّذِيْنَ-যারা ; قُتِلُوْا-নিহত হয়েছে; فِيْ سَبِيْلِ-পথে; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র ; أَمْوَاتًا-মৃত ; بَلْ-বরং ; أَحْيَاءٌ-তারা জীবিত ; عِنْدَ-নিকট থেকে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; يُرْزَقُوْنَ-তাদেরকে রিযিক দেয়া হচ্ছে। ﴿١٧٠﴾ فَرِحِيْنَ-তারা পরিতৃপ্ত; بِمَا-তাতে যাকিছু; آتٰهُمْ-(اتى+هم)-তাদের দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مِنْ فَضْلِهٖ-(من+فضل+ه)-তাঁর অনুগ্রহের ; وَ-আর; يَسْتَبْشِرُوْنَ-তারা আনন্দ-উল্লাস করছে ; بِالَّذِيْنَ-তাদের জন্য যারা; لَمْ يَلْحَقُوْا-এখনও মিলিত হয়নি; بِهِمْ-তাদের সাথে; مِّنْ خَلْفِهِمْ-(من+خلف+هم)-তাদের পেছনে; أَلَّا-(ان+لا)-যেহেতু নেই; خَوْفٌ-ভয় ; عَلَيْهِمْ-তাদের; وَ-এবং ; لَا هُمْ-না তারা ; يَحْزَنُوْنَ-দুঃখিত হবে। ﴿١٧١﴾ يَسْتَبْشِرُوْنَ-তারা আনন্দ-উল্লাস করছে ;

১২৭. ব্যাখ্যার জন্য সূরা বাকারার ১৫৪নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৮. মুসনাদে আহমাদে নবী (স)-এর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার মূল কথা হলো, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে নেক আমল নিয়ে যায়, আল্লাহ্‌র নিকট সে এমন

بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে ; আর অবশ্যই আল্লাহ মু'মিনদের কাজের ফল বিনষ্ট করেন না।

بِنِعْمَةٍ–নিয়ামত পেয়ে; مِّنَ اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র; وَ–ও ; فَضْلٍ–অনুগ্রহ ; وَ–আর; اَنَّ–অবশ্যই ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; لَا يُضِيْعُ–বিনষ্ট করেন না; اَجْرَ–কাজের ফল; الْمُؤْمِنِيْنَ–(ال+مؤمنين) মু'মিনদের।

পরিপূর্ণ আরামের জীবন যাপন করবে যে, সে পুনরায় কখনও দুনিয়ার জীবনে ফিরে আসতে রাজী হবে না। কিন্তু শহীদরা তার ব্যতিক্রম। তারা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, পুনরায় তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানো হোক, আবার তারা আল্লাহ্‌র রাহে শাহাদাতের সেই স্বাদ লাভ করুক যা তারা যুদ্ধে শহীদ হওয়ার সময় পেয়েছিলো।

১৭ রুকূ' (আয়াত ১৫৬-১৭১)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা বিপক্ষ দলের হাতে নিহত হয় তাদের সম্পর্কে এমন কথা বলা যে, তারা যদি এসব সংগ্রামে না যেতো তাহলে নিহত হতো না, এটা মুনাফিকী কথা। এমন উক্তি করা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

২. আল্লাহ তাআলা শহীদদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আর দুনিয়ায় দীর্ঘ জীবন লাভ এবং সম্পদের পাহাড় গড়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকার চেয়ে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত লাভ করতে পারা অনেক বেশী উত্তম। সুতরাং যে কাজে আল্লাহ্‌র ক্ষমা পাওয়ার সম্ভাবনা সেই কাজেই প্রতিযোগিতা করা উচিত।

৩. যারা আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে ডাকবে তাদের অন্তর হবে কোমল এবং তাদের আচরণ হবে ক্ষমাসুলভ, তাদের সিদ্ধান্ত হবে পরস্পর পরামর্শ ভিত্তিক।

৪. আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারীদের পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাইতে হবে এবং ভরসাও করতে হবে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র উপর।

৫. দীনী আন্দোলনে সফলতা-বিফলতা সবই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে। আমাদের শুধু নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যেতে হবে।

৬. গনীমতের মাল আত্মসাত করা মহাপাপ।

৭. ওয়াক্ফ বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ খেয়ানত করা মহাপাপ। কিয়ামতের দিন খেয়ানতকারী তার আত্মসাতকৃত সম্পদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বিচারের সম্মুখীন হবে।

৮. নবী (স)-এর আগমন সমগ্র মানবতার জন্য আল্লাহ্‌র এক বিরাট অনুগ্রহ।

৯. শহীদদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ (ক) শহীদগণ অনন্ত জীবন লাভ করবে, (খ) আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক পেতে থাকবে, (গ) সদা-সর্বদা আনন্দমুখর থাকবে এবং (ঘ) পৃথিবীতে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে লিপ্ত রয়েছে তাদের জন্যও শহীদগণ আনন্দ অনুভব করবে।

১০. শহীদদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু তাকে পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেয়া হয় যে, তোমার অমুক ব্যক্তি তোমার সাথে মিলিত হবে। এতে তারা আনন্দিত হয়। সুতরাং শাহাদাতের মৃত্যু এক বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৮
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿١٧٢﴾ اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛؕ

১৭২. আহত হওয়ার পরও যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে[১২৯]

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٣﴾ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ

তাদের মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান, ১৭৩. লোকেরা যাদের বলেছিলো,[১৩০]

(১৭২) اَلَّذِيْنَ –যারা ; اِسْتَجَابُوْا–ডাকে সাড়া দিয়েছে ; لِلّٰهِ –আল্লাহ ; وَ–ও ; الرَّسُوْلِ (ال+رسول)–রাসূলের ; مِنْ بَعْدِ –পরও ; مَا اَصَابَهُمُ–হওয়ার ; الْقَرْحُ (ال+قرح)–আহত ; لِلَّذِيْنَ–তাদের জন্য, যারা ; اَحْسَنُوْا–নেক কাজ করেছে ; مِنْهُمْ (من+هم)–তাদের মধ্যে ; وَ –এবং ; اتَّقَوْا –তাকওয়া অবলম্বন করেছে ; اَجْرٌ–রয়েছে প্রতিদান; عَظِيْمٌ–মহান। (১৭৩) اَلَّذِيْنَ–যাদের ; قَالَ–বলেছিলো ; لَهُمْ–তাদেরকে; النَّاسُ (ال+ناس)–লোকেরা ;

১২৯. উহুদ যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে যখন মুশরিকরা কয়েক মনযিল দূরে চলে গেলো তখন তাদের মনে হলো এবং পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, আমরা একি করলাম, মুহাম্মাদের শক্তি খর্ব করার যে সুবর্ণ সুযোগ আমাদের ছিলো তা আমরা খুইয়ে এসেছি। সুতরাং তারা এক স্থানে যাত্রাবিরতি করে পরামর্শ করতে বসলো যে, তাৎক্ষণিক মদীনার উপর আক্রমণ চালানো হোক। তবে আক্রমণ করার তাদের সাহস হলো না এবং তারা মক্কায় ফিরে গেলো। এদিকে নবী (স)-এরও আশংকা হলো যে, এরা আবার ফিরে না আসে। এজন্য উহুদ যুদ্ধের পরবর্তী দিন তিনি মুসলমানদেরকে একত্র করে বলেন যে, কাফেরদের পিছু ধাওয়া করা প্রয়োজন। যদিও পরিস্থিতি ছিলো নাজুক। কিন্তু যারা সত্যিকারভাবে মযবুত ঈমানের অধিকারী ছিলো, তারা জীবন কুরবান করতে প্রস্তুত হয়ে গেলো এবং নবী (স)-এর সাথে তারা মদীনা থেকে আট মাইল দূরে 'হামরাউল আসাদ' পর্যন্ত গেলো। অত্র আয়াতে সেসব জীবন উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

১৩০. এ আয়াত কয়টি উহুদ যুদ্ধের এক বছর পর নাযিল হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এগুলোর সম্পর্ক উহুদের ঘটনার সাথে, তাই এগুলোকে এ ভাষণের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ وَقَالُوا

নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে (কাফেরদের) বহু লোক একত্র হয়েছে, অতএব তোমরা তাদের ভয় করো, এটা তাদেরকে ঈমানের দিক থেকে মযবুত করে দিলো এবং তারা বললো,

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ

আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতো উত্তম কর্ম সমাধাকারী। ১৭৪. অতপর তারা আল্লাহ্র নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এলো, তাদেরকে কোনো অকল্যাণ স্পর্শ করতে পারেনি,

وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ

এবং তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিলো ; আর আল্লাহ তো মহান অনুগ্রহের অধিকারী। ১৭৫. এরাই তো শয়তান,

يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

যারা তাদের বন্ধুদের ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাকো তাহলে তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো।[১৩১]

اِنَّ –নিশ্চয় ; اَلنَّاسَ –(কাফেরদের) বহু লোক ; قَدْ جَمَعُوْا –একত্র হয়েছে ; لَكُمْ –তোমাদের বিরুদ্ধে; فَاخْشَوْهُمْ –(ف+اخشو+هم)–অতএব তোমরা তাদের ভয় করো; فَزَادَهُمْ –(ف+زاد+هم)–এটা তাদেরকে মযবুত করে দিলো ; اِيْمَانًا –ঈমানের দিক থেকে; وَ –এবং; قَالُوْا –তারা বললো; حَسْبُنَا –(حسب+نا)–আমাদের জন্য যথেষ্ট; اَللّٰهُ –আল্লাহ্ই ; وَ –এবং ; نِعْمَ –তিনি কতো উত্তম ; اَلْوَكِيْلُ –(ال+وكيل)–কর্ম সমাধাকারী। (১৭৪) فَانْقَلَبُوْا –(ف+انقلبوا)–অতপর তারা ফিরে এলো ; بِنِعْمَةٍ –(ب+نعمة) নিয়ামতসহ; مِنَ اللّٰهِ –আল্লাহ্র ; وَ –ও ; فَضْلٍ –অনুগ্রহ; لَمْ يَمْسَسْهُمْ –(لم+يمسس+هم)–তাদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি; سُوْءٌ –কোনো অকল্যাণ; وَ –এবং; اتَّبَعُوْا –তারা অনুসরণ করেছিলো; رِضْوَانَ –সন্তুষ্টির; اللّٰهِ –আল্লাহ্র; وَ –আর; اللّٰهُ –আল্লাহ; ذُوْ فَضْلٍ –অনুগ্রহের অধিকারী; عَظِيْمٍ –মহান। (১৭৫) اِنَّمَا ذٰلِكُمُ –(ان+ما+ذلكم)–এরাই তো ; الشَّيْطٰنُ –(ال+شيطن)–শয়তান ; يُخَوِّفُ –তারা ভয় দেখায়; اَوْلِيَاءَهٗ –(اولياء+ه)–তাদের বন্ধুদের ; فَلَا تَخَافُوْهُمْ –(ف+لاتخافوا+هم)–সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না; وَخَافُوْنِ –(و+خافوا+نى)–আমাকেই ভয় করো; اِنْ –যদি ; كُنْتُمْ –তোমরা হয়ে থাকো ; مُؤْمِنِيْنَ –মু'মিন।

(১৭৬) وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ

১৭৬. যারা কুফরীতে দ্রুত পতিত হচ্ছে, তারা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে, তারা কখনও আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

আল্লাহ চান যে, আখেরাতে তাদের জন্য কোনো অংশই রাখবেন না। তবে তাদের জন্য মহাশাস্তি থাকবে।

(১৭৬) وَ–আর; لَا يَحْزُنْكَ–তারা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে; الَّذِينَ–যারা; يُسَارِعُونَ–দ্রুত পতিত হচ্ছে ; فِي الْكُفْرِ–কুফরীতে ; إِنَّهُمْ–নিশ্চয় তারা; لَنْ يَضُرُّوا–কখনও ক্ষতি করতে পারবে না ; اللَّهَ–আল্লাহ্‌র ; شَيْئًا–কোনো ; يُرِيدُ–চান; اللَّهُ–আল্লাহ ; أَلَّا يَجْعَلَ–যে, রাখবেন না ; لَهُمْ–তাদের জন্য ; حَظًّا–কোনো অংশ; فِي الْآخِرَةِ–(فى+ال+اخرة) আখেরাতে ; وَ–তবে ; لَهُمْ–তাদের জন্য; عَذَابٌ عَظِيمٌ–মহাশাস্তি থাকবে।

১৩১. উহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আবু সুফিয়ান মুসলমানদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসলো যে, আগামী বছর বদরে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে মুকাবিলা হবে। কিন্তু যখন প্রতিশ্রুত সময় এসে পড়লো তখন তার সাহস তাকে এগোতে দিলো না। কেননা সে বছর মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো। তবে সে মুখ রক্ষার খাতিরে একটি কৌশলের আশ্রয় নিলো, একজন লোক মদীনায় পাঠালো যেন সে মদীনায় গিয়ে একথা রটিয়ে দেয় যে, এ বছর কুরাইশরা বড় ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে এবং এতো অধিক সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করেছে যার মুকাবিলা করার ক্ষমতা আরবের কারও নেই। তার উদ্দেশ্য ছিলো, এতে মুসলমানরা আতংকিত হয়ে মদীনায় বসে থাকবে, ফলে মুকাবিলায় না আসার দায়দায়িত্ব তাদের ঘাড়েই চাপবে।

আবু সুফিয়ানের কৌশলের ফলাফল এই হলো যে, নবী (স) যখন বদরে যাওয়ার জন্য ডাক দিলেন তাতে সাহসিকতাপূর্ণ আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেলো না। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (স) মুসলমানদের ভরা মজলিসে ঘোষণা দিলেন, যদি কেউ না যায়, আমি একাই যাবো। এ ঘোষণার পর ১৫ শত জীবন উৎসর্গকারী সাহাবা তাঁর সাথী হতে প্রস্তুত হলো এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে বদর ময়দানে উপস্থিত হলেন। ওদিকে আবু সুফিয়ান দুই হাজার সৈন্য নিয়ে বদর অভিমুখে রওয়ানা দিলো। কিন্তু দুদিনের সফরের দূরত্বে পৌঁছে সে নিজের সাথীদের বললো, এ বছর যুদ্ধ করা সমীচীন মনে হচ্ছে না, আগামী বছর আমরা আসবো। একথা বলে সে সাথীদেরকে নিয়ে মক্কায় ফিরে গেলো। রাসূলুল্লাহ (স) আট দিন তাদের প্রতীক্ষায় বদরে অবস্থান

(১৭৭) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ

১৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী খরিদ করেছে তারা আল্লাহ্‌র ক্ষতি করতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে

عَذَابٌ أَلِيمٌ (১৭৮) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ۚ

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১৭৮. আর যারা কুফরী করেছে, তারা যেন কখনও মনে না করে যে, তাদেরকে যে অবকাশ দিচ্ছি তা তাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর।

إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ○

আমি তো তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি, যেন তাদের গুনাহ আরও বাড়ে, আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

(১৭৯) مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ

১৭৯. আল্লাহ মু'মিনদেরকে এ অবস্থায় রাখবেন না, যে অবস্থায় তোমরা আছো,[১৩২] যতোক্ষণ না অপবিত্রকে আলাদা করবেন

(১৭৭) اِنَّ –নিশ্চয় ; الَّذِيْنَ–যারা ; اشْتَرَوُا–খরিদ করেছে ; الْكُفْرَ–(ال+كفر)–কুফরী; بِالْاِيْمَانِ–(ب+ال+ايمان)–ঈমানের বিনিময়ে; لَنْ يَّضُرُّوا–তারা ক্ষতি করতে পারবে না ; اللّٰهَ –আল্লাহ্‌র ; شَيْئًا –কোনো কিছু ; وَ –আর ; لَهُمْ –তাদের জন্য রয়েছে; عَذَابٌ –শাস্তি ; اَلِيْمٌ –যন্ত্রণাদায়ক। (১৭৮) وَ –আর ; لَا يَحْسَبَنَّ–তারা কখনও যেন মনে না করে ; الَّذِيْنَ –যারা ; كَفَرُوْا –কুফরী করেছে ; اَنَّمَا نُمْلِيْ–যে অবকাশ দিচ্ছি ; لَهُمْ –তাদেরকে ; خَيْرٌ –তা কল্যাণকর ; لِاَنْفُسِهِمْ–(ل+انفس+هم)–তাদের নিজেদের জন্য ; اِنَّمَا نُمْلِيْ –আমি তো অবকাশ দিচ্ছি ; لَهُمْ –তাদেরকে ; لِيَزْدَادُوْا –যেন আরও বাড়ে তাদের ; اِثْمًا –গুনাহ ; وَ –আর ; لَهُمْ–তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ–শাস্তি ; مُّهِيْنٌ–লাঞ্ছনাকর। (১৭৯) مَا كَانَ –এমন নন যে; اللّٰهُ–আল্লাহ; لِيَذَرَ –ছেড়ে দিবেন; الْمُؤْمِنِيْنَ–(ال+مؤمنين)–মুমিনদেরকে; عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ –(على+ما+انتم+عليه)-যে অবস্থায় তোমরা আছো; حَتّٰى–যতোক্ষণ না; يَمِيْزَ –আলাদা করবেন; الْخَبِيْثَ–(ال+خبيث)-অপবিত্রকে ;

করলেন এবং এ সফরে মুসলমানরা একটি ব্যবসায়িক কাফেলার সাথে ব্যবসা করে প্রচুর লাভবান হলো। অতপর যখন জানা গেলো যে, কাফেররা ফিরে গেছে, তখন তিনি সাথীদেরকে নিয়ে মদীনায় ফিরে গেলেন।

مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي

পবিত্র থেকে। আর না আল্লাহ এমন যে, তোমাদেরকে অবগত করাবেন গায়েব সম্পর্কে,[১৩৩] তবে আল্লাহ বেছে নেন তাঁর

مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا

রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে চান। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূলদের প্রতি। আর তোমরা যদি ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো

فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ

তবে তোমাদের জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান। ১৮০. আর যারা কৃপণতা করে তারা যেন কখনও মনে না করে যে, আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন

مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ

নিজ অনুগ্রহের, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। তারা যাতে কৃপণতা করেছিলো তা দ্বারা তাদের গলায় বেড়ী দেয়া হবে

مِنَ الطَّيِّبِ-(من+ال+طيب)-পবিত্র থেকে ; وَ-আর ; مَا كَانَ-না এমন যে ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لِيُطْلِعَكُمْ-(ل+يطلع+كم)-যে, তোমাদেরকে অবগত করাবেন; عَلَى الْغَيْبِ-(على+ال+غيب)-গায়েব সম্পর্কে; وَلَٰكِنَّ-তবে ; اللَّهَ-আল্লাহ ; يَجْتَبِي-বেছে নেন ; مِنْ-থেকে ; رُسُلِهِ-তাঁর রাসূলদের ; مَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-চান; فَآمِنُوا-(ف+امنوا)-সুতরাং তোমরা ঈমান আনো ; بِاللَّهِ-(ب+الله)-আল্লাহ্‌র প্রতি; وَ-ও; رُسُلِهِ-(رسل+ه)-তাঁর রাসূলদের প্রতি; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; تُؤْمِنُوا-তোমরা ঈমান আনো ; وَ-এবং; تَتَّقُوا-তাকওয়া অবলম্বন করো ; فَلَكُمْ-(ف+لكم)-তবে তোমাদের জন্য রয়েছে; أَجْرٌ-প্রতিদান ; عَظِيمٌ-মহান। ⑱০ وَ-আর; لَا يَحْسَبَنَّ-তারা যেন কখনও মনে না করে ; الَّذِينَ-যারা ; يَبْخَلُونَ-কৃপণতা করে ; بِمَا-যা ; آتَاهُمُ-(اتى+هم)-তাদের দিয়েছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; مِنْ فَضْلِهِ-(من+فضل+ه)-নিজ অনুগ্রহের ; هُوَ خَيْرًا-তা কল্যাণকর ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; بَلْ-বরং ; هُوَ-তা; شَرٌّ-অকল্যাণকর; لَهُمْ-তাদের জন্য ; سَيُطَوَّقُونَ-তাদের গলায় বেড়ী দেয়া হবে; مَا-যাতে ; بَخِلُوا-কৃপণতা করেছিলো ; بِهِ-তা দ্বারা ;

১৩২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জামায়াতকে এমন অবস্থায় দেখতে চান না যে, তাদের মধ্যে খাঁটি মু'মিন ও মুনাফিক মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকবে।

১৩৩. অর্থাৎ মু'মিন ও মুনাফিক বাছাই করে সুস্পষ্ট করে দেয়ার জন্য আল্লাহ এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন না যে, অদৃশ্য জগত থেকে মুসলমানদেরকে অন্তরের অবস্থা

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

কিয়ামতের দিন। আর আসমান ও যমীনের মালিকানা আল্লাহ্রই[১৩৪] এবং তোমরা যা করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

يَوْمَ–দিন; الْقِيٰمَةِ–(ال+قيمة)-কিয়ামতের দিন; وَ–আর; لِلّٰهِ–আল্লাহ্র; مِيْرَاثُ–মালিকানা; السَّمٰوٰتِ–(ال+سموت)–আসমানসমূহ; وَ–ও; الْأَرْضِ–(ال+ارض) যমীনের; وَ–আর; اللّٰهُ–আল্লাহ; بِمَا–সে সম্পর্কে, যা; تَعْمَلُوْنَ–তোমরা করছো; خَبِيْرٌ–সবিশেষ অবহিত।

জানিয়ে দিবেন, অমুক মু'মিন আর অমুক মুনাফিক। বরং তাঁর নির্দেশে পরীক্ষার এমন মওকা মিলে যাবে, যার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে কে মু'মিন আর কে মুনাফিক।

১৩৪. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের যেসব জিনিস কোনো সৃষ্টি ব্যবহার করছে, তার মূল মালিক আল্লাহ এবং তার উপর সৃষ্টির মালিকানা ও ব্যবহারিক অধিকার সাময়িক। প্রত্যেককেই তার নিজ অধিকার থেকে বাধ্যতামূলকভাবে বেদখল হতে হয় এবং অবশেষে সবকিছুই আল্লাহ্র মালিকানায় থেকে যায়। সুতরাং সে-ই বুদ্ধিমান, যে আল্লাহ্র সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় প্রাণ খুলে ব্যয় করে। আর নিরেট বোকা সে যে তা কৃপণতা করে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে সঞ্চয় করে রাখতে চেষ্টা করে।

১৮ রুকূ' (আয়াত ১৭২-১৮০)-এর শিক্ষা

১. সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও বিপদাপদে মু'মিনদের বক্তব্য এই হবে যে, আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের উত্তম অভিভাবক।

২. পৃথিবীর তাবৎ কুফরী শক্তি একত্র হলেও আল্লাহ্র কোনো প্রকার ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা নেই।

৩. কাফের-মুশরিকদের পৃথিবীতে যে প্রাচুর্য ও অবকাশ দেয়া হয়েছে তা তাদের জন্য কল্যাণকর নয়। বরং তাদের পাপ বৃদ্ধির জন্যই তাদেরকে এ প্রাচুর্য ও অবকাশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং তাদের অবস্থা দর্শনে মু'মিনদের প্রশান্তি বিনষ্ট হতে পারে না।

৪. অদৃশ্য জগত সম্পর্কে কোনো সংবাদ সাধারণ মানুষের জানার কোনো ক্ষমতা নেই। একমাত্র নবী-রাসূলদের মধ্য থেকে আল্লাহ যাকে যতোটুকু ইচ্ছা সংবাদ জানিয়ে থাকেন। সুতরাং যে কেউ গায়েব জানার দাবি করবে সে ভ্রান্ত ও মিথ্যাবাদী। ঈমানদারগণকে এমন লোক থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতে হবে।

৫. কৃপণতা সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে। যে কৃপণতা করে সম্পদ সঞ্চয় করে সে নিরেট বোকা। কারণ সে তার নিজের অর্জিত সম্পদ অন্যের জন্য রেখে যায়।

৬. বুদ্ধিমান লোক আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করার মাধ্যমে বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকেন। কেননা পরিশেষে ব্যয়কৃত সম্পদ তারই কাজে লাগে। সুতরাং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে মুমিনরা কুণ্ঠাবোধ করবে না।

৭. মু'মিনদের সার্বক্ষণিক কাজ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখা এবং তাকওয়া ভিত্তিক জীবন গঠন করা।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৯
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-৯

(١٨١) لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ

১৮১. অবশ্যই আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলেছে, নিশ্চয় আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা ধনী ;[১৩৫] অবশ্যই আমি লিখে রাখবো

مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○

যা তারা করেছে এবং অন্যায়ভাবে তাদের নবীদের হত্যা করার ব্যাপারটি সহ এবং আমি বলবো, তোমরা স্বাদ গ্রহণ করো দহনকারী আগুনের শাস্তির।

(١٨٢) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○

১৮২. তোমাদের হাত ইতিপূর্বে যা করেছে এটা তারই ফল। আর নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাহদের প্রতি যালেম নন।

(١٨٣) اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا

১৮৩. যারা বলে, অবশ্যই আল্লাহ আমাদের আদেশ করেছেন যেন আমরা কোনো রাসূলের প্রতি ঈমান না আনি যতোক্ষণ না সে আমাদের নিকট নিয়ে আসবে

(১৮১) لَقَدْ سَمِعَ–(ل+قد سمع)–অবশ্যই শুনেছেন; اللّٰهُ–আল্লাহ ; قَوْلَ–কথা ; الَّذِيْنَ–তাদের, যারা ; قَالُوْٓا–বলেছে ; اِنَّ–নিশ্চয় ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; فَقِيْرٌ–দরিদ্র ; وَّ–আর ; نَحْنُ–আমরা; اَغْنِيَآءُ–ধনী ; سَنَكْتُبُ–(س+نكتب)–অবশ্যই আমি লিখে রাখবো ; مَا–যা ; قَالُوْا–তারা বলেছে; وَ–এবং ; قَتْلَهُمُ–(قتل+هم)–তাদের হত্যা করার ব্যাপারটিসহ ; الْاَنْۢبِيَآءَ–(ال+انبياء) নবীদেরকে ; بِغَيْرِ حَقٍّ–(ب+غير+حق)–অন্যায়ভাবে; وَّ–এবং ; نَقُوْلُ–আমি বলবো ; ذُوْقُوْا–তোমরা স্বাদ গ্রহণ করো; عَذَابَ–শাস্তির; الْحَرِيْقِ–(ال+حريق)–দহনকারী আগুনে। (১৮২) ذٰلِكَ–এটা; بِمَا قَدَّمَتْ–তারই ফল যা ইতিপূর্বে করেছে ; اَيْدِيْكُمْ–(ايدى+كم)–তোমাদের হাত; وَ–আর; اَنَّ–নিশ্চয় ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; لَيْسَ–নন ; بِظَلَّامٍ–যালেম ; لِّلْعَبِيْدِ–(ل+ال+عبيد)–বান্দাহদের প্রতি। (১৮৩) الَّذِيْنَ–যারা; قَالُوْٓا–বলে ; اِنَّ–অবশ্যই; اللّٰهَ–আল্লাহ; عَهِدَ–আদেশ করেছেন ; اِلَيْنَآ–আমাদের; اَلَّا نُؤْمِنَ–(ان+لانؤمن)–যেন আমরা ঈমান না আনি ; لِرَسُوْلٍ–কোনো রাসূলের প্রতি ; حَتّٰى–যতোক্ষণ না; يَاْتِيَنَا–সে আমাদের নিকট নিয়ে আসবে ;

بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۚ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَٰتِ

এমন একটি কুরবানী যা আগুন গ্রাস করবে। আপনি বলুন, আমার পূর্বে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট অনেক রাসূল এসেছিলো

وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٨٣﴾ فَإِن كَذَّبُوكَ

এবং তা-সহ যা তোমরা বলেছো। তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে তাদেরকে কেন হত্যা করেছো?[১৩৬] ১৮৪. তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে

بِقُرْبَانٍ-(ب+قربان)-এমন একটি কুরবানী; تَأْكُلُهُ -(تاكل+ه)-যা গ্রাস করবে; النَّارُ-আগুন; قُلْ-আপনি বলুন ; قَدْ جَاءَكُمْ -(قد+جاء+كم)-অবশ্যই তোমাদের নিকট এসেছিলো ; رُسُلٌ-অনেক রাসূল; مِّن قَبْلِي -(من+قبل+ى)-আমার পূর্বে; بِالْبَيِّنَٰتِ-(ب+ال+بينت)-সুস্পষ্ট প্রমাণসহ; وَ-এবং ; بِالَّذِي-(ب+الذى) -তা-সহ যা; قُلْتُمْ-তোমরা বলেছো; فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ-(ف+لم قتلتموا+هم)-তাহলে তোমরা তাদেরকে কেন হত্যা করেছো ? إِن كُنتُمْ-যদি তোমরা হয়ে থাকো; صَٰدِقِينَ -সত্যবাদী।(১৮৪) فَإِن كَذَّبُوكَ -(ف+ان+كذبوا+ك)-তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে ;

১৩৫. এটা ছিলো ইয়াহূদীদের কথা। কুরআন মাজীদে যখন এ আয়াত নাযিল হয়, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا অর্থাৎ "কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে?" তখন এ নিয়ে ঠাট্টা করতে গিয়ে তারা বলাবলি করতে লাগলো যে, আল্লাহ দরিদ্র হয়ে গেছেন, এখন ঋণ চাচ্ছেন।

১৩৬. বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে এসেছে যে, আল্লাহ্‌র নিকট কুরবানী কবুল হওয়ার প্রমাণ হলো-অদৃশ্য থেকে একটি আগুন এসে কুরবানীকে জ্বালিয়ে দিবে।

-(বিচারকৃতগণ ৬ ঃ ২০-২১ ; ১৩ ঃ ১৯-২০)

বাইবেলে এও উল্লিখিত হয়েছে যে, "আর সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া বেদীর উপরস্থি হোমবলি ও মেদ ভস্ম করিল ;"-(লেবীয় ৯ ঃ ২৪, ২ বংশাবলী ৭ ঃ ১-২)। কিন্তু কোথাও একথা বলা হয়নি যে, এ ধরনের কুরবানী নবুওয়াতের অত্যাবশ্যকীয় নিদর্শন অথবা এও বলা হয়নি যে, যাঁকে এ মুজিযা দেয়া হয়নি তিনি কখনও নবী হতে পারেন না। এটা শুধু একটি মনগড়া বাহানা ছিলো, যা ইয়াহূদীরা মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করার জন্য তৈরি করে নিয়েছিলো। কিন্তু তাদের সত্য বিরোধিতার বড়ো প্রমাণ হলো, বনী ইসরাঈলের মধ্যেই এমন নবী ছিলেন যারা উল্লেখিত কুরবানীর মুজিযা দেখিয়েছেন, তারপরও এ পেশাদার অপরাধী তাঁদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত ছিলো না। উদাহরণ স্বরূপ বাইবেলে উল্লেখিত

فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝

তাহলে আপনার পূর্বে অনেক রাসূলকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছিলো। তারা সুস্পষ্ট প্রমাণ, সহীফাসমূহ এবং প্রোজ্জ্বল কিতাব নিয়ে এসেছিলো।

۱۸۵ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদের কাজের প্রতিদান পুরোপুরি তোমাদেরকে দেয়া হবে।

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ

অতপর যাকে দূরে রাখা হবে জাহান্নাম থেকে এবং প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে, সেই সফল হবে। আর দুনিয়ার জীবন তো নয়

فَقَدْ كُذِّبَ–তাহলে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছিলো; رُسُلٌ–অনেক রাসূলকেই; مِّنْ قَبْلِكَ– (من+قبل+ك) –আপনার পূর্বে; جَاءُوْ –তারা নিয়ে এসেছিলো ; بِالْبَيِّنٰتِ– (ب+ال+بينت) সুস্পষ্ট প্রমাণ ; وَالزُّبُرِ–ও সহীফাসমূহ; وَالْكِتٰبِ–এবং কিতাব; الْمُنِيْرِ –প্রোজ্জ্বল। ۱۸۵ كُلُّ–প্রত্যেক; نَفْسٍ–প্রাণীকেই, জীবকেই; ذَآئِقَةُ–স্বাদ গ্রহণ করতে হবে ; الْمَوْتِ–(ال+موت)-মৃত্যুর ; وَ–আর; اِنَّمَا–নিশ্চয় ; تُوَفَّوْنَ – তোমাদেরকে পুরোপুরি দেয়া হবে ; اُجُوْرَكُمْ–(اجور+كم)–তোমাদের কাজের প্রতিদান; يَوْمَ–দিন ; الْقِيٰمَةِ–(ال+قيمة)–কিয়ামতের; فَمَنْ–(ف+من) –অতপর যাকে; زُحْزِحَ –দূরে রাখা হবে ; عَنِ–থেকে; النَّارِ–(ال+نار)–জাহান্নাম; وَ –এবং; اُدْخِلَ–প্রবেশ করানো হবে; الْجَنَّةَ–(ال+جنة)–জান্নাতে; فَقَدْ فَازَ–(فقد+فاز)-সে-ই সফল হবে; وَ–আর; مَا–নয়; الْحَيٰوةُ–(ال+حيوة)-জীবন; الدُّنْيَآ–(ال+دنيا)-দুনিয়ার;

হযরত ইলইয়াস (আ)-এর কথা বলা যায়। তিনি বা'ল মূর্তির পূজকদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিলেন, প্রকাশ্য জনসমক্ষে তোমরা একটি ষাঁড় কুরবানী করো আর আমিও একটি কুরবানী করবো। যার কুরবানী অদৃশ্য আগুন গ্রাস করবে সে-ই সত্যের উপর আছে। অতপর এক জনাকীর্ণ সমাবেশে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং অদৃশ্য আগুন এসে ইলইয়াস (আ)-এর কুরবানী গ্রাস করে নেয়। এর যা ফল হয়েছিলো তা এই ছিলো যে, ইসরাঈলের বাদশাহর বা'ল (মূর্তির) পূজারী বেগম তাঁর শত্রু হয়ে যায় এবং স্ত্রীর অনুগত বাদশাহ তার মন রক্ষার্থে ইলইয়াসকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, যার ফলে তিনি প্রাণ রক্ষার্থে মাতৃভূমি ত্যাগ করে সাইনা উপদ্বীপের

إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ

প্রতারণাময় ভোগ্য বস্তু ছাড়া অন্য কিছু।[১৩৭] ১৮৬. অবশ্যই তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন সম্পর্কে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে এবং অবশ্যই তোমরা শুনতে পাবে–

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

তাদের থেকে যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিলো এবং যারা শিরক করেছে তাদের থেকে

أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾

কষ্টদায়ক অনেক কথা ; তখন তোমরা যদি ধৈর্য ধরো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো,[১৩৮] তবে নিশ্চয় ওটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ হবে।

(১৮৫) اِلَّا–ছাড়া অন্য কিছু ; مَتَاعُ–ভোগ্য বস্তু; الْغُرُوْرِ–(ال+غرور)–প্রতারণাময়। (১৮৬) لَتُبْلَوُنَّ–অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে; فِىْ–সম্পর্কে; اَمْوَالِكُمْ–(اموال+كم)-তোমাদের ধন-সম্পদ; وَ–ও; اَنْفُسِكُمْ–(انفس+كم)-তোমাদের জীবন; وَ–এবং; لَتَسْمَعُنَّ–অবশ্যই তোমরা শুনতে পাবে ; مِنَ–থেকে ; الَّذِيْنَ–তাদের, যাদেরকে; اُوْتُوا–দেয়া হয়েছিলো; الْكِتٰبَ–(ال+كتب)-কিতাব; مِنْ قَبْلِكُمْ–(من+قبل+كم)-তোমাদের পূর্বে; وَ–এবং; مِنَ–থেকে; الَّذِيْنَ–তাদের, যারা; اَشْرَكُوْا–শিরক করেছে; اَذًى–কষ্টদায়ক কথা; كَثِيْرًا–অনেক ; وَاِنْ–তখন যদি; تَصْبِرُوْا–তোমরা ধৈর্য ধরো; وَ–এবং; تَتَّقُوْا–তাকওয়া অবলম্বন করো ; فَاِنَّ–তবে নিশ্চয় ; ذٰلِكَ–ওটা; مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ–(من+عزم+ال+امور)-দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন (রাজাবলী, অধ্যায় ৮ ও ৯)। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, হে সত্যের দুশমনরা ! তোমরা কোন্ মুখে অগ্নি কুরবানীর মুজিযা দেখতে চাচ্ছো ? যেসব পয়গাম্বর এ ধরনের মুজিযা দেখিয়েছেন তাদের হত্যা করা থেকে তোমরা কবে বিরত থেকেছো ?

১৩৭. অর্থাৎ দুনিয়ার এ জীবনে যেসব কাজের ফলাফল প্রকাশ হতে দেখা যায়, সেটাকেই কেউ যদি আসল ও চূড়ান্ত ফলাফল ধারণা করে এবং তাকেই সত্য-মিথ্যা ও সফলতা-ব্যর্থতার মাপকাঠি মনে করে, তাহলে সে মূলতই ধোঁকায় পড়ে আছে। এখানে কারো সম্পদের প্রাচুর্য দেখে একথা মনে করা ঠিক নয় যে, সত্যের উপর সে-ই প্রতিষ্ঠিত আছে, আর তার কাজকর্মও আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হয়েছে। অনুরূপভাবে কারো বিপদ-মসীবতে পড়া দ্বারাও আবশ্যিকভাবে এটা বুঝায় না যে, সে অসত্যের

১৮৭ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ

১৮৭. আর (স্মরণীয়) যখন তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তোমরা অবশ্যই তা সুস্পষ্টভাবে মানুষের জন্য প্রকাশ করবে

وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

এবং তার কিছুই গোপন করবে না[১৩৯] কিন্তু তারা তা ছুঁড়ে ফেললো তাদের পিঠের পিছনে এবং বিক্রয় করলো তা নগণ্য মূল্যের বিনিময়ে।

(১৮৭) وَ–আর; إِذْ–(স্মরণীয়) যখন; أَخَذَ–নিয়েছিলেন; اللَّهُ–আল্লাহ; مِيثَاقَ–প্রতিশ্রুতি; الَّذِينَ–তাদের, যাদেরকে; أُوتُوا-দেয়া হয়েছিলো; الْكِتَابَ-(ال+كتب)-কিতাব; لَتُبَيِّنُنَّهُ-(لتبين+ه)-অবশ্যই তোমরা সুস্পষ্টভাবে তা প্রকাশ করবে; لِلنَّاسِ-(ل+ال+ناس)-মানুষের জন্য; وَ-এবং; لَا تَكْتُمُونَهُ-(لاتكتمون+ه)-তার কিছুই গোপন করবে না; فَنَبَذُوهُ-(ف+نبذوا+ه)-কিন্তু তারা তা ছুঁড়ে ফেললো; وَرَاءَ-পেছনে; ظُهُورِهِمْ-(ظهور+هم)-তাদের পিঠের; وَ-এবং; اشْتَرَوْا-বিক্রয় করলো; بِهِ-তা, বিনিময়ে; ثَمَنًا-মূল্যের; قَلِيلًا-নগণ্য;

উপর রয়েছে এবং আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ প্রথম পর্যায়ের ফলাফল অনন্ত জীবনে লভ্য চূড়ান্ত পর্যায়ের ফলাফলের বিপরীত হয়ে থাকে। আর সেটাই প্রকৃত সফলতা।

১৩৮. অর্থাৎ তাদের গালমন্দ, মিথ্যা দোষারোপ, বেহুদা কথাবার্তা ও অপপ্রচারের মুকাবিলায় ধৈর্যহারা হয়ে এমন কোনো কথা বলতে যেয়ো না যা সততা, ইনসাফ, শিষ্টাচার, শালীনতা ও সুনীতির বিরোধী।

১৩৯. অর্থাৎ তাদের একথা বেশ স্মরণ আছে যে, কোনো কোনো পয়গাম্বরকে কুরবানী আগুনে পুড়ে যাওয়ার নিদর্শন দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু একথা স্মরণ নেই যে, তাদের কিতাব দেয়ার সময় আল্লাহ তাআলা কি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন এবং কোন্ মহান খিদমতের দায়িত্ব তাদের কাঁধে দিয়েছিলেন।

এখানে যে প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে, বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে একই কথা বলা হয়েছে। বিশেষভাবে বাইবেলের 'দ্বিতীয় পুস্তকে' হযরত মূসা (আ)-এর যে শেষ ভাষণটি উদ্ধৃত হয়েছে সেখানে তিনি বারবার বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, যেসব বিধান আমি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি, তোমরা সেগুলো অন্তরে গেঁথে রাখবে, নিজেদের উত্তরসুরিদেরকে শেখাবে। ঘরে অবস্থানের সময়, রাস্তায় চলতে, শয়নে, জাগরণে প্রত্যেক মুহূর্তে তার চর্চা অব্যাহত রাখবে। নিজেদের ঘরের চৌকাঠে এবং সদর দরজায় সেগুলো লিখে রাখবে (৬ ঃ ৪-৯)। অতপর তিনি

فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ

সুতরাং তারা যা ক্রয় করছে তা কতোইনা মন্দ ! ১৮৮. আপনি কখনও মনে করবেন না যারা আনন্দিত হয়—তারা যা করে সেজন্য এবং ভালোবাসে

أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ

তারা যা করেনি সেজন্য প্রশংসিত হতে।[১৫০] তাদের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা আপনি কখনও ভাববেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১৮৯. আর আসমান ও যমীনের মালিকানা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র, আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

فَبِئْسَ–(ف+بئس) সুতরাং তা কতোই না মন্দ ; مَا–যা ; يَشْتَرُونَ–ক্রয় করছে। ﴿١٨٨﴾ لَا تَحْسَبَنَّ–আপনি কখনও মনে করবেন না ; الَّذِينَ–যারা ; يَفْرَحُونَ–আনন্দিত হয়; بِمَا أَتَوْا–(ب+ما+اتوا)–তারা যা করে সেজন্য; وَ–এবং ; يُحِبُّونَ–ভালোবাসে; أَنْ يُحْمَدُوا–প্রশংসিত হতে ; بِمَا–সেজন্য যা ; لَمْ يَفْعَلُوا–তারা করেনি; فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ–(ف+لاتحسبن+هم)–আপনি কখনও ভাববেন না তাদের; بِمَفَازَةٍ–(ب+مفازة)–মুক্তি পাওয়ার কথা; مِنَ–থেকে ; الْعَذَابِ–(ال+عذاب)–শাস্তি; وَ–আর; لَهُمْ–তাদের জন্য রয়েছে; عَذَابٌ–শাস্তি; أَلِيمٌ–যন্ত্রণাদায়ক। ﴿١٨٩﴾ وَ–আর; لِلّٰهِ–কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ; مُلْكُ–মালিকানা; السَّمٰوٰتِ–(ال+سموت)–আসমানসমূহ; وَ–ও ; الْأَرْضِ–(ال+ارض)–যমীনের; وَ–আর ; اللّٰهُ–আল্লাহ; عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ–(على+كل+شيء)–সকল বিষয়ে ; قَدِيرٌ–সর্বশক্তিমান।

তাঁর সর্বশেষ নসীহতে তাদের প্রতি তাকীদ করেছেন যে, ফিলিস্তীনের সীমানায় প্রবেশ করার সময় প্রথম যে কাজটি করবে তাহলো–'ইবাল' পর্বতের গায়ে বড়ো বড়ো পাথর খণ্ড স্থাপন করে সেগুলোর গায়ে তাওরাতের বিধানগুলো খোদাই করে দিবে (২৭ ঃ ২-৪)। অতপর বনী লাভীকে তাওরাতের একটি কপি দিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন যে, প্রত্যেক সপ্তম বছরে ঈদে খিয়াম-এর সময় স্থানে স্থানে লোকদের জমায়েত করে পুরো তাওরাতের প্রত্যেকটি শব্দ শুনিয়ে দিতে থাকবে। এতো কিছুর পরও আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি বনী ইসরাঈলের উদাসীনতা এতোদূর গড়িয়েছে যে, হযরত মূসা (আ)-এর সাত শত বছর পর হায়কলে সুলায়মানী গদীনশীন এবং জেরুসালেমের

ইয়াহুদী শাসক পর্যন্ত জানতেন না যে, তাদের নিকট 'তাওরাত' নামের একটি কিতাব রয়েছে।–(২ রাজাবলী, ২২ ঃ ৮-১৩)

১৪০. যেমন তারা নিজেদের প্রশংসায় এটা শুনতে চায় যে, হযরত একজন মুত্তাকী, দীনদার, পবিত্র দীনের খাদেম, শরীয়তের সহায়তাকারী, দীনের সংস্কারক ও সুফী ব্যক্তি। অথচ তিনি এগুলোর কোনোটিই নন। অথবা সে নিজের পক্ষে এমন প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা করাতে আগ্রহী যে, অমুক মহান ব্যক্তি একজন ত্যাগী ও বিশ্বস্ত নেতা, তিনি জাতির অনেক খেদমত করেছেন, অথচ মূল ব্যাপার তার বিপরীত।

১৯ রুকূ' (আয়াত ১৮১-১৮৮)-এর শিক্ষা

১. ইয়াহুদীদের হঠকারিতার উদাহরণসমূহ কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে। তাদের এসব হঠকারিতার জন্যই তারা অভিশপ্ত। মুসলমানদের অবশ্যই এসব থেকে শিক্ষা লাভ করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র অভিশাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে।

২. কুফরী ও গুনাহের প্রতি মনে-প্রাণে সম্মতি থাকাও বিরাট গুনাহ। রাসূলের সময়কার মদীনার ইয়াহুদীরা তাদের পূর্বপুরুষদের যাবতীয় বাড়াবাড়ি ও গুনাহের সমর্থক, তাই তারাও সেসব গুনাহর জন্য অপরাধী। সুতরাং বর্তমান সমাজেও যেসব গুনাহর কাজ প্রকাশ্যে চলছে তা রাষ্ট্রীয়ভাবে হোক আর ব্যক্তি পর্যায়ে হোক সেগুলোর প্রতিবাদ করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

৩. যাবতীয় দুঃখ-বেদনার একমাত্র প্রতিকার হলো আখিরাতের চিন্তা। আর এটা দুনিয়ার যাবতীয় সংশয়-সন্দেহের যথার্থ উত্তর। তাই আখেরাতের সীমাহীন সুখ-দুঃখের কথা অন্তরে সদা জাগরুক রেখে দুনিয়ার সুখ-দুঃখকে আমাদের উপেক্ষা করতে হবে।

৪. কাফের-মুশরিকদের যাবতীয় কটূক্তি ও বক্রোক্তিতে সবর অবলম্বন করতে হবে। এতে ঘাবড়ে যাওয়া অনুচিৎ। সবর বা ধৈর্য ধরে নিজ লক্ষ্যপথে অবিচল থেকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যেতে হবে।

৫. দীনের জ্ঞান গোপন করা হারাম। সম্ভাব্য সকল উপায়ে আল্লাহ্‌র দীনের প্রচার জারী রাখতে হবে। যারা হককে গোপন রেখে আল্লাহ্‌র বান্দাদের তা থেকে বঞ্চিত করতে চায় তাদেরকে আল্লাহ্‌র দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

৬. কাজ না করে প্রশংসার দাবি করা দূষণীয়। আজকালকার সমাজে এ চরিত্রের লোকের কোনো অভাব নেই। কোনো নেক কাজ করেও যদি তার জন্য প্রশংসা করা দূষণীয় হয়ে থাকে, তাহলে কোনো সৎকর্ম না করে প্রশংসিত হতে চাওয়া আরও গুনাহ। অতএব এ থেকে আমাদের বাঁচতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২০
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-১১

(১৯০) إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ

১৯০. নিশ্চয় আসমানসমূহ[১৪১] ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে

لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۙ (১৯১) الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

জ্ঞানবানদের জন্য ; ১৯১. যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও তাদের শয়ন অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ

এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে[১৪২] (এবং বলে), হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি এটা অনর্থক সৃষ্টি করেননি,

(১৯০) إِنَّ–নিশ্চয়; فِيْ خَلْقِ–সৃষ্টিতে; السَّمٰوٰتِ–(ال+سموت)–আসমানসমূহ; وَالْاَرْضِ–(و+ال+ارض)–ও যমীনের; وَ–এবং; اخْتِلَافِ–আবর্তনে ; الَّيْلِ–(ال+ليل)–রাত; وَ–ও; النَّهَارِ–(ال+نهار)–দিনের; لَاٰيٰتٍ–(ل+ايت) অবশ্যই নিদর্শনাবলী রয়েছে; لِّاُولِي الْاَلْبَابِ–(ل+اولى+ال+الباب)–জ্ঞানবানদের জন্য। (১৯১) الَّذِيْنَ–যারা; يَذْكُرُوْنَ–স্মরণ করে; اللّٰهَ–আল্লাহ্‌কে; قِيٰمًا–দাঁড়িয়ে ; وَّقُعُوْدًا–বসে; وَّ–ও; عَلٰى جُنُوْبِهِمْ–(على+جنوب+هم)–তাদের শয়ন অবস্থায়; وَ–এবং; يَتَفَكَّرُوْنَ–চিন্তা-ভাবনা করে; فِيْ خَلْقِ–সৃষ্টিতে; السَّمٰوٰتِ–(ال+سموت)–আসমান সমূহ; وَالْاَرْضِ–(و+ال+ارض)–ও যমীনের; رَبَّنَا–(رب+نا)–(এবং বলে) হে আমাদের প্রতিপালক; مَا خَلَقْتَ–আপনি সৃষ্টি করেননি; هٰذَا–এটা; بَاطِلًا–অনর্থক;

১৪১. এটা বক্তব্যের উপসংহার। এর সম্পর্ক উপরোক্ত আয়াতের সাথে নয়, বরং সম্পূর্ণ সূরার সাথে। সুতরাং এটা বুঝার জন্য সূরার পুরো বিষয়বস্তু চোখের সামনে থাকা প্রয়োজন।

১৪২. অর্থাৎ এসব নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে প্রত্যেক ব্যক্তি সহজেই মূল সত্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে। তবে শর্ত হলো, সে আল্লাহ থেকে গাফেল

سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ

পবিত্র আপনার সত্তা, অতএব আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।[১৪৩]

১৯২. হে আমাদের প্রতিপালক ! অবশ্যই আপনি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করালেন

فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا

তাকে নিশ্চিত অপমানিত করলেন, আর যালেমদের জন্য নেই কোনো সাহায্যকারী।

১৯৩. হে আমাদের প্রতিপালক ! নিশ্চয় আমরা শুনেছি এক আহ্বানকারী

يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا

ঈমানের প্রতি আহ্বান করছে যে, তোমরা ঈমান আনো, তোমাদের প্রতিপালকের উপর। সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি,[১৪৪] হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন।

سُبْحٰنَكَ-পবিত্র আপনার সত্তা ; فَقِنَا-(ف+قنا)-অতএব আপনি রক্ষা করুন আমাদেরকে; عَذَابَ-শাস্তি থেকে; النَّارِ-(ال+نار)-জাহান্নামের। ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَآ-হে আমাদের প্রতিপালক; إِنَّكَ-(ان+ك)-নিশ্চয় আপনি; مَنْ-যাকে; تُدْخِلِ-আপনি প্রবেশ করালেন; النَّارَ-জাহান্নামে; فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ-(ف+قد+اخزيت+ه)-তাকে নিশ্চিত অপমানিত করলেন; وَمَا-(و+ما)-আর নেই; لِلظّٰلِمِيْنَ-(ل+ال+ظلمين)-যালেমদের জন্য; مِنْ أَنْصَارٍ-(من+انصار)-কোনো সাহায্যকারী। ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَآ-হে আমাদের প্রতিপালক; إِنَّنَا-(ان+نا)-নিশ্চয় আমরা; سَمِعْنَا-শুনেছি; مُنَادِيًا-এক আহ্বানকারী; يُّنَادِيْ-আহ্বান করছে; لِلْإِيْمَانِ-(ل+ال+ايمان)-ঈমানের প্রতি; أَنْ-যে; اٰمِنُوْا-তোমরা ঈমান আনো; بِرَبِّكُمْ-(ب+رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের উপর ; فَاٰمَنَّا-(ف+امنا)-সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক; فَاغْفِرْ لَنَا-(ف+اغفر+لنا)-অতএব ক্ষমা করে দিন ; ذُنُوْبَنَا-(ذنوب+نا)-আমাদের গুনাহসমূহ ;

হবে না এবং বিশ্বজাহানের নিদর্শনসমূহকে নির্বোধ পশুর মতো দেখবে না, বরং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, চিন্তা-ভাবনা করবে।

১৪৩. কোনো ব্যক্তি যখন বিশ্বজাহানের পরিচালনা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন এ মৌলিক সত্য তার সামনে ভেসে উঠবে যে, এটা সম্পূর্ণই এক সুবিজ্ঞ ও সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা। আর এটা মূলতই জ্ঞান বিরোধী যে, যে সৃষ্টিকে আল্লাহ তাআলা নৈতিক অনুভূতি দিয়েছেন, যাকে ব্যবহার করার

وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا

এবং আমাদের মন্দ কাজগুলো আমাদের থেকে দূর করে দিন, আর নেক লোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দিন।
১৯৪. হে আমাদের প্রতিপালক ! আর আমাদেরকে দিন যা আপনি আমাদের দিতে ওয়াদা করেছেন

عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○

আপনার রাসূলগণের সাথে, আর আমাদেরকে কিয়ামতের দিন হেয় করবেন না।
নিশ্চয় আপনি ওয়াদা খেলাপ করেন না।[১৪৫]

﴿١٩٥﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ

১৯৫. অতপর তাদের প্রতিপালক তাদের প্রার্থনা কবুল করে বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের মধ্যে কোনো কর্মীর কর্ম বিনষ্ট করি না, সে নর হোক বা নারী,

وَ–এবং; كَفِّرْ–দূর করে দিন; عَنَّا–আমাদের থেকে; سَيِّاٰتِنَا–(سيات+نا)-আমাদের মন্দ কাজগুলো ; وَ –আর ; تَوَفَّنَا –(توف+نا)-আমাদের মৃত্যু দিন ; مَعَ –সাথে; الْاَبْرَارِ–(ال+ابرار)-নেককারদের। ﴿١٩٤﴾ رَبَّنَا –হে আমাদের প্রতিপালক ; وَاٰتِنَا–(و+ات+نا)-আর আমাদেরকে দিন ; مَا–যা ; وَعَدْتَّنَا –(وعدت+نا)-আমাদের দিতে ওয়াদা করেছেন; عَلٰى رُسُلِكَ–(على+رسل+ك)-আপনার রাসূলগণের সাথে; وَ–আর; لَا تُخْزِنَا–(لا+تخز+نا)-আমাদেরকে হেয় করবেন না; يَوْمَ–দিন; الْقِيٰمَةِ–(ال+قيمة)-কিয়ামতের ; اِنَّكَ–নিশ্চয় আপনি ; لَاتُخْلِفُ–খেলাফ করেন না; الْمِيْعَادَ – ওয়াদার। ﴿١٩٥﴾ فَاسْتَجَابَ –(ف+استجاب)–অতপর প্রার্থনা কবুল করে বললেন; لَهُمْ–(ل+هم)–তাদের; رَبُّهُمْ–(رب+هم)–তাদের প্রতিপালক; اَنِّىْ–(ان+ى)–অবশ্যই আমি; لَاۤ اُضِيْعُ–বিনষ্ট করি না; عَمَلَ–কর্ম; عَامِلٍ–কোনো কর্মীর; مِّنْكُمْ–(من+كم)–তোমাদের মধ্যে ; مِّنْ ذَكَرٍ –সে নর হোক ; اَوْ –বা ; اُنْثٰى –নারী ;

স্বাধীন ক্ষমতা দিয়েছেন এবং যাকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, তাকে তার দুনিয়ার জীবনের কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না এবং তার সৎকাজের জন্য পুরস্কার ও অসৎকাজের জন্য শাস্তি দিবেন না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা-ফিকির করলে অবশ্যই আখেরাত সম্পর্কে তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে এবং সে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

১৪৪. তেমনিভাবে এ ধরনের পর্যবেক্ষণ তাকে একথার উপরও দৃঢ় বিশ্বাসী করে তুলবে যে, নবী-রাসূলগণ এ বিশ্বজাহানের সূচনা ও পরিণাম সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং যে জীবনযাপন পন্থা দেখিয়েছেন তা-ই একমাত্র সত্য।

بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا

তোমাদের একে অপরের অংশ।[১৪৬] সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং বহিষ্কৃত হয়েছে তাদের নিজেদের দেশ থেকে ও নির্যাতিত হয়েছে

فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ

আমার পথে, আর করেছে যুদ্ধ, হয়েছে নিহত ; অবশ্যই আমি তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দিবো এবং তাদেরকে অবশ্যই প্রবেশ করাবো এমন জান্নাতে

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝

যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। এটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রতিদান ; আর উত্তম প্রতিদান তো আল্লাহ্‌রই নিকট।[১৪৭]

بَعْضُكُمْ-(بعض+كم)-তোমাদের একে; مِّنْ بَعْضٍ-(من+بعض)-অপরের অংশ; فَالَّذِيْنَ-(ف+الذين)-সুতরাং যারা ; هَاجَرُوْا-হিজরত করেছে ; وَ-এবং ; اُخْرِجُوْا-বহিষ্কৃত হয়েছে; مِنْ-থেকে; دِيَارِهِمْ-(ديار+هم)-নিজেদের দেশ; وَ-ও ; اُوْذُوْا-নির্যাতিত হয়েছে ; فِيْ سَبِيْلِيْ-(فى+سبيل+ى)-আমার পথে; وَ-আর ; قٰتَلُوْا-যুদ্ধ করেছে; وَقُتِلُوْا-ও নিহত হয়েছে; لَاُكَفِّرَنَّ-(ل+اكفرن)-অবশ্যই আমি মিটিয়ে দিবো ; عَنْهُمْ-(عن+هم) তাদের থেকে; سَيِّاٰتِهِمْ-(سيات+هم)-তাদের মন্দ কর্মের; وَ-এবং ; لَاُدْخِلَنَّهُمْ-(ل+ادخلن+هم)-অবশ্যই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাবো; جَنّٰتٍ-এমন জান্নাতে; تَجْرِيْ-প্রবাহিত হয়; مِنْ تَحْتِهَا-(من+تحت+ها)-যার তলদেশে; الْاَنْهٰرُ-(ال+انهار)-নহরসমূহ ; ثَوَابًا-এটা প্রতিদান ; مِّنْ-থেকে ; عِنْدِ -নিকট; اللّٰهِ-আল্লাহ্‌র ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عِنْدَهٗ-(عند+ه)-তাঁরই নিকট; حُسْنُ-উত্তম ; الثَّوَابِ-(ال+ثواب)-প্রতিদান।

১৪৫. অর্থাৎ তাদের এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ নিজের ওয়াদাসমূহ পুরো করবেন কি না, তবে এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবশ্য আছে যে, সে ওয়াদার আওতাধীন তারা হবে কি না। আর এজন্যই তারা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করছে, হে আল্লাহ ! আপনি আমাদেরকে আপনার ওয়াদার আওতাধীন করে নিন এবং আমাদের সাথে তা পূর্ণ করুন। দুনিয়াতে আমরা নবীদের উপর ঈমান আনার কারণে কাফেরদের বিদ্রূপ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছি। কিয়ামতেও সেসব কাফেরের সামনে আমরা লজ্জা ও লাঞ্ছনা ভোগ করি এবং তাদের উপহাসমূলক এমন কথা আমাদের শুনতে হয় যে, ঈমান এনেও এদের কোনো কল্যাণ হলো না, এমন যেন না হয়।

১৪৬. অর্থাৎ তোমরা সকলেই মানুষ এবং আমার দৃষ্টিতে সকলেই এক। আমার

﴿١٩٦﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٧﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ

১৯৬. যারা কুফরী করেছে, দেশ-বিদেশে তাদের মুক্ত বিচরণ আপনাকে যেন কখনও ধোঁকায় না ফেলে। ১৯৭. (এটা) সামান্য উপভোগ,

ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٨﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ

অতপর তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। আর তা কতোইনা মন্দ বাসস্থান।
১৯৮. কিন্তু যারা ভয় করে তাদের প্রতিপালককে

لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ

তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, প্রবাহিত রয়েছে তার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ, তারা চিরদিন থাকবে সেখানে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মেহমানদারি।

﴿١٩٦﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ–(لا+يغرن+ك)–আপনাকে কখনও যেন ধোঁকায় না ফেলে ; تَقَلُّبُ–তাদের মুক্ত বিচরণ; الَّذِيْنَ–যারা ; كَفَرُوْا–কুফরী করেছে ; فِي الْبِلَادِ–(فى+ال+بلاد)–দেশ-বিদেশে। ﴿١٩٧﴾ مَتَاعٌ–উপভোগ ; قَلِيْلٌ–সামান্য ; ثُمَّ–অতপর ; مَأْوٰىهُمْ–(ماوى+هم)–তাদের ঠিকানা; جَهَنَّمُ–জাহান্নাম; وَ–আর; بِئْسَ–তা কতোইনা মন্দ; الْمِهَادُ–(ال+مهاد)–বাসস্থান। ﴿١٩٨﴾ لٰكِنِ–কিন্তু ; الَّذِيْنَ–যারা; اتَّقَوْا–ভয় করে; رَبَّهُمْ–(رب+هم)–তাদের প্রতিপালককে; لَهُمْ–তাদের জন্য রয়েছে ; جَنّٰتٌ–জান্নাত; تَجْرِيْ–প্রবাহিত রয়েছে ; مِنْ تَحْتِهَا–(من+تحت+ها)–তার তলদেশ দিয়ে; الْأَنْهٰرُ–(ال+انهار)–নহরসমূহ ; خٰلِدِيْنَ–তারা চিরদিন থাকবে; فِيْهَا–সেখানে; نُزُلًا–এটা মেহমানদারি ; مِّنْ–পক্ষ হতে; عِنْدِ–নিকট; اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র;

এখানে নারী ও পুরুষ, মনিব ও গোলাম, কালো ও ধলো এবং অভিজাত ও নীচজাত ইত্যাদির জন্য ইনসাফের ভিন্ন ভিন্ন নীতি ও মাপকাঠি নেই।

১৪৭. বর্ণিত আছে যে, একদা এক অমুসলিম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বললো, মূসা (আ)-কে লাঠি ও শুভ্র হাত দেয়া হয়েছে। ঈসা (আ)-কে জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান করে দেয়া এবং কুষ্ঠরোগ নিরাময় করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তদ্রূপ অন্যান্য নবীদেরকেও কোনো না কোনো মুজিযা প্রদান করা হয়েছে। আপনি বলুন, আপনি কি মুজিযা নিয়ে এসেছেন ? প্রতিউত্তরে নবী (স) এ রুকূ'র শুরু থেকে এ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমি তো এটাই নিয়ে এসেছি।

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ

আর আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা-ই নেককারদের জন্য উত্তম। ১৯৯. আর অবশ্যই আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা ঈমান রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি

وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি, আর যা নাযিল করা হয়েছে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত অবস্থায়, তারা বিক্রয় করে না আল্লাহ্‌র আয়াতকে

ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

নগণ্য মূল্যে ; এরাই তারা, তাদের জন্যই তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ হিসেব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।

﴿٢٠٠﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

২০০. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো ও ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো[১৪৮] এবং (যুদ্ধের জন্য) সদাপ্রস্তুত থাকো, আর আল্লাহ্‌কে ভয় করো, সম্ভবত তোমরা সফলতা লাভ করবে।

وَ–আর; مَا–যা আছে; عِنْدَ–নিকট; اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র; خَيْرٌ উত্তম; لِّلْاَبْرَارِ–(ل+ال+ابرار)–নেককারদের জন্য। ﴿١٩٩﴾ وَ–আর; اِنَّ–অবশ্য; مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ–(من+اهل+ال+كتب)–আহলে কিতাবদের মধ্যে; لَمَنْ–(ل+من)–এমন লোকও আছে যারা; يُّؤْمِنُ–ঈমান রাখে; بِاللّٰهِ–(ب+الله)–আল্লাহ্‌র প্রতি; وَ–এবং; مَآ–যা; اُنْزِلَ–নাযিল করা হয়েছে; اِلَيْكُمْ–(الى+كم)–তোমাদের প্রতি; وَ–আর; مَآ–যা; اُنْزِلَ–নাযিল করা হয়েছে; اِلَيْهِمْ–(الى+هم)–তাদের প্রতি; خٰشِعِيْنَ–বিনয়াবনত অবস্থায়; لِلّٰهِ–আল্লাহ্‌র প্রতি; لَا يَشْتَرُوْنَ–তারা বিক্রয় করে না; بِاٰيٰتِ–আয়াতকে; اللّٰهِ–আল্লাহ্‌র; ثَمَنًا قَلِيْلًا–নগণ্য মূল্যে; اُولٰٓئِكَ–এরাই তারা; لَهُمْ–তাদের জন্যই; اَجْرُهُمْ–(اجر+هم)–তাদের প্রতিদান রয়েছে; عِنْدَ–নিকট; رَبِّهِمْ–(رب+هم)–তাদের প্রতিপালকের; اِنَّ–নিশ্চয়; اللّٰهَ–আল্লাহ; سَرِيْعُ–অত্যন্ত দ্রুত; الْحِسَابِ–(ال+حساب)–হিসেব গ্রহণে। ﴿٢٠٠﴾ يٰٓاَيُّهَا–হে; الَّذِيْنَ–যারা; اٰمَنُوْا–ঈমান এনেছো; اصْبِرُوْا–তোমরা ধৈর্যধারণ করো; وَصَابِرُوْا–(و+صابروا)–ও ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো; وَ–এবং; رَابِطُوْا–(যুদ্ধের জন্য) সদাপ্রস্তুত থাকো; وَ–আর; اتَّقُوا–ভয় করো; اللّٰهَ–আল্লাহ্‌কে; لَعَلَّكُمْ–(لعل+كم)–সম্ভবত তোমরা; تُفْلِحُوْنَ–সফলতা লাভ করবে।

১৪৮. صَابِرُوا -শব্দের দুটো অর্থ ঃ (১) কাফেররা তাদের কুফরীর উপর যে দৃঢ়তা দেখাচ্ছে এবং কুফরীকে বহাল রাখার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করছে, তোমরা তাদের মুকাবিলায় তাদের চেয়ে অধিক দৃঢ়তা দেখাও ; (২) কাফেরদের মুকাবিলায় তোমরা নিজেদের মধ্যে ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও।

২০ রুকূ' (আয়াত ১৯৬-২০০)-এর শিক্ষা

১. বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও দিন-রাতের আবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমানের জন্য নিদর্শন রয়েছে। এর অর্থ যারা এসব নিদর্শন দেখার পরও আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলদের আনুগত্য করবে না তারা আল্লাহ্‌র ঘোষণা অনুসারে বুদ্ধিমান হতেই পারে না। সুতরাং বুদ্ধিমানরাই আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান অনুসারে নিজেদের জীবন গড়ে।

২. বুদ্ধিমানরাই দাঁড়ানো বসা বা শোয়া সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে। অর্থাৎ জীবনের কোনো একটি পর্যায়েও আল্লাহ্‌র বিধানের বাইরে অবস্থান করে না।

৩. আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করে তার মাহাত্ম্য ও কুদরত সম্পর্কে অবগত হওয়া উচ্চ পর্যায়ের ইবাদাত।

৪. সৃষ্টিগত সম্পর্কে গভীর চিন্তা-গবেষণার ফলে যে জিনিসটি মানুষের সামনে ভেসে উঠবে, তাহলো আল্লাহ এসব অনর্থক সৃষ্টি করেননি। এগুলো মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্‌র ইবাদাতের জন্য। সুতরাং মানুষ আল্লাহ্‌র ইবাদাত ছাড়া অন্য কিছু করতে পারে না।

৫. যারা চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে চিনেছে তাদের স্বতস্ফূর্ত প্রার্থনা হবে ঃ (১) জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য, (২) বিচার দিনের লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য, (৩) সকল প্রকার গুনাহর ক্ষমাপ্রাপ্তি ও নেককারদের সাথে মৃত্যুর জন্য এবং (৪) নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিশ্রুত জান্নাতের নিয়ামতসমূহ পাওয়ার জন্য।

৬. হিজরত ও শাহাদাতের মাধ্যমে বান্দাহর কোনো প্রাপ্য থাকলে তা ছাড়া অন্যান্য সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

৭. দেশ-বিদেশে কাফের-মুশরিকদের গর্বিত বিচরণ দেখে মু'মিনগণ ধোঁকায় পড়তে পারে না। কারণ আল্লাহ বলেছেন যে, এদের এসব ক্ষণকালের ভোগ মাত্র। অতপর তাদের চিরন্তন ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।

৮. যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে জীবনযাপন করবে তাদের চিরন্তন আবাস হবে জান্নাত। তারা সেখানে শংকাহীন জীবন উপভোগ করবে।

৯. ঈমানী জীবনের অপরিহার্য অংগ ঃ (১) সবর বা ধৈর্য। এর তিনটি পর্যায় ঃ (ক) ইবাদাতে ধৈর্য অবলম্বন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশ যতো কঠিন মনে হোক না কেন তাতে মনকে স্থির রাখা। (খ) গুনাহ থেকে ধৈর্য অবলম্বন অর্থাৎ গুনাহ যতো আকর্ষণীয় মনে হোক না কেন, তাতে প্রলুব্ধ না হয়ে তা থেকে মনকে বিরত রাখা। (গ) বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ অর্থাৎ দুঃখ-মসীবত ও সুখ-শান্তি সবই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত মনে করে ধৈর্য ধরে থাকা।

(২) মোসাবারাহ তথা শত্রুর মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করা।

(৩) শত্রুর মুকাবিলার জন্য মানসিক ও জাগতিকভাবে সদা প্রস্তুত থাকা।

(৪) সর্বাবস্থায় তাকওয়া তথা আল্লাহ্‌র ভয় অন্তরে জাগরুক থাকতে হবে।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

সূরা আন নিসা
আয়াত ঃ ১৭৬
রুকূ' ঃ ২৪

নাযিলের সময়কাল

এ সূরার ভাষণগুলো হিজরী তৃতীয় সনের শেষ দিক থেকে নিয়ে হিজরী চতুর্থ সনের শেষ অথবা হিজরী পঞ্চম সনের প্রথম দিকের সময় পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

হিজরতের পর মদীনায় স্থাপিত নতুন সমাজের বিকাশ সাধনে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান। মুশরিক, ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতার মুকাবিলায় প্রয়োজনীয় হিদায়াত এবং ইসলামী দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়ে ইসলামকে বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়।

এতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে মুসলমানরা কিভাবে ইসলামী জীবন পদ্ধতিতে তাদের জীবনাচার সংশোধন করবে, তাদের পরিবার গঠনের নীতি কি হবে ? সমাজে নারী-পুরুষের সীমা কতটুকু, বিয়ে-শাদীর জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ, ইয়াতীমদের অধিকার, মীরাস বন্টনের নিয়ম-কানুন, অর্থনৈতিক লেনদেনের সঠিক পদ্ধতি, পারিবারিক বিরোধ মেটাবার নিয়ম-নীতি প্রভৃতি বিষয়। এছাড়া আরো জারী করা হয়েছে অপরাধের দণ্ডবিধি, মদ পানের উপর বিধি-নিষেধ, তাহারাত তথা পবিত্রতা অর্জনের বিধি-বিধান, ইসলামী জামায়াতের সংগঠন-শৃংঙ্খলা সংক্রান্ত বিধান। আহলি কিতাবের অনুকরণ-অনুসরণ থেকে মুসলমানদের সতর্ক করণার্থে তাদের নৈতিক, ধর্মীয় মানসিকতা ও কর্মনীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুনাফিকদের কর্মনীতি বিশ্লেষণ করে ঈমান ও নিফাকের পার্থক্য মুসলমানদের সামনে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

উহুদ যুদ্ধের পরবর্তী বিরাজমান সংকটময় পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা আবেগময় ভাষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে একদিকে বিরুদ্ধ শক্তির মুকাবিলায় দৃঢ়তা সহকারে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে এ সূরায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অপরদিকে যুদ্ধকালীন অবস্থায় কাজ করার জন্যে প্রয়োজনীয় হিদায়াত দান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার ভীতি ও আশংকাজনক খবর পেলে তা দায়িত্বশীলদের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং যাচাই না করে তা প্রচার করাটাকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় যেখানে পানির অভাব দেখা যাবে সেখানে অযু-গোসলের জন্য তায়াম্মুমের বিধান দেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় 'ভয়কালীন নামায' পড়ার নিয়ম-নীতিও এ সূরায় বিবৃত হয়েছে। এছাড়া আরবের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যেসব মুসলমানের বসবাস ছিলো তাদের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহকে বিস্তারিত নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে সকল মুসলমানকে সবদিক থেকে হিজরত করে মদীনায় দারুল ইসলামে সমবেত হওয়ার নির্দেশও প্রদান করা হয়েছে।

অতপর ইয়াহুদী গোত্রগুলোর সাথে বলবত চুক্তি-বিরোধী কাজের জন্য তাদের সমালোচনা ; অবশেষে তাদের বহিস্কার ; মুনাফিকদের সাথে আচরণের পদ্ধতি ; নিরপেক্ষ আরব ও ইয়াহুদী গোত্রগুলোর সাথে আচরণের নীতি ; মুসলমানদের নৈতিক শিক্ষা ; তাদের দলের যে কোনো দুর্বলতা সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা ; ইয়াহুদী, খৃস্টান ও মুশরিক এ তিন সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধর্মীয় ধারণা-বিশ্বাস এবং তাদের নৈতিক চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা ইত্যাদি বিষয়ও এ সূরায় স্থান পেয়েছে।

❑

রুকূ' ২৪ — **৪. সূরা আন নিসা-মাদানী** — আয়াত ১৭৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ

১. হে মানুষ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং সৃষ্টি করেছেন

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ

তার থেকে তার স্ত্রী, আর তাদের উভয় থেকেই ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর ও নারী ;[১] আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যাঁর নামে

① يَاَيُّهَا-হে ; النَّاسُ-মানুষ ; اتَّقُوْا-তোমরা ভয় করো ; رَبَّكُمْ-(رب+كُمْ)-তোমাদের প্রতিপালককে ; الَّذِىْ-যিনি ; خَلَقَكُمْ-(خلق+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; مِنْ-থেকে ; نَفْسٍ-এক ব্যক্তি ; وَّاحِدَةٍ-এক ; وَ-এবং ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; مِنْهَا-(من+ها)-তার থেকে ; زَوْجَهَا-(زوج+ها)-তার স্ত্রী (জোড়া); وَ-আর ; بَثَّ-ছড়িয়ে দিয়েছেন ; مِنْهُمَا-তাদের উভয় থেকে ; رِجَالاً-নর ; كَثِيْرًا-বহু ; وَّ-ও ; نِسَاءً-নারী; وَ-আর ; اتَّقُوْا-তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; الَّذِىْ-যার ;

১. সামনে যেহেতু পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে ; রয়েছে পারিবারিক ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও মযবুত করা সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে বর্ণনা, তাই ভূমিকা এভাবে শুরু করা হয়েছে যে, একদিকে আল্লাহকে ভয় করা ও তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য তাকীদ করা হয়েছে, অন্যদিকে একথাটি অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়া হচ্ছে যে, সকল মানুষের উৎপত্তি একজন মানুষ থেকেই। শারীরিক উপাদান তথা রক্ত-মাংশের দিক থেকেও একে অপরের অংশ। "তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" অর্থাৎ প্রথমে এক ব্যক্তি থেকে মানবজাতির সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের অন্যত্র এর ব্যাখ্যা রয়েছে যে, সেই প্রথম মানুষ ছিল আদম, যার থেকে মানব বংশ বিস্তার লাভ করেছে। সেই প্রথম সৃষ্ট জীবন থেকেই তার জোড়া সৃষ্টি করা হয়েছে। এর বিস্তারিত রূপ আমাদের জ্ঞানের আওতাভুক্ত নয়। তাফসীরবিদগণ সাধারণত যা বর্ণনা করেছেন এবং বাইবেলেও যেরূপ বর্ণিত আছে তাহলো—আদম (আ)-এর বাম পাঁজরের হাড় থেকে হযরত হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। তালমূদে আরও বিশদভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত হাওয়া (আ)-কে হযরত আদম (আ)-এর ডান পাঁজরের ত্রয়োদশ হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআন

تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ① وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ

তোমরা পরস্পরে হক দাবী করে থাক আর আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক থাকো ; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদানকারী। ২. আর তোমরা দিয়ে দাও ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ ;[২]

وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ ؕ

আর পবিত্র বস্তুর সাথে ঘৃণ্য বস্তু তোমরা বদল করো না ;[৩] আর তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে গ্রাস করো না

اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ② وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا

অবশ্যই এটা মহা গুনাহ। ৩. আর যদি তোমরা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি ইনসাফ করতে না পারার আশংকা করো তবে বিয়ে করে নাও

تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ (تسآءلون+ب+ه)-নামে তোমরা পরস্পরে হক দাবী করে থাকো ; وَ-আর ; الْاَرْحَامَ (ال+ارحام)-আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক থাকো ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (كان+على+كم+رقيبا)-তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দানকারী। ② وَ-আর ; اٰتُوْا-তোমরা দিয়ে দাও; الْيَتٰمٰى (ال+يتمى)-ইয়াতীমদেরকে ; اَمْوَالَهُمْ (اموال+هم)-তাদের সম্পদ ; وَ-আর ; لَاتَتَبَدَّلُوْا-তোমরা বদল করো না ; الْخَبِيْثَ (ال+خبيث)-ঘৃণ্য বস্তু ; بِالطَّيِّبِ (ب+ال+طيب)-পবিত্র বস্তুর সাথে ; وَ-আর ; لَاتَاْكُلُوْا-তোমরা গ্রাস করো না; اَمْوَالَهُمْ (اموال+هم)-তাদের সম্পদ ; اِلٰى اَمْوَالِكُمْ (الى+اموال+كم)-তোমাদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে ; اِنَّهٗ (ان+ه)-অবশ্যই এটা ; كَانَ حُوْبًا (كان+حوبا) মহা গুনাহ ; كَبِيْرًا-বড়ই। ③ وَ-আর ; اِنْ-যদি ; خِفْتُمْ-তোমরা আশংকা করো ; اَلَّا تُقْسِطُوْا-ইনসাফ করতে না পারার ; فِى الْيَتٰمٰى (فى+ال+يتمى)-ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি ; فَانْكِحُوْا (ف+انكحوا)-তবে বিয়ে করে নাও ;

মাজীদ এ ব্যাপারে নীরব রয়েছে। এর সমর্থনে যেসব হাদীস পেশ করা হয়ে থাকে তার অর্থ লোকেরা যা মনে করে নিয়েছে তা নয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যেভাবে বিষয়টিকে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছেন সেভাবে অস্পষ্ট রেখে দেয়াটাই উত্তম। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সময় অপচয় করার প্রয়োজন নেই।

২. অর্থাৎ ইয়াতীমগণ যতদিন অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকবে, ততদিন তাদের সম্পদ থেকেই তাদের জন্য ব্যয় করো ; অতপর যখন সে বয়ঃপ্রাপ্ত হবে তখন তার সম্পদ তাকে বুঝিয়ে দাও।

مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا

নারীদের মধ্যে যে তোমাদের মন মতো হয় দুই, তিন বা চারজন ;[৪] তবে যদি আশংকা করো যে, ইনসাফ করতে পারবে না

مَا–যে ; طَابَ–মন মতো হয় ; لَكُمْ–তোমাদের; مِّنَ–মধ্যে; النِّسَآءِ–(ال+نساء)–নারীদের ; مَثْنٰى–দুইজন ; وَ–বা; ثُلٰثَ –তিনজন ; وَ–বা ; رُبٰعَ–চারজন ; فَاِنْ–(ف+ان)–তবে যদি ; خِفْتُمْ–তোমরা আশংকা করো ; اَلَّا تَعْدِلُوْا–(ان+تعدلوا)–যে, ইনসাফ করতে পারবে না ;

৩. এ বাক্যটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর একটি অর্থ হলো—হালাল উপার্জনের পরিবর্তে হারাম পথে উপার্জন করো না। এর অপর অর্থ হলো—ইয়াতীমদের উত্তম সম্পদকে নিজেদের খারাপ সম্পদের দ্বারা বদলে দিও না।

৪. মুফাসসিরগণ এর তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন—(১) হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন যে, জাহেলী যুগে কোনো ইয়াতীম মেয়ে যদি কারো তত্ত্বাবধানে থাকতো, তাহলে তার সম্পদ বা সৌন্দর্যের জন্য অথবা তার পক্ষে কেউ কথা বলার নেই বলে যা ইচ্ছে তাই করা যাবে মনে করে সে ইয়াতীম মেয়েটিকে বিয়ে করে নিতো এবং তার উপর যুল্‌ম করতো ; তাই ইরশাদ হয়েছে যে, তোমরা যদি আশংকা করো যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে সমাজে মেয়েরতো আর অভাব নেই, তাদের মধ্য থেকে তোমাদের যাকে পসন্দ হয় বিয়ে করে নাও। এ সূরার উনিশ রুকূ'র প্রথম আয়াতে এ ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। (২) ইবনে আব্বাস (রা) এবং তাঁর শিষ্য ইকরামা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, জাহেলী যুগে বিয়ের কোনো সীমা-সংখ্যা ছিলো না, এক একজনের দশ দশজন স্ত্রী ছিলো। এসব কারণে যখন পারিবারিক ব্যয় সাধ্যাতীত বেড়ে যেত তখন নিজেদের ভাতিজী, ভাগনীদের যারা ইয়াতীম হওয়ার কারণে নিজেদের তত্ত্বাবধানে থাকতো বাধ্য হয়ে তাদের সম্পদের উপর হাত দিতো। এজন্য আল্লাহ তাআলা বিয়ের সংখ্যা চার পর্যন্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তৎসঙ্গে এ-ও বলে দিয়েছেন যে, যুল্‌ম ও অবিচার থেকে বাঁচার উপায় হলো তোমরা এক থেকে চার পর্যন্ত বিয়ে করতে পারো তবে তাদের সকলের সাথে ইনসাফ পূর্ণ আচরণ করতে হবে। (৩) সাঈদ ইবনে জুবায়ের এবং কাতাদাহ ও অন্যান্য মুফাসসিরদের কয়েকজন বলেছেন যে, সাধারণত ইয়াতীমদের ব্যাপারে বে-ইনসাফীকে জাহেলী যুগের লোকেরা সুনজরে দেখতো না ; কিন্তু ইয়াতীম মেয়েদের ব্যাপারে তারা ছিলো অন্ধ—এদের প্রতি ন্যায় ও ইনসাফ করা সম্পর্কে তারা ছিল উদাসীন। যে কয়টি মন চাইতো বিয়ে করে নিতো এবং তাদের উপর যাচ্ছে তাই যুল্‌ম করতো। এ পরিপ্রেক্ষিতেই ইরশাদ হয়েছে যে, তোমরা সাধারণভাবে যেহেতু ইয়াতীমদের সাথে বে-ইনসাফী করতে ভয় পাও, সেহেতু ইয়াতীম মেয়েদের সাথেও

فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۞

তাহলে একজন[৫] অথবা যে তোমাদের মালিকানাধীন দাসী ;[৬] এটাই অধিকতর কাছাকাছি যে, তোমরা পক্ষপাতদুষ্ট হবে না।

فَوَاحِدَةً-(ف+واحدة)-তাহলে একজন ; اَوْ-অথবা; مَا-যে ; مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ-(ملكت+ايمان+كم)-তোমাদের মালিকানাধীন দাসী ; ذٰلِكَ-এটা ; اَدْنٰٓى-অধিকতর কাছাকাছি ; اَلَّا تَعُوْلُوْا-(ان+لاتعولوا)-যে, তোমরা পক্ষপাত দুষ্ট হবে না।

বে-ইনসাফী করতে তোমাদের মনে ভয় থাকা উচিত। প্রথমত তোমরা চারটির অধিক বিয়ে-ই করতে পারো না এবং চারটির অনুমতি থাকলেও এর মধ্যে তোমরা যে কয়টির সাথে ইনসাফ বজায় রাখতে পারবে সে কয়টির মধ্যেই স্ত্রীদের সংখ্যা সীমিত রাখো। আয়াতের উল্লেখিত তিনটি ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য এবং একই সাথে তিনটি ব্যাখ্যা-ই সঠিক হতে পারে। আয়াতের আরও একটি ব্যাখ্যা এটাও হতে পারে যে, তোমরা যদি ইয়াতীম মেয়েদের সাথে ইনসাফ না করতে পারো তাহলে যেসব মহিলার সাথে ইয়াতীম শিশু রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করে নাও।

৫. একথার উপর মুসলিম উম্মাহর ফকীহদের ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে যে, এ আয়াতের মাধ্যমে স্ত্রীর সংখ্যা সীমিত করে দেয়া হয়েছে এবং একই সময়ে চার এর অধিক স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। হাদীসের বর্ণনা থেকেও এর সমর্থন মিলে। এ আয়াতের দ্বারা স্ত্রীদের সংখ্যার বৈধতার সাথে ইনসাফের শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি একাধিক স্ত্রী রাখার বৈধতা থেকে ফায়দা উঠাতে চায় ; কিন্তু ইনসাফের শর্ত পূরণ করে না, সে আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে। ইসলামী রাষ্ট্রের আদালতসমূহের এ অধিকার রয়েছে যে, যে স্ত্রী অথবা যেসব স্ত্রীদের সাথে কেউ বে-ইনসাফী করে তাদের অভিযোগ অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারবে।

কিছু কিছু লোক পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণায় আকৃষ্ট ও প্রভাবান্বিত হয়ে এটা প্রমাণ করতে চায় যে, কুরআন মূলত একাধিক স্ত্রী রাখার প্রথাকে (যা তাদের দৃষ্টিতে খুবই মন্দ কাজ) মিটিয়ে দেয়ার পক্ষপাতি ছিলো, কিন্তু যেহেতু প্রথাটি বহুল প্রচলিত, সেহেতু এতে কিছু বাধ্য-বাধকতা আরোপ করেই ছেড়ে দিয়েছে। এ ধরনের মানসিকতা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের অন্ধ গোলামীর ফল। একাধিক স্ত্রী রাখা মূলত ক্ষতিকর মনে করা গ্রহণযোগ্য নয় ; কেননা, কোনো কোনো অবস্থায় এটা নৈতিক ও তামাদ্দুনিক দিক থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কুরআন মাজীদ সুস্পষ্ট ভাষায় এটাকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছে এবং ইশারা-ইংগীতেও এর নিন্দায় এমন কোনো ভাষা ব্যবহার করেনি যাতে এটা বুঝা যায় যে, কুরআন এটাকে বন্ধ করতে চায়।

৬. এর দ্বারা ক্রীতদাসী বুঝানো হয়েছে। যেসব মহিলা যুদ্ধ বন্দী হিসেবে এসেছে এবং বন্দী বিনিময় কালে যাদের বিনিময় হয়নি, ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদেরকে

④ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

৪. আর তোমরা সন্তোষ সহকারে স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও, তবে তারা তোমাদের প্রতি খুশী মনে তা থেকে কিছু ছেড়ে দিলে

فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا ⑤ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِیْ جَعَلَ اللّٰهُ

তা তোমরা পরিতৃপ্তি সহকারে খাও।[৭] ৫. আর তোমরা অপরিণত-অবুঝদের হাতে তোমাদের সেসব সম্পদ তুলে দিও না যা আল্লাহ করেছেন

لَكُمْ قِیٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِیْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

তোমাদের জন্য জীবিকার বাহন এবং তাদেরকে তা থেকে খাওয়াও এবং পরাও, আর তাদের সাথে কোমল সুরে কথাবার্তা বলো।[৮]

④ وَ –আর ; اٰتُوا –তোমরা দিয়ে দাও ; النِّسَآءَ –(ال+نساء)–স্ত্রীদেরকে ; صَدُقٰتِهِنَّ –(صدقت+هن)–তাদের মোহরানা ; نِحْلَةً –সন্তোষ সহকারে ; فَاِنْ طِبْنَ –তবে তারা খুশী মনে ছেড়ে দিলে ; لَكُمْ –তোমাদের জন্য ; عَنْ شَیْءٍ –কিছু ; مِّنْهُ –(من+ه)–তা থেকে ; نَفْسًا –আন্তরিকভাবে ; فَكُلُوْهُ –(ف+كلوا+ه)–তাহলে তোমরা তা খাও ; هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا –পরিতৃপ্তি সহকারে। ⑤ وَ –আর ; لَاتُؤْتُوا –আর তোমরা তুলে দিও না ; السُّفَهَآءَ –(ال+سفهاء)–অপরিণত-অবুঝদের হাতে ; اَمْوَالَكُمْ –(اموال+كم)–তোমাদের সম্পদ ; الَّتِیْ –যা ; جَعَلَ –করেছেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; لَكُمْ –তোমাদের জন্য ; قِیٰمًا –জীবিকার বাহন ; وَّارْزُقُوْهُمْ –(و+ارزقو+هم)–এবং তাদেরকে খাওয়াও ; فِیْهَا –তা থেকে ; وَاكْسُوْهُمْ –(و+اكسو+هم)–এবং পরাও ; وَ –আর ; قُوْلُوْا –কথাবার্তা বলো ; لَهُمْ –তাদের সাথে ; قَوْلًا –কথা ; مَّعْرُوْفًا –কোমল সুরে।

যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—তোমরা যদি একজন স্বাধীন মহিলার বোঝা ঘাড়ে নিতে না পারো তাহলে ক্রীতদাসীদের মধ্য থেকে একজনকে বিয়ে করে নাও। যেমন চতুর্থ রুকূ'তে এ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। অথবা এর অর্থ—যদি তোমাদের একাধিক স্ত্রীর যথার্থই প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে এবং স্বাধীন সদ্বংশজাত মহিলাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা তোমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ক্রীতদাসীদের প্রতি দৃষ্টি দাও, যেহেতু তাদের ক্ষেত্রে তোমাদের উপর স্বাধীন মহিলাদের চেয়ে দায়িত্বের বোঝা কম পড়বে।

৭. হযরত ওমর (রা) ও কাজী শুরাইহ এর সিদ্ধান্ত হলো—কোনো মহিলা যদি নিজের স্বামীকে পুরো মোহরানা অথবা আংশিক মোহরানা মাফ করে দেয় এবং পরে সে পুনরায় তা দাবী করে, তাহলে স্বামীকে মহিলার দাবী অনুসারে তা পরিশোধে বাধ্য

⑥ وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا

৬. আর তোমরা ইয়াতীমদের পরীক্ষা করে দেখ, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে ;[৯] তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের যোগ্যতা দেখতে পেলে

فَادْفَعُوٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ

তাদের সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দাও ;[১০] আর তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে দ্রুততা ও অপচয়ের মাধ্যমে তা খেয়ে ফেলো না।

⑥ وَ-আর ; اِبْتَلُوْا-তোমরা পরীক্ষা করে দেখ ; الْيَتٰمٰى-(ال+يتمى) -ইয়াতীমদেরকে; حَتّٰى-যে পর্যন্ত না; اِذَا-যদি ; بَلَغُوْا-তারা পৌঁছে ; النِّكَاحَ-(ال+نكاح)-বিয়ের বয়সে ; فَاِنْ اٰنَسْتُمْ-(ف+ان+انستم)-তারপর তোমরা দেখতে পেলে; مِّنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; رُشْدًا-ভালোমন্দ বিচারের যোগ্যতা ; فَادْفَعُوْا-তোমরা দিয়ে দাও ; اِلَيْهِمْ-(الى+هم)-তাদেরকে ; اَمْوَالَهُمْ-(اموال+هم)-তাদের সম্পদ ; وَ-আর ; لَاتَاْكُلُوْهَا-(لاتاكلوا+ها)-তা খেয়ে ফেলো না ; اِسْرَافًا-অপচয়ের মাধ্যমে ; وَّ-ও ; بِدَارًا-দ্রুততা ; اَنْ يَّكْبَرُوْا-তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে ;

করা যাবে। কেননা মহিলার মোহরানা দাবী করা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুরো মোহরানা বা আংশিক কোনোটাই ছাড়তে চায় না।

৮. অত্র আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে একটি ব্যাপকার্থক দিক-নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ধন-সম্পদ যা জীবন ধারণের মূল উপাদান তা এমন নির্বোধ মানুষের হাতে থাকা কোনো মতেই উচিত নয়, যারা এর অপব্যবহার করে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে ভুল পথে পরিচালিত করবে এবং অবশেষে নৈতিক ব্যবস্থাপনাকেও বিনষ্ট করে ফেলবে। মালিকানার অধিকার যা কোনো ব্যক্তির তার নিজস্ব সম্পদের উপর রয়েছে। তা এমন অবাধ ও অসীম নয় যে, সে যদি তার এ অধিকারকে যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার না করে বা এটাকে সে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করে, তার পরেও তার এ অধিকার খর্ব করা যাবে না। এ দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পদের প্রত্যেক মালিকের তার সীমিত পরিমণ্ডলে এ দিকটার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত যে, সে নিজ সম্পদ যার নিকট সোপর্দ করছে, সে এ সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের যোগ্যতা রাখে কিনা। আর সমাজের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে ইসলামী রাষ্ট্রের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে যে, যারা নিজেদের মালিকানাধীন সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহারের যোগ্যতা রাখে না, অথবা যারা নিজেদের সম্পদকে অন্যায় পথে ব্যয় করে, তাদের সম্পদকে রাষ্ট্র নিজের অধিকারে নিয়ে যাবে এবং তার জীবন যাপনের ব্যয়ের ব্যবস্থা রাষ্ট্রই করে দেবে।

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

আর যে সচ্ছল সে যেন (ইয়াতীমের মাল ভক্ষণে) বিরত থাকে,
আর যে অভাবী সে যেন বিবেচনার সাথে খায়[১১]

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ○

অতপর যখন তোমরা তাদের সম্পদ তাদের প্রতি ফেরত দেবে তখন তোমরা তার সাক্ষী রেখো ; আর হিসেব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

⑦ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

৭. পুরুষদের জন্য তা থেকে অংশ রয়েছে যা পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে ; আর নারীদের জন্যও তা থেকে অংশ রয়েছে

وَ –আর ; مَنْ –যে ; كَانَ غَنِيًّا –সচ্ছল ; فَلْيَسْتَعْفِفْ –(ف+ليستعفف) –সে যেন বিরত থাকে (ইয়াতীমের মাল ভক্ষণে); وَ –আর ; مَنْ –যে ; كَانَ -ছিলো ; فَقِيرًا –অভাবী ; فَلْيَأْكُلْ –(ف+لياكل) -সে যেন খায় ; بِالْمَعْرُوفِ –(ب+ال+معروف) –বিবেচনার সাথে ; فَإِذَا –(ف+اذا) –অতপর যখন ; دَفَعْتُمْ –তোমরা ফেরত দেবে ; إِلَيْهِمْ –তাদের প্রতি ; أَمْوَالَهُمْ –(اموال+هم) –তাদের সম্পদ ; فَأَشْهِدُوا –(ف+اشهدوا) –তখন তোমরা সাক্ষী রেখো ; عَلَيْهِمْ –তার ; وَ –আর ; كَفَىٰ –যথেষ্ট ; بِاللَّهِ –আল্লাহই ; حَسِيبًا –হিসেব গ্রহণকারী হিসেবে। ⑦ لِلرِّجَالِ –(ل+ال+رجال) -পুরুষদের জন্য ; نَصِيبٌ –অংশ রয়েছে ; مِمَّا –(من+ما) তা থেকে যা ; تَرَكَ –রেখে গেছে ; الْوَالِدَانِ –(ال+والدان) -পিতামাতা ; وَ –ও ; الْأَقْرَبُونَ –(ال+اقربون) -নিকটাত্মীয়রা ; وَ –আর ; لِلنِّسَاءِ –(ل+ال+نساء) -নারীদের জন্য ; نَصِيبٌ –অংশ রয়েছে ;

৯. অর্থাৎ সে যখন সাবালকত্বে পৌঁছে যাবে তখন তাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, তার জ্ঞান-বুদ্ধি কতটুকু বিকাশ লাভ করেছে এবং নিজ বিষয়াদি নিজ দায়িত্বে আনজাম দেয়ার যোগ্যতা তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে কিনা।

১০. ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করার ক্ষেত্রে দুটো শর্ত আরোপ করা হয়েছে—প্রথম, সাবালাকত্ব, দ্বিতীয়, যোগ্যতা তথা সম্পদের সঠিক ব্যবহারের উপযুক্ততা। প্রথম শর্তের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ফকীহদের ঐকমত্য রয়েছে। দ্বিতীয় শর্তের ব্যাপারে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মত এই যে, সাবালক হওয়ার পরও যদি সংশ্লিষ্ট ইয়াতীমের মধ্যে সম্পদ ব্যবহারের উপযুক্ততা পাওয়া না যায়, তাহলে তার অভিভাবককে আরও সাত বছর অপেক্ষা করতে হবে। তারপর তার মধ্যে উপযুক্ততা পাওয়া যাক বা না যাক তার সম্পদ তার নিকট হস্তান্তর করে দিতে

مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝

যা রেখে গেছে,-পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়রা তা কম হোক বা বেশী[১২]
-নির্ধারিত একটি অংশ।

﴿٨﴾ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ

৮. আর সম্পদ বণ্টনকালে যদি ওয়ারিস নয় এমন আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তবে তাদেরকে তা থেকে কিছু দাও,

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٩﴾ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا

এবং তাদের প্রতি সদয় কথাবার্তা বলো।[১৩] ৯. আর তারা যেন ভয় করে যে, যদি তারা তাদের পেছনে দুর্বল-অসহায় সন্তান-সন্ততি রেখে যেত

مِمَّا –তা থেকে যা ; تَرَكَ –রেখে গেছে ; الْوَالِدَانِ –পিতামাতা ; وَ –ও ; الْأَقْرَبُونَ –নিকটাত্মীয়রা ; مِمَّا –তা থেকে ; قَلَّ مِنْهُ –(قل+من+ه)-কম হোক তার ; أَوْ –অথবা ; كَثُرَ-বেশী হোক; نَصِيبًا –একটি অংশ ; مَفْرُوضًا –নির্ধারিত। ⑧ وَ –আর; إِذَا –যদি ; حَضَرَ-উপস্থিত হয় ; الْقِسْمَةَ –(ال+قسمة)-সম্পদ বণ্টনকালে ; أُولُوا الْقُرْبَىٰ –(اولو+ال+قربى)-ওয়ারিস নয় এমন আত্মীয়; وَ –ও ; الْيَتَمٰى –(و+ال+يتمى)-ও ইয়াতীম ; الْمَسٰكِينُ –(ال+مسكين) মিসকীন ; فَارْزُقُوهُمْ –(ف+ارزقو+هم)-তবে তাদেরকে কিছু দাও ; مِنْهُ –তা থেকে; وَ –এবং ; قُولُوا –বলো ; لَهُمْ –(ل+هم)-তাদের প্রতি ; قَوْلًا –কথাবার্তা ; مَعْرُوفًا –সদয়। ⑨ وَ –আর ; لْيَخْشَ –(ل+يخش)-তারা যেন ভয় করে ; الَّذِينَ –যারা ; لَوْ –যদি ; تَرَكُوا –তারা রেখে যেত ; مِنْ خَلْفِهِمْ –(من+خلف+هم)-তাদের পেছনে ; ذُرِّيَّةً –সন্তান-সন্ততী ; ضِعٰفًا –দুর্বল-অসহায় ;

হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, সম্পদ হস্তান্তরের জন্য 'উপযুক্ততা', একটি আবশ্যিক শর্ত। সম্ভবত তাঁদের মতে এমতাবস্থায় শরয়ী আদালতের বিচারকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। যদি বিচারকের নিকট এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সংশ্লিষ্ট ইয়াতীমের মধ্যে উপযুক্ততা পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তিনিই উক্ত ইয়াতীমের সম্পদ দেখা-শুনার জন্য কোনো ভালো ব্যবস্থা করে দেবেন।

১১. অর্থাৎ অভাবী অভিভাবক ইয়াতীমের সম্পদের তত্ত্বাবধানের বিনিময়ে এতটুকু পারিশ্রমিক নিতে পারবে, যতটুকু নেয়াকে একজন নিরপেক্ষ বিবেকবান ব্যক্তি সংগত বলে মনে করতে পারে। আর সে যা-ই নেবে তা গোপনে নেবে না ; বরং প্রকাশ্যে পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেবে এবং তার যথাযথ হিসাব রাখবে।

خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝١٠ إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ

তারাও তাদের ব্যাপারে আশংকায় থাকতো ; সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং তারা যেন সংগত কথা বলে। ১০. নিশ্চয়ই যারা ভক্ষণ করে

أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝

অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ, তারা অবশ্যই তাদের পেটে আগুন ভক্ষণ করে ; আর তারা অতিসত্বর জাহান্নামে জ্বলবে।[১৪]

خَافُوْا-তারা আশংকায় থাকতো ; عَلَيْهِمْ -তাদের ব্যাপারে ; فَلْيَتَّقُوْا -(ف+ل+يتقوا)- সুতরাং তারা যেন ভয় করে ; اللّٰهَ -আল্লাহকে ; وَلْيَقُوْلُوْا -(و+ل+يقولوا)-এবং তারা যেন বলে ; قَوْلًا -কথা ; سَدِيْدًا -সংগত। ⑩ إِنَّ -নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ -যারা ; يَأْكُلُوْنَ -ভক্ষণ করে ; أَمْوَالَ -সম্পদ ; الْيَتٰمٰى -(ال+يتمى)-ইয়াতীমদের ; ظُلْمًا -অন্যায়ভাবে ; إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ -(ان+ما+ياكلون)-নিশ্চয়ই তারা ভক্ষণ করে ; فِيْ بُطُوْنِهِمْ -(فى+بطون+هم)-তাদের পেটে; نَارًا -আগুন; وَ -আর ; سَيَصْلَوْنَ -(س+يصلون)-তারা অতি সত্বর জ্বলবে ; سَعِيْرًا -জাহান্নামে ;

১২. অত্র আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ৫টি বিধানগত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক. মীরাস শুধুমাত্র পুরুষের অধিকার নয় ; বরং মহিলারাও তার হকদার। দুই. সকল অবস্থায়ই মীরাস বণ্টন করতে হবে, তা যতটুকুই কম হোক না কেন। এমনকি মৃত ব্যক্তি যদি এক গজ কাপড়ও রেখে যায়, আর তার দশজন ওয়ারিস থাকে, তাহলেও তা দশ ভাগে বিভক্ত করতে হবে। তবে এক ওয়ারিস অন্য ওয়ারিস থেকে তার অংশ ক্রয় করে নেবে, সেটা ভিন্ন কথা। তিন. আয়াত থেকে এটাও সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, উত্তরাধিকারের বিধান সর্বপ্রকার মাল-সম্পদের উপরই জারী হবে, তা স্থাবর সম্পত্তি হোক বা অস্থাবর, কৃষি হোক বা শিল্প প্রতিষ্ঠান হোক অথবা হোক তা অন্য কোনো প্রকার সম্পত্তি। চার. এ থেকে জানা যায় যে, মীরাসের অধিকার তখনই জন্মে যখন মৃত ব্যক্তি কিছু রেখে মারা যায়। পাঁচ. এ আয়াত থেকে এ মূলনীতিও পাওয়া যায় যে, নিকটতর আত্মীয়ের বর্তমানে দূরবর্তী আত্মীয় মীরাসের অধিকারী হয় না। সামনে ১১ আয়াতের শেষাংশে ও ৩৩ আয়াতে এ মূলনীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৩. এখানে মৃতের ওয়ারিসদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মীরাস বণ্টনকালে যদি নিকট ও দূরের আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম, গরীব-মিসকীন লোক এসে পড়ে তখন তাদের সাথে সংকীর্ণ মানসিকতা সুলভ আচরণ করো না। মীরাসে শরীয়াতের আইনে তাদের অংশ না থাকলেও উদারতার সাথে তাদেরকে পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে কিছু না কিছু দিয়ে দিও এবং তাদের মনে আঘাত

পেতে পারে এমন আচরণ তাদের সাথে করো না। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে সংকীর্ণমনা লোকেরা যে ধরনের কঠোর আচরণ দেখিয়ে থাকে।

১৪. হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদ যুদ্ধের পরে হযরত সা'দ ইবনে রুবাইয়ের স্ত্রী নিজের দুটো শিশু সন্তানকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন—"হে আল্লাহর রাসূল, এ দুজন সা'দ-এর সন্তান—যিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এদের চাচা সমস্ত সম্পত্তি নিজের অধিকারে নিয়ে নিয়েছে, এদের জন্য একটি দানাও অবশিষ্ট রাখেনি। এখন এ সহায়-সম্বলহীন মেয়ে দুটোকে কে বিয়ে করবে ?" এ পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

১ম রুকূ' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. এ সূরার প্রথম দিকে পারস্পরিক সম্পর্ক ও অন্যের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন—ইয়াতীমের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও স্ত্রীদের অধিকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

২. এখানে এমন কিছু অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যেগুলো আইনের মাধ্যমে আদায় করার সুযোগ নেই। একমাত্র সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতা সৃষ্টির দ্বারা এসব অধিকার আদায়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায়।

৩. এ মানবিক অধিকার আদায়ের জন্য তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি ও পরকালের ভয় অন্তরে থাকা প্রয়োজন। তাই আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার বিধান দিয়ে সূরাটি আরম্ভ করেছেন।

৪. এ তাকওয়ার বিধান কুরআন অবতীর্ণের সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

৫. মানব সৃষ্টির মূল উৎসের কথা এখানে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর সকল মানুষ একই মানব—আদম (আ) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর সকল মানব গোষ্ঠী পরস্পর ভাই ভাই।

৬. অতপর বলা হয়েছে যে, মানুষ যেহেতু মানুষের আত্মীয়, তাই আত্মীয়তার বন্ধনের ব্যাপারে প্রত্যেককেই সজাগ-সচেতন থাকতে হবে, যাতে তার কারণে আত্মীয়তার বন্ধনে ফাটল না ধরে।

৭. ইয়াতীম শিশুদের অধিকার সম্পর্কে প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে করে তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে কেউ আত্মসাত করতে না পারে।

৮. অতপর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সেলায়ে রেহমী তথা সুসম্পর্ক রাখার জন্য বলা হয়েছে এবং 'কেতয়ে রেহমী' আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

৯. ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং এ থেকে আমাদের সকলকে বেঁচে থাকতে হবে।

১০. সর্বযুগে প্রচলিত সীমা-সংখ্যাহীন বহু বিবাহ প্রথাকে ইসলাম চার এর সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে নিয়ন্ত্রণে এনেছে।

১১. ইসলাম একই সময়ে চারজন স্ত্রী রাখার বৈধতা দান করলেও তা শর্তহীন নয় ; বরং তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করার শর্ত রাখা হয়েছে। এ শর্ত পূরণ করতে না পারলে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করা বৈধ হবে না। এমতাবস্থায় এক স্ত্রীর উপরই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

১২. সমতা রক্ষা করা বৈষয়িক ব্যাপারে সম্ভব, আন্তরিক তথা মনের আকর্ষণ বা ভালোবাসার মধ্যে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। কেননা তা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়।

১৩. স্ত্রীদের মোহরানা বাবদ প্রাপ্ত অর্থের মালিক সে নিজেই, অভিভাবকদের এতে কোনো প্রকার অধিকার নেই। তবে স্ত্রী যদি খুশী মনে তাদেরকে কিছু দেয় তাহলে তারা তা খেতে পারে।

১৪. অবুঝ-অনভিজ্ঞদের হাতে সম্পদ তুলে দেয়া বৈধ নয় এবং তা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

১৫. ইয়াতীম শিশুদের লেখাপড়া ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা অভিভাবকদের দায়িত্ব।

১৬. বালেগ হওয়ার পর তার বিবেক-বুদ্ধির পরিপক্কতা যাঁচাইয়ের পরেই তার সম্পদ তার প্রতি সমর্পণ করা যাবে।

১৭. যাঁচাইয়ের পর যদি দেখা যায় যে, তার হাতে সম্পদ সমর্পণ করলে সে তা রক্ষা করতে পারবে না। তাহলে তা করা যাবে না ; বরং আরও অপেক্ষা করতে হবে।

১৮. অভিভাবক ধনী হলে ইয়াতীমের সম্পদ থেকে সংরক্ষণ বাবদ কোনো পারিশ্রমিক না নেয়া উত্তম। আর দরিদ্র হলে সংগত পরিমাণ পারিশ্রমিক নিতে পারবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-৪

﴿١١﴾ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ

১১. আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে—এক ছেলের অংশ দুই মেয়ের অংশের সমান ;[১৫]

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً

তবে যদি কেবলমাত্র কন্যা দুয়ের অধিক থাকে, তাহলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ ;[১৬] আর যদি একজন থাকে

﴿١١﴾ يُوْصِيْكُمْ-(يوصى+كم)-তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فِىْ أَوْلَادِكُمْ-(فى+اولاد+كم)-তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে ; لِلذَّكَرِ-একজন পুরুষের জন্য ; مِثْلُ-সমান ; حَظِّ-অংশের; الْأُنْثَيَيْنِ-(ال+انثيين)-দুজন মেয়ের ; فَإِنْ-(ف+ان)-তবে যদি ; كُنَّ-থাকে ; نِسَاءً-কেবলমাত্র মেয়ে ; فَوْقَ-অধিক ; اثْنَتَيْنِ-দুয়ের ; فَلَهُنَّ-(ف+ل+هن)-তাহলে তাদের জন্য ; ثُلُثَا-দুই-তৃতীয়াংশ ; مَا-যা ; تَرَكَ-সে ছেড়ে গেছে ; وَإِنْ-আর যদি ; كَانَتْ-থাকে ; وَاحِدَةً-একজন ;

১৫. মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের ব্যাপারে প্রথম ও মৌলিক নির্দেশ হলো—একজন পুরুষ দুজন মহিলার সমান অংশ পাবে। পারিবারিক জীবনে শরীয়াত পুরুষের উপর অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা যেহেতু অধিক চাপিয়ে দিয়েছে এবং নারীকে অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে অনেকাংশে মুক্ত রেখেছে, তাই ইনসাফের দাবী এটাই যে, পরিত্যক্ত সম্পদে পুরুষদের চেয়ে নারীদের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ কম হবে।

১৬. কন্যা সন্তান দুজন হলেও একই বিধান। এর অর্থ হলো—কোনো ব্যক্তি যদি পুত্র সন্তান না রেখে যায় এবং তার শুধুমাত্র কন্যা সন্তান থাকে, তাহলে তারা দুজন বা দুয়ের অধিক হয় তাহলে তাদের মীরাসের পূর্ণ অংশ হবে তিনের দু অংশ এবং এটা তাদের মধ্যে বণ্টিত হবে। আর বাকী তিনের এক অংশ অন্য শরীকদের মধ্যে বণ্টিত হবে। তবে যদি মৃত ব্যক্তির একটি মাত্র পুত্র থাকে, তাহলে সর্বসম্মত মতে অন্য কোনো ওয়ারিস না থাকা অবস্থায় সে-ই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে। আর অন্য ওয়ারিস থাকা অবস্থায় তাদের অংশ দেয়ার পর সে বাকী সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে।

فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ

তাহলে তার অংশ অর্ধেক ; আর তার (মৃতের) পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ[১৭]

إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ

যদি তার সন্তান থাকে ; কিন্তু যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তাহলে তার মাতার জন্য তিনের এক অংশ ;[১৮]

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তাহলে তার মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ[১৯] সে যা ওসিয়াত করে তা পূরণ করা ও ঋণ পরিশোধের পর ;[২০]

فَلَهَا - (ف+ل+ها) -তাহলে তার জন্য ; النِّصْفُ - (ال+نصف) -অর্ধেক ; وَ -আর ; لِأَبَوَيْهِ -(ل+ابوى+ه)-তার পিতামাতা ; لِكُلِّ وَاحِدٍ -(ل+كل+واحد)-প্রত্যেকের জন্য ; مِّنْهُمَا -(من+هما)-উভয়ের ; السُّدُسُ -(ال+سدس) -এক-ষষ্ঠাংশ ; مِمَّا -(من+ما) -তা থেকে যা ; تَرَكَ -ছেড়ে গেছে ; إِنْ -যদি ; كَانَ -থাকে ; لَهُ -তার ; وَلَدٌ -সন্তান ; فَإِنْ -কিন্তু যদি ; لَّمْ يَكُنْ -না থাকে ; لَّهُ -তার ; وَلَدٌ -সন্তান ; وَّ -এবং ; وَرِثَهُ -(ورث+ه) -তার ওয়ারিস হয় ; أَبَوَاهُ -(ابوى+ه) -তার পিতামাতা ; فَلِأُمِّهِ -(ف+ل+ام+ه)-তাহলে তার মাতার জন্য ; الثُّلُثُ -(ال+ثلث)-তিনের এক অংশ ; فَإِنْ -আর যদি ; كَانَ -থাকে ; لَهُ -তার ; إِخْوَةٌ -ভাই-বোন ; فَلِأُمِّهِ -(ف+ل+ام+ه)-তাহলে তার মাতার জন্য ; السُّدُسُ -(ال+سدس) -ছয় এর এক অংশ ; مِنْ بَعْدِ -পরে ; وَصِيَّةٍ -পূরণ করা ; يُّوْصِيْ بِهَا -(يوصى+ب+ها) -ওসিয়ত করে ; أَوْ -ও ; دَيْنٍ -ঋণ পরিশোধের পর ;

১৭. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকা অবস্থায় তার পিতামাতা প্রত্যেকেই এক-ষষ্ঠাংশ করে পাবে, এমতাস্থায় মৃতের শুধুমাত্র কন্যা সন্তান থাকুক অথবা শুধুমাত্র পুত্র সন্তান থাকুক, অথবা পুত্র ও কন্যা উভয়ই থাকুক অথবা এক পুত্র ও এক কন্যা থাকুক। বাকী তিনের দুই অংশ অন্যান্য ওয়ারিসরা পাবে।

১৮. মাতা-পিতা ছাড়া অন্য কোনো ওয়ারিস না থাকা অবস্থায় বাকী তিনের দুই অংশের মালিক পিতা-ই হবে। আর যদি অন্যান্য ওয়ারিস থাকে তাহলে উক্ত তিনের দুই অংশে পিতার সাথে তারাও অংশীদার হবে।

آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ

তোমাদের পিতা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের উপকারের দিক থেকে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না ; এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

أَبَاؤُكُمْ -(اباؤ+كم)- তোমাদের পিতা ; وَ-ও ; أَبْنَاؤُكُمْ -(ابناء+كم)-তোমাদের সন্তানদের ; لَاتَدْرُونَ -তোমরা জানো না ; أَيُّهُمْ -(اى+هم)-তাদের মধ্যে কে ; أَقْرَبُ -অধিক নিকটবর্তী ; لَكُمْ -তোমাদের ; نَفْعًا -উপকারের দিক থেকে ; فَرِيضَةً -এটা নির্ধারিত ; مِّنَ -পক্ষ থেকে ; اللَّهِ -আল্লাহর।

১৯. ভাই বোন থাকাবস্থায় মাতার অংশ তিনের এক অংশের পরিবর্তে ছয়ের এক অংশ করে দেয়া হয়েছে। আর মাতার অংশ থেকে যে ছয়ের এক অংশ বের করে নেয়া হলো তা পিতার অংশের সাথে যুক্ত হবে। কেননা এমতাবস্থায় পিতার দায়িত্ব বেড়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে, মৃতের পিতামাতা জীবিত থাকা অবস্থায় তার ভাই-বোন কোনো অংশ পাবে না।

২০. ঋণ পরিশোধের কথা ওসিয়তের পরে আনার কারণ হলো—ঋণ পরিশোধের বিধান সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা সকল মৃত ব্যক্তিরই ঋণ থাকবে এমন নয়। অপরদিকে ওসিয়ত করা সকলের জন্য জরুরী। তবে শরয়ী বিধানের দিক থেকে ওসিয়তের পূর্বেই ঋণ পরিশোধ করা জরুরী এবং এর উপর মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য রয়েছে। অর্থাৎ মৃতের যদি কোনো ঋণ থাকে তাহলে সর্বপ্রথম তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেয়া জরুরী। অতপর তার ওসিয়ত পূরণ করা উচিত। আর তার পরেই ওয়ারিসদের অংশ বণ্টন করা হবে। কোনো ব্যক্তি তার মোট সম্পদের তিন-এর এক অংশের অধিক ওসিয়ত করতে পারবে না। ওসিয়তের এ নিয়ম এজন্য রাখা হয়েছে যে, উত্তরাধিকারের বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব প্রিয়জনের উত্তরাধিকারে অংশ নেই তাদের মধ্যে যে বা যারা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য, তাদের জন্য যেন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কিছু নির্দিষ্ট করে দিয়ে যেতে পারে। যেমন কোনো ইয়াতীম নাতি-নাতনী রয়েছে অথবা কোনো মৃত ছেলের বিধবা স্ত্রী অতি কষ্টে দিন গুজরান করছে, অথবা কোনো ভাই, বোন, ভাবী, ভাতিজা, ভাগীনা বা অন্য কোনো আত্মীয়-স্বজন সাহায্য লাভের মুখাপেক্ষী। এরূপ ক্ষেত্রে তাদের জন্য ওসিয়তের মাধ্যমে কিছু সংরক্ষণ করে দেয়া যেতে পারে। আর যদি এরূপ কোনো আত্মীয়-স্বজন না থাকে, তাহলে অন্যান্য হকদার অথবা কোনো জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য ওসিয়ত করা যেতে পারে। মোটকথা শরীয়াত মৃত ব্যক্তির মোট সম্পদের তিনের দুই অংশ বা তার কিছু বেশী চিহ্নিত ওয়ারিসদের জন্য আইন দ্বারা সংরক্ষণ করে রেখেছে। আর তিনের এক অংশ বা তার চেয়ে কিছু কম অংশ বণ্টনের দায়িত্ব ব্যক্তির নিজের উপর ছেড়ে দিয়েছে। ব্যক্তি তার পারিবারিক অবস্থান বিবেচনা করে (যা ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন হয়ে থাকে) যেভাবে ভালো মনে করবে বণ্টনের জন্য ওসিয়াত করে যাবে। এরপরও

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।[২১] ১২. আর তোমাদের স্ত্রীরা যা রেখে গেছে, তোমাদের জন্য তার অর্ধেক,

إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ

যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে ; তবে যদি তাদের কোনো সন্তান থাকে তাহলে তারা যা রেখে গেছে, তোমাদের জন্য তার চারের এক অংশ

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن

তারা যা ওসিয়ত করে তা পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর। আর তোমরা যা রেখে গেছো তাদের জন্য তার চারের এক অংশ,[২২] যদি না থাকে

اِنَّ–নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; كَانَ-হলেন ; عَلِيْمًا-সর্বজ্ঞ ; حَكِيْمًا–প্রজ্ঞাময়। ⑫ وَ–আর ; لَكُمْ–তোমাদের জন্য ; نِصْفُ–অর্ধেক ; مَا–যা ; تَرَكَ–রেখে গেছে ; اَزْوَاجُكُمْ–(ازواج+كم)–তোমাদের স্ত্রীরা ; اِنْ–যদি; لَّمْ يَكُنْ–না থাকে ; لَّهُنَّ–(ل+هن) তাদের ; وَلَدٌ–কোনো সন্তান ; فَاِنْ–তবে যদি ; كَانَ–থাকে ; لَهُنَّ–তাদের ; وَلَدٌ–কোনো সন্তান ; فَلَكُمْ–(ف+ل+كم) তাহলে তোমাদের জন্য ; الرُّبُعُ–(ال+ربع)–চারের এক অংশ ; مِمَّا–(من+ما) তার যা ; تَرَكْنَ–তারা রেখে গেছে ; مِنْ بَعْدِ–পরে ; وَصِيَّةٍ–পূরণ করার ; يُوْصِيْنَ بِهَآ–(يوصين+ب+ها) –যা তারা ওসিয়ত করে ; اَوْ–অথবা ; دَيْنٍ–ঋণ পরিশোধ করার ; وَ–আর ; لَهُنَّ–তাদের জন্য ; الرُّبُعُ–চারের এক অংশ ; مِمَّا–(من+ما)–তার যা ; تَرَكْتُمْ–তোমরা রেখে গেছো ; اِنْ–যদি ; لَّمْ يَكُنْ–না থাকে ;

কোনো ব্যক্তি যদি ওসিয়ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে, অন্য কথায় নিজের ইচ্ছাকে এমন অসংগতভাবে ব্যবহার করে, যার জন্য কারো বৈধ অধিকার প্রভাবিত হয়, তাহলে পরিবারের সদস্যরা বসে আপোষে নিজেদের মধ্যে সে ত্রুটি সংশোধন করে নেবে। অথবা শরয়ী আদালতে কাযীর নিকট হস্তক্ষেপ করার জন্য আবেদন জানাবে, তখন তিনি ওসিয়তের ত্রুটি দূর করে দেবেন।

২১. এটা সেসব অজ্ঞ-মূর্খদের আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব, যারা আল্লাহর বিধানের তাৎপর্য বুঝতে পারে না এবং নিজেদের স্বল্প বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহর বিধানের ত্রুটি (?) দূর করতে চায় যা তাদের মতে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানে রয়ে গেছে।

لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

তোমাদের সন্তান ; আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তোমরা যা রেখে গেছো তাদের জন্য তার আটের এক অংশ পূরণ করার পর

تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ

যা তোমরা ওসিয়ত করো ও ঋণ পরিশোধের পর ; আর যদি পিতামাতা ও সন্তানহীন কোনো পুরুষ বা নারীর উত্তরাধিকারী হয়

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ

আর তার এক ভাই অথবা এক বোন থাকে, তাহলে তাদের উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয়ের এক অংশ। তবে তারা যদি এর চেয়ে অধিক হয়

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ

তারা সকলে তিনের এক অংশে সম অংশীদার হবে[২৩]—যে ওসিয়ত করা হয় তা পূরণ করা ও ঋণ পরিশোধের পর ; যেন কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়[২৪]

لَكُمْ–তোমাদের ; وَلَدٌ–সন্তান ; فَإِنْ–(ف+ان)-আর যদি ; كَانَ–থাকে ; لَكُمْ–তোমাদের ; وَلَدٌ–সন্তান ; فَلَهُنَّ–(ف+ل+هن)-তাহলে তাদের জন্য ; الثُّمُنُ–(ال+ثمن)-আট এর এক অংশ ; مِمَّا–তার যা ; تَرَكْتُمْ–তোমরা রেখে গেছো ; مِنْ بَعْدِ–পরে ; وَصِيَّةٍ–পূরণ করার ; تُوصُونَ بِهَا–তোমরা ওসিয়ত করো ; أَوْ دَيْنٍ–ও ঋণ পরিশোধের পর ; وَ–আর ; إِنْ–যদি ; كَانَ–হয় ; رَجُلٌ–কোনো পুরুষ ; يُورَثُ–উত্তরাধিকারী হয় ; كَلَالَةً–পিতামাতা ও সন্তানহীন ; أَوِ–অথবা ; امْرَأَةٌ–নারী ; وَ–আর ; لَهُ–তার থেকে ; أَخٌ–এক ভাই; أَوْ–অথবা ; أُخْتٌ–এক বোন ; فَلِكُلِّ وَاحِدٍ–(ف+ل+كل+واحد)-তাহলে প্রত্যেকের জন্য ; مِنْهُمَا–(من+هما)-উভয়ের ; السُّدُسُ–(ال+سدس)-ছয়ের এক অংশ ; فَإِنْ–(ف+ان)-তবে যদি ; كَانُوا–তারা হয় ; أَكْثَرَ–অধিক ; مِنْ ذَٰلِكَ–এর চেয়ে। فَهُمْ–(ف+هم)-তারা সকলে ; شُرَكَاءُ–সম-অংশীদার হবে ; فِي الثُّلُثِ–(فى+ال+ثلث) -তিনের এক অংশে ; مِنْ بَعْدِ–পরে ; وَصِيَّةٍ–পূরণ করা ; يُوصَىٰ بِهَا–(يوصى+ب+ها)-যে ওসিয়ত করা হয় তা ; أَوْ دَيْنٍ–ও ঋণ পরিশোধের পর ; غَيْرَ–যেন না হয় কারো জন্য ; مُضَارٍّ–ক্ষতিকর ;

وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝١٢ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ ; আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ অতীব সহনশীল।[২৫]

১৩. এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে আনুগত্য করবে আল্লাহর

وَصِيَّةً–এটা নির্দেশ ; مِّنَ–পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; وَ–আর ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; عَلِيْمٌ–সর্বজ্ঞ ; حَلِيْمٌ–অতীব সহনশীল। ⑬ تِلْكَ–এসব ; حُدُوْدُ–নির্ধারিত সীমা ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; وَ–আর ; مَنْ–যে ; يُّطِعِ–আনুগত্য করবে ; اللّٰهَ–আল্লাহর ;

২২. অর্থাৎ স্ত্রী একজন হোক বা একাধিক, স্বামীর সন্তান থাকাবস্থায় আটের এক অংশ এবং সন্তান না থাকাবস্থায় চারের এক অংশের মালিক হবে এবং এ আটের এক বা চারের এক অংশ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমান হারে বণ্টিত হবে।

২৩. অবশিষ্ট তিনের দুই অংশ অথবা ছয়ের পাঁচ অংশ অন্য কোনো ওয়ারিস থাকলে তারা পাবে, অন্যথায় অবশিষ্ট সম্পদের মালিকানা সম্পর্কে তার ওসিয়ত করার অধিকার থাকবে। এ আয়াতের ব্যাপারে তাফসীরকারদের ঐকমত্য রয়েছে যে, এখানে ভাই বা বোন দ্বারা বৈপিত্রেয় ভাই বা বোনের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যে ভাই বা বোন মৃতের সাথে শুধুমাত্র মায়ের দিক থেকে সম্পর্কিত। যেমন তাদের মা একই কিন্তু পিতা ভিন্ন। এখন বাকী থাকে সহোদর ভাই-বোন এবং সৎ ভাইবোন যাদের সাথে মৃত ব্যক্তি পিতার দিক থেকে সম্পর্কিত, এদের সম্পর্কে এ সূরার শেষ দিকে বিধান দেয়া হয়েছে।

২৪. ক্ষতিকর ওসিয়ত হলো—যে ওসিয়ত দ্বারা হকদারদের হক বিনষ্ট হয়। আর ক্ষতিকর ঋণ হলো—শুধুমাত্র হকদারদের হক বিনষ্ট করার জন্য মিথ্যামিথ্যি নিজের উপর ঋণের স্বীকৃতি দান করা যা মূলতই সে গ্রহণ করেনি ; অথবা এমন কোনো চাল চালে যার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ওয়ারিসদেরকে মাহরূম করা। এ ধরনের ক্ষতিকর তৎপরতাকে কবীরা গুনাহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হাদীসে এরূপ এসেছে যে, এ ধরনের কাজ কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সারাটি জীবন জান্নাতবাসীর কাজ করে, কিন্তু মৃত্যুকালীন ক্ষতিকর ওসিয়তের মাধ্যমে নিজের জীবনের আমলনামাকে এমন কাজের মাধ্যমে সমাপ্ত করে, যা তাকে জাহান্নামের উপযোগী বানিয়ে দেয়। এ ক্ষতিকর তৎপরতা ও হক বিনষ্ট করা যদিও সকল অবস্থায়ই বড় গুনাহের কাজ, কিন্তু 'কালালা' তথা পিতামাতা ও সন্তানহীন ব্যক্তির আলোচনায় এ ব্যাপারটির উল্লেখ আল্লাহ তাআলা এজন্য করেছেন যে, এ ধরনের ব্যক্তির মধ্যে সাধারণভাবে এ মানসিকতা জন্মলাভ করে থাকে যে, নিজের সহায়-সম্পত্তি কোনো না কোনো প্রকারে নষ্ট হয়ে যাক এবং দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন যেন তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

২৫. এখানে আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম 'আলীম'-এর উল্লেখ দুটো কারণে করা হয়েছে—প্রথমত, যদি আল্লাহর এ বিধানের অন্যথা করা হয়, তাহলে মানুষ

وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط

ও তাঁর রাসূলের, তাকে তিনি প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ, তারা চিরকাল তাতে থাকবে,

وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑬ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ

এবং এটাই মহান সফলতা। ১৪. আর যে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং লংঘন করবে

حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ص وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

তাঁর নির্ধারিত সীমা, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন জাহান্নামে, তাতে সে চিরকাল থাকবে ; আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।[২৬]

وَ –ও ; رَسُولَهُ –(رسول+ه)– তাঁর রাসূলের ; يُدْخِلْهُ –(يدخل+ه)– তাকে তিনি প্রবেশ করাবেন ; جَنّٰتٍ –জান্নাতে ; تَجْرِىْ –প্রবাহিত রয়েছে ; مِنْ تَحْتِهَا –(من+تحت+ها)–যার তলদেশ দিয়ে ; الْأَنْهٰرُ –(ال+نهار)– নহরসমূহ ; خٰلِدِيْنَ –তারা চিরকাল থাকবে ; فِيْهَا –(فى+ها)–তাতে ; وَ –এবং ; ذٰلِكَ –এটাই ; الْفَوْزُ –(ال+فوز)–সফলতা ; الْعَظِيْمُ –(ال+عظيم) মহান। ⑭ وَ –আর ; مَنْ –যে ; يَّعْصِ –নাফরমানী করবে ; اللّٰهَ –আল্লাহর ; وَ –ও ; رَسُولَهُ –(رسول+ه)–তাঁর রাসূলের ; وَ –এবং ; يَتَعَدَّ –লংঘন করবে ; حُدُوْدَهُ –(حدود+ه)– তাঁর নির্ধারিত সীমা ; يُدْخِلْهُ –(يدخل+ه)– তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন ; نَارًا –জাহান্নামে; خَالِدًا –সে চিরকাল থাকবে ; فِيْهَا –(فى+ها) তাতে ; وَ –আর ; لَهُ –তার জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ –শাস্তি ; مُّهِيْنٌ –লাঞ্ছনাকর।

আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ যাদের জন্য যে অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেটাই একমাত্র সঠিক। কেননা বান্দাহর কল্যাণ কোন্ জিনিসে রয়েছে তা বান্দাহর চেয়ে আল্লাহ-ই ভালো জানেন। আর আল্লাহর গুণবাচক নাম 'হালীম'-এর উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, আল্লাহ এসব বিধানাবলী নির্ধারণ করার ব্যাপারে কোনো প্রকার কঠোরতা করেননি ; বরং এমন পদ্ধতিতে করেছেন যাতে বান্দাহর জন্য সর্বোচ্চ সহজতা রয়েছে। যেন সেই কষ্টকর ও সংকীর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয়।

২৬. যারা আল্লাহর নির্ধারিত ও আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত মীরাসী আইনে এবং অন্যান্য আইনের সীমালংঘন ও তাতে রদবদলের দুঃসাহস দেখায় তাদের জন্য চিরন্তন শাস্তির কথা এ আয়াতে ঘোষিত হয়েছে। এ দিক থেকে এ

আয়াত ভয়প্রদর্শনকারী আয়াতসমূহের অন্যতম। নিতান্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ কঠোর শাস্তির ভয় দেখানো সত্ত্বেও মুসলমানরা ইয়াহুদীদের মতো হঠকারিতার সাথে আল্লাহর বিধানকে বদলে দিয়েছে এবং আল্লাহর আইনকে লংঘন করেছে। মীরাসী আইনের মুয়ামেলায় যে ধরনের নাফরমানী করা হয় তা সরাসরি আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সীমায় পৌঁছে যায়। কোথাও মহিলাদেরকে মীরাস থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। কোথাও শুধুমাত্র বড় পুত্রকে মীরাসের অধিকারী নির্ধারণ করা হয়েছে। আবার কোথাও মীরাসী বন্টন নীতিকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে "পারিবারিক যৌথ সম্পত্তি" (Joint Femily System) পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। এমনিভাবে কোথাও পুরুষ ও মহিলার অংশ সমান করা হয়েছে। বর্তমানে অতীতের পুরনো বিদ্রোহের সাথে নতুন করে যুক্ত হয়েছে যে, কোনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্র পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে নিজেদের দেশে চালু করছে "মৃত্যু কর" (Death Tax) যার অর্থ হলো—মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে রাষ্ট্রও এক ওয়ারিস, যার অংশ নির্ধারণ করতে আল্লাহ ভুল করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ ইসলামী বিধান মতে বণ্টিত পদ্ধতিতে যদি কোনো অবস্থায় রাষ্ট্র পর্যন্ত পৌঁছে তাহলো—যদি কোনো মৃত ব্যক্তির নিকট বা দূরের কোনো আত্মীয়-স্বজন না থাকে এবং তার সমস্ত সম্পদ পরিত্যক্ত হিসেবে (Unclaimed properties) হিসেবে বায়তুলমালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তাছাড়া মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত করে রাষ্ট্রের জন্য যদি কোনো অংশ নির্দিষ্ট করে যায় তাহলেও রাষ্ট্র সে অংশ পেতে পারে।

২য় রুকূ' (১১-১৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. এ রুকূ'তে মীরাস তথা উত্তরাধিকার আইন বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিকে এ আইন নিজেরা মেনে চলতে হবে এবং সমাজে একে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর এতেই মানব জাতির মঙ্গল নিহিত রয়েছে। এ আইন অমান্যাকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলা চিরস্থায়ী শাস্তি নির্ধারিত করে রেখেছেন।

২. মৃত ব্যক্তির মীরাস বণ্টনের পূর্বে করণীয় হলো—শরীয়াত অনুযায়ী তার দাফন-কাফন করতে হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপণতা উভয়ই নিষিদ্ধ।

৩. অতপর দেখতে হবে তার কোনো ঋণ আছে কিনা, যদি ঋণ থাকে তাহলে সর্বপ্রথম তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এতে ঋণের পরিমাণ পরিত্যক্ত সম্পদের সমান বা বেশী হলে কেউ মীরাস পাবে না।

৪. তারপর তার কোনো ওসিয়ত থাকলে তা পরিত্যক্ত সম্পদের তিনের এক অংশ পর্যন্ত পূরণ করা যাবে, ওসিয়ত যদি তার চেয়ে বেশী পরিমাণ হয়, তাহলেও তিনের এক অংশ পরিমাণ পূরণ করা যাবে, তার বেশী পূরণ করা যাবে না। আর ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তিনের এক অংশের বেশী বা সমস্ত সম্পত্তি ওসিয়ত করে যাওয়া গুনাহের কাজ।

৫. এ রুকূ'তে কন্যা সন্তানের অংশ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং কন্যাদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কোনো প্রকার অপতৎপরতা চালানো কঠিন গুনাহের কাজ।

৬. অতপর স্বামী-স্ত্রীর অংশও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। প্রথমে স্বামীর অংশ উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত স্ত্রীর কোনো সন্তান না থাকা অবস্থায় ঋণ পরিশোধ ও ওসয়িত কার্যকরী করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির অর্ধেক স্বামী পাবে। আর যদি সন্তান থাকে তা বর্তমান স্বামীর ঔরসজাত হোক বা পূর্ববর্তী স্বামীর ঔরসজাত হোক—ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকরী করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির চারের এক অংশ স্বামী পাবে।

৭. অপরদিকে স্বামীর মৃত্যু হলে, ঋণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকরী করার পর স্বামীর কোনো সন্তান না থাকা অবস্থায় স্ত্রী অবশিষ্ট সম্পত্তির চার ভাগের এক অংশ পাবে। আর সন্তান থাকা অবস্থায় স্ত্রী আট ভাগের এক অংশ পাবে।

৮. স্বামীর মৃত্যুর পর প্রথমে দেখা উচিত স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করা হয়েছে কিনা, যদি তা পরিশোধ করা না হয়ে থাকে তাহলে প্রথমে তার মোহরানা পরিশোধ করতে হবে। অতপর সে মীরাসের অংশ পাবে।

৯. যদি স্বামীর মোট সম্পত্তি মোহরানার সম পরিমাণ হয় তাহলে অন্য ওয়ারিস মীরাস পাবে না।

১০. এ রুকূ'তে 'কালালা' তথা যে মৃত ব্যক্তির উর্ধ্বতন বা অধঃস্তন কেউ নেই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে—তার যদি বৈপিত্রেয় এক ভাই বা এক বোন থাকে তবে তাদের প্রত্যেকে ছয়ের এক অংশ পাবে। তারা একাধিক হলে তিনের এক অংশে সকলে সম অংশীদার হবে।

১১. কোনো অবস্থাতেই কালালার সম্পত্তি থেকে ওয়ারিসদের বঞ্চিত করার লক্ষ্যে কোনো প্রকার ফন্দি-ফিকির করা বৈধ নয়। এ ধরনের সকল কার্যক্রম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও শক্ত গুনাহ।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩

পারা হিসেবে রুকূ'-১৪

আয়াত সংখ্যা-৮

(১৫) وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ

১৫. আর তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী চাইবে

فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ

অতপর তারা যদি সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তাদেরকে (ব্যভিচারিণীদের) ঘরে আবদ্ধ করে রাখো যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা করে দেন

اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا (১৬) وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا

আল্লাহ তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা। ১৬. আর তোমাদের মধ্যে যে দুজন এতে লিপ্ত হবে, তাদের উভয়কে তোমরা শাস্তি দেবে। অতপর যদি তারা তাওবা করে এবং নিজেদের শুধরে নেয়

(১৫) وَ –আর ; اَلّٰتِىْ –যারা ; يَاْتِيْنَ –লিপ্ত হয় ; الْفَاحِشَةَ –(ال+فاحشة) –ব্যভিচারে ; مِنْ –মধ্য থেকে ; نِسَآئِكُمْ –(نساء+كم) –তোমাদের নারীদের ; فَاسْتَشْهِدُوْا –(ف+استشهدوا) –তাহলে সাক্ষী চাইবে ; عَلَيْهِنَّ –(على+هن) –তাদের বিরুদ্ধে ; اَرْبَعَةً –চারজন ; مِّنْكُمْ –(من+كم) –তোমাদের মধ্য থেকে ; فَاِنْ –অতপর যদি ; شَهِدُوْا –তারা সাক্ষ্য প্রদান করে ; فَاَمْسِكُوْهُنَّ –(ف+امسكوا+هن) –তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখো ; فِى الْبُيُوْتِ –(فى+ال+بيوت)-ঘরে ; حَتّٰى –যে পর্যন্ত না ; يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ –(يتوفى+هن+ال+موت) –তাদের মৃত্যু হয় ; اَوْ –অথবা ; يَجْعَلَ –করেছেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; لَهُنَّ –(ل+هن) –তাদের জন্য ; سَبِيْلاً –কোনো ব্যবস্থা। (১৬) وَ –আর ; الَّذٰنِ –যে দুজন ; يَاْتِيٰنِهَا –(ياتين+ها) –এতে লিপ্ত হবে ; مِنْكُمْ –(من+كم) –তোমাদের মধ্যে ; فَاٰذُوْهُمَا –(ف+اذو+هما) –তাদের উভয়কে তোমরা শাস্তি দেবে ; فَاِنْ –অতপর যদি ; تَابَا –তারা তাওবা করে ; وَ –এবং ; اَصْلَحَا –নিজেদের শুধরে নেয় ;

فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ⑯ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ

তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব তাওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু।[২৭] ১৭. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় তাওবা তাদের জন্যই

فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا (ف+اعرضوا+عن+هما) –তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও ; إِنَّ –নিশ্চয়ই ; اللَّهَ –আল্লাহ ; كَانَ تَوَّابًا (كان+توابا) –অতীব তাওবা গ্রহণকারী ; رَّحِيمًا –পরম দয়ালু। ⑰ إِنَّمَا التَّوْبَةُ (ان+ما+ال+توبة) –প্রকৃতপক্ষে গ্রহণীয় তাওবা ; عَلَى اللَّهِ (على+الله) –আল্লাহর নিকট ;

২৭. এ আয়াত দুটোতে ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে শুধু ব্যভিচারিণী মহিলা সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং তাদের শাস্তি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখতে হবে। দ্বিতীয় আয়াত ব্যভিচারি পুরুষ ও ব্যভিচারিণী মহিলা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এবং ইরশাদ হয়েছে যে, উভয়কে শাস্তি দিতে হবে। অর্থাৎ তাদেরকে মারধর করতে হবে। তীব্র ভাষায় তাদের নিন্দা জানাতে হবে, কড়া কথা দিয়ে ধমক দিতে হবে। ব্যভিচার সম্পর্কিত এটা প্রথম নির্দেশ। অতপর সূরা নূরের আয়াত নাযিল হয়, যাতে পুরুষ ও মহিলা উভয়কে একই শাস্তি দেয়ার নির্দেশ জারী হয় যে, উভয়কে একশত করে বেত্রাঘাত করতে হবে। আরববাসীরা যেহেতু তখন পর্যন্ত কোনো নিয়মতান্ত্রিক সরকারের অধীনে থাকতে এবং সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার আনুগত্য করতে অভ্যস্ত ছিলো না, সেহেতু এটা হিকমতের খেলাপ হতো যে, একটি নিয়মতান্ত্রিক ইসলামী হুকুমতের অধীনে দণ্ডবিধি তৈরি করে তা তাদের উপর জারী করে দেয়া হতো। আল্লাহ তাআলা পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে তাদেরকে শাস্তিমূলক দণ্ডবিধি আইনের আনুগত্য করতে অভ্যস্ত করে নেয়ার জন্য প্রথমে ব্যভিচার সম্পর্কে উল্লেখিত শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। তারপর পরবর্তী পর্যায়ে ব্যভিচারের অপবাদ, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদির শাস্তি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান জারী করেন। অবশেষে এর উপর ভিত্তি করে বিশদ আইন প্রস্তুত হয়, যা রাসূলুল্লাহ (স) ও খোলাফায়ে রাশেদুনের সময়ে কার্যকরী করা হয়েছে।

প্রখ্যাত মুফাসসির এ আয়াত দুটোর বাহ্যিক পার্থক্য থেকে মনে করেছেন যে, প্রথম আয়াতটি বিবাহিত মহিলাদের জন্য আর দ্বিতীয় আয়াতটি অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলার জন্য। কিন্তু এ ব্যাখ্যা অত্যন্ত দুর্বল, এর পক্ষে কোনো জোরালো যুক্তি-প্রমাণ নেই। আর আবু মুসলিম ইসপাহানী কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা এর চেয়েও দুর্বল। তিনি লিখেছেন যে, প্রথম আয়াতটি মহিলার সাথে মহিলার অবৈধ সম্পর্ক এবং দ্বিতীয় আয়াতটি পুরুষে পুরুষে অবৈধ সম্পর্ক প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁর মতো বিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টি কেন এ সত্যের দিকে যায়নি যে, কুরআন মাজীদ মানুষের জন্য জীবনব্যবস্থার মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করেছে। খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর

لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ

যারা না জেনে খারাপ কাজ করে ফেলে। অতপর শীঘ্রই
তাওবা করে যে, এরাই তারা

يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ⑰ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ

যাদের তাওবা আল্লাহ গ্রহণ করেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।
১৮. আর তাওবাতো তাদের জন্য নয় যারা

يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْـٰٔنَ

মন্দ কাজসমূহ করেই যেতে থাকে। অবশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়,
তখন সে বলে—নিশ্চিয়ই এখন আমি তাওবা করলাম ;

وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

আর তাদের জন্যও নয় যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এরাই তারা, তাদের
জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরি করে রেখেছি।[২৮]

لِلَّذِيْنَ–তাদের জন্যই, যারা ; يَعْمَلُوْنَ–করে ফেলে ; السُّوْٓءَ–(ال+سوء)–খারাপ কাজ ; بِجَهَالَةٍ–(ب+جهالة)–না জেনে ; ثُمَّ–অতপর ; يَتُوْبُوْنَ–তাওবা করে নেয় ; مِنْ قَرِيْبٍ–শীঘ্রই ; فَاُولٰٓئِكَ–(ف+اولئك)–এরাই তারা ; يَتُوْبُ–তাওবা গ্রহণ করেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; عَلَيْهِمْ–যাদের ; وَ–আর ; كَانَ–হলেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; عَلِيْمًا–সর্বজ্ঞ ; حَكِيْمًا–প্রজ্ঞাময়। ⑱ وَ–আর ; لَيْسَتِ–নয় ; التَّوْبَةُ–(ال+توبة)-তাওবা ; لِلَّذِيْنَ–তাদের জন্য, যারা ; يَعْمَلُوْنَ–করেই যেতে থাকে ; السَّيِّاٰتِ–(ال+سيات)–মন্দ কাজসমূহ ; حَتّٰٓى–অবশেষে ; اِذَا–যখন; حَضَرَ–উপস্থিত হয় ; اَحَدَهُمُ–(احد+هم)–তাদের কারও ; الْمَوْتُ–(ال+موت) মৃত্যু ; قَالَ–তখন বলে ; اِنِّىْ–(ان+ى)–নিশ্চয়ই আমি ; تُبْتُ–তাওবা করলাম ; الْـٰٔنَ–এখন ; وَ–আর ; لَا الَّذِيْنَ–(لا+الذين)–তাদের জন্যও নয়, যারা ; يَمُوْتُوْنَ–মৃত্যুবরণ করে ; وَهُمْ كُفَّارٌ–(و+هم+كفار)-কাফের অবস্থায় ; اُولٰٓئِكَ–এরাই তারা ; اَعْتَدْنَا–আমি তৈরি করে রেখেছি ; لَهُمْ–তাদের জন্য ; عَذَابًا–শাস্তি ; اَلِيْمًا–যন্ত্রণাদায়ক।

সমাধান নিয়ে আলোচনা করা কুরআন মাজীদের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এসব বিষয় ইজতিহাদের উপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আর এজন্যই নবুওয়াত পরবর্তী সময়ে যখন এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, পুরুষে পুরুষে অবৈধ সম্পর্কের শাস্তি

⑲ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ

১৯. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, জোরপূর্বক তোমরা নারীদের ওয়ারিস হয়ে বসবে ;[২৯]

⑲ يَٰٓأَيُّهَا-হে ; ٱلَّذِينَ-যারা ; ءَامَنُواْ-ঈমান এনেছ ; لَا يَحِلُّ-বৈধ নয় ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; أَن تَرِثُواْ-যে, তোমরা ওয়ারিস হয়ে বসবে ; ٱلنِّسَآءَ-(ال+نساء) নারীদের ; كَرْهًا-জোরপূর্বক ;

কি হবে, তখন সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে একজনও এটা বুঝেননি যে, সূরা আন নিসার আলোচ্য আয়াতে এর নির্দেশনা রয়েছে।

২৮. 'তাওবা' অর্থ প্রত্যাবর্তন করা বা ফিরে আসা। গুনাহ করার পর বান্দার তাওবা করার অর্থ—এক গোলাম, যে তার প্রভুর অবাধ্য হয়ে গিয়েছিলো, এখন সে নিজের কৃতকর্মের উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আনুগত্য করার ও নির্দেশ মেনে চলার জন্য ফিরে এসেছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাহর প্রতি তাওবার অর্থ হচ্ছে, গোলামের প্রতি প্রভুর অনুগ্রহের যে দৃষ্টি সরে গিয়েছিলো, তা নতুন করে তার প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, আমার এখানে ক্ষমা শুধুমাত্র সেসব বান্দাহর জন্য, যারা ইচ্ছাকৃত নয় বরং অজ্ঞতার কারণে অপরাধ করে ফেলেছে, আর যখনই চোখের উপর হতে অজ্ঞতার পর্দা সরে যায় তখনই লজ্জিত হয়ে নিজ অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নেয়। এসব বান্দাহ যখনই নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজ প্রভুর দিকে ফিরে আসে তখনই প্রভুর দরজা খোলা পায়—

মোর দরোজা তো কভু নয় নিরাশার
ভাঙ্গিয়া ফেল যদি একবার তোমার
নিরাশ হয়ো না, হোক না তা শতবার
ফিরে ফিরে এসো তুমি হেথা বারবার

তবে তাদের তাওবা গ্রহণীয় নয় যারা আল্লাহ সম্পর্কে নির্ভয় ও বে-পরওয়া হয়ে সারাটি জীবন গুনাহ করেই যেতে থাকে। আর অন্তিম মুহূর্তে মৃত্যুর ফেরেশতা যখন শিয়রে এসে দাঁড়ায় তখন ক্ষমা চাইতে থাকে। এ বিষয়টিকেই রাসূলুল্লাহ (স) এভাবে ব্যক্ত করেছেন- اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ "আল্লাহ তাআলা বান্দাহর তাওবা সেই সময় পর্যন্ত কবুল করেন যতক্ষণ না মৃত্যুর নিদর্শন দেখা দেয়।" কেননা পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সময় যখন শেষ হয়ে গেছে, জীবনের রোজনামচা যখন বন্ধ হয়ে গেছে, তখন শোধরানোর আর অবকাশ কোথায় ? তেমনিভাবে কেউ যদি কুফরী অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যায় এবং অন্য এক জীবনের সীমানায় প্রবেশ করে চোখ মেলে দেখতে পায় যে, প্রকৃত ব্যাপারতো তার সম্পূর্ণ বিপরীত, যা সে পৃথিবীতে বসে ভেবেছিলো ; আর তাই এখন তাওবার কোনো সুযোগ-ই আর বাকী নেই।

২৯. অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকেরা তার বিধবা স্ত্রীকে মীরাস মনে করে অভিভাবক বা ওয়ারিস না হয়ে বসে। মহিলার স্বামীর যখন মৃত্যু হয়েছে

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

এবং তাদেরকে যা তোমরা দিয়েছ তার কিছু অংশ আত্মসাৎ করার জন্য তাদেরকে অবরোধ করে রেখো না। তবে তারা যদি স্পষ্ট চরিত্রহীনতার কাজে লিপ্ত হয় ;[৩০]

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

আর তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে জীবন যাপন করো ; কিন্তু তোমরা যদি তাদের অপসন্দ কর্মো তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা এমন জিনিস অপসন্দ করছো,

وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٢٠﴾ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ

অথচ আল্লাহ রেখেছেন তাতে প্রভূত কল্যাণ।[৩১] ২০. আর যখন তোমরা ইচ্ছা করো এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করে নিতে

وَ –এবং ; لَاتَعْضُلُوْهُنَّ –(لاتعضلوا+هن)–তাদেরকে অবরোধ করে রেখো না ; لِتَذْهَبُوْا –(ل+تذهبوا)–আত্মসাৎ করার জন্য ; بِبَعْضِ –(ب+بعض) কিছু অংশ ; مَآ –(ما+اتيتموا+هن)–যা তোমরা তাদের দিয়েছো ; اٰتَيْتُمُوْهُنَّ ; اِلَّآ –তবে ; اَنْ يَّاْتِيْنَ –তারা যদি লিপ্ত হয় ; بِفَاحِشَةٍ –(ب+فاحشة)–চরিত্রহীনতার কাজে ; مُّبَيِّنَةٍ –স্পষ্ট। وَ –আর ; عَاشِرُوْهُنَّ –(عاشروا+هن)– তোমরা জীবন যাপন করো তাদের সাথে ; بِالْمَعْرُوْفِ –(ب+ال+معروف) মিলেমিশে ; فَاِنْ –(ف+ان) কিন্তু যদি ; كَرِهْتُمُوْهُنَّ –(كرهتموا+هن) তোমরা তাদেরকে অপসন্দ করো ; فَعَسٰٓى –(ف+عسى) তবে হতে পারে ; اَنْ تَكْرَهُوْا –(ان+تكرهوا)-যে, তোমরা অপসন্দ করছো ; شَيْـئًا –এমন জিনিস ; وَّ –অথচ ; يَجْعَلَ –রেখেছেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; فِيْهِ –তাতে ; خَيْرًا –কল্যাণ ; كَثِيْرًا –প্রভূত। ⑳ وَ –আর ; اِنْ –যখন ; اَرَدْتُّمُ –তোমরা ইচ্ছা করো ; اسْتِبْدَالَ –পরিবর্তন করে নিতে ; زَوْجٍ –অন্য স্ত্রী ; مَكَانَ –স্থলে ; زَوْجٍ –এক স্ত্রীর ;

তখন সে স্বাধীন। ইদ্দত পালন শেষে সে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে। যাকে ইচ্ছা বিবাহ করে নিতে পারে।

৩০. তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখার উদ্দেশ্য তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য নয় ; বরং তাদের চরিত্র হানিকর কাজের শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে।

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا

এবং তাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাকো, তাহলেও তার থেকে কিছুই ফেরত নিও না ; তোমরা কি তা গ্রহণ করতে চাও মিথ্যা অপবাদ

وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٢١﴾ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ

ও প্রকাশ্য পাপাচারের দ্বারা ? ২১. আর তোমরা কিভাবে তা গ্রহণ করবে, অথচ তোমাদের একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছে

وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ

এবং যে তোমাদের থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে।[৩২] ২২. আর তোমরা বিয়ে করো না, যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমাদের পিতৃ পুরুষগণ

وَ –এবং ; اٰتَيْتُمْ –তোমরা দিয়ে থাকো ; اِحْدٰىهُنَّ –(احدى+هن)-তাদের একজনকে ; قِنْطَارًا –প্রচুর অর্থও ; فَلَا تَاْخُذُوْا –তাহলেও ফেরত নিও না ; مِنْهُ –(من+ه)-তার থেকে ; شَيْـًٔا –কিছুই ; اَتَاْخُذُوْنَهٗ –(ا+تاخذون+ه)-তোমরা কি তা গ্রহণ করতে চাও ; بُهْتَانًا –মিথ্যা অপবাদ ; وَّ –ও ; اِثْمًا –পাপাচারের দ্বারা ; مُّبِيْنًا –প্রকাশ্য। ﴿٢١﴾ وَ –আর ; كَيْفَ –কিভাবে ; تَاْخُذُوْنَهٗ –(تاخذون+ه)-তা গ্রহণ করবে ; وَ –অথচ ; قَدْ اَفْضٰى –মিলিত হয়েছে ; بَعْضُكُمْ –(بعض+كم)-তোমাদের একে ; اِلٰى –সাথে ; بَعْضٍ –অপরের ; وَّ –এবং ; اَخَذْنَ –সে নিয়েছে ; مِنْكُمْ –(من+كم)-তোমাদের থেকে ; مِّيْثَاقًا –প্রতিশ্রুতি ; غَلِيْظًا –দৃঢ়। ﴿٢٢﴾ وَ –আর ; لَا تَنْكِحُوْا –তোমরা বিয়ে করো না ; مَا نَكَحَ –যাদেরকে বিয়ে করেছে ; اٰبَاۤؤُكُمْ –(اباؤ+كم)-তোমাদের পিতৃ পুরুষগণ ;

৩১. অর্থাৎ মহিলা যদি সুন্দরী না হয় অথবা তার মধ্যে এমন কোনো দোষ-ত্রুটি থাকে, যার কারণে তার স্বামী তাকে পসন্দ করে না, তাহলেও এটা সমিচীন নয় যে, স্বামী হতাশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। যতটুকু সম্ভব তাকে ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। অনেক সময় এমনও হতে পারে যে, একজন নারী সুন্দরী না হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু গুণাবলী রয়েছে, দাম্পত্য জীবনে যেসব গুণ দৈহিক সৌন্দর্যের চেয়ে অধিক গুরুত্ব রাখে। সে যদি তার সেসব গুণাবলী প্রকাশ করার সুযোগ পায়, তাহলে যে স্বামী তার দৈহিক সৌন্দর্য না থাকার জন্য হতাশ হয়ে পড়েছিলো সে-ই তার চারিত্রিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। এমনিভাবে অনেক সময় দাম্পত্য জীবনের শুরুতে স্ত্রীর কোনো কোনো আচরণে স্বামীর

مِنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ۟

মহিলাদের মধ্য থেকে, তবে অতীতে যা হয়েছে ;[৩৩] অবশ্যই তা ছিলো জঘন্য ও অত্যন্ত গর্হিত এবং নিকৃষ্ট আচরণ।[৩৪]

مِنَ –মধ্য থেকে ; النِّسَاۤءِ –(ال+نساء) মহিলাদের ; اِلَّا –তবে ; مَا –যা ; قَدْ سَلَفَ –অতীতে হয়েছে; اِنَّهٗ –(ان+ه) অবশ্যই তা ; كَانَ –ছিল ; فَاحِشَةً –জঘন্য ; وَّ –ও ; مَقْتًا –অত্যন্ত গর্হিত ; وَّ –এবং ; سَاۤءَ –নিকৃষ্ট ; سَبِيْلًا –আচরণ।

বিরক্তিবোধ হতে পারে এবং এতে স্বামী মনভাঙ্গা হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি ধৈর্য ধরে এবং স্ত্রীর সকল যোগ্যতা প্রকাশের সুযোগ দেয়, তখন স্বামী নিজেই বুঝতে পারে যে, তার স্ত্রীর দোষের তুলনায় গুণ-ই বেশী। সুতরাং এটা পসন্দনীয় নয় যে, মানুষ তাড়াহুড়ো করে দাম্পত্য সম্পর্ককে ছিন্ন করে ফেলবে। তালাক হলো সর্বশেষ উপায়। একান্ত অনন্যোপায় হলেই তা ব্যবহার করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন যে, اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ অর্থাৎ তালাক যদিও বৈধ কাজ, কিন্তু আল্লাহর নিকট সকল বৈধ কার্জের মধ্যে সবচেয়ে অপসন্দনীয় কাজ যদি কিছু থাকে, তাহলো 'তালাক'।

৩২. 'দৃঢ় প্রতিশ্রুতি' অর্থ বিবাহ। কেননা এটা প্রকৃতপক্ষেই একটা মযবুত চুক্তিনামা, যার স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার উপর ভিত্তি করেই একটি মেয়ে নিজেকে একজন পুরুষের নিকট সমর্পণ করে দেয়। অতপর পুরুষ যখন নিজের মনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তখন তার সেই বিনিময় ফেরত নেয়ার কোনো অধিকার নেই, যা সে চুক্তি সম্পাদনকালে প্রদান করেছিলো।

৩৩. এর অর্থ এ নয় যে, জাহেলী যুগে যে সৎমাকে বিয়ে করে নিয়েছিলো, এ নির্দেশ জারী হওয়ার পরও সে সৎমাকে স্ত্রীত্বে রেখে দিতে পারবে। বরং এর অর্থ হলো—ইতিপূর্বে এ ধরনের যেসব বিয়ে হয়ে গেছে এবং তার ফলে যে সকল সন্তান জন্মলাভ করেছে, তাদেরকে এ নির্দেশ জারী হওয়ার পর অবৈধ সন্তান মনে করা যাবে না। আর তাদের পিতার সম্পত্তিতে ওয়ারিস হওয়ার অধিকার নষ্ট হবে। সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে জাহেলিয়াতের ভ্রান্ত পদ্ধতিকে অবৈধ গণ্য করে কুরআন মাজীদে সাধারণত এ ধরনের বলা হয়েছে যে, "যা হয়ে গেছে, তাতো হয়ে গেছে"–এর দুটো অর্থ–প্রথমত, মূর্খতা ও অজ্ঞতার যুগে তোমরা যেসব ভ্রান্ত কাজ করেছো, তার জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না। তবে শর্ত হলো—এ নির্দেশ এসে যাওয়ার পর তোমরা তোমাদের কর্মপদ্ধতি সংশোধন করে নাও এবং ভ্রান্ত কাজগুলো ছেড়ে দাও। দ্বিতীয়ত, এ নির্দেশের আগের কোনো পদ্ধতিকে যদি এখন হারাম তথা অবৈধ ঘোষণা করা হয়ে থাকে তাহলে তা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে না যে, ইতিপূর্বের নিয়ম-পদ্ধতি ও রসম-রেওয়াজ অনুসারে যেসব কাজ সংঘটিত হয়েছিল সেসব

কাজকে নাকচ করে দিয়ে তার ফলে উদ্ভূত ফলাফলকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এতে অনিবার্যভাবে যেসব দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে চেপেছে তা রহিত হয়ে গেছে।

৩৪. ইসলামী আইনে এটা ফৌজদারী অপরাধ এবং পুলিশী হস্তক্ষেপের উপযোগী অপরাধ। আবু দাউদ, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমাদ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) এ ধরনের অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের শাস্তি প্রদান করেছেন। ইবনে মাজা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে যে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তা থেকে জানা যায়—রাসূলুল্লাহ (স) এ মূলনীতি পেশ করেছেন যে, مَنْ وَقَعَ عَلٰى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ (যে ব্যক্তি মাহরামাতের মধ্যে কোনো মহিলার সাথে ব্যভিচার করে তাকে হত্যা করে ফেলো) ফকীহদের মধ্যে এ মাসয়ালায় মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদের মতে এ ধরনের ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলতে হবে এবং তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। অপর তিন ইমামের মতে, এ ধরনের ব্যক্তির উপর ব্যভিচারের শরয়ী শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

৩য় রুকূ' (১৫-২২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. এ রুকূ'র প্রথম আয়াতে ব্যভিচারী নারী পুরুষের শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে।

২. ব্যভিচারের সাক্ষীর ব্যাপারে শরীয়াত দু প্রকারের কঠোরতা আরোপ করেছে। যেহেতু ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে ইয্যত-আবরু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পারিবারিক মান-সম্ভ্রম ধূলায় লুণ্ঠিত হয়।

৩. সাক্ষীর ব্যাপারে প্রথমত পুরুষ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

৪. সাক্ষীর ব্যাপারে দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, সাক্ষীর সংখ্যা চারজন হতে হবে, এর কম হলে চলবে না।

৫. ব্যভিচারের সাক্ষীর ব্যাপারে কঠোরতা এজন্য আরোপ করা হয়েছে, যাতে স্ত্রীর স্বামী, স্বামীর মাতা, ভাই-বোন বা অন্য স্ত্রী জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে অহেতুক অপবাদ দেয়ার সাহস না পায়।

৬. প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি কোনো অসতর্ক মুহূর্তে গুনাহ করে ফেললেও পরবর্তী মুহূর্তে সচেতনতা আসার সাথে সাথেই তাওবা করে আল্লাহর নিকট কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আর আল্লাহ এমন তাওবাকারীদের তাওবা-ই কবুল করেন।

৭. সারা জীবন বে-পরওয়াভাবে গুনাহ করেই যেতে থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাওবা করলে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

৮. بِجَهَالَةٍ -এর শাব্দিক অর্থ অজ্ঞতা বা না জানা হলেও এর প্রকৃত অর্থ হলো— গুনাহের পরিণাম তথা আখেরাতে তার শাস্তি সম্পর্কে গাফেল বা অসচেতন হয়ে যাওয়া। কারণ গুনাহর কাজগুলো সম্পর্কে মোটামুটি প্রায় সকলের-ই এ ধারণা রয়েছে যে, একাজগুলো অপরাধ। সুতরাং গুনাহ যেভাবেই হোক সাথে সাথে তাওবা করে নিতে হবে এবং পুনরায় যেন এমন গুনাহ না হয় তার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে।

৯. কুফরী অবস্থায় যাদের মৃত্যু হয়, তাদেরও তাওবা করার আর কোনো সুযোগ নেই।

১০. কোনো মু'মিন বান্দা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হতে পারে না।

১১. জাহেলী যুগে যেসব অবস্থায় ও পন্থায় নারীদের ওপর নির্যাতন চলতো, রুকূ'র শেষোক্ত তিনটি আয়াতে তার মূলোৎপাটন করা হয়েছে এবং নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১২. বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতে একই লক্ষ্যে ভিন্ন কোনোরূপে নারীদের উপর নির্যাতন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১৩. বলপূর্বক কোনো নারীকে বিয়ে করে নেয়া অবৈধ ঘোষিত হয়েছে। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদের ন্যায় তার স্ত্রীকে মীরাস হিসেবে নিজ অধিকারে নিয়ে নেয়ার জাহেলী রসমও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১৪. কোনো নারী নির্বুদ্ধিতা বশতঃ স্বেচ্ছায় কারো মালিকানাধীন হয়ে যেতে তথা দাসত্ব বরণ করে নিতে চাইলেও তা ইসলামী আইন অনুমোদন করে না।

১৫. বিয়ের সময় স্ত্রীকে প্রদত্ত যাবতীয় সম্পদ এবং তার মোহরানা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার সময় তার কোনো অংশ ফেরত নেয়া অবৈধ।

১৬. কোনো নারীর সাথে পিতার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে দৈহিক সম্পর্ক হোক বা না হোক পুত্রের জন্য সে মহিলা চিরতরে হারাম।

১৭. পিতা কোনো মহিলার সাথে ব্যভিচার করলেও তাকে বিয়ে করা পুত্রের জন্য চিরতরে হারাম।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-৩

㉓ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْأَخِ

২৩. তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণ,[৩৫] তোমাদের কন্যাগণ,[৩৬] তোমাদের ভগ্নিগণ,[৩৭] তোমাদের ফুফুগণ, তোমাদের খালাগণ, তোমাদের ভাইয়ের কন্যাগণ

㉓ حُرِّمَتْ-হারাম করা হয়েছে ; عَلَيْكُمْ-(على+كم)-তোমাদের উপর ; أُمَّهٰتُكُمْ-(امهت+كم)-তোমাদের মাতাগণ ; وَبَنٰتُكُمْ-(و+بنت+كم)-এবং তোমাদের কন্যাগণ ; وَأَخَوٰتُكُمْ-(و+اخوات+كم)-এবং তোমাদের ভগ্নিগণ ; وَعَمّٰتُكُمْ-(و+عمت+كم)-এবং তোমাদের ফুফুগণ ; وَخٰلٰتُكُمْ-(و+خلت+كم)-এবং তোমাদের খালাগণ ; وَبَنٰتُ الْأَخِ-(و+بنت+ال+اخ)-এবং ভাইয়ের কন্যাগণ ;

৩৫. 'মাতা' বলতে আপন মা ও সৎমা উভয়ই বুঝায়, এ জন্য উভয়ই হারাম। তাছাড়া এ পিতার মা ও মাতার মা-ও এ বিধানের অন্তর্গত—এ বিষয়ে অবশ্য ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে যে, যে মহিলার সাথে পিতার অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে অথবা যে মহিলাকে পিতা যৌন কামনা সহকারে স্পর্শ করেছে, সে পুত্রের জন্য হারাম হবে কিনা। এমনিভাবে প্রথম যুগের ফিক্হ বিশারদদের মধ্যে এ বিষয়েও মতপার্থক্য রয়েছে যে, যে মহিলার সাথে পুত্রের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সে পিতার জন্য হারাম হবে কিনা। তাছাড়া যে পুরুষের সাথে মাতা বা কন্যার অবৈধ সম্পর্ক হয়েছে তার সাথে মাতা ও কন্যা উভয়ের বিবাহ হারাম হবে কি হবে না—এ বিষয়েও তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু আসল কথা হলো, শরীয়াতে ইলাহীর স্বাভাবিক প্রকৃতি এ সমস্ত আইনগত চুলচেরা বিশ্লেষণকে গ্রহণ করে না, যার ভিত্তিতে বিবাহ-অবিবাহ, বিবাহপূর্ব, বিবাহ পরবর্তী, স্পর্শ, দৃষ্টি ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে। সহজ ও সুস্পষ্ট কথায়—পারিবারিক জীবনে একই মহিলার সাথে পিতা ও পুত্রের অথবা একই পুরুষের সাথে মাতা ও কন্যার যৌন সম্পর্ক সমাজে কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ এবং শরয়ী বিধান এটাকে কোনো মতেই নমনীয়ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। রাসূল (স)-এর হাদীস দ্বারাও এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

৩৬. 'কন্যা'র মধ্যে পুত্রের কন্যা এবং কন্যার কন্যাও শামিল, অবশ্য এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, অবৈধ সম্পর্কের ভিত্তিতে যে কন্যা জন্মলাভ করেছে সে তার জন্য হারাম হবে কি হবে না।

وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ

তোমাদের বোনের কন্যাগণ,[৩৮] আর তোমাদের সেসব মায়েরা যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছেন, তোমাদের দুধ বোনরা[৩৯]

وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز

এবং তোমাদের স্ত্রীদের মায়েরা,[৪০] তোমাদের স্ত্রীদের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত সেসব কন্যা যারা তোমাদের ক্রোড়ে প্রতিপালিত[৪১] যেসব স্ত্রীর সাথে তোমরা সহবাস করেছো ;

وَبَنٰتُ الْاُخْتِ-(و+بنت+ال+اخت)-এবং বোনের কন্যাগণ ; وَاُمَّهٰتُكُمْ-(و+امهت+كم)-এবং তোমাদের সেসব মায়েরা ; الّٰتِىْٓ-যারা ; اَرْضَعْنَكُمْ-(ارضعن+كم)-তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছেন ; وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ-(و+اخوت+كم+من+ال+رضاعة)-এবং তোমাদের দুধপানের দিক থেকে বোনেরা ; وَاُمَّهٰتُ-এবং মায়েরা ; نِسَآئِكُمْ-(نساء+كم)-তোমাদের স্ত্রীদের ; وَرَبَآئِبُكُمْ-(و+ربائب+كم)-এবং তোমাদের সেসব প্রতিপালিত কন্যাগণ ; الّٰتِىْ-যারা ; فِىْ حُجُوْرِكُمْ-(فى+حجور+كم)-তোমাদের ক্রোড়ে ; مِّنْ نِّسَآئِكُمْ-(من+نساء+كم)-তোমাদের স্ত্রীদের ; الّٰتِىْ-সেসব ; دَخَلْتُمْ-সহবাস করেছো ; بِهِنَّ-তাদের সাথে ;

৩৭. সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন ও বৈপিত্রেয় বোন—এ তিন বোনই এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

৩৮. এ সম্পর্কগুলোর মধ্যেও সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

৩৯. এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য রয়েছে যে, একটি ছেলে বা মেয়ে যে মহিলার দুধপান করেছে, সেই মহিলা মায়ের পর্যায়ের এবং তার স্বামী পিতার পর্যায়ের এবং আপন মাতা-পিতার দিক থেকে যেসব রিস্তাদার হারাম, দুধমাতার পিতার দিক থেকেও সেসব রিস্তাদার হারাম। এ শিশুর জন্য দুধ মাতার সেই সন্তানটিই শুধু হারাম নয় যার সাথে সে দুধপান করেছে। বরং তাঁর সকল সন্তান-ই তার সহোদর ভাই-বোনের মতো এবং তাদের সন্তানরাও তার আপন ভাগিনা-ভাগিনীর মতো। এ বিধানের উৎস হচ্ছে রাসূল (স)-এর এ নির্দেশ—يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (বংশ ও রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে যা হারাম দুধ সম্পর্কের দিক থেকেও তা হারাম)। অবশ্য যতটুকু দুধপান করলে দুধ সম্পর্কের আত্মীয়গণ হারাম হবে সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

৪০. যে মহিলার শুধুমাত্র বিয়ে হয়েছে তার মায়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম কি হারাম নয় সে বিষয়েও ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, মালেক, আহমদ ও শাফেয়ী (র)-এর মতে হারাম। আর হযরত আলী (রা)-এর মতে যতক্ষণ না কোনো মহিলার একান্তবাস হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মাতা হারাম হবে না।

فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

তবে যদি তোমরা তাদের সাথে সহবাস না করে থাকো, তাহলে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। আর (হারাম করা হয়েছে) তোমাদের সেসব পুত্রের স্ত্রী

الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

যারা তোমাদের ঔরসজাত[৪২] এবং দু বোনকে একত্রে (বিয়ে) করা,[৪৩] তবে পূর্বে যা হয়ে গেছে;

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ

নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।[৪৪] ২৪. আর হারাম করা হয়েছে নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্তরা ছাড়া[৪৫]

فَإِنْ –তবে যদি ; لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ –(لم تكونوا+دخلتم)-সহবাস না করে থাকো ; بِهِنَّ-তাদের সাথে ; فَلَا جُنَاحَ –(ف+لاجناح)-তাহলে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই ; عَلَيْكُمْ –তোমাদের ; وَ –আর ; حَلَائِلُ –স্ত্রীগণ ; أَبْنَائِكُمْ –(ابناء+كم)-তোমাদের সেসব পুত্রের ; الَّذِينَ-যারা ; مِنْ أَصْلَابِكُمْ-(من+اصلاب+كم)-তোমাদের ঔরসজাত ; وَ –এবং ; أَنْ تَجْمَعُوا –একত্রে (বিয়ে) করা ; بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ –(بين+ال+اختين)-দু বোনকে ; إِلَّا –তবে ; مَا –যারা ; قَدْ سَلَفَ –পূর্বে হয়ে গেছে ; إِنَّ –নিশ্চয়ই ; اللَّهَ –আল্লাহ ; غَفُورًا –অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَحِيمًا–অতীব দয়ালু। ﴿٢٤﴾ وَ–আর (হারাম করা হয়েছে) ; الْمُحْصَنَاتُ –(ال+محصنت)-সকল সধবা নারী ; مِنَ –মধ্যে ; النِّسَاءِ –(ال+نساء)-নারীদের ; إِلَّا –ছাড়া ; مَا مَلَكَتْ –(ما+ملكت)-তোমাদের অধিকারভুক্তরা ;

৪১. এমন মেয়ের হারাম হওয়ার ব্যাপার সৎ-পিতার ঘরে লালিত-পালিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। আল্লাহ তাআলা সম্পর্কটির শুধুমাত্র স্পর্শকাতরতা বুঝানোর জন্য এটা বলেছেন। মুসলিম উম্মাহর প্রায় সকল ফকীহর এ সম্পর্কে 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে যে, সৎ-পিতার জন্য সৎ-মেয়ে হারাম, তার ঘরে লালিত-পালিত হোক বা না হোক।

৪২. 'ঔরসজাত' শর্তটি এজন্য যোগ করা হয়েছে যে, যাকে মানুষ মুখডাকা পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে তার বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা তার জন্য হারাম নয়। সেই পুত্রের স্ত্রী-ই তার জন্য হারাম যে পুত্র তারই ঔরসজাত। পুত্রের মতো পুত্রের স্ত্রী এবং কন্যার পুত্রের স্ত্রীও দাদা বা নানার জন্য হারাম।

أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟

সকল সধবা নারী ; এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহর বিধান ; আর উপরোক্তরা ছাড়া (অন্যসব নারীকে) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এ শর্তে যে, তোমরা চাইবে

بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ

তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে ; ব্যভিচারের জন্য নয়। অতপর তাদের মধ্য থেকে এর মাধ্যমে যাদের তোমরা সম্ভোগ করেছো তাদেরকে দিয়ে দাও।

اَيْمَانُكُمْ-(ايمان+كم)-সকল সধবা নারী ; كِتَٰبَ اللّٰهِ-(كتب+الله)-আল্লাহর বিধান ; عَلَيْكُمْ-(على+كم)-তোমাদের প্রতি ; وَ-আর ; اُحِلَّ-হালাল করা হয়েছে ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مَا وَرَاءَ-ছাড়া ; ذٰلِكُمْ-উপরোক্তরা ; اَنْ تَبْتَغُوْا-চাওয়া ; بِاَمْوَالِكُمْ-(ب+اموال+كم)-তোমাদের সম্পদের বিনিময়ে ; مُحْصِنِيْنَ-বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে ; غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ-(غير+مسفحين)-ব্যভিচারের জন্য নয় ; فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ-(ف+ما+استمتعتم)-অতপর যাদের সম্ভোগ করেছো ; بِهٖ-(ب+ه)-এর (বিয়ের) মাধ্যমে ; مِنْهُنَّ-তাদের মধ্য থেকে ; فَاٰتُوْهُنَّ-(ف+اتو+هن)-তাদের দিয়ে দাও ;

৪৩. রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন যে, খালা-বোনঝি এবং ফুফু-ভাতিজীকেও এক সাথে বিয়ে করা হারাম। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো—এমন দুজন মেয়েকে একত্রে বিয়ে করা হারাম যাদের একজন পুরুষ হলে অন্যজনের সাথে বিয়ে হওয়া হারাম হতো।

৪৪. অর্থাৎ জাহেলী যুগে তোমরা যেসব যুল্ম করেছো যেমন দু বোনকে একই সাথে বিয়ে করে নিতে, তার জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না, তবে এর জন্য শর্ত হলো তোমরা এখন থেকে এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে। এরই ভিত্তিতে এ বিধান জারী হয়েছে যে, কুফরী অবস্থায় যারা একই সাথে দু বোনকে বিয়ে করে রেখেছে, ইসলাম গ্রহণের পর তাদের একজনকে অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে।

৪৫. অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী মহিলা—যাদের কাফের স্বামী দারুল হরবে অবস্থিত—তাদের বিয়ে করা হারাম নয়। কেননা দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে আগমনের পর তাদের বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। এমন মহিলাদেরকে বিয়ে করে নেয়াও বৈধ এবং যার মালিকানায় সে থাকবে তার জন্য বিয়ে ছাড়া সংগত হওয়াও বৈধ। তবে স্বামী-স্ত্রী যদি একই সাথে বন্দী হয়ে আসে তাহলে কোন্ পন্থা গৃহীত হবে ? এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সঙ্গীগণের মতে তাদের বিয়ে অক্ষুণ্ণ থাকবে। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র)-এর মতে তাদের বিয়ে অটুট থাকবে না।

أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ

তাদের নির্ধারিত মোহরানা আর মোহরানা নির্দিষ্ট হওয়ার পর কোনো বিষয়ে তোমরা পরস্পর ঐকমত্য পোষণ করলে তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ

অবশ্যই আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। ২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করতে সামর্থ না রাখে

الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ

স্বাধীন মু'মিন নারীকে, তাহলে (বিয়ে করবে) তোমাদের মালিকানাধীন যুবতী দাসীকে যে মু'মিন ;

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে সবচেয়ে অধিক জানেন। তোমরা একে অপরের অংশ।[৪৬] অতএব তোমরা তাদের বিয়ে করো তাদের অভিভাবকের অনুমতিতে

أُجُورَهُنَّ -(اجور+هن)- তাদের মোহরানা ; فَرِيضَةً -নির্ধারিত ; وَ -আর ; لَاجُنَاحَ -কোনো গুনাহ হবে না ; عَلَيْكُمْ -তোমাদের ; فِيمَا -কোনো বিষয়ে ; تَرَاضَيْتُمْ -পরস্পর তোমরা ঐকমত্য পোষণ করলে ; بِهِ -তাতে ; مِنْ بَعْدِ -পর ; الْفَرِيضَةِ -(ال+فريضة)-মোহরানা নির্দিষ্ট হওয়ার ; إِنَّ -অবশ্যই ; اللَّهَ -আল্লাহ ; كَانَ عَلِيمًا -সর্বজ্ঞ ; حَكِيمًا -প্রজ্ঞাময়। ২৫ وَ -আর ; مَنْ -যে ; لَمْ يَسْتَطِعْ -সামর্থ না রাখে ; مِنْكُمْ -তোমাদের মধ্যে ; طَوْلًا -সামর্থ ; أَنْ يَنْكِحَ -বিয়ে করতে ; الْمُحْصَنَاتِ -(ال+محصنت)-স্বাধীনা ; الْمُؤْمِنَاتِ -(ال+مؤمنت)- মু'মিনা নারীকে ; فَمِنْ مَا مَلَكَتْ -(ف+من+ما+ملكت+ايمان+كم)-তাহলে (বিয়ে করবে) তোমাদের أَيْمَانُكُمْ মালিকানাধীন ; مِنْ فَتَيَاتِكُمُ -যুবতী দাসীকে ; الْمُؤْمِنَاتِ -যারা মু'মিনা ; وَاللَّهُ -আর আল্লাহ ; أَعْلَمُ -সবচেয়ে অধিক জানেন ; بِإِيمَانِكُمْ -(ب+ايمان+كم)-তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ; بَعْضُكُمْ -(بعض+كم)-তোমরা একে ; مِنْ بَعْضٍ -(من+بعض)- অপরের অংশ ; فَانْكِحُوهُنَّ -(ف+انكحوا+هن)-অতএব তোমরা তাদের বিয়ে করো ; بِإِذْنِ -(ب+اذن)-অনুমতিতে ; أَهْلِهِنَّ -(اهل+هن)-তাদের অভিভাবকের ;

وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ

- এবং তাদেরকে দিয়ে দেবে তাদের মোহরানা ন্যায্যভাবে—
বিবাহিতা স্ত্রী হিসেবে ব্যভিচারিণী হিসেবে নয়,

وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ

আর না উপপতি গ্রহণকারিণী হিসেবে। অতপর যখন তারা বিবাহিতা হয়ে যায় তার পরে তারা যদি লিপ্ত হয় ব্যভিচারে, তাহলে তাদের উপর শাস্তির অর্ধেক,[৪৭]

وَ –এবং ; اٰتُوْهُنَّ –(اتو+هن)-তাদের দিয়ে দাও ; اُجُوْرَهُنَّ –(اجور+هن)-তাদের মোহরানা ; بِالْمَعْرُوْفِ –(ب+ال+معروف)- -ন্যায্যভাবে ; مُحْصَنٰتٍ –বিবাহিতা স্ত্রী হিসেবে ; غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ –ব্যভিচারিণী হিসেবে নয় ; وَّ –আর ; لَامُتَّخِذٰتِ –না গ্রহণকারিণী হিসেবে ; اَخْدَانٍ –উপপতি ; فَاِذَآ –(ف+اذا)-অতপর যখন ; اُحْصِنَّ –বিবাহিতা হয়ে যায় ; فَاِنْ –পরে যদি ; اَتَيْنَ –তারা লিপ্ত হয় ; بِفَاحِشَةٍ –(ب+فاحشة)-ব্যভিচারে ; فَعَلَيْهِنَّ –(ف+على+هن)- -তাহলে তাদের উপর ; نِصْفُ –অর্ধেক ;

যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে সংগত হওয়ার ব্যাপার নিয়ে মানুষের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তি বিরাজমান, তাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নের আলোচনা ভালোভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন।

এক ঃ যেসব মেয়ে যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসে, বন্দী হওয়ার পর পরই যে কোনো সৈনিক তাদের সাথে সংগত হওয়ার অধিকার পেতে পারে না। বরং এ সম্পর্কে ইসলামের বিধান হলো—এসব মহিলাকে কর্তৃপক্ষের কাছে সোপর্দ করে দেয়া হবে। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিঃশর্ত ক্ষমা করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিতে পারেন অথবা বিপক্ষ দলের নিকট যেসব মুসলমান বন্দী হয়ে আছে তাদের সাথে বিনিময় করতে পারেন। আর ইচ্ছা করলে তাদেরকে সৈন্যদের মধ্যে বন্টনও করে দিতে পারেন। একজন সৈনিক কেবলমাত্র সেই বন্দিনীর সাথেই সংগত হতে পারে, যাকে কর্তৃপক্ষ যথানিয়মে তার মালিকানায় দিয়ে দিয়েছে।

দুই ঃ যে মহিলাকে কারো মালিকানায় দিয়ে দেয়া হবে তার সাথে সে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সংগত হতে পারবে না যতক্ষণ না তার ঋতস্রাব হয় এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, মহিলা গর্ভবতী নয়। তার পূর্বে তার সাথে সহবাস করা হারাম। আর যদি মহিলা গর্ভবতী হয় তাহলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেও সহবাস করা বৈধ নয়।

তিন ঃ যুদ্ধে বন্দী হওয়া মহিলাদের সাথে সহবাসের ব্যাপারে এটা শর্ত নয় যে, তাদেরকে আহলে কিতাব হতে হবে। বরং তার ধর্মবিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, যাদের মালিকানায় তাদেরকে দিয়ে দেয়া হবে তারা তাদের সাথে সহবাস করতে পারবে।

مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ

স্বাধীন নারীদের উপর নির্ধারিত শাস্তির এটা (দাসীকে বিয়ে করা) তার জন্য, যে তোমাদের মধ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করে ;

وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۟

আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করতে পারো তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

مَا-যা ; عَلَى-উপর ; الْمُحْصَنٰتِ-বিবাহিতাদের ; مِنَ الْعَذَابِ-(من+ال+عذاب)-শাস্তির ; ذٰلِكَ-এটা (দাসীকে বিয়ে করা) ; لِمَنْ-(ل+من)-তার জন্য, যে ; خَشِيَ-আশংকা করে ; الْعَنَتَ-(ال+عنت)-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যে; وَ-আর ; اَنْ-যদি ; تَصْبِرُوْا-ধৈর্যধারণ করতে পারো ; خَيْرٌ-উত্তম ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; وَاللّٰهُ-আল্লাহ ; غَفُوْرٌ-অতীব ক্ষমাশীল ; رَحِيْمٌ-পরম দয়ালু।

চার ঃ যে মহিলাকে যার মালিকানায় দিয়ে দেয়া হবে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই উক্ত মহিলার সাথে সহবাস করতে পারবে। অন্য কোনো ব্যক্তি তাকে স্পর্শও করতে পারবে না। এ মহিলার গর্ভে সেই ব্যক্তির ঔরসে যে সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করবে, তাদেরকে তার বৈধ সন্তান হিসেবেই গণ্য করা হবে। যে ব্যক্তির মালিকানায় মহিলাটি রয়েছে, তার নিকট সন্তানদের আইনগত অধিকার শরীয়াত মতো তা-ই হবে, যা তার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে আপন ঔরসজাত সন্তানদের রয়েছে। সন্তানের মাতা হওয়ার পর এ মহিলাকে আর দাসী হিসেবে বিক্রয় করা যাবে না। আর সে ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে সাথে সাথেই মুক্ত হয়ে যাবে।

পাঁচ ঃ এভাবে যে মহিলা কারও মালিকানায় আসবে, তাকে যদি মালিক অন্য কারও নিকট বিয়ে দিয়ে দেয়, তাহলে তার নিকট থেকে অন্যসব খিদমত নিতে পারবে, একমাত্র যৌন সম্পর্ক ছাড়া।

ছয় ঃ শরীয়াত স্ত্রীদের ব্যাপারে যেমন চারজনের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে তেমনি দাসীদের ব্যাপারে কোনো সীমা নির্ধারণ করে দেয়নি। কিন্তু শরীয়াত কর্তৃক এ সীমা নির্ধারণ করার অর্থ এ নয় যে, ধনী ব্যক্তিরা অসংখ্য দাসী ক্রয় করে করে রেখে দেবে এবং নিজেদের ঘর বিলাসিতার আড্ডা বানিয়ে তুলবে। বরং এর সংখ্যা নির্দিষ্ট না করার কারণ হলো যুদ্ধাবস্থার অনিশ্চয়তা।

সাত ঃ মালিকানার অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো দাসীর মালিকানাও হস্তান্তর যোগ্য। যা কোনো ব্যক্তিকে কোনো যুদ্ধ বন্দীর উপর প্রয়োগ করার জন্য কর্তৃপক্ষ তাকে প্রদান করেছে।

আট ঃ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত এ মালিকানা সেরূপ একটি আইনসম্মত কাজ, যেরূপ বিবাহ একটি আইনসম্মত কাজ। সুতরাং বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে যেরূপ ইতস্তত করার সংগত কোনো কারণ নেই, এ দাসীদের সাথে সংগমের ক্ষেত্রেও ইতস্তত করার কোনো সংগত কারণ থাকতে পারে না।

নয় ঃ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কোনো যুদ্ধবন্দিনীকে কারও মালিকানায় দিয়ে দেয়ার পর, পুনরায় তাকে তার মালিকানা থেকে প্রত্যাহার করারও কোনো অবকাশ নেই।

দশ ঃ কোনো সেনাধ্যক্ষ যদি সাময়িকভাবে বন্দিনী মেয়েদের সাথে নিছক যৌন পিপাসা মেটানোর জন্য বণ্টন করে দিয়ে থাকে তবে ইসলামী আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে তা হবে একটি সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ। এর মধ্যে এবং ব্যভিচারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর ব্যভিচার ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে একটি দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

৪৬. অর্থাৎ সমাজে মানুষের মধ্যে মর্যাদার যে পার্থক্য দেখা যায় তা আপেক্ষিক ব্যাপার মাত্র। নচেৎ সকল মুসলমানের মর্যাদা-ই সমান। তবে তাদের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কিছু থেকে থাকে তাহলো ঈমান। আর ঈমান কোনো উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশের একক সম্পদ নয়। বরং হতে পারে কোনো দাসীও ঈমান ও নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলার চেয়ে অগ্রগামী।

৪৭. সাধারণ দৃষ্টিতে এখানে একটি জটিলতা দেখা দেয়, যে কারণে খারেজীগণ এবং সেসব লোকেরা সুযোগ নিতে চায়, যারা বিবাহিতা মহিলার ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দানের বিরোধী। তারা বলে থাকে যে, বিবাহিতা স্বাধীন মহিলার ব্যভিচারের শাস্তি যদি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দান হয়ে থাকে তাহলে বিবাহিতা দাসীর শাস্তি তার অর্ধেক কিভাবে হতে পারে ? কারণ মৃত্যুদণ্ডের অর্ধেক দণ্ড কার্যকর করা কিভাবে সম্ভব হবে ? সুতরাং এ আয়াতটি এ ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ যে, ইসলামে 'রজম' তথা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডদানের শাস্তি আদৌ নেই। কিন্তু তারা কুরআন মাজীদের শব্দাবলীর প্রতি সম্ভবত গভীর দৃষ্টি দেননি। এ রুকূ'তে 'মুহসানাত' (সংরক্ষিত নারী) শব্দটি দুটো ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক. বিবাহিতা মহিলা, যারা স্বামীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করেছে। দুই. সম্ভ্রান্ত মহিলা যারা পরিবারের সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করেছে, তারা যদিও বিবাহিতা না হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে দাসীদের বিপরীতে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে 'মুহসানাত' শব্দটি উল্লেখিত দ্বিতীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে—প্রথম অর্থে নয়। আয়াতের বিষয়বস্তুর আলোকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। অপরদিকে দাসীদের ক্ষেত্রে 'মুহসানাত' শব্দটি প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রকাশ্য শব্দে বলা হয়েছে যে, "যখন তাদের বিয়ের সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ হয়" তখন তাদের ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য উল্লেখিত শাস্তি প্রদান করা হবে। অতপর গভীর দৃষ্টিপাত করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সম্ভ্রান্ত মহিলার দু প্রকার সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ হয়—প্রথমতঃ পারিবারিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা, যার ভিত্তিতে বিবাহ ছাড়াই সে 'মুহসানা' হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ স্বামীর সংরক্ষণ, যার ভিত্তিতে সে পারিবারিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার উপর আরও একটি সংরক্ষণ ব্যবস্থা লাভ করে।

অপরদিকে দাসী তার দাসত্ব অবস্থায় 'মুহসানা' তথা সংরক্ষণ প্রাপ্ত হতে পারে না। কারণ তার উপর পারিবারিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেই। তবে বিবাহিতা হওয়ার পর সে স্বামীর সংরক্ষণ লাভ করে ; কিন্তু তা-ও পূর্ণাঙ্গ নয়, কারণ বিবাহিতা হওয়ার পরও সে তার মনিবের সেবা ও চাকরী থেকে সে মুক্তি পায় না। আর না তার সেই সামাজিক মর্যাদা থাকে, যা একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার থাকে। সুতরাং তাকে ব্যভিচারের সেই শাস্তিরই অর্ধেক প্রদান করা হবে যা একজন সম্ভ্রান্ত অবিবাহিতা মহিলাকে তার ব্যভিচারের জন্য প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে বিবাহিতা সম্ভ্রান্ত মহিলার জন্য নির্ধারিত শাস্তির অর্ধেক নয়। এ থেকে এটাও জানা যায় যে, সূরা আন নূর-এর দ্বিতীয় আয়াতে ব্যভিচারের যে শাস্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে তা শুধুমাত্র অবিবাহিতা সম্ভ্রান্ত মহিলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যার মুকাবিলায় এখানে বিবাহিতা দাসীর শাস্তি তার অর্ধেক বলা হয়েছে। বাকী থাকে বিবাহিতা সম্ভ্রান্ত মহিলা। এ ক্ষেত্রে সে বিবাহিতা দাসীর শাস্তির চেয়ে অধিক কঠোর শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত। কেননা সে দু প্রকার সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। যদিও কুরআন মাজীদ এদের ব্যাপারে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির বিধান স্পষ্ট করে দেয়নি, কিন্তু সূক্ষ্ম ইংগীত অবশ্যই করেছে। এটা সাধারণ বুদ্ধির লোকদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যেতে পারে। কিন্তু রাসূল (স)-এর সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অন্তরালে থাকা সম্ভব ছিলো না।

৪র্থ রুকূ' (২৩-২৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. এ রুকূ'তে 'মুহরামাত' তথা যেসব নারীকে বিয়ে করা ইসলামী আইনে হারাম বা নিষিদ্ধ তাদের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

২. হারাম প্রথমত দু প্রকার-(১) কতক নারী চিরতরে হারাম। কোনো অবস্থাতেই তাদেরকে বিয়ে করা হালাল হবে না। (২) আর কতক নারী চিরতরে হারাম নয়। তারা কোনো কোনো অবস্থায় হালাল হয়ে যায়।

৩. চিরতরে হারাম আবার তিন প্রকার-(১) বংশগত হারাম ; (২) দুধ পানের কারণে হারাম ; (৩) শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম।

৪. নিম্নোক্ত নারীগণকে বিয়ে করা পুরুষের জন্য হারাম-

(ক) মাতাগণ—এর মধ্যে দাদী-নানী সবই অন্তর্ভুক্ত।

(খ) কন্যাগণ—এর মধ্যে কন্যার কন্যা, পুত্রের কন্যা সবই শামিল।

(গ) ভগ্নিগণ—এর মধ্যে বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভগ্নিগণও শামিল।

(ঘ) ফুফুগণ—এতে পিতার সহোদরা বোন, বৈমাত্রেয়া বোন এবং বৈপিত্রেয়া বোনরা শামিল।

(ঙ) খালাগণ—আপন মায়ের উপরোক্ত তিন প্রকার বোন এর অন্তর্ভুক্ত।

(চ) ভাইয়ের কন্যাগণ—এতে উপরোক্ত তিন প্রকার ভাইয়ের কন্যাগণ শামিল।

(ছ) বোনের কন্যাগণ—এতেও উপরোক্ত তিন প্রকার বোনের কন্যাগণ শামিল।

(জ) দুধ মাতাগণ—দুধ পান করার বয়সে যারা দুধ পান করিয়েছেন—দুধ পান কম হোক বা বেশী, একবার হোক বা একাধিকবার।

(ঝ) দুধ বোনেরা—একটি বালক ও একটি বালিকা কোনো মহিলার দুধ পান করলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। একইভাবে দুধ ভাই বোনের কন্যার সাথেও বিয়ে হতে পারে না।

(ঞ) অন্য সকল সধবা নারী—যারা অন্যের বিবাহাধীনে বর্তমানে রয়েছে।

৫. স্বাধীন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিয়ে করার আর্থিক সামর্থ না থাকলে ঈমানদার দাসীকে বিয়ে করা যেতে পারে।

৬. উপরোক্ত নারীগণ ছাড়া অন্য সকল নারীকে বিয়ে করা বৈধ।

৭. ইয়াহুদী ও খৃস্টান নারীকে বিয়ে করার বৈধতা থাকলেও তা থেকে বেঁচে থাকা সর্বাবস্থায় উত্তম।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-৮

㉖ يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ

২৬. আল্লাহ চান তোমাদের জন্য বিশদ বর্ণনা করতে এবং তোমাদের পথপ্রদর্শন করতে তোমাদের পূর্বে যারা ছিলো তাদের রীতিনীতি তোমাদেরকে অবহিত করতে আর ক্ষমা করতে

عَلَيْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ㉗ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۫

তোমাদের ; আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।[৪৮] ২৭. আর আল্লাহ চান তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ;

وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ○

আর যারা নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে, তারা চায়, যেন তোমরা ভীষণভাবে বিচ্যুত হয়ে পড়ো।[৪৯]

㉖ يُرِيْدُ-চান; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لِيُبَيِّنَ-বিশদ বর্ণনা করতে ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; وَ-এবং ; يَهْدِيَكُمْ-(يهدى+كم)-তোমাদেরকে অবহিত করতে ; سُنَنَ-রীতিনীতি ; الَّذِيْنَ-যারা ; مِنْ قَبْلِكُمْ-(من+قبل+كم)-তোমাদের পূর্বে ছিলো ; وَ-আর ; يَتُوْبَ-ক্ষমা করতে ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ ; حَكِيْمٌ-প্রজ্ঞাময়। ㉗ وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يُرِيْدُ-চান ; اَنْ يَّتُوْبَ-ক্ষমা করতে ; عَلَيْكُمْ-তোমাদেরকে ; وَ-আর ; يُرِيْدُ-চায় ; الَّذِيْنَ-যারা ; يَتَّبِعُوْنَ-অনুসরণ করে ; الشَّهَوٰتِ-(ال+شهوت)-কামনা-বাসনার ; اَنْ تَمِيْلُوْا-যেন তোমরা বিচ্যুত হয়ে পড়ো ; مَيْلًا عَظِيْمًا-(ميلا+عظيما)-ভীষণভাবে বিচ্যুতি।

৪৮. সূরা শুরু থেকে এ পর্যন্ত যে হিদায়াত তথা নির্দেশনা দান করা হয়েছে এবং এ সূরা নাযিল হওয়ার আগে সূরা আল বাকারাতে সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কিত যেসব হিদায়াত দান করা হয়েছে এসব দিকের প্রতি ইংগীত করে ইরশাদ হচ্ছে যে, সমাজ, ব্যক্তি চরিত্র এবং সাংস্কৃতিক এ বিধি-বিধানগুলো অতি প্রাচীনকাল থেকেই আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাঁদের সৎ-সঙ্গীগণ অনুসরণ করে আসছেন। আর এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য দয়া-অনুগ্রহের দান যে, এসব বিধান তোমাদেরকে জাহেলিয়াতের অবস্থা থেকে বের করে এনে মু'মিনের জিন্দেগীর প্রতি পথপ্রদর্শন করেছে।

৪৯. এখানে মুনাফিক, পশ্চাৎপন্থী জাহেল ও মদীনার উপকণ্ঠে বসবাসকারী ইয়াহুদীদের প্রতি ইংগীত করা হয়েছে। শত শত বছর থেকে তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতিতে যেসব বংশ ও গোত্রপ্রীতি এবং রসম-রেওয়াজ ও কুসংস্কার জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিলো তার কোনো প্রকার সংস্কার-সংশোধন মুনাফিক ও পশ্চাৎপন্থীদের কাছে অত্যন্ত অপসন্দনীয় ছিলো। মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ; বিধবা মহিলার শ্বশুর বাড়ীর নিগড় থেকে মুক্তিলাভ এবং ইদ্দত শেষে যে কোনো ব্যক্তিকে বিয়ে করার অধিকার লাভ ; সৎমাকে বিয়ে করা হারাম ঘোষিত হওয়া ; দু বোনকে একই সময়ে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করাকে হারাম ঘোষণা করা ; পালক পুত্রকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা এবং মুখডাকা পুত্রের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করা মুখডাকা পিতার জন্য বৈধ ঘোষণা করা ইত্যাদি এবং এ ধরনের আরও অনেক রসম-রেওয়াজ সংস্কার করার পদক্ষেপ গৃহীত হওয়ায় সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা এবং পূর্ব-পুরুষের রীতিনীতির পূজারীরা ফুঁসে উঠেছিলো। দীর্ঘদিন থেকে সংস্কারমূলক কার্যাবলীর বিরুদ্ধে কথাবার্তা চলছিলো। সমাজের দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা নবী (স)-এর দাওয়াতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথাবার্তা বলে লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলছিলো। ইসলাম কর্তৃক হারাম ঘোষিত বিয়ের ফলে ইতিপূর্বে যাদের জন্ম হয়েছিলো তাদেরকে একথা বলে উত্তেজিত করা হচ্ছিল যে, নতুন নতুন বিধান এসেতো আপনার পিতা-মাতার সম্পর্ককেই অবৈধ গণ্য করেছে। এভাবে এসব মূর্খ লোকেরা সংস্কার কার্যাবলীর বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলছিলো।

অপরদিকে ইয়াহুদীরা শত শত বছরের পুরনো ধর্মীয় অপ্রয়োজনীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা আল্লাহর শরীয়াতের উপর নিজেদের মনগড়া বিধানাবলীর পুরু চামড়া লাগিয়ে নিয়েছিলো। তারা শরীয়াতে অগণিত বিধি-নিষেধের বেড়াজাল সৃষ্টি করে রেখেছিলো। অনেক হালালকে তারা হারাম ঘোষণা করে রেখেছিলো, আবার অনেক কাল্পনিক বিষয়কে তারা শরীয়াত বানিয়ে নিয়েছিলো। এসব ব্যাপারে ইয়াহুদী আলেম সমাজ ও সর্ব সাধারণ কুরআনের বিধান শুনে অস্থির হয়ে পড়েছিলো। তাদের ধারণা ছিলো কুরআন মাজীদ তাদের কৃত হারামকে হারাম বলবে এবং তাদের কৃত হালালকে হালাল স্থির করবে। যেমন ঋতুমতী নারীকে তারা একেবারেই অচ্ছ্যুত মনে করতো এবং তার হাতের কোনো কিছু খেত না। এমনকি তার সাথে কোনো বিছানায় একত্রে বসাকেও ঘৃণা করতো। কিন্তু কুরআন মাজীদের সূরা আল বাকারার ২৮ রুকূ'র প্রথম দিকে সংযোজিত আয়াতের মাধ্যমে রাসূল (স) এ ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন যে, ঋতুমতী নারীদের সাথে সংগম ছাড়া অন্যসব কিছুই ঋতুপূর্ব অবস্থার ন্যায় বৈধ। তখন তাদের সমাজে তোলপাড় শুরু হলো। তারা বলতে থাকলো যে, মুসলমানরা আমাদের হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম এবং আমাদের পাককে নাপাক ও নাপাককে পাক গণ্য করার জন্যই এসেছে।

২৮ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ○

২৮. আল্লাহ তোমাদের প্রতি (বিধি-নিষেধ) সহজ করতে চান,
কারণ মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দুর্বল করে।

২৯ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

২৯. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ
অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না

اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ

তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা বৈধ;[৫০]
আর তোমরা একে অন্যকে হত্যা করো না ;[৫১]

২৮ يُرِيْدُ –চান ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; اَنْ يُّخَفِّفَ –সহজ করতে ; عَنْكُمْ –তোমাদের প্রতি ; وَ –কারণ ; خُلِقَ –সৃষ্টিই করা হয়েছে ; الْاِنْسَانُ –(ال+انسان)-মানুষকে ; ضَعِيْفًا –দুর্বল করে। ২৯ يٰۤاَيُّهَا –হে ; الَّذِيْنَ –যারা ; اٰمَنُوْا –ঈমান এনেছো ; لَا تَاْكُلُوْۤا –তোমরা গ্রাস করো না ; اَمْوَالَكُمْ –(اموال+كم)-তোমাদের সম্পদ ; بَيْنَكُمْ –(بين+كم)-পরস্পরের ; بِالْبَاطِلِ –(ب+ال+باطل) অন্যায়ভাবে ; اِلَّاۤ –তবে ; اَنْ تَكُوْنَ –হওয়া বৈধ ; تِجَارَةً –ব্যবসা-বাণিজ্য ; عَنْ تَرَاضٍ –(عن+تراض)-পরস্পরের সম্মতিতে ; مِّنْكُمْ –তোমাদের ; وَ –আর ; لَا تَقْتُلُوْۤا –তোমরা হত্যা করো না ; اَنْفُسَكُمْ –(انفس+كم)-তোমাদের নিজেদেরকে ;

৫০. ‘অন্যায়ভাবে’ গ্রাস করা দ্বারা সত্য ও ন্যায়নীতির বিরোধী শরীয়াতের দৃষ্টিতে অবৈধ উপায়কে বুঝানো হয়েছে। আর ব্যবসা-বাণিজ্য পারস্পরিক স্বার্থে আদান-প্রদান বুঝানো হয়েছে। ব্যবসা, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারিগরী কাজ-কারবারে যা হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে কেউ শ্রম দেয় অন্যজন তার বিনিময় প্রদান করে। পারস্পরিক সম্মতি দ্বারা কোনো অবৈধ চাপ, ধোঁকা-প্রতারণাহীন সম্মতি বুঝানো হয়েছে। সুদ-ঘুষেও সম্মতি থাকে, কিন্তু তার পেছনে থাকে অবৈধ চাপ। কারণ মানুষ কোনো উপায় না পেয়েই এসব লেনদেনে সম্মত হয়। জুয়ার মধ্যেও বাহ্যিক সম্মতি দেখা যায়। কিন্তু তাতে থাকে ভ্রান্ত আশা যে, সে-ই বিজয়ী হবে। তদ্রূপ প্রতারণা-জালিয়াতিতেও সম্মতি থাকে। কিন্তু প্রতারিত ব্যক্তি প্রতারকের উদ্দেশ্য জানলে সে কখনও সম্মত হতো না।

৫১. এটা পূর্ববর্তী বাক্যের পরিশিষ্ট হতে পারে আবার স্বতন্ত্র বাক্যও হতে পারে। পূর্বের বাক্যের পরিশিষ্ট হিসেবে এর অর্থ হবে—অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।[৫২]
৩০. আর যে সীমালংঘন ও অন্যায়ভাবে এটা করবে

فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ إِنْ تَجْتَنِبُوا

তাকে আমি অতিসত্বর আগুনে জ্বালাবো। আর আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ।
৩১. তোমরা যদি দূরে থাকো

كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ

তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার বড় গুনাহ থেকে তোমাদের ছোট গুনাহগুলো আমি মিটিয়ে ফেলবো[৫৩] এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাব

إِنَّ –নিশ্চয়ই ; اللَّهَ –আল্লাহ ; كَانَ –হলেন ; بِكُمْ –(ب+كم)- তোমাদের প্রতি ; رَحِيمًا –অত্যন্ত দয়ালু। ﴿٣٠﴾ وَ –আর ; مَنْ –যে ; يَفْعَلْ –করবে ; ذَٰلِكَ –এটা ; عُدْوَانًا –সীমালংঘন ; وَ –ও ; ظُلْمًا –অন্যায়ভাবে ; فَسَوْفَ –(ف+سوف)-অতিসত্বর ; نُصْلِيهِ –আমি জ্বালাবো ; نَارًا –আগুনে ; وَ –আর ; كَانَ –হয় ; ذَٰلِكَ –এটা ; عَلَى –পক্ষে ; اللَّهِ –আল্লাহর ; يَسِيرًا –সহজ। ﴿٣١﴾ إِنْ –যদি ; تَجْتَنِبُوا –তোমরা দূরে থাকো, বেঁচে থাকো ; كَبَائِرَ –বড় গুনাহ ; مَا –যা ; تُنْهَوْنَ –নিষেধ করা হয়েছে তোমাদেরকে ; عَنْهُ –তার থেকে ; نُكَفِّرْ –আমি মিটিয়ে ফেলবো ; عَنْكُمْ –তোমাদের ; سَيِّئَاتِكُمْ –(سيات+كم)-তোমাদের ছোট গুনাহগুলো ; وَ –এবং ; نُدْخِلْكُمْ –(ندخل+كم)-তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো ;

নিজেকে ধ্বংসের মুখে ফেলো না। কারণ উক্ত ব্যক্তি এর ক্ষতি থেকে নিজেও বাঁচতে পারে না। এর ফলে সমাজে বিপর্যয় দেখা দেয় এবং হারামখোর ব্যক্তি নিজেও তার পরিণতি ভোগ করে। আর আখেরাতে সে কঠিন শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে। আর স্বতন্ত্র বাক্য হিসেবে এর দুটো অর্থ হতে পারে–(১) তোমরা একে অন্যকে হত্যা করো না, (২) তোমরা আত্মহত্যা করো না। আল্লাহ তাআলা এখানে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন। বাক্যের গঠন অনুসারে এখানে তিনটি অর্থই হতে পারে এবং তিনটি অর্থই সঠিক।

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ যেহেতু তোমাদের কল্যাণ চান। তাই তিনি তোমাদেরকে এমন কাজ করতে নিষেধ করছেন, যে কাজে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। এটা তোমাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

مُّدْخَلًا كَرِيمًا ۝٣١ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ

মর্যাদাজনক স্থানে। ৩২. আর আল্লাহ যা দ্বারা তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তোমরা তার লালসা করো না

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ

পুরুষদের জন্য অংশ যা তারা উপার্জন করেছে ;
আর নারীদের জন্য অংশ যা তারা উপার্জন করেছে

وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

আর তোমরা আল্লাহর নিকটই তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করো।
অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ।[৫৪]

مُّدْخَلًا –স্থানে ; كَرِيمًا –মর্যাদাজনক। (৩২) وَ –আর ; لَاتَتَمَنَّوْا –তোমরা লালসা করো না ; مَا –যা ; فَضَّلَ –শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; بِهٖ –যা দ্বারা ; بَعْضَكُمْ –(بعض+كم)-তোমাদের কাউকে ; عَلٰى –উপর ; بَعْضٍ –কারো ; لِلرِّجَالِ –(ل+ال+رجال)-পুরুষদের জন্য ; نَصِيبٌ –অংশ ; مِّمَّا –(من+ما)-তা থেকে, যা ; اكْتَسَبُوْا –তারা উপার্জন করেছে ; وَ –আর ; لِلنِّسَآءِ –(ل+ال+نساء)-নারীদের জন্য ; نَصِيبٌ –অংশ; مِّمَّا –(من+ما) তা থেকে যা ; اكْتَسَبْنَ –তারা উপার্জন করেছে ; وَسْئَلُوْا –(و+اسئلوا)-আর তোমরা প্রার্থনা করো ; اللّٰهَ –আল্লাহর নিকট-ই ; مِنْ –থেকে ; فَضْلِهٖ –(فضل+ه)-তাঁর অনুগ্রহ ; اِنَّ –অবশ্যই ; اللّٰهَ –আল্লাহ ; كَانَ –হলেন ; بِكُلِّ –প্রত্যেক ; شَيْءٍ –বিষয়ে ; عَلِيمًا –সর্বজ্ঞ।

৫৩. আল্লাহ বলেন—তোমরা যদি বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাক, তাহলে তোমাদের ছোট ছোট গুনাহগুলোকে আমি মিটিয়ে ফেলবো। অর্থাৎ আমি সংকীর্ণ অন্তর নই। বান্দাহর ছোটখাট গুনাহখাতা ধরেই তাকে শাস্তি দেই না। তবে বড় গুনাহ করলে তাতো ধরা হবেই। তার সাথে ছোটখাট গুনাহগুলোর জন্যও পাকড়াও করা হবে।

বড় গুনাহ ও ছোট গুনাহর পার্থক্য জানা প্রয়োজন। তিনটি কারণে কোনো কাজ বড় গুনাহ হিসেবে বিবেচিত হয়—

এক ঃ কারো অধিকার বিনষ্ট করা। এ অধিকার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও অন্য যে কোনো মানুষের বা বিনষ্টকারীর নিজেরও হতে পারে। যার অধিকার যত বেশী তার অধিকার বিনষ্ট করা ততো বড় গুনাহ। এজন্য গুনাহকে 'যুল্ম' বলা হয়েছে। আর শিরককে বড় যুল্ম বলা হয়েছে। কারণ শিরক দ্বারা সবচেয়ে বেশী অধিকার যে মহান স্রষ্টা আল্লাহর, তাঁর অধিকার বিনষ্ট করা হয়।

㉝ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ

৩৩. আর আমি প্রত্যেকের জন্য সে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যা রেখে যায় পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনরা ; আর যারা

عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝

তোমাদের সাথে অংগীকারাবদ্ধ, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও ; অবশ্যই আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।[৫৫]

㉝ وَ–আর ; لِكُلٍّ–(ل+كل)-প্রত্যেকের জন্য ; جَعَلْنَا–নির্দিষ্ট করে দিয়েছি ; مَوَلِيَ–উত্তরাধিকারী ; مِمَّا–(من+ما) তা থেকে যা ; تَرَكَ–রেখে যায় ; الْوَالِدَانِ–(ال+والدان)–পিতা-মাতা ; وَ–ও ; الْاَقْرَبُوْنَ–(ال+قربون) আত্মীয়-স্বজন ; وَ–আর ; الَّذِيْنَ–যারা ; عَقَدَتْ–আবদ্ধ ; اَيْمَانُكُمْ–(ايمان+كم)-তোমাদের অঙ্গীকারে ; فَاٰتُوْهُمْ–(ف+اتو+هم)-তাদেরকে দিয়ে দাও ; نَصِيْبَهُمْ–(نصيب+هم)-তাদের অংশ ; اِنَّ–অবশ্যই ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; كَانَ–হলেন ; عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ–সকল বিষয়ে ; شَهِيْدًا–সম্যক দ্রষ্টা।

দুই ঃ আল্লাহ থেকে নির্ভয় হওয়া এবং তাঁর আদেশ নিষেধের পরোয়া না করে তাঁর নিষেধকৃত কাজ করা এবং তাঁর আদেশ পালনে জেনে-বুঝে বিরত থাকা। এ আদেশ-নিষেধ অমান্য করার সাথে যতবেশী অহমিকা, দুঃসাহস ও হঠকারিতা যুক্ত হবে, গুনাহও ততো বড় হবে। এদিক থেকে গুনাহকে 'ফিস্ক' ও 'মা'সিয়াত' বলা হয়েছে।

তিন ঃ যেসব সম্পর্ক-সম্বন্ধের মযবুতী ও সুস্থতার উপর মানব জীবনের নিরাপত্তা নির্ভরশীল, তা ছিন্ন করা বা তাতে বিকৃতি সাধন করা। এ সম্পর্ক মানুষে মানুষে হতে পারে, হতে পারে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার। আবার যে সম্পর্ক যতবেশী গুরুত্বপূর্ণ, যে সম্পর্ক ছিন্ন করায় জননিরাপত্তার যতবেশী ক্ষতি হয় এবং যে ব্যাপারে যতবেশী নিরাপত্তার আশা করা যায়, তাকে ছিন্ন করা, কর্তন করা বা বিনষ্ট করা তত বড় গুনাহ। উদাহরণ স্বরূপ ব্যভিচারকে নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এটা সমাজ-সংস্কৃতিতে বিপর্যয় ডেকে আনে। সুতরাং এটা একটা বড় গুনাহ। কিন্তু অবস্থা ভেদে এটা একটার চেয়ে অপরটা অত্যন্ত মারাত্মক। বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার অবিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচারের চেয়ে বড় গুনাহ। বিবাহিতা মহিলার সাথে ব্যভিচার অবিবাহিতা মেয়ের সাথে ব্যভিচারের চেয়ে কঠিন গুনাহ। প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার অপ্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারের চেয়ে অনেক বেশী দূষণীয়। মাহরাম মহিলার সাথে ব্যভিচার গায়রে মাহরাম মহিলার সাথে ব্যভিচারের চেয়ে কঠিন গুনাহ। মাসজিদে ব্যভিচার অন্য কোনো স্থানে ব্যভিচারের চেয়ে মারাত্মক গুনাহ। উপরোক্ত

উদাহরণসমূহের দ্বারা অবস্থাভেদে একই কাজের মধ্যে তারতম্য অনুসারে গুনাহে পার্থক্য সূচীত হয়েছে। এতে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, যেখানে নিরাপত্তার আশা যতবেশী ; যেখানে মানবিক সম্পর্ক যতবেশী সম্মান পাওয়ার যোগ্য এবং যেখানে এ সম্পর্ক ছিন্ন করা যতবেশী সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেখানেই ব্যভিচার তত বড় গুনাহ বলে বিবেচিত হয়। এদিক থেকেই 'গুনাহ'-এর জন্য 'ফুজূর' পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

৫৪. এ আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক বিধান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সকল মানুষকে সমান করে সৃষ্টি করেননি। কাউকে সুন্দর, কাউকে কুৎসিত ; কেউ সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ; কেউ কর্কশ কণ্ঠের অধিকারী ; কেউ দুর্বল, কেউ সবল ; কেউ বুদ্ধিমান, কেউ বোকা ; কারো জন্ম ভালো অবস্থায়, কারো জন্ম খারাপ অবস্থায় ; কেউ পার্থিব উপায়-উপকরণ বেশী পেয়েছে, কেউ কম পেয়েছে। এ তারতম্য ও পার্থক্য অনুসারে সমাজে এসেছে বৈচিত্র। আর এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসম্মত। কিন্তু এ পার্থক্যের স্বাভাবিক সীমানাকে যেখানে অতিক্রম করে তার উপর নিজেরা কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি করেছে, সেখানেই সৃষ্টি হয়েছে বিপর্যয়। আবার যেখানে এ পার্থক্যকে বিলোপ করে দিয়ে আল্লাহর ফিতরত বা প্রকৃতির সাথে লড়াই করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, সেখানেও সৃষ্টি হয়েছে এক ধরনের বিপর্যয়। মানুষের একটি মানসিকতা হলো—সে অন্যকে নিজের চেয়ে অগ্রসর দেখলে মানসিক অস্থিরতায় ভোগে। এটাই সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টির মূল কারণ। এর ফলেই মানুষ বৈধ-অবৈধ বিবেচনায় না এনে সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। এ মানসিকতা থেকে বেঁচে থাকার জন্যই আল্লাহ ইরশাদ করছেন যে, "অন্যদের প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয়েছে তুমি তার জন্য লালায়িত হয়ো না।" আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য যা উপযোগী তা-ই তোমার জন্য বরাদ্দ করবেন। তুমি শুধু আল্লাহর কাছে চাইতে পারো। অতপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন—"পুরুষরা যা উপার্জন করবে তা তার অংশ, আর মহিলারা যা উপার্জন করবে তা তার অংশ"-এর অর্থ হলো—আল্লাহ মানুষের মধ্যে যাকে যা দিয়েছেন সে তা ব্যবহার করে যে নেকী বা গুনাহ অর্জন করবে, সে অনুযায়ীই সে আল্লাহর কাছে অংশ পাবে।

৫৫. আরবদের মধ্যে নিয়ম ছিলো যে, যেসব লোকের মধ্যে বন্ধুত্ব বা ভাই ভাই সম্পর্ক গড়ে উঠতো তাদের মধ্যে চুক্তি ও অঙ্গীকার সম্পাদিত হতো যার ফলে তারা একে অপরের ওয়ারিস হয়ে যেতো। অথবা কেউ যদি কাউকে মুখডাকা ছেলে মনে করতো, তাহলে সে মুখডাকা পিতার ওয়ারিস হয়ে যেতো। আলোচ্য আয়াতে এ জাহেলী নিয়মকে বাতিল করে দিয়ে ইরশাদ হচ্ছে যে, "পরিত্যক্ত সম্পদ তো সেভাবেই বণ্টিত হবে যেভাবে আমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। তবে কারো সাথে যদি তোমাদের চুক্তি-অঙ্গীকার থেকে থাকে তাহলে তোমরা তা তোমাদের জীবদ্দশায়ই যতটুকু চাও দিয়ে যাবে।"

৫ম রুকূ' (২৬–৩৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইতিপূর্বে বিয়ের যেসব বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এগুলোই ছিলো পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও সৎলোকদের জন্য প্রদত্ত বিধান। সুতরাং এসব বিধানের বিপরীত কিছু করা কোনো মু'মিনের জন্য সঙ্গত হবে না।

২. যারা আল্লাহ প্রদত্ত এসব বিধানের বিপরীত মত পোষণ করে অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত হালাল-হারামের বিধান মানে না। তারা অন্যদেরকেও সেদিকে টানার চেষ্টা করে। সুতরাং এদের থেকে সদা-সতর্ক থাকতে হবে।

৩. পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ ভোগ দখল সম্পূর্ণ অন্যায় ও নিষিদ্ধ।

৪. নিজের সম্পদও অন্যায় পন্থায় ব্যয় করা নিষিদ্ধ।

৫. শরীয়াতে নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয সকল পন্থা বা পদ্ধতিই 'বাতিল'। চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাস ভঙ্গ, সুদ, ঘুষ ও জুয়া ইত্যাদি সকল পন্থাই এ 'বাতিল' শব্দের আওতাভুক্ত।

৬. কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে আল্লাহ ওয়াদা করছেন যে, তিনি সগীরা গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন। সুতরাং কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সকল মু'মিন বান্দারই আপ্রাণ চেষ্টা চালানো উচিত এবং সে জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত।

৭. বান্দাহর সৎকর্মসমূহ দ্বারা সগীরা গুনাহর ক্ষতিপূরণ করে দেয়া হবে।

৮. মূলতঃ সগীরা গুনাহ মাফের শর্ত হলো যথাসাধ্য চেষ্টা-সাধনা ও সাহসিকতার সাহায্যে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

৯. মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয় এমন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ।

১০. কারো জৌলুস দেখে অন্তরে হিংসা পোষণ করা মানব চরিত্রের একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর ও কুৎসিত রোগ। সমাজের যাবতীয় বিপর্যয়ের কারণও এটা।

১১. তবে পার্থিব সচ্ছলতার জন্য আল্লাহর কাছে চাওয়ায় কোনো দোষ নেই ; বরং উত্তম কাজ।

১২. মানব সমাজের যাবতীয় তারতম্য সমাজের ভারসাম্যের জন্যই প্রয়োজন।

১৩. নারী-পুরুষ যে কেউ চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে যাকিছু নেকী অর্জন করবে সে অবশ্যই আখেরাতে তার প্রচেষ্টার ফল লাভ করবে।

১৪. সকল ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতেরই অনুসরণ করতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿٣٤﴾ اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

৩৪. পুরুষরা নারীদের কর্তা,[৫৬] যেহেতু আল্লাহ্ তাদের এক-কে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন[৫৭]

وَّبِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ

এবং যেহেতু তারা (পুরুষরা) তাদের সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং নেককার নারীরা হয় অনুগত, অগোচরেও হিফাযতকারিণী

بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ

যা আল্লাহ হিফাযত করেছেন ;[৫৮] আর তাদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা তোমরা করো, তাদের সদুপদেশ দাও ও তাদের বর্জন করো

৩৪ اَلرِّجَالُ-(ال+رجال)-পুরুষরা ; قَوّٰمُوْنَ-কর্তা ; عَلَى-উপর ; النِّسَاۤءِ-(ال+نساء)-নারীদের ; بِمَا-যেহেতু ; فَضَّلَ-শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بَعْضَهُمْ-(بعض+هم)-তাদের এক-কে ; عَلٰى-উপর ; بَعْضٍ-অপরের ; وَّبِمَاۤ-এবং যেহেতু ; اَنْفَقُوْا-তারা ব্যয় করে ; مِنْ اَمْوَالِهِمْ-(من+اموال+هم)-তাদের সম্পদ ; فَالصّٰلِحٰتُ-(ف+ال+صلحت)-সুতরাং নেককার নারীরা হয় ; قٰنِتٰتٌ-অনুগত ; حٰفِظٰتٌ-হিফাযতকারিণী ; لِّلْغَيْبِ-(ل+ال+غيب)-অগোচরেও ; بِمَا-যা ; حَفِظَ-হিফাযত করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-আর ; الّٰتِىْ-যাদের ; تَخَافُوْنَ-তোমরা আশংকা করো ; نُشُوْزَهُنَّ-(نشوز+هن)-তাদের অবাধ্যতার ; فَعِظُوْهُنَّ-(فعظوا+هن)-তাদের সদুপদেশ দাও; وَ-ও ; اهْجُرُوْهُنَّ-(اهجروا+هن)-তাদের বর্জন করো ;

৫৬. 'কাওয়াম' বা 'কাইয়েম' বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার যাবতীয় বিষয় সুষ্ঠু পরিচালনা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে।

৫৭. সম্মান ও মর্যাদা বুঝানোর জন্য 'শ্রেষ্ঠত্ব' শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। আমাদের ভাষায় সাধারণত এ শব্দ দ্বারা মানুষ সম্মান-মর্যাদা বুঝে থাকে। বরং এ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, একটি শ্রেণী তথা পুরুষদের অপর শ্রেণী তথা নারীদের এমন কিছু

فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ

শয্যায় এবং তাদের প্রহার করো ;[৫৯] অতপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে তাদের ব্যাপারে অন্য পথ তালাশ করো না

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ উচ্চ মর্যাদাশীল মহান। ৩৫. আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের ভয় করো, তবে নিযুক্ত করো একজন সালিশ

فِي الْمَضَاجِعِ-(في+ال+مضاجع)-শয্যায় ; وَ-এবং ; اضْرِبُوهُنَّ-(اضربوا+هن)-তাদেরকে প্রহার করো ; فَإِنْ-(ف+ان)-অতপর যদি ; أَطَعْنَكُمْ-(اطعن+كم)-তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় ; فَلَا تَبْغُوا-(ف+لاتبغوا)-তাহলে তালাশ করো না ; عَلَيْهِنَّ-(على+هن)-তাদের ব্যাপারে ; سَبِيلًا-অন্য পথ ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; كَانَ عَلِيًّا-উচ্চ মর্যাদাশীল ; كَبِيرًا-মহান। ৩৫ وَإِنْ-আর যদি ; خِفْتُمْ-তোমরা ভয় করো ; شِقَاقَ-বিরোধের ; بَيْنِهِمَا-(بين+هما)-তাদের উভয়ের মধ্যে ; فَابْعَثُوا-(ف+ابعثوا)-তবে নিযুক্ত করো ; حَكَمًا-একজন সালিশ ;

বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে যা শেষোক্ত শ্রেণীকে দেয়া হয়নি অথবা কম দেয়া হয়েছে। এরই ভিত্তিতে পরিবারের কর্তা হওয়ার যোগ্যতা পুরুষদেরই রয়েছে। আর নারীকে প্রকৃতিগতভাবে এমন সৃষ্টি করা হয়েছে যে, পারিবারিক জীবনে তাকে পুরুষদের সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে থাকাই উচিত।

৫৮. হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, "সে-ই উত্তম স্ত্রী, যখন তুমি তাকে দেখবে তখন তোমার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠে, যখন তুমি তাকে কোনো কাজের নির্দেশ দেবে তখন সে তোমার আদেশের আনুগত্য করে, আর যখন তুমি অনুপস্থিত থাকো তখন সে তোমার সম্পদ ও নিজেকে হিফাযত করে।" এ হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। কিন্তু এখানে একটি কথা ভালোভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন যে, স্ত্রীর উপর স্বামীর আনুগত্যের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগণ্য হলো আল্লাহর আনুগত্য করা। অতএব কোনো স্বামী যদি স্ত্রীকে আল্লাহর নাফরমানী করার নির্দেশ দেয় অথবা আল্লাহর নির্ধারিত ফরয থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে, তখন স্বামীর আনুগত্য না করাই তার উপর ফরয। এমতাবস্থায় সে যদি স্বামীর আনুগত্য করে তাহলে সে গুনাহগার হবে। তবে স্বামী যদি তাকে নফল নামায ও নফল রোযা ছেড়ে দিতে বলে, তখন স্বামীর আনুগত্য করা প্রয়োজন। এ অবস্থায় সে যদি নফল আদায় করতে থাকে তখন তার এ নফল ইবাদাত গৃহীত হবে না।

مِّنْ أَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُّرِيْدَآ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ

তার (স্বামীর) পরিবার থেকে এবং একজন সালিশ (স্ত্রীর) পরিবার থেকে তারা উভয়ে[৬০] মীমাংসা চাইলে আল্লাহ্ উভয়ের মধ্যে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন ;

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۞ وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا

অবশ্যই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, বিশেষভাবে অবহিত।[৬১] ৩৬. আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না

مِّنْ أَهْلِهٖ-(من+اهل+ه)-তার (স্বামীর) পরিবার থেকে ; وَ-এবং ; حَكَمًا-একজন সালিশ ; مِّنْ أَهْلِهَا-(من+اهل+ه)-তার (স্ত্রীর) পরিবার থেকে ; إِنْ يُّرِيْدَآ-তারা উভয়ে চাইলে ; إِصْلَاحًا-মীমাংসা ; يُّوَفِّقِ-অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بَيْنَهُمَا-(بين+هما)-উভয়ের মধ্যে। إِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; كَانَ-হলেন ; عَلِيْمًا-সর্বজ্ঞ ; خَبِيْرًا-বিশেষভাবে অবহিত। ৩৬ وَ-আর ; اعْبُدُوْا-তোমরা ইবাদাত করো ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; لَاتُشْرِكُوْا-শরীক করো না ; بِهٖ-তাঁর সাথে ; شَيْـًٔا-কোনো কিছুকে ;

৫৯. এর অর্থ এ নয় যে, উল্লেখিত তিনটি কাজ একই সময়ে করতে হবে। বরং এর অর্থ–অবাধ্যতার অবস্থায় এ তিনটি কাজ করার অনুমতি রয়েছে। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তার অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। যেখানে হালকা শাস্তিতে সংশোধন সম্ভব সেখানে কঠিনতর শাস্তি দেয়া অনুচিত। রাসূল (স) স্ত্রীদের প্রহার করার অনুমতি দিয়েছেন একান্ত অনিচ্ছা সহকারে এবং তারপরও তা অপসন্দ করেছেন। এতদসত্ত্বেও কিছু কিছু মহিলা এমন দেখা যায় যে, যাদেরকে মারধর না করলে সোজা থাকে না। কেবলমাত্র এমন পরিস্থিতিতেই রাসূল (স) প্রহারের অনুমতি দিয়েছেন এবং মুখমণ্ডলের উপর প্রহার করতে নিষেধ করেছেন, আর এমন কিছু দিয়ে প্রহার করতেও নিষেধ করেছেন যাতে শরীরে দাগ থেকে যায়।

৬০. এখানে 'উভয়' শব্দ দ্বারা সালিশ দুজনকে বুঝানো হয়েছে। আবার স্বামী-স্ত্রীকেও বুঝানো হয়েছে। প্রত্যেক বিবাদেরই মীমাংসার সম্ভাবনা থাকে, তবে শর্ত হলো —পক্ষ দুটো মীমাংসার পক্ষপাতি হতে হবে এবং মধ্যস্ততাকারীদেরও মানসিকতা মীমাংসার পক্ষে থাকতে হবে।

৬১. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ বা মনোমালিন্য সৃষ্টি হলে তা সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছা বা আদালত পর্যন্ত গড়াবার পূর্বেই পারিবারিকভাবে তা সংশোধনের জন্য এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এজন্য উভয়ের থেকে একজন করে দুজনের একটি সালিশ কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটি বিরোধের কারণ উদঘাটন

وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

এবং সদ্ব্যবহার করো মাতা-পিতার সাথে, নিকটাত্মীয়দের সাথে, ইয়াতীমদের সাথে, নিঃস্বজনদের সাথে,

وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ

নিকট প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী[৬২] ও মুসাফিরের সাথে ;

وَّ –এবং ; بِالْوَالِدَيْنِ –(ب+ال+والدين)-মাতা-পিতার সাথে ; اِحْسَانًا –সদ্ব্যবহার (করো) ; وَّبِذِى الْقُرْبٰى –(ب+ذى+ال+قربى)-নিকটাত্মীয়দের সাথে ; وَالْيَتٰمٰى –ও ইয়াতীমদের সাথে ; وَالْمَسٰكِيْنِ –ও নিঃস্বদের সাথে ; وَالْجَارِ –(و+ال+جار)-ও প্রতিবেশী ; ذِى الْقُرْبٰى –(ذى+ال+قربى)-নিকট; وَالْجَارِ الْجُنُبِ –(و+ال+جار+ال+)-ও দূর প্রতিবেশী ; وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ –(و+ال+صاحب+ب+ال+جنب)-ও সঙ্গী-সাথী ; وَابْنِ السَّبِيْلِ –(و+ابن+ال+سبيل)-ও মুসাফির ;

করে মীমাংসার প্রচেষ্টা চালাবে। এখানে এটা অস্পষ্ট রয়েছে যে, সালিশ কে নিযুক্ত করবে। এটাকে আল্লাহ তাআলাই অস্পষ্ট রেখেছেন। এটা এজন্য যে, স্বামী-স্ত্রী চাইলে নিজেদের আত্মীয়দের মধ্য থেকে নিজেরাই একজন করে মনোনীত করে নেবে। আবার উভয় পরিবারের বয়স্ক লোকেরাও এরূপ সালিশ নিয়োগ করতে পারে। আর যদি ব্যাপারটি আদালত পর্যন্ত পৌঁছে তাহলে আদালত নিজে কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে পারিবারিক সালিশ নিযুক্ত করে মীমাংসা করতে পারে।

অতপর এ বিষয়েও মতভেদ রয়েছে যে, সালিশদের ক্ষমতা কতটুকু। ফকীহদের একটি দল বলেন—সালিশদের চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা নেই, যেসব পথ ও পন্থায় বিরোধ মীমাংসা হতে পারে, সে ব্যাপারে তারা শুধুমাত্র সুপারিশ করতে পারে। তাদের সুপারিশ মেনে নেয়া বা না নেয়ার অধিকার স্বামী-স্ত্রীর থাকবে। তবে হ্যাঁ, স্বামী-স্ত্রী যদি তালাক বা খোলা তালাক বা অন্য কোনো মীমাংসা করে দেয়ার জন্য তাদেরকে দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে তাহলে তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া উভয়ের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। হানাফী ও শাফেয়ী আলেমগণ এ মতের অনুসারী। অন্যদের মতে, উভয় সালিশের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত তথা বিরোধ মিটিয়ে দিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে মিলে-মিশে চলার সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা থাকবে। কিন্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার কোনো ক্ষমতা সালিশদের থাকবে না। হাসান বসরী, কাতাদা এবং অন্যান্য বেশ কিছুসংখ্যক ফকীহ এ মতের অনুসারী। অপরদিকে ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, ইবরাহীম নাখয়ী, সা'বী, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন প্রমুখ ফকীহদের মতে স্বামী-স্ত্রীকে মিলিয়ে দেয়া বা বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ক্ষমতা সালিশদের থাকবে।

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝

আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীর সাথে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক আত্ম-অহংকারী ব্যক্তিকে পসন্দ করেন না।

۝٣٧ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ

৩৭. যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতা করার আদেশ দেয় আর গোপন করে আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝٣٧ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ

নিজ অনুগ্রহে ;[৬৩] আর কাফেরদের জন্যতো আমি লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। ৩৮. আর যারা ব্যয় করে

وَ–আর ; مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ-(ما+ملكت+ايمان+كم)-তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীর সাথে ; إِنَّ–নিশ্চয়ই ; اللَّهَ–আল্লাহ ; لَا يُحِبُّ–পসন্দ করেন না ; مَنْ–যে ; كَانَ–হয় ; مُخْتَالًا–দাম্ভিক ; فَخُورًا–আত্ম-অহংকারী। ۝٣٧ الَّذِينَ–যারা ; يَبْخَلُونَ–কৃপণতা করে ; وَ–এবং ; يَأْمُرُونَ–আদেশ দেয় ; النَّاسَ-(ال+ناس)-মানুষকে ; بِالْبُخْلِ-(ب+ال+بخل) কৃপণতা করার ; وَ–আর ; يَكْتُمُونَ–গোপন করে ; مَا–যা ; آتَاهُمُ اللَّهُ-(اتى+هم+الله)-আল্লাহ তাদের দিয়েছেন ; مِنْ فَضْلِهِ-(من+فضل+ه)-নিজ অনুগ্রহে ; وَ–আর ; أَعْتَدْنَا–আমি প্রস্তুত রেখেছি ; لِلْكَافِرِينَ-(ل+ال+كفرين)-কাফেরদের জন্যতো ; عَذَابًا–শাস্তি ; مُهِينًا–লাঞ্ছনাকর। ۝٣٨ وَ–আর ; الَّذِينَ–যারা ; يُنْفِقُونَ–ব্যয় করে ;

হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলো থেকে জানা যায় যে, তাঁরা উভয়ে সালিশদেরকে যে কোনো সিদ্ধান্ত দানের ক্ষমতা প্রদান করতেন, তাঁরা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিতেন এবং প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিতেন। এ থেকে জানা যায় যে, সালিশদের নিজস্ব কোনো বিচার তথা আদালতী ক্ষমতা নেই তবে তাদের নিয়োগ দানের সময় যদি আদালত ক্ষমতা দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের সিদ্ধান্ত আদালতের সিদ্ধান্তের মতোই মানতে হবে।

৬২. কুরআনের ভাষা 'আস-সাহিবু বিল জাম্বি' যার অর্থ হলো—বন্ধু-সহচর ; আর এমন ব্যক্তিও হতে পারে, যে কোথাও আসা-যাওয়ার সময় স্বল্প সময়ের জন্য সাথী হয়, যেমন হাট-বাজারে যাতায়াতের সময় কেউ সাথী হলো বা বাজারে কেনা-কাটায় যাদের সাথে স্বল্পকালীন সময়ের সাক্ষাত ঘটে। অথবা দূরে কোথাও যেতে সঙ্গী

أَمْوَالَهُمْ رِئَـــاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُـــوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَـــوْمِ الْاٰخِرِ ۗ

তাদের সম্পদ লোকদের দেখানোর জন্য এবং তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না, আর না শেষ দিবসের প্রতি ;

وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ۝٣٨ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا

আর শয়তান যার সাথী হয় সে তার কতইনা মন্দ সাথী।

৩৯. আর তাদের এমন কি ক্ষতি হতো, তারা যদি ঈমান আনতো

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ۝

আল্লাহর উপর ও আখেরাত দিবসের উপর এবং আল্লাহ তাদের যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করতো ; আর আল্লাহতো তাদের ব্যাপারে সম্যক অবহিত।

أَمْوَالَهُمْ-(اموال+هم)-তাদের সম্পদ ; رِئَاءَ-দেখানোর জন্য ; النَّاسِ-(ال+ناس)-লোকদের ; وَ-এবং ; لَايُؤْمِنُوْنَ-তারা ঈমান রাখে না ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; وَلَا-আর না ; بِالْيَوْمِ-(ب+ال+يوم)-দিবসের প্রতি ; الْاٰخِرِ-(ال+اخر)-শেষ। وَ-আর ; مَنْ-যার ; يَكُنْ-হয় ; الشَّيْطٰنُ-(ال+شيطن)-শয়তান ; لَهٗ-তার ; قَرِيْنًا-সাথী ; فَسَاءَ-সে কতোই না মন্দ ; قَرِيْنًا-সাথী হিসেবে। ۝٣٩ وَ-আর ; مَاذَا-এমন কি ক্ষতি হতো ; عَلَيْهِمْ-তাদের ; لَوْ-যদি ; اٰمَنُوْا-তারা ঈমান আনতো ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর উপর ; وَ-ও ; الْيَوْمِ-(ال+يوم)-দিবসের উপর ; الْاٰخِرِ-(ال+اخر)-আখেরাত ; وَ-এবং ; اَنْفَقُوْا-ব্যয় করতো ; مِمَّا-(من+ما)-তা থেকে যা ; رَزَقَهُمُ-(رزق+هم)-তাদের যে রিযক দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; بِهِمْ-(ب+هم)-তাদের ব্যাপারে ; عَلِيْمًا-সম্যক অবহিত।

হয়, যাকে 'সফর সঙ্গী' বলা যেতে পারে। এ অস্থায়ী সাথীও একজন ভদ্র, রুচীবান ব্যক্তির নিকট থেকে নিরাপত্তা এবং শালীন ব্যবহার পাওয়ার অধিকার রাখে।

৬৩. আল্লাহর অনুগ্রহ গোপন করার অর্থ হলো—মানুষ এমনভাবে থাকে যেন আল্লাহ তার প্রতি কোনো প্রকার দয়া-অনুগ্রহ করেননি। যেমন আল্লাহ তাআলা কাউকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে অত্যন্ত দীনহীন বেশে দিন গুজরান করে, নিজের ও পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় করে না, মানুষকে আর্থিক সহায়তা দেয় না, কোনো সৎকাজে ব্যয় করে না ; বাইরের কেউ তাকে দেখলে মনে করে বেচারা খুবই গরীব। এটা মারাত্মক অকৃতজ্ঞতা। হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—

(৪০) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا

৪০. অবশ্যই আল্লাহ এক অণু পরিমাণও যুল্‌ম করেন না। আর যদি তা কোনো নেক কাজ হয়, তাহলে তিনি তা দ্বিগুণ করে দেন ;

وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (৪১) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ

এবং নিজের পক্ষ থেকে মহান প্রতিদান দিয়ে থাকেন। ৪১. অতপর কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে উপস্থিত করবো

بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا (৪২) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

একজন করে সাক্ষী, আর আপনাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো ?[৬৪] ৪২. সেদিন তারা কামনা করবে, যারা কুফরী করেছে

(৪০) اِنَّ–অবশ্যই ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; لَايَظْلِمُ–যুলুম করেন না ; مِثْقَالَ–পরিমাণও ; ذَرَّةٍ–অণু ; وَ–আর ; اِنْ–যদি ; تَكُ–তা হয় ; حَسَنَةً–কোনো নেক কাজ ; يُضٰعِفْهَا–(يضعف+ها)–তা দ্বিগুণ করে দেন ; وَ–এবং ; يُؤْتِ–দিয়ে থাকেন ; مِنْ–থেকে ; لَّدُنْهُ–(لدن+ه)–তাঁর পক্ষ ; اَجْرًا–প্রতিদান ; عَظِيْمًا–মহান। (৪১) فَكَيْفَ–অতপর কেমন হবে ; اِذَا–যখন ; جِئْنَا–আমি উপস্থিত করবো ; مِنْ–থেকে ; كُلِّ–প্রত্যেক ; اُمَّةٍ–উম্মত ; بِشَهِيْدٍ–একজন করে সাক্ষী ; وَ–আর ; جِئْنَا–উপস্থিত করবো ; بِكَ–আপনাকে ; عَلٰى–উপর ; هٰؤُلَاءِ–তাদের ; شَهِيْدًا–সাক্ষীরূপে। (৪২) يَوْمَئِذٍ–সেদিন ; يَوَدُّ–তারা কামনা করবে ; اَلَّذِيْنَ–যারা ; كَفَرُوْا–কুফরী করেছে ;

اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَنْعَمَ نِعْمَةً عَلٰى عَبْدٍ اَحَبَّ اَنْ يَّظْهَرَ اَثَرُهَا عَلَيْهِ ـ

"আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাহকে নিয়ামত দান করেন, তখন বান্দাহর উপর সে নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ হওয়া পসন্দ করেন।" অর্থাৎ পানাহার, বসবাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, দান-খয়রাত ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের প্রকাশকে তিনি পসন্দ করেন।

৬৪. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের নবী-রাসূলগণই তাদের সময়কার লোকদের সম্পর্কে আল্লাহর আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জীবন-যাপনের যে সরল-সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে যার শিক্ষা দিয়েছেন, আমি তা এসব লোকের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অতপর এ একই সাক্ষ্য মুহাম্মাদ (স) নিজের যুগের লোকদের সম্পর্কে দেবেন এবং কুরআন মাজীদ থেকে একথাও জানা যায় যে, তাঁর যুগ হবে তাঁর নবুওয়াতের সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত।

وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ۭ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ۝

এবং রাসূলের নাফরমানী করেছে—যদি তাদেরকে যমীন মিশিয়ে ফেলতো ; আর তারা আল্লাহ থেকে কোনো কথাই গোপন করতে পারবে না।

وَ –এবং ; عَصَوُا –নাফরমানী করেছে ; الرَّسُوْلَ –(ال+رسول)– রাসূলের ; لَوْ –যদি ; تُسَوّٰى –মিশিয়ে ফেলতো ; بِهِمُ–তাদেরকে ; الْاَرْضُ –(ال+ارض)– যমীন ; وَ –আর ; لَا يَكْتُمُوْنَ –তারা গোপন করতে পারবে না ; اللّٰهَ –আল্লাহ থেকে ; حَدِيْثًا –কোনো কথাই।

৬ষ্ঠ রুকূ' (৩৪–৪২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা পুরুষকে তার জ্ঞান, সম্পদ ও পরিপূর্ণ কর্ম-ক্ষমতার কারণে নারী জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন, যা নারীর পক্ষে অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত।

২. পুরুষ নিজের উপার্জন দ্বারা কিংবা নিজের সম্পদ দ্বারা নারীর যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে। এটা তার অর্জিত ও ক্ষমতাভিত্তিক।

৩. আল্লাহর আদেশের বিপরীত না হলে স্বামীর আনুগত্য করা এবং তার অনুপস্থিতিতে স্বীয় লজ্জাস্থানের হিফাযত করা নেককার নারীর বৈশিষ্ট্য।

৪. স্ত্রী যদি অবাধ্য হয়, তাহলে প্রথমত তাকে সদুপদেশ দানের মাধ্যমে বুঝাতে হবে। এতে সে সংশোধিত না হলে তার শয্যা পৃথক করে দিতে হবে। এতেও যদি কাজ না হয় তাহলে প্রহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

৫. স্বামী যদি স্ত্রীকে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানীমূলক কোনো আদেশ দেয়, তবে তা মানা স্ত্রীর উপর কর্তব্য নয়।

৬. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিরোধ ঘটলে উভয়ের পরিবার থেকে তাদের নিজেদের মনোনীত একজন করে সালিশ নিয়োগের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করতে হবে।

৭. স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর মিলমিশের ইচ্ছা থাকলেই সালিশদ্বয়ের পক্ষে মীমাংসা করা সম্ভব। এতে বুঝা যায় যে, সালিশদ্বয় যে কোনো সিদ্ধান্ত দানের অধিকার সম্পন্ন নয়। তবে স্বামী-স্ত্রী তাদেরকে অধিকার প্রদান করলেই তারা অধিকার সম্পন্ন হয়ে যায়।

৮. আল্লাহর হক সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিরাই অন্যের হক আদায়ের ব্যাপারে সজাগ-সচেতন থাকতে পারে। তাই প্রথমে আল্লাহর হক সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. আল্লাহর হক হলো—মানুষ একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

১০. অতপর মাতা-পিতার হক হলো—তাঁদের সাথে সদাচারণ করবে। তাঁদের প্রতি ইহ্সান করবে, তাঁদের জন্য আল্লাহর নিকট এ বলে দোয়া করবে যে, رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক ! আপনি তাঁদের উপর দয়া অনুগ্রহ বর্ষণ করুন ; যেভাবে তারা উভয়ে আমাকে শিশু অবস্থায় লালন-পালন করেছেন।"

১১. অতপর অন্য যারা সদাচার পাওয়ার অধিকারী তারা হলো—নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, দৈনন্দিন জীবনে চলার সাথী-সঙ্গী, মুসাফির ও নিজ মালিকানাধীন দাস-দাসী। উল্লেখিত সকলের সাথে সদয় ব্যবহার করতে হবে।

১২. গর্ব-অহংকার পরিত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ উল্লেখিত ব্যক্তিদের সাথে আচরণে গর্ব-অহংকার প্রকাশ পায় এমন আচরণ করা যাবে না।

১৩. তাদের প্রতি আচরণে, দান-খয়রাতে কৃপণতাও করা যাবে না।

১৪. সদাচার ও দান-খয়রাত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে লোক দেখানোর জন্য নয়।

১৫. সদাচার, দান-খয়রাত ইত্যাদির জন্য আল্লাহ দ্বিগুণ প্রতিফল দান করবেন।

১৬. কিয়ামতের দিন সকল নবী-রাসূল তাদের উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দান করবেন। আর মুহাম্মাদ (স) সাক্ষ্য দান করবেন নিজ উম্মতের ব্যাপারে। এখানকার বর্ণনারীতি অনুসারে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহাম্মাদ (স)-এর পরে আর কোনো নবী আগমন করবেন না। তিনিই সর্বশেষ নবী।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-৮

(৪৩) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا

৪৩. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেও না,[৬৫] যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পারো

مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ط

যা তোমরা বলছো,[৬৬] আর অপবিত্র অবস্থায় নয়,[৬৭] যতক্ষণ না তোমরা গোসল করে নাও, কিন্তু মুসাফির হলে[৬৮] (ভিন্ন কথা),

(৪৩) يَاَيُّهَا -হে ; الَّذِيْنَ -যারা ; اٰمَنُوْا -ঈমান এনেছো ; لَاتَقْرَبُوْا -তোমরা কাছেও যেও না ; الصَّلٰوةَ -(ال+صلوة)-নামাযের ; وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى -(و+انتم+سكرى)- নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ; حَتّٰى -যতক্ষণ না ; تَعْلَمُوْا -তোমরা বুঝতে পারো ; مَا -যা ; تَقُوْلُوْنَ -তোমরা বলছো ; وَ -আর ; لَاجُنُبًا -অপবিত্র অবস্থায়ও নয় ; اِلَّا -কিন্তু ; عَابِرِىْ سَبِيْلٍ -মুসাফির হলে (ভিন্ন কথা) ; حَتّٰى -যতক্ষণ না ; تَغْتَسِلُوْا -তোমরা গোসল করে নাও ;

৬৫. মদ সম্পর্কে এটা দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্দেশ। প্রথম পর্যায়ে সূরা আল বাকারার ২১৯নং আয়াতে বলা হয়েছে—মদ ও জুয়া বড় গুনাহের কাজ, তবে কিছুটা উপকার এতে থাকলেও তার চেয়ে গুনাহ অনেক বড়। এতেই মুসলমানদের মধ্যে এক অংশ মদ থেকে বিরত থাকতে শুরু করলো। কিন্তু তারপরও অনেকে যথানিয়মে পান করে যেতে থাকলো, এমনকি অনেক সময় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযেও দাঁড়িয়ে যেতো এবং নামাযে পড়ার নয় এমন কিছুও পড়ে ফেলতো। যথাসম্ভব ৪র্থ হিজরীর প্রথম দিকে এ দ্বিতীয় নির্দেশটি জারী হয় এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়। এর ফল হলো যে, লোকেরা মদ পানের সময়সূচী পরিবর্তন করে ফেললো এবং নামাযের সময় হয়ে যেতে পারে এমন সময়ে মদ পান করা থেকে বিরত থাকলো। অতপর মদ পানের কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী হয় সূরা আল মায়েদার ৯০-৯১ আয়াতে। এখানে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আয়াতে 'নেশা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তাই এ হুকুম শুধুমাত্র মদের সাথেই জড়িত নয়। বরং নেশা সৃষ্টিকারী সকল দ্রব্যই এ হুকুমের শামিল এবং এখনও সে হুকুম বলবত রয়েছে। নেশাজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যেখানে হারাম, সেখানে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায আদায় করাতো দ্বিগুণ গুনাহ অবশ্যই।

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাকো, অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে এসে থাকে

وَ-আর ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হও ; مَرْضَىٰ-পীড়িত ; أَوْ-অথবা ; عَلَىٰ سَفَرٍ - সফরে থাকো ; أَوْ-অথবা ; جَاءَ-এসে থাকে ; أَحَدٌ مِنْكُمْ-(احد+من+كم)- তোমাদের কেউ ; مِنَ-থেকে ; الْغَائِطِ-(ال+غائط)-শৌচাগার (পেশাব-খায়খানার স্থান) ;

৬৬. এর উপর ভিত্তি করেই নবী (স) এরশাদ করেছেন যে, কারো উপর যখন নিদ্রা প্রবল হয় এবং নামাযরত অবস্থায় সে ঝিমাতে থাকে তখন নামায ছেড়ে দিয়ে তার ঘুমিয়ে নেয়া উচিত। কেউ কেউ এ আয়াত থেকে এ দলিল গ্রহণ করেন যে, যে ব্যক্তি নামাযে পঠিত আরবী বাক্যসমূহের অর্থ বুঝে না, তার নামায সহীহ হয় না। কিন্তু এটা অযথা কঠোরতা বৈ কিছুই নয়। কুরআন মাজীদের শব্দাবলীই এ মত সমর্থন করে না। কুরআন মাজীদে حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ বলা হয়েছে حَتَّىٰ تَفْهَمُوا বা حَتَّىٰ تَفْقَهُوا বলা হয়নি। এর অর্থ হলো—নামায আদায়কারীর অবশ্যই এতটুকু চেতনা থাকতে হবে যে, সে মুখে কি উচ্চারণ করছে তা জানে। এমন যেন না হয় যে, সে দাঁড়িয়েছে নামায পড়তে, আর শুরু করেছে গজল গাওয়া।

৬৭. 'জুনবান' শব্দের অর্থ হলো দূরত্ব, দূর হয়ে যাওয়া এবং সম্পর্ক না থাকা। এ শব্দ থেকেই 'আজনবী' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ 'অপরিচিত'। শরয়ী পরিভাষা 'জানাবাত' অর্থ যৌন উত্তেজনা সহকারে জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় বীর্যস্খলনের ফলে অপবিত্র অবস্থার সৃষ্টি হওয়া। কেননা এমতাবস্থায় মানুষ পবিত্র অবস্থার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়ে।

৬৮. ফকীহ ও মুফাসসিরদের একটি দল এর দ্বারা এ অর্থ বুঝেছেন যে, জানাবাতের অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা উচিত নয়, তবে কোনো বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদের মধ্য দিয়ে যেতে হলে প্রবেশ করা যেতে পারে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আনাস ইবনে মালিক (রা), হাসান বসরী এবং ইবরাহীম নাখয়ী এ মতকে গ্রহণ করেছেন। অপর একটি দল এর দ্বারা 'সফর' অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ মানুষ যদি মুসাফির অবস্থায় হয় এবং সে অবস্থায় সে জুনুবী হয়ে পড়ে তাহলে তায়াম্মুম করা যেতে পারে। আর মসজিদে প্রবেশের ব্যাপারে তাদের মত হলো জুনুবী ব্যক্তির জন্য অজু করে মসজিদে বসে থাকা বৈধ। হযরত আলী (রা), ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা) এবং অন্য কয়েকজন ফকীহ এ মত পোষণ করেছেন। তবে সফর অবস্থায় জুনুবী হয়ে পড়লে এবং গোসল করা সম্ভব না হলে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেয়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারে প্রায় সবাই ঐকমত্য পোষণ করলেও প্রথমোক্ত দলটি মাসয়ালাটি হাদীস থেকে গ্রহণ করেছেন, আর দ্বিতীয় দল মাসয়ালাটি কুরআন মজীদের আলোচ্য আয়াত থেকে গ্রহণ করেছেন।

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

অথবা স্ত্রী সহবাস করে থাকো[৬৯] এবং পানি না পেয়ে থাকো
তাহলে তায়াম্মুম করে নাও পবিত্র মাটি দ্বারা

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝

অতএব মাসেহ করো তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের উভয় হাত;[৭০]
অবশ্যই আল্লাহ অতীব গুনাহ মোচনকারী পরম ক্ষমাশীল।

أَوْ–অথবা ; لَمَسْتُمْ–স্পর্শ করে থাকো (সহবাস করে থাকো) ; النِّسَاءَ–(ال+نساء)-নারী (স্ত্রী) ; فَلَمْ تَجِدُوا-না পেয়ে থাকো ; مَاءً–পানি ; فَتَيَمَّمُوا–(ف+تيمموا)-তাহলে তায়াম্মুম করে নাও ; صَعِيدًا–মাটি দ্বারা ; طَيِّبًا–পবিত্র ; فَامْسَحُوا–(ف+امسحوا)-অতএব মাসেহ করো ; بِوُجُوهِكُمْ–(ب+وجوه+كم) -তোমাদের মুখমণ্ডল ; وَ–ও ; أَيْدِيكُمْ–(ايدى+كم)-তোমাদের উভয় হাত ; إِنَّ–অবশ্যই ; اللَّهَ–আল্লাহ ; كَانَ–হলেন ; عَفُوًّا–অতীব গুনাহ মোচনকারী ; غَفُورًا–পরম ক্ষমাশীল।

৬৯. 'লামস্' তথা স্পর্শ করা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, আবু মূসা আশয়ারী, উবাই ইবনে কায়াব, সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা), হাসান বসরী এবং অপর কয়েকজন ইমামের মতে এর অর্থ সহবাস। আর এ মতকেই ইমাম আবু হানীফা (র)-ও তাঁর সঙ্গীগণ এবং ইমাম সুফিয়ান সাওরী গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এবং কোনো কোনো রিওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর মতে 'লাম্স'-এর অর্থ 'স্পর্শ করা' ও 'হাত লাগানো'। আর এ মতকেই ইমাম শাফেয়ী (র) গ্রহণ করেছেন। আবার কোনো কোনো ইমাম মাঝামাঝি অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে 'লামস্' অর্থ হলো—পুরুষ যদি যৌন কামনা সহকারে নারীকে স্পর্শ করে বা হাত লাগায় তাহলে তার অযু নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাকে নামাযের জন্য নতুন অযু করতে হবে। তবে যদি তাতে যৌন কামনা না থাকে তাহলে একজনের শরীরের সাথে অপরজনের শরীর স্পর্শ হলে কোনো ক্ষতি নেই।

৭০. এ নির্দেশের বিস্তারিত বিবরণ হলো—কোনো ব্যক্তি যদি অযু বিহীন হয় অথবা তার গোসলের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং পানি না পাওয়া যায়, তাহলে সে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করতে পারবে। আর সে যদি রোগাক্রান্ত হয় এবং অযু বা গোসল করলে তার সমূহ ক্ষতির আশংকা থাকে তাহলে পানি থাকা সত্ত্বেও সে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করতে পারবে।

৪৪ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ

৪৪. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি—যাদেরকে কিতাবের একটি অংশ দেয়া হয়েছে ?[৭১] তারা ক্রয় করে পথভ্রষ্টতা

৪৪ اَلَمْ تَرَ-(ا+لم تر)-আপনি কি লক্ষ্য করেননি ? اِلَى-প্রতি ; الَّذِيْنَ-যাদেরকে ; اُوْتُوْا-দেয়া হয়েছিলো ; نَصِيْبًا-একটি অংশ ; مِّنَ الْكِتٰبِ-(من+ال+كتب)-কিতাবের ; يَشْتَرُوْنَ-তারা ক্রয় করে ; الضَّلٰلَةَ-(ال+ضلالة)-পথভ্রষ্টতা ;

'তায়াম্মুম' অর্থ 'ইচ্ছা পোষণ করা'। অর্থাৎ পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি থাকলে তা ব্যবহার করা সম্ভব না হলে পবিত্র মাটি ব্যবহার করার ইচ্ছা পোষণ করো।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এক দলের মতে একবার মাটিতে হাত মেরে মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে নিতে হবে। তারপর পুনরায় হাত মেরে কনুই সমেত উভয় হাত মাসেহ করে নিতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম শাফেয়ী (র), ইমাম মালেক (র) এবং অধিকাংশ ফকীহদের মত এটাই। আর সাহাবা ও তাবেয়ীদের মধ্য থেকে হযরত আলী (রা), আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এবং হাসান বসরী, শা'বী ও সালেম ইবনে আবদুল্লাহ প্রমুখের মতও এটাই। অপর দলের মতে শুধুমাত্র একবার হাত মারাই যথেষ্ট। একবার হাত মেরে তার সাহায্যে মুখমণ্ডল ও কবজী পর্যন্ত উভয় হাত মাসেহ করলেই যথেষ্ট হবে, কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার প্রয়োজন নেই। আতা, মাকহুল, আওযায়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মাযহাব এটাই। আহলে হাদীস মতের অনুসারীরাও সাধারণত এ মতের প্রবক্তা।

তায়াম্মুমের জন্য যমীনেই হাত মারা প্রয়োজনীয় নয়। ধূলো পড়ে আছে এমন যে কোনো জায়গায় হাত ঘষে নেয়াই এজন্য যথেষ্ট হবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, এভাবে মাটিতে হাত ঘষে তা চেহারা ও হাতে ঘষে নিলে পবিত্রতা কিভাবে অর্জিত হবে ? মূলত এটা মানুষের অন্তরে পবিত্রতার অনুভূতি সৃষ্টি করে নামাযের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার একটা কৌশল বিশেষ। এর ফলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত একজন মানুষ পানি ব্যবহারে সমর্থ না হলেও তার অন্তরে পবিত্রতার অনুভূতি জাগ্রত থাকবে। পাক-পবিত্রতার যে বিধান প্রবর্তন করেছে তার অন্তরে তা মেনে চলার অনুভূতি সজাগ থাকবে। তার অন্তর থেকে নামায পড়ার উপযুক্ততা ও অনুপযুক্তার মধ্যকার পার্থক্যবোধ বিলুপ্ত হয়ে যাবে না।

৭১. আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও নাসারাদের সম্পর্কে কুরআন মাজীদ অধিকাংশ স্থানে 'যাদেরকে কিতাবের অংশ বিশেষ দেয়া হয়েছিলো' কথা উল্লেখ করেছে। এর কারণ হলো—প্রথমত তারাতো কিতাবের একটি অংশ হারিয়ে বসেছিলো। তারপরে বাকী অংশের যাকিছু তাদের নিকট ছিলো তারও প্রাণসত্তা, উদ্দেশ্য ও মূল বিষয়ের সাথে তাদের পরিচিতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। তাদের সমস্ত

وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ

এবং তারা চায় যে, তোমরাও পথ হারিয়ে ফেল। ৪৫. আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালো করেই চেনেন ;

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا

আর অভিভাবক হিসেবেতো আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহ যথেষ্ট। ৪৬. যারা ইয়াহুদী হয়ে গিয়েছিলো তারা[৭২]

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

কথাসমূহকে বিকৃত করে তার স্থানচ্যুত করে[৭৩] এবং তারা বলে— আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম[৭৪]

وَ –এবং ; يُرِيدُونَ –তারা চায় ; أَنْ –যে ; تَضِلُّوا –তোমরা হারিয়ে ফেল ; السَّبِيلَ (ال+سبيل)–পথ। ﴿٤٥﴾ وَ –আর ; اللَّهُ –আল্লাহ ; أَعْلَمُ –ভালো করেই জানেন ; بِأَعْدَائِكُمْ (ب+اعداء+كم)–তোমাদের শত্রুদেরকে ; وَ –আর ; كَفَىٰ –যথেষ্ট ; بِاللَّهِ (ب+الله)–আল্লাহই ; وَلِيًّا –অভিভাবক হিসেবে ; وَ –এবং ; كَفَىٰ –যথেষ্ট ; بِاللَّهِ (ب+الله)–আল্লাহই ; نَصِيرًا –সাহায্যকারী হিসেবেও। ﴿٤٦﴾ مِنَ الَّذِينَ –তাদের থেকে, যারা ; هَادُوا –ইয়াহুদী হয়ে গেছে ; يُحَرِّفُونَ –বিকৃত করে ; الْكَلِمَ (ال+كلم) -কথাসমূহকে ; عَنْ –থেকে ; مَوَاضِعِهِ (مواضع+ه)-তার স্থানচ্যুত করে ; وَ –এবং ; يَقُولُونَ –বলে ; سَمِعْنَا –আমরা শুনলাম ; وَعَصَيْنَا –ও অমান্য করলাম ;

তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিলো। শাব্দিক বাক-বিতণ্ডা, আহকামের খুঁটিনাটি আলোচনা ও আকাইদ-বিশ্বাস সম্পর্কিত দার্শনিক জটিলতার মধ্যে। তাদের দীনের সারবস্তুর সাথে অপরিচিতি এবং তাদের মধ্যে দীনদারীর অনুপস্থিতির এটাই কারণ ছিলো, যদিও তাদেরকে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ও জাতির নেতা মনে করা হতো।

৭২. এখানে একথা বলা হয়নি যে, "যারা ইয়াহুদী ছিলো" বরং বলা হয়েছে— "যারা ইয়াহুদী হয়ে গিয়েছিলো"। কেননা তারাও প্রথমে মুসলমানই ছিলো, যেমন সকল নবীর উম্মতই প্রথমত মুসলমান হয়ে থাকে। পরবর্তীতে তারা শুধুমাত্র ইয়াহুদী হয়েই থাকলো।

৭৩. এর তিনটি অর্থ হতে পারে–(১) আল্লাহর কিতাবের শব্দের মধ্যে রদ-বদল করে ; (২) নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা আল্লাহর কিতাবের অর্থ পরিবর্তন করে ফেলে ; (৩) তারা মুহাম্মদ (স) ও তার সংগী-সাথীদের সাহচর্যে এসে তাঁদের

وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّيْنِ ؕ

এবং তারা শোনে না শোনার মতো[৭৫] ও জিহ্বা বাঁকা করে বলে 'রায়িনা'[৭৬] এবং দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে ;

وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ

আর তারা যদি বলতো—শুনলাম ও মান্য করলাম এবং শুনুন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, অবশ্যই তাদের জন্য কল্যাণকর ও যথার্থ হতো ;

وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

কিন্তু তাদের কুফরীর জন্য তাদের প্রতি লানত করেছেন, অতএব তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া ঈমান আনবে না।

وَ–এবং ; اسْمَعْ–শোন ; غَيْرَ مُسْمَعٍ–(غير+مسمع)-না শোনার মত ; وَّرَاعِنَا–(و+راعنا)-এবং 'রায়িনা' ; لَيًّا-বাঁকা করে ; بِاَلْسِنَتِهِمْ-(ب+السنة+هم)-তাদের জিহ্বাকে; وَ–এবং ; طَعْنًا–তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে ; فِي الدِّيْنِ–(فى+ال+دين)-দীনের প্রতি ; وَ–আর ; لَوْ–যদি ; اَنَّهُمْ–(ان+هم)-তারা ; قَالُوْا–বলতো ; سَمِعْنَا–আমরা শুনলাম ; وَ–ও ; اَطَعْنَا–মান্য করলাম ; وَ–এবং ; اسْمَعْ–শুনুন ; وَ–ও ; انْظُرْنَا–আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন ; لَكَانَ–(ل+كان)-অবশ্যই হতো ; خَيْرًا–কল্যাণকর ; لَّهُمْ–(ل+هم)-তাদের জন্য ; وَ–ও ; اَقْوَمَ–যথার্থ ; وَلٰكِنْ–কিন্তু ; لَّعَنَهُمُ–(لعن+هم)-তাদের প্রতি লানত করেছেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; بِكُفْرِهِمْ–(ب+كفر+هم)-তাদের কুফরীর জন্য ; فَلَا يُؤْمِنُوْنَ–(ف+لايؤمنون)-অতএব তারা ঈমান আনবে না ; اِلَّا–ছাড়া ; قَلِيْلًا–অল্প সংখ্যক।

কথাবার্তা শুনে এবং ফিরে গিয়ে লোকদের কাছে তাঁদের সম্পর্কে বানোয়াট কথাবার্তা বলে। একটি কথা হয়তো বলা হয়েছে একভাবে, তারা নিজেদের দুষ্টবুদ্ধি ও মন্দ উদ্দেশ্য তাড়িত হয়ে ভিন্ন রূপ দিয়ে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। যাতে তাঁদের দুর্নাম রটে এবং তাঁদের সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, আর মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়।

৭৪. অর্থাৎ তাদেরকে যখন আল্লাহর হুকুম শুনানো হয়, তখন তারা সজোরে বলে 'সামিনা' (শুনলাম), এবং মৃদু স্বরে বলে 'আসাইনা' (মানলাম না), অথবা 'আতা'না' (মেনে নিলাম) শব্দটি জিহ্বাকে বাঁকা করে এমনভাবে বলে যে 'আসাইনা' (অমান্য করলাম) হয়ে যায়।

٤٧ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

৪৭. হে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে ! তোমরা ঈমান আনো তাতে যা আমি নাযিল করেছি, যা সত্যায়নকারী তার, যা তোমাদের কাছে রয়েছে[৭৭]

مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ

সে অবস্থার পূর্বে যে, আমি বিকৃত করে দেব চেহারাসমূহ অতপর সেগুলোকে ফিরিয়ে দেবো পেছনের দিকে অথবা লানত করবো তাদের

كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ٤٨ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ

যেরূপ লানত করেছিলাম, আসহাবুস সাব্তকে[৭৮] আর আল্লাহর বিধানতো কার্যকরী হয়েই থাকে। ৪৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করেন না

اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ

তাঁর সাথে শরীক করাকে[৭৯] এবং তাছাড়া (অন্যান্য গুনাহ) যাকে চান ক্ষমা করে দেন :[৮০] আর যে শরীক করে

(৪৭) يٰٓاَيُّهَا –হে ; الَّذِيْنَ –যাদেরকে ; اُوْتُوْا –দেয়া হয়েছে ; الْكِتٰبَ –(ال+كتب)-কিতাব ; اٰمِنُوْا –তোমরা ঈমান আনো ; بِمَا نَزَّلْنَا –(ب+ما+نزلنا)-যা আমি নাযিল করেছি তার প্রতি ; مُصَدِّقًا –সত্যায়নকারী ; لِّمَا –তার যা ; مَعَكُمْ –(مع+كم)-তোমাদের কাছে রয়েছে ; مِنْ قَبْلِ –সে অবস্থার পূর্বে ; اَنْ –যে ; نَّطْمِسَ –আমি বিকৃত করে দেবো ; وُجُوْهًا –চেহারাসমূহ ; فَنَرُدَّهَا –(ف+نرد+ها)-অতপর আমি ফিরিয়ে দেবো সেগুলোকে ; عَلٰى –দিকে ; اَدْبَارِهَآ –(ادبار+ها)-পেছনের দিকে ; اَوْ –অথবা ; نَلْعَنَهُمْ –(نلعن+هم)-লানত করবো তাদের ; كَمَا –যেরূপ ; لَعَنَّا –লানত করেছিলাম; اَصْحٰبَ السَّبْتِ –(اصحب+ال+سبت)-আসহাবুস সাবতকে ; وَ –আর ; كَانَ –হয়েই থাকে ; اَمْرُ –বিধানতো ; اللّٰهِ –আল্লাহর ; مَفْعُوْلًا –কার্যকরী। (৪৮) اِنَّ –নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ –আল্লাহ ; لَا يَغْفِرُ –ক্ষমা করেন না ; اَنْ يُّشْرَكَ –শরীক করাকে ; بِهٖ –তাঁর সাথে ; وَ –এবং ; يَغْفِرُ –ক্ষমা করে দেন (অন্যান্য গুনাহ) ; مَا دُوْنَ –ছাড়া ; ذٰلِكَ –তা ; لِمَنْ –যাকে ; يَّشَآءُ –চান ; وَ –আর ; مَنْ –যে ; يُّشْرِكْ –শরীক করে ;

৭৫. অর্থাৎ কথাবার্তা চলাকালীন অবস্থায় যখন তারা মুহাম্মদ (স)-কে কোনো কথা বলতে চাইতো, তখন বলতো 'ইসমা' (শুনুন) এবং সাথে সাথেই বলতো 'গাইরা

بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿٤٨﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ

আল্লাহর সাথে, সে নিসন্দেহে লিপ্ত হয়ে পড়ে মহা পাপে। ৪৯. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা পুতঃপবিত্র মনে করে

اَنْفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ○

নিজেদেরকে ? বরং আল্লাহই পবিত্র করেন যাকে চান, এবং তাদের প্রতি এক বিন্দুও যুল্ম করা হবে না।

﴿٥٠﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۚ وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ○

৫০. আপনি লক্ষ্য করুন, তারা কেমন মিথ্যা অপবাদ দেয় আল্লাহর প্রতি ; আর প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটাই যথেষ্ট।

بِاللّٰهِ –আল্লাহর সাথে ; فَقَدِافْتَرٰٓى –সে নিসন্দেহে লিপ্ত হয়ে পড়ে ; اِثْمًا –পাপে ; عَظِيْمًا –মহা। ৪৯ اَلَمْ تَرَى –(ا+لم ترى) -আপনি কি লক্ষ্য করেননি ; اِلَى –প্রতি ; الَّذِيْنَ –যারা ; يُزَكُّوْنَ –পুতঃপবিত্র মনে করে ; اَنْفُسَهُمْ –(انفس+هم) -তাদের নিজেদেরকে ; بَلِ –বরং ; اللّٰهُ –আল্লাহই ; يُزَكِّيْ –পবিত্র করেন ; مَنْ –যাকে ; يَّشَآءُ –চান ; وَ –এবং ; لَايُظْلَمُوْنَ –যুল্ম করা হবে না তাদের প্রতি ; فَتِيْلًا –একবিন্দুও। ৫০ اُنْظُرْ –আপনি লক্ষ্য করুন ; كَيْفَ –কেমন ; يَفْتَرُوْنَ –অপবাদ দেয়; عَلَى –প্রতি; اللّٰهِ –আল্লাহর ; الْكَذِبَ –(ال+كذب) মিথ্যা ; وَ –আর ; كَفٰى –যথেষ্ট; بِهٖٓ –এটাই; اِثْمًا –পাপ হিসেবে ; مُّبِيْنًا –প্রকাশ্য।

মুস্‌মায়িন'। এর একটি অর্থ হলো—আপনি এমন একজন সম্মানিত ব্যক্তি যাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনানো যায় না'। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে—তুমি এমন যোগ্য নও যে, তোমাকে কিছু শুনানো যাবে। এর তৃতীয় একটি অর্থ হতে পারে—আল্লাহ করুন, তুমি যেন বধির হয়ে যাও।

৭৬. এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা আল বাকারার ১০৪ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৭. ব্যাখ্যার জন্য সূরা আলে ইমরানের ৩নং আয়াতের ব্যাখ্য দ্রষ্টব্য।

৭৮. ব্যাখ্যার জন্য সূরা আল বাকারার ৬৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৯. এখানে এজন্যই এটা ইরশাদ হয়েছে যে, আহলে কিতাব যদিও নবীদের ও আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনার দাবীদার, কিন্তু তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

৮০. এর অর্থ এটা নয় যে, মানুষ শিরক থেকে বেঁচে থেকে অন্যান্য গুনাহ্ যথেচ্ছা করতে থাকবে। বরং এখানে এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, তারা শিরককে যেমন সাধারণ গুনাহ মনে করেছে, তা সকল গুনাহ থেকে জঘন্য ; অন্যান্য গুনাহ ক্ষমা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এটা এমন গুনাহ্ যা ক্ষমা করা যায় না। ইয়াহুদী আলেমগণ তাদের শরীয়াতের ছোট খাট বিষয়ের প্রতি বড় বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন। এমনকি তাঁদের ফকীহদের ইজতিহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবিত খুঁটিনাটি বিষয়ের যাঁচাই-বাছাইয়েই তাদের সমস্ত সময় ব্যয় হয়ে যেতো। কিন্তু শিরককে তাঁরা এমনই হালকা গুনাহ মনে করতেন যে, তাঁরা নিজেরাও তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতেন না। আর তাঁদের জাতিকেও শিরকী ধ্যান-ধারণা ও কাজ-কর্ম থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেন না। আর মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করাকেও তারা ক্ষতিকর মনে করতেন না।

৭ম রুকূ' (৪৩-৫০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হারাম কাজে অভ্যস্ত মানুষকে তা থেকে বিরত রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা হিকমত অবলম্বন করেছেন। মদ পানের মতো জঘন্য অভ্যাস দূর করার জন্য তিনটি পর্যায়ে পদক্ষেপ নিয়েছেন। এখানে উল্লেখিত নির্দেশ হলো দ্বিতীয় পর্যায়। তৃতীয় পর্যায়ে মদকে সরাসরি হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং এ নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

২. নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া যেমন হারাম—কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে নিদ্রার প্রবল চাপের সময় যখন নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না এমন অবস্থায় নামায পড়াও জায়েয নয়।

৩. তায়াম্মুমের বিধান একমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীকে দেয়া হয়েছে। এটা উম্মতে মুহাম্মদীকে দেয়া একটি পুরস্কার।

৪. আহলে কিতাবকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে—কুরআন মাজীদের উপর ঈমান আনো চেহারাকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার পূর্বে। তবে এ শাস্তি কখন আসবে তা আল্লাহই ভালো জানেন।

৫. আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীতে যেরূপ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য সেরূপ বিশ্বাস কোনো সৃষ্টির প্রতি পোষণ করা শিরক। শিরক জঘন্য গুনাহ। তাওবা করা ছাড়া এর ক্ষমা নেই।

৬. কিছু কিছু শিরক যাতে সাধারণ মানুষ জড়িয়ে পড়ে, যেমন—জ্ঞানের ক্ষেত্রে (ক) কোনো পীর-বুযর্গকে 'সবকিছু জানেন' বলে বিশ্বাস করা। (খ) কোনো জ্যোতিষ-গণককে গায়েব সম্পর্কে জানার জন্য প্রশ্ন করা। (গ) কোনো পীর-বুযর্গের বাক্যে কোনো প্রকার কল্যাণ দেখে তাকে অকাট্য মনে করা। (ঘ) অনুপস্থিত কাউকে ডাকা এবং এ ডাক সে শুনে বলে বিশ্বাস করা। (ঙ) কারো নামে রোযা রাখা। (চ) ক্ষমতার ক্ষেত্রে—কাউকে কল্যাণ-অকল্যাণ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা। (ছ) কারো কাছে রুযী-রোযগার বা সন্তান-সন্ততি চাওয়া। (জ) ইবাদাতের ক্ষেত্রে—কাউকে সিজদা করা, কারো নামে পশু মানত করা বা মুক্ত করা, কারো কবর বা বাড়ী-ঘর তাওয়াফ করা, আল্লাহর আদেশের মুকাবিলায় কারো আদেশকে প্রাধান্য দেয়া, কারো সামনে মস্তক অবনত করা, কারো নামে কুরবানী করা, প্রাকৃতিক জগতের বিবর্তনকে নক্ষত্রের প্রভাব মনে করা, কোনো কোনো

মাসকে শুভ-অশুভ মনে করা। সুতরাং আমাদেরকে এসব শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং অজান্তে হয়ে গেলে তার জন্য তাওবা করে নিতে হবে।

৭. আত্মপ্রশংসা ও নিজেকে ত্রুটিমুক্ত করা বৈধ নয়। এ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৮. কারো পক্ষে নিজের বা অন্য কারো পবিত্রতা বর্ণনা করা জায়েয নয়।

৯. অহমিকা, নিজেকে পাপমুক্ত মনে করা এবং নিজেকে দোষ-ত্রুটি মুক্ত মনে করা ছাড়া আল্লাহর নিয়ামতের প্রকাশকল্পে নিজের গুণ প্রকাশের অনুমতি রয়েছে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-৯

٥١ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ

৫১. আপনি কি তাদের দেখেননি যাদেরকে কিতাবের অংশবিশেষ দেয়া হয়েছিলো, তারা ঈমান রাখে জিবত[৮১] ও তাগূতে[৮২]

وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ○

এবং যারা কুফরী করেছে[৮৩] তাদের সম্পর্কে ওরা বলে—তারাই মু'মিনদের চেয়ে অধিকতর সঠিক পথপ্রাপ্ত

٥١ أَلَمْ تَرَ - (ا+لم تر)-আপনি কি দেখেননি ; إِلَى الَّذِينَ -তাদের যাদেরকে ; أُوتُوا -দেয়া হয়েছিলো ; نَصِيبًا -অংশবিশেষ ; مِّنَ الْكِتَابِ -(من+ال+كتب)-কিতাবের ; يُؤْمِنُونَ -তারা ঈমান রাখে ; بِالْجِبْتِ -(ب+ال+جبت)- জিব্ত ; وَ -ও ; الطَّاغُوتِ -(ال+طاغوت) তাগূতে ; وَ -এবং ; يَقُولُونَ -তারা বলে ; لِلَّذِينَ -(ل+الذين)-তাদের সম্পর্কে যারা ; كَفَرُوا -কুফরী করেছে ; هَٰؤُلَاءِ -তারাই ; أَهْدَىٰ -অধিকতর সঠিক পথপ্রাপ্ত ; مِنَ -চেয়ে ; الَّذِينَ -তাদের যারা ; آمَنُوا -ঈমান এনেছে ; سَبِيلًا -পথের দিক থেকে।

৮১. 'জিব্ত' শব্দের মূল অর্থ হলো—অসত্য, অমূলক ও নিষ্ফল বস্তু। ইসলামী পরিভাষায় যাদুটোনা, জ্যোতিষী, ফালনামা, টোটকা, ভাগ্য গণনা ও তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি কুসংস্কার এবং যাবতীয় কল্পণাপ্রসূত বানোয়াট কথা ও কাজকর্মকে 'জিব্ত' বলে। যেমন হাদীসে এসেছে—الطيرة والطرق والعيافة من الجبت। অর্থাৎ পশু-পাখির ডাক থেকে অনুমান করে ভালো-মন্দ ধরে নেয়া, মাটিতে পশুর পদচিহ্ন থেকে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের ধারণা পোষণ করা এবং এ ধরনের অন্যান্য কুসংস্কার থেকে ভালোমন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের ধারণা পোষণ করাকে 'জিব্ত' বলা হয়। মোটকথা আমাদের ভাষায় যাকে আমরা কুসংস্কার বলি এবং ইংরেজীতে যাকে Superstitions বলে।

৮২. ব্যাখ্যার জন্য সূরা আল বাকারার ২৫৬ ও ২৫৭ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৩. এখানে 'যারা কুফরী করেছে' দ্বারা আরবের মুশরিকগণকে বুঝানো হয়েছে। ইয়াহুদী আলেমদের হঠকারিতা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা মুসলমানদের তুলনায় আরবের মুশরিকদেরকে অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত মনে করতো এবং বলতো যে, ওদের

﴿٥٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝

৫২. এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন। আর যাকে আল্লাহ লানত করেন, কখনও তার জন্য তুমি কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

﴿٥٣﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝

৫৩. তবে কি রাজত্বে তাদের কোনো অংশ আছে ? তাহলে তো তারা মানুষকে এক বিন্দুও দেবে না![৮৪]

﴿٥٤﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا

৫৪. অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদের দিয়েছেন সেজন্য তারা কি লোকদেরকে ঈর্ষা করে ?[৮৫] নিসন্দেহে আমি দিয়েছি

﴿٥٢﴾ أُولَٰئِكَ –এরাই তারা ; الَّذِينَ–যারা ; لَعَنَهُمُ–(لعن+هم)-লানত করেছেন ; اللَّهُ –আল্লাহ ; وَ –আর ; مَنْ –যাকে ; يَلْعَنِ –লানত করেন ; اللَّهُ –আল্লাহ ; فَلَنْ تَجِدَ–(ف+لن تجد)-কখনও পাবে না তুমি ; لَهُ –তার জন্য ; نَصِيرًا–কোনো সাহায্যকারী। ﴿٥٣﴾ أَمْ لَهُمْ–(ام+ل+هم)-তবে কি তাদের ; نَصِيبٌ–কোনো অংশ আছে ; مِّنَ الْمُلْكِ–(من+ال+ملك)-রাজত্বে ; فَإِذًا–তাহলে তো ; لَّا يُؤْتُونَ –তারা দেবে না ; النَّاسَ–(ال+ناس) লোকদেরকে ; نَقِيرًا–একবিন্দুও। ﴿٥٤﴾ أَمْ –অথবা ; يَحْسُدُونَ –তারা কি ঈর্ষা করে ? النَّاسَ –লোকদেরকে ; عَلَىٰ –সে জন্য ; مَا –যা ; آتَاهُمُ –তাদের দিয়েছেন ; اللَّهُ –আল্লাহ ; مِنْ فَضْلِهِ–(من+فضل+ه)-নিজ অনুগ্রহে ; فَقَدْ آتَيْنَا–(ف+قد+اتينا)-নিসন্দেহে আমি দিয়েছি ;

তুলনায় এ মুশরিকরাই সৎপথে আছে। অথচ তারা স্বচক্ষে দেখছে যে, একদিকে রয়েছে নির্ভেজাল তাওহীদ যাতে শিরক-এর সামান্যতম গন্ধও নেই। আর অপরদিকে প্রকাশ্য মূর্তিপূজা যার নিন্দায় বাইবেল পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

৮৪. অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্বের অংশ বিশেষ কি তাদের করায়ত্বে আছে যে, তারা এ সিদ্ধান্ত দিয়ে বসেছে যে, কে হিদায়াত প্রাপ্ত আর কে পথভ্রষ্ট ? যদি এমন হতো তাহলে তারা কাউকে একটি কানাকড়িও দিতো না। কেননা তাদের অন্তর এমনিই সংকীর্ণ যে, সত্যের স্বীকারোক্তি দিতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করে। এর অপর একটি অর্থ হতে পারে যে, তাদের হাতে কি কোনো রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষমতা রয়েছে যে, তাতে অন্য কেউ ভাগ বসাতে চায়। আর এরা তা থেকে কিছুই দিতে চায় না ? এখানে তো শুধু সত্যের স্বীকৃতির প্রশ্ন, অথচ তারা তাতেও কৃপণতা করছে।

آلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُمْ

ইবরাহীম বংশকে কিতাব ও হিকমত এবং তাদেরকে দিয়েছি সুবিশাল রাজ্য।[৮৬]
৫৫. অতপর তাদের মধ্য থেকে

مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ○

কতেক তার উপর ঈমান এনেছে এবং কতেক তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে[৮৭]
আর জ্বালানোর জন্য জাহান্নাম-ই যথেষ্ট।

اٰلَ –বংশকে ; اِبْرٰهِيْمَ –ইবরাহীম ; الْكِتٰبَ –(ال+كتب)-কিতাব ; وَ –ও ; الْحِكْمَةَ –(ال+حكمة)-হিকমত ; وَ –এবং ; اٰتَيْنٰهُمْ –(اتينا+هم)-তাদেরকে দিয়েছি ; مُّلْكًا –রাজ্য ; عَظِيْمًا –সুবিশাল। ﴿٥٥﴾ فَمِنْهُمْ –(ف+من+هم)-অতপর তাদের মধ্য থেকে ; مَّنْ –কতেক ; اٰمَنَ –ঈমান এনেছে ; بِهٖ –তার উপর ; وَ –এবং ; مِنْهُمْ –তাদের মধ্য থেকে ; مَّنْ –কতেক ; صَدَّ –মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ; عَنْهُ –তা থেকে ; وَ –আর ; كَفٰى –যথেষ্ট ; بِجَهَنَّمَ –(ب+جهنم)-জাহান্নামই ; سَعِيْرًا –জ্বালানোর জন্য।

৮৫. অর্থাৎ এরা নিজেদের অযোগ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার যেসব অনুগ্রহ ও পুরস্কার পাওয়ার আশা করে বসেছিলো সেসব অনুগ্রহ ও পুরস্কার অন্যদেরকে পেতে দেখে এবং নিরক্ষর আরবদের মধ্যে এক মহান নবীর আবির্ভাবের ফলে তাদের আত্মিক, চারিত্রিক, মেধার বিকাশ ও কর্মজীবনের ক্রমোন্নতি দেখে তাদের মধ্যে প্রতিহিংসা সৃষ্টি হয়েছিলো, যার ফলে তাদের মুখ থেকে এসব কথা বের হচ্ছিল।

৮৬. 'সুবিশাল রাজ্য' অর্থ পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এবং বিশ্বের জাতিসমূহের উপর দিক-নির্দেশনা প্রদান করার ক্ষমতা লাভ, যা আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান ও সে অনুযায়ী জীবন গড়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

৮৭. স্মরণীয় যে, এখানে বনী ইসরাঈলের প্রতি হিংসামূলক কথাবার্তার জবাব দেয়া হচ্ছে। এ জবাবের মর্ম হলো—তোমরা মূলত কি কারণে জ্বলে-পুড়ে মরছো ? তোমরা যেমন ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর আর এ বনী ইসমাঈলও ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। পৃথিবীর নেতৃত্বের যে ওয়াদায় আমি ইবরাহীম (আ)-এর সাথে আবদ্ধ, তা ইবরাহীমের বংশধরদের সেসব লোকদের জন্য, যারা আমার প্রেরিত কিতাব ও হিকমত তথা শরয়ী বিধান মেনে চলবে। এ কিতাব ও হিকমত প্রথমেতো তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিলো। কিন্তু তোমরা তোমাদের বোকামীর কারণে তা থেকে ফিরে গিয়েছিলে। আর সে একই জিনিস আমি বনী ইসমাঈলকে দিয়েছি। তারা এতে ঈমান এনে সৌভাগ্যবান হয়েছে।

۵٦ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ

৫৬. নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে, শীঘ্রই আমি তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করাবো ; যখনই পুড়ে যাবে[৮৮]

جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

তাদের চামড়াসমূহ, আমি অন্য চামড়া দ্বারা তা বদলে দেবো, যাতে তারা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারে, নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন

عَزِيزًا حَكِيمًا ۵٧ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, শীঘ্রই আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, প্রবাহিত রয়েছে

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ

তার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে ; তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্র সঙ্গীনিগণ ;

৫৬ إِنَّ –নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ –যারা ; كَفَرُوا –অস্বীকার করেছে ; بِآيَاتِنَا –(ب+ايت+نا)- আমার আয়াতকে ; سَوْفَ –শীঘ্রই ; نُصْلِيهِمْ –(نصلى+هم)-আমি প্রবেশ করাবো ; نَارًا –আগুনে ; كُلَّمَا –যখনই ; نَضِجَتْ –জ্বলে পুড়ে যাবে ; جُلُودُهُمْ –(جلود+هم)- তাদের চামড়াসমূহ ; بَدَّلْنَاهُمْ –(بدلنا+هم)-আমি বদলে দেবো ; جُلُودًا –চামড়া ; غَيْرَهَا –(غير+ها)-অন্য ; لِيَذُوقُوا –যাতে তারা স্বাদ গ্রহণ করতে পারে; الْعَذَابَ –(ال+عذاب)-শাস্তির ; إِنَّ –নিশ্চয়ই ; اللَّهَ –আল্লাহ ; كَانَ –হলেন ; عَزِيزًا –পরাক্রমশালী ; حَكِيمًا –প্রজ্ঞাময়। ৫৭ وَ –আর ; الَّذِينَ –যারা ; آمَنُوا –ঈমান এনেছে ; وَ –এবং ; عَمِلُوا –করেছে ; الصَّالِحَاتِ –(ال+صلحت)-নেক কাজ ; سَنُدْخِلُهُمْ –(س+ندخل+هم) -শীঘ্রই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাবো ; جَنَّاتٍ –জান্নাতে; تَجْرِي –প্রবাহিত রয়েছে ; مِنْ تَحْتِهَا –(من+تحت+ها)-তার তলদেশ দিয়ে ; الْأَنْهَارُ –(ال+انهر)-নহরসমূহ ; خَالِدِينَ –তারা থাকবে ; فِيهَا –তাতে ; أَبَدًا –চিরদিন ; لَهُمْ –তাদের জন্য ; فِيهَا –সেখানে থাকবে ; أَزْوَاجٌ –সঙ্গীনিগণ ; مُطَهَّرَةٌ –পবিত্র ;

৮৮. হযরত মুয়ায (রা) বলেছেন যে, যখন তাদের চামড়াগুলো জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন সেগুলো বদলে দেয়া হবে এবং এ কাজটি এতো দ্রুত সম্পাদিত হবে যে, এক মুহূর্তে শতবার চামড়া বদলানো হবে।

وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ⑤⑧ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ

আর আমি তাদের প্রবেশ করাবো স্নিগ্ধ ছায়ায়। ৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ আমানতকে তার হকদারের কাছে পৌঁছে দিতে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন[৮৯]

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

আর তুমি যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে ;[৯০] অবশ্যই আল্লাহ

وَ –আর ; نُدْخِلُهُمْ –(ندخل+هم)-আমি তাদেরকে প্রবেশ করাবো ; ظِلًّا –ছায়ায় ; ظَلِيْلًا –স্নিগ্ধ। ⑤⑧ اِنَّ –নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ –আল্লাহ ; يَاْمُرُكُمْ –(يامر+كم)-তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ; اَنْ تُؤَدُّوْا –পৌঁছে দিতে ; الْاَمٰنٰتِ –(ال+امنت)-আমানতকে ; اِلٰٓى –কাছে ; اَهْلِهَا –(اهل+ها)-তার হকদারের। وَ –আর ; اِذَا –যখন ; حَكَمْتُمْ –বিচার করবে ; بَيْنَ –মধ্যে ; النَّاسِ –(ال+ناس)-লোকদের ; اَنْ تَحْكُمُوْا –বিচার করবে ; بِالْعَدْلِ –(ب+ال+عدل) -ন্যায়পরায়ণতার সাথে ; اِنَّ –অবশ্যই ; اللّٰهَ –আল্লাহ ;

৮৯. আমানতকে তার অধিকারীর কাছে পৌঁছে দেয়ার এ নির্দেশ সাধারণ জনগণের জন্যও হতে পারে, আবার বিশেষভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকবর্গও হতে পারে। তবে এটা স্পষ্ট যে, সাধারণ লোক হোক অথবা শাসকবর্গ যারাই আমানতের রক্ষক হোক তাদের প্রতিই এ নির্দেশ। রাসূল (স) আমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন—"যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই।"

৯০. অর্থাৎ তোমরা সেসব মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে, যাতে বনী ইসরাঈল লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। বনী ইসরাঈলের মৌলিক ভ্রান্তির একটি এটা ছিলো যে, তাঁরা নিজেদের পতন যুগে আমানত তথা দায়িত্বপূর্ণ পদ, ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং জাতীয় নেতৃত্বের আসনে (Positions of Trust) এমন সব লোকদেরকে বসানো আরম্ভ করেছিলো যারা ছিলো অযোগ্য, সংকীর্ণমনা, খারাপ চরিত্রের, খিয়ানতকারী ও দুশ্চরিত্র। ফলে মন্দ লোকদের নেতৃত্বে পুরো জাতিই অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়ে পড়লো। এখানে মুসলমানদেরকে হিদায়াত দান করা হচ্ছে যে, তোমরা এমনটি করো না। বরং আমানত এমন লোকদেরকে সমর্পণ করো যারা তার যোগ্য অর্থাৎ যাদের মধ্যে আমানতের গুরুভার বহন করার মতো সকল যোগ্যতা রয়েছে। বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয় বড় দুর্বলতা এটা ছিলো যে, তারা ইনসাফের প্রাণশক্তি হারিয়ে বসেছিলো। ব্যক্তি ও জাতীয় স্বার্থে তারা ঈমানের বিরোধী কাজ নির্দ্বিধায় করে যেতো। তারা জেনে শুনে সত্যের বিরোধিতায় হঠকারিতায় লিপ্ত হতো, ইনসাফের গলায় ছুরি চালাতে ভ্রূক্ষেপ করতো না। সে যুগের মুসলমানরা তাদের বে-ইনসাফীর তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا

তোমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছেন তা কতই না উত্তম ; অবশ্যই আল্লাহ
সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। ৫৯. হে যারা ঈমান এনেছো !

أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ

তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূল ও তোমাদের মধ্যকার
নির্দেশদানের অধিকারী ব্যক্তির

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

অতপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে মতবিরোধ করো তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের
প্রতি উপস্থাপন করো,[৯১] যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো

نِعِمَّا–কতই না উত্তম ; يَعِظُكُمْ–(يعظ+كم)–তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন ; بِهٖ–তা ;
إِنَّ–অবশ্যই ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; كَانَ–হলেন ; سَمِيعًا–সর্বশ্রোতা ; بَصِيرًا–সর্বদ্রষ্টা।
﴿٥٩﴾ يٰٓأَيُّهَا–হে ; الَّذِينَ–যারা ; اٰمَنُوٓا–ঈমান এনেছো ; أَطِيعُوا–তোমরা আনুগত্য
করো ; اللّٰهَ–আল্লাহর ; وَ–এবং ; أَطِيعُوا–আনুগত্য করো ; الرَّسُولَ–(ال+رسول)
-রাসূলের ; وَ–ও ; أُولِي الْأَمْرِ–(اولى+ال+امر)-নির্দেশদানের অধিকারী ব্যক্তির ; مِنْكُمْ
–(من+كم)-তোমাদের মধ্যকার; فَإِنْ–(ف+ان)-অতপর যখন; تَنَازَعْتُمْ–তোমরা
মতবিরোধ করো ; فِي شَيْءٍ–(فى+شئ)-কোনো বিষয়ে ; فَرُدُّوهُ–(ف+ردوا+ه)-
তাহলে তা উপস্থাপন করো ; إِلَى–প্রতি ; اللّٰهِ–আল্লাহ ; وَ–ও ; الرَّسُولِ–(ال+
رسول)-রাসূলের ; إِنْ–যদি ; كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ–তোমরা ঈমান এনে থাকো ;

করেছিলো। তাদের সামনে একদিকে মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর উপর ঈমান গ্রহণকারীদের পবিত্র জীবন ছিলো, অন্যদিকে ছিলো মূর্তিপূজারীগণ যারা কন্যা সন্তানকে জীবিত পুঁতে ফেলতো। পিতার মৃত্যুর পর সৎমাকে বিয়ে করে নিতো এবং নগ্ন হয়ে কা'বা প্রদক্ষিণ করতো। আর এ নাম সর্বস্ব 'আহলে কিতাব'রা প্রথম দলের মুকাবিলায় এ শেষোক্ত দলটিকে প্রাধান্য দিতো। তাদের একথা বলতে লজ্জাবোধ হতো না যে, প্রথম দলের চেয়ে দ্বিতীয় দলটি সঠিক পথে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তথাকথিত আহলে কিতাবের এ বে-ইনসাফী সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে মুসলমানদেরকে হিদায়াত দান করছেন যে, দেখ, তোমরা যেন তাদের মতো অবিচারক হয়ে যেও না। কারো সাথে বন্ধুত্ব থাকুক বা শত্রুতা কোনো অবস্থায়ই সত্য বিচ্যুত হয়ো না। যখন কথা বলবে সত্যই বলবে, আর যখন কোনো ফায়সালা করবে তখন সুবিচার করবে।

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۟

আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ; এটাই উত্তম এবং পরিণামে কল্যাণকর।[৯২]

بِاللّٰهِ–আল্লাহ ; وَ–ও ; الْيَوْمِ الْاٰخِرِ–(ال+يوم+ال+اخر)-শেষ দিবসের প্রতি ; ذٰلِكَ–এটাই ; خَيْرٌ–উত্তম ; وَّ-এবং ; اَحْسَنُ-কল্যাণকর ; تَاْوِيْلًا–পরিণামে।

৯১. উল্লেখিত আয়াতটি ইসলামের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বুনিয়াদ এবং ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রথম দফা। এখানে নিম্নোক্ত চার স্থায়ী মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছে–

এক ঃ ইসলামী জীবনব্যবস্থায় আনুগত্য লাভের প্রথম অধিকারী হলেন আল্লাহ তাআলা। একজন মুসলমান সর্বপ্রথম হলো আল্লাহর বান্দাহ, এরপর সে অন্য কিছু।

দুই ঃ এর দ্বিতীয় মূলনীতি হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য। এটা কোনো স্বতন্ত্র আনুগত্য নয়। বরং আল্লাহর আনুগত্যের একমাত্র বাস্তব ও ব্যবহারিক পদ্ধতি। আমরা একমাত্র রাসূলের আনুগত্যের মধ্য দিয়েই আল্লাহর আনুগত্য করতে সক্ষম হবো। রাসূলের সনদ ও প্রমাণপত্র ছাড়া কোনো আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর।

তিন ঃ এরপর তৃতীয় পর্যায়ে আনুগত্য করতে হবে 'উলিল আমর'-এর। 'উলিল আমর'-এর মধ্যে সেসব লোক শামিল যারা সামগ্রিক কাজ-কর্মে মুসলমানদের নেতৃত্বের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। তাঁরা মুসলমানদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দানকারী ওলামায়ে কেরাম হতে পারেন, আবার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও হতে পারেন। তাছাড়া প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, আদালতের বিচারকমণ্ডলী এবং মহল্লা বা জনবসতির শেখ-সরদারও 'উলিল আমর'-এর অন্তর্ভুক্ত। তবে উল্লেখিত ব্যক্তিদের আনুগত্যের পূর্ব শর্ত হলো, তাঁরা মুসলমানদের দলভুক্ত হতে হবে এবং আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হতে হবে।

চার ঃ চতুর্থ যে বিষয়টি আলোচ্য আয়াতের অধীনে আলাদা, স্থায়ী ও অকাট্য মূলনীতি হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে, তাহলো—ইসলামী জীবনব্যবস্থায় আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের সুন্নাত-ই হলো মৌলিক আইন ও চূড়ান্ত সনদ (Final Authority)। মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে অথবা 'উলিল আমর' ও সাধারণ জনগণের মধ্যে কোনো ব্যাপারে মতবৈষম্য বা বিরোধ দেখা দিলে কুরআন ও সুন্নাতের দিকে সকলকে ফিরে আসতে হবে। এমনিভাবে জীবনের সকল পর্যায়ে কুরআন ও সুন্নাতকে চূড়ান্ত সনদ ও শেষ ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেয়ার বিষয়টি ইসলামী জীবনব্যবস্থারই

এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা কুফরী জীবনব্যবস্থার সকল প্রকার থেকে তাকে আলাদা করে রেখেছে।

৯২. উপরোল্লিখিত চার মূলনীতি মেনে চলা ঈমানের অপরিহার্য দাবী। সুতরাং কোনো মুসলমান এ মূলনীতি উপেক্ষা করতে পারে না। কারণ এগুলো মেনে চলার মধ্যেই মুসলমানদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত, কেবলমাত্র এটাই তাদেরকে দুনিয়াতে সরল-সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে এবং তারা পরকালেও সফলতা লাভ করতে পারে।

৮ম রুকূ' (৫১-৫৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান থাকাটাই কল্যাণকর হতে পারে না, যদি না নিজেদের জীবনের সকল স্তরে তার যথার্থ বাস্তবায়ন করা না হয়।

২. আল্লাহর লানতই দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের লাঞ্ছনার মূল কারণ।

৩. যাদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হয় তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকে না।

৪. বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহর লানত বর্ষিত হয়—কাফের, মুশরিক, সুদের সাথে জড়িত তথা সুদদাতা, সুদ গ্রহীতা, সুদের দলিল সম্পাদনকারী, সুদের হিসাব রক্ষাকারী ও সুদের সাক্ষী, সমকামী, চোর-ডাকাত, শরীরে উলকী অংকনকারী ও উলকী গ্রহণকারী, মদের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ তথা মদ পানকারী, প্রস্তুতকারী, যে পান করায়, ক্রেতা-বিক্রেতা, বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী যারা এমন সব লোককে সম্মানে ভূষিত করে যাদেরকে আল্লাহ অপদস্থ করেছেন এবং এমন লোককে অপমান করে যাদেরকে আল্লাহ সম্মান দান করেছেন। তাকদীরকে অবিশ্বাসকারী, হারামকে হালাল বলে যারা মনে করে, যারা রাসূলের সুন্নাতকে বর্জন করে।

৫. কুফরীর উপর যাদের মৃত্যু হওয়া নিশ্চিতভাবে জানা না যায় তাদের প্রতি লানত করা জায়েয নয়।

৬. কারো নাম না নিয়ে এভাবে বলা যে, যালেমদের উপর বা মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত—জায়েয।

৭. লানত-এর আভিধানিক অর্থ—আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যাওয়া। কাফেরদের ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া। আর মু'মিনদের ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে সৎকর্মশীলদের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়া। আর তাই কোনো মুসলমানের জন্য তার নেক আমল কমে যাওয়ার দোয়া করা জায়েয নয়।

৮. ইয়াহুদীরা হিংসুটে জাতি। মুসলমানদের প্রতি তাদের হিংসা রাসূলের যুগ থেকেই ছিলো, বর্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

৯. আল্লাহর কিতাবকে যারা তত্ত্বগত বা ব্যবহারিক যে কোনো দিক থেকে অস্বীকার করবে, তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত।

১০. আখেরাতের শাস্তি যেহেতু কঠোর তাই সেই শাস্তি প্রয়োগের উপযোগী যাবতীয় ব্যবস্থাও আখেরাতে করা হবে। তদ্রূপ আখেরাতে ভোগ-বিলাসের উপকরণও হবে অফুরন্ত, তাই তা উপভোগ করার মতো প্রয়োজনীয় সামর্থও মানুষকে দেয়া হবে।

১১. 'আমানত'কে তার যথার্থ অধিকারীর প্রতি সমর্পণ করতে হবে। এ আমানত হতে পারে ধন-সম্পদ, হতে পারে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা, হতে পারে সমাজের নেতা নির্বাচনের অধিকার প্রদান ইত্যাদি।

১২. সমাজে যারা বিচারকের আসনে আসীন তাদেরকে অবশ্যই ইনসাফের সাথেই ফায়সালা করতে হবে। এটাই সকলের জন্য উত্তম ব্যবস্থা।

১৩. আনুগত্য করতে হবে সর্বপ্রথম আল্লাহকে, অতপর আল্লাহর রাসূলের, তৃতীয় পর্যায়ে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের আসনে আসীন দায়িত্বশীল ব্যক্তির।

১৪. সমাজ জীবনের উদ্ভূত যাবতীয় বিরোধ-বৈষম্য নিরসনের জন্য আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-১১

৬০ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

৬০. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা ধারণা করে যে, তারা ঈমান এনেছে তার প্রতি যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে

وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ

এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে, কিন্তু তারা ফায়সালা পেতে চায় তাগূতের কাছে

وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ○

অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তাকে অস্বীকার করতে ;[৯৩] আর শয়তান তো তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে অনেক দূরে নিয়ে যেতে চায়।

(৬০) اَلَمْ تَرَ-(ا+لم تر)-আপনি কি লক্ষ্য করেননি ; اِلَى-প্রতি ; الَّذِيْنَ-তাদের, যারা ; يَزْعُمُوْنَ-ধারণা করে ; اَنَّهُمْ-(ان+هم)-যে, তারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; بِمَا-তার প্রতি, যা ; اُنْزِلَ-নাযিল হয়েছে ; اِلَيْكَ-(الى+ك)-আপনার প্রতি ; وَ-এবং ; مَا-যা ; اُنْزِلَ-নাযিল হয়েছে ; مِنْ قَبْلِكَ-(من+قبل+ك)-আপনার পূর্বে ; يُرِيْدُوْنَ-তারা চায় ; اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا-ফায়সালা পেতে ; اِلَى-কাছে ; الطَّاغُوْتِ-(ال+طاغوت)-তাগূতের ; وَ-অথচ ; قَدْ اُمِرُوْا-তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো ; اَنْ يَّكْفُرُوْا-অস্বীকার করতে ; بِهٖ-তাকে ; وَ-আর ; يُرِيْدُ-চায় ; الشَّيْطٰنُ-(ال+شيطن)-শয়তান তো ; اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا-(ان يضل+هم+ضللا)-তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে নিয়ে যেতে ; بَعِيْدًا-অনেক দূরে।

৯৩. 'তাগূত' শব্দ দ্বারা এখানে সুস্পষ্টভাবে এমন শাসক-বিচারককে বুঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে। এমন বিচার ব্যবস্থাকেও 'তাগূত' বলা হয়েছে যা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার অনুগত নয় এবং আল্লাহর কিতাবকেও চূড়ান্ত সনদ হিসেবে স্বীকার করে না। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে 'তাগূতের' ভূমিকা পালন করে, সেই আদালতে বিচার চাওয়া ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক। আর আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের প্রতি ঈমানের দাবী এটাই যে, মানুষ এরূপ আদালতের বৈধতাকে অস্বীকার করবে। কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে আল্লাহর প্রতি

﴿٦١﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ

৬১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়—এসো, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে

رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦٢﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم

আপনি মুনাফিকদেরকে দেখবেন যে, তারা আপনার দিক থেকে মুখ ফেরানোর মতো মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।[৯৪]
৬২. তখন তাদের কি অবস্থা হবে যখন তাদের উপর এসে পড়বে

مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ

কোনো বিপদ তাদের উভয় হাত যা করে রেখেছে তার ফলে অতপর তারা এই বলে শপথ করতে করতে আপনার কাছে আসবে–[৯৫]

(৬১) وَ –আর ; اِذَا –যখন ; قِيْلَ –বলা হয় ; لَهُمْ –(ل+هم)-তাদেরকে ; تَعَالَوْا –এসো ; اِلَى –দিকে ; مَا –যা ; اَنْزَلَ –নাযিল করেছেন ; اللهُ –আল্লাহ ; وَ –এবং ; اِلَى –দিকে ; الرَّسُوْلِ –(ال+رسول)-রাসূলের ; رَاَيْتَ –আপনি দেখবেন ; الْمُنٰفِقِيْنَ –(ال+منفقين)-মুনাফিকদেরকে ; يَصُدُّوْنَ –মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ; عَنْكَ –আপনার দিক থেকে ; صُدُوْدًا –মুখ ফেরানোর মতো। (৬২) فَكَيْفَ –(ف+كيف)-তখন কি অবস্থা হবে ; اِذَا –যখন ; اَصَابَتْهُمْ –(اصابت+هم)-তাদের উপর এসে পড়বে ; مُّصِيْبَةٌ –কোনো বিপদ ; بِمَا –তার ফলে যা ; قَدَّمَتْ –করে রেখেছে ; اَيْدِيْهِمْ –(ايدى+هم)- তাদের উভয় হাত ; ثُمَّ –অতপর ; جَاءُوْكَ –(جاء وا+ك)-তারা আপনার কাছে আসবে ; يَحْلِفُوْنَ –এই বলে শপথ করতে করতে ;

ঈমান ও তাগূতের অস্বীকৃতি পরস্পর সম্পূরক বিষয় এবং আল্লাহ তাআলা ও তাগূতের প্রতি একই সাথে মাথা নত করা সুস্পষ্ট মুনাফেকী।

৯৪. এতে জানা যায় যে, মুনাফিকরা যে মামলার আশাবাদী হয় যে, তাদের পক্ষে রায় হবে, তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে নিয়ে আসতো। আর যেটির ব্যাপারে রায় তাদের বিপক্ষে যাবে বলে আশংকা করতো তা তাঁর কাছে পেশ করতে অস্বীকার করতো। বর্তমান যুগের মুনাফিকদের অবস্থা একই রূপ। শরীয়াতের রায় তাদের অনুকূলে হলে তা বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়। আর তাদের প্রতিকূলে হবে বলে আশংকা করলে শরীয়াতের আইনের পরিবর্তে প্রচলিত ইসলাম বিরোধী আদালতের শরণাপন্ন হয়ে নিজেদের অনুকূলে রায় পাওয়ার ফন্দি-ফিকিরে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

৯৫. এর অর্থ যথাসম্ভব এটাই যে, মুসলমানরা যখন মুনাফিকদের কার্যকলাপ

بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ۝ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ

আল্লাহর শপথ ! আমরা তো কল্যাণ ও সদ্ভাব ছাড়া অন্য কিছু চাইনি। ৬৩. এরাই তারা—আল্লাহ জানেন

مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ

তাদের অন্তরে যা আছে। সুতরাং আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং তাদেরকে সদুপদেশ দিন ও তাদেরকে বলুন

فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًاۢ بَلِيْغًا ۝ وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ

তাদের হৃদয় স্পর্শকারী কথা। ৬৪. আর আমিতো কোনো রাসূল এছাড়া পাঠাইনি যে, আল্লাহর নির্দেশে তাঁকে আনুগত্য অনুসরণ করা হবে[৯৬]

بِاللّٰهِ–আল্লাহর শপথ ; اِنْ اَرَدْنَا–আমরাতো অন্য কিছু চাইনি ; اِلَّا–ছাড়া ; اِحْسَانًا–কল্যাণ ; وَّ–ও ; تَوْفِيْقًا–সদ্ভাব ; اُولٰئِكَ–এরাই তারা ; الَّذِيْنَ–যারা ; يَعْلَمُ–জানেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ। مَا–যা আছে; فِيْ قُلُوْبِهِمْ–(فى+قلوب+هم)-তাদের অন্তরে ; فَاَعْرِضْ–(ف+اعرض)-সুতরাং উপেক্ষা করুন ; عَنْهُمْ–(عن+هم)-তাদেরকে ; وَ–এবং ; عِظْهُمْ–(عظ+هم)-তাদেরকে সদুপদেশ দিন ; وَ–ও ; قُلْ–বলুন ; لَهُمْ–তাদের ; فِيْ اَنْفُسِهِمْ–(فى+انفس+هم)-তাদের হৃদয় ; قَوْلًا–কথা ; بَلِيْغًا–স্পর্শকারী। ৬৪ وَ–আর ; مَا اَرْسَلْنَا–আমিতো পাঠাইনি ; مِنْ رَّسُوْلٍ–কোনো রাসূল ; اِلَّا–এছাড়া ; لِيُطَاعَ–যে, তাঁকে আনুগত্য অনুসরণ করা হবে ; بِاِذْنِ–নির্দেশে ; اللّٰهِ–আল্লাহর ;

সম্পর্কে অবগত হয়ে যায় এবং তারা নিজেরাও শাস্তি পাওয়া ও জবাবদিহি সম্পর্কে আশংকাবোধ করে তখন শপথ করে করে নিজেদের ঈমানের নিশ্চয়তা দিতে থাকে।

৯৬. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল এজন্য আসেননি যে, তাঁর রিসালাতের উপর মৌখিকভাবে বিশ্বাস করলেই চলবে, আনুগত্য-অনুসরণ যে কারো করা যাবে। বরং রাসূলের আগমনের উদ্দেশ্য এটাই যে, জীবন যাপনের যে পথ-পদ্ধতি তিনি নিয়ে এসেছেন—সকল পথ-পদ্ধতি পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র তা-ই অনুকরণ-অনুসরণ করতে হবে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধি-বিধান তিনি নিয়ে এসেছেন, অন্য সকল বিধি-বিধান দূরে ফেলে দিয়ে কেবলমাত্র সেই বিধি-বিধানই মেনে চলতে হবে। কেউ যদি এসব করার পরিবর্তে শুধুমাত্র রাসূলকে রাসূল বলে মেনে নেয়, তাহলে তার এ মেনে নেয়ার কোনো অর্থই হতে পারে না।

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ

আর তারা যদি নিজেদের প্রতি যুলুম করে আপনার কাছে আসে ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় এবং তাদের জন্য ক্ষমা চান

ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

রাসূল, অবশ্যই তারা আল্লাহকে অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু হিসেবে পাবে।
৬৫. কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের কসম ! তারা কখনো ঈমানদার হবে না

حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا

যতক্ষণ না তারা বিচারের দায়িত্ব আপনার উপর অর্পণ করে—যে বিষয়ে তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ করেছে, অতপর তারা পাবে না তাদের মনে কোনো দ্বিধা-সংকোচ

مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا۟

আপনি যা সিদ্ধান্ত দেন সে সম্পর্কে এবং সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নেয়।[৯৭]
৬৬. আর যদি আমি তাদের উপর ফরয করে দিতাম যে, তোমরা হত্যা করো—

وَ–আর ; لَوْ যদি ; أَنَّهُمْ –তারা ; إِذْ–যখন ; ظَلَمُوٓا–যুল্‌ম করে ; أَنفُسَهُمْ–(انفس+هم)–নিজেদের প্রতি ; جَآءُوكَ–(جاء وا+ك)–আপনার কাছে আসে ; فَاسْتَغْفَرُوا–(ف+استغفروا)–ও ক্ষমা চায় ; اللَّهَ–আল্লাহর কাছে ; وَ–এবং ; اسْتَغْفَرَ–ক্ষমা চান ; لَهُمُ–তাদের জন্য ; الرَّسُولُ–(ال+رسول)–রাসূল ; لَوَجَدُوا–অবশ্যই তারা পাবে ; اللَّهَ–আল্লাহকে ; تَوَّابًا–অতিশয় ক্ষমাশীল ; رَّحِيمًا–পরম দয়ালু হিসেবে। ৬৫ فَلَا–কিন্তু না ; وَرَبِّكَ–(و+رب+ك)–আপনার প্রতিপালকের কসম ; لَا يُؤْمِنُونَ–তারা কখনো ঈমানদার হবে না ; حَتَّىٰ–যতক্ষণ না ; يُحَكِّمُوكَ–(يحكموا+ك)–তারা বিচারের দায়িত্ব আপনার উপর অর্পণ করে ; فِيمَا–(فى+ما)–যে বিষয়ে ; شَجَرَ–তারা বিবাদ-বিসম্বাদ করেছে ; بَيْنَهُمْ–(بين+هم)–নিজেদের মধ্যে ; ثُمَّ–অতপর ; لَا يَجِدُوا–তারা পাবে না ; فِىٓ أَنفُسِهِمْ–(فى+انفس+هم)–তাদের মনে ; حَرَجًا–কোনো দ্বিধা-সংকোচ ; مِّمَّا–(من+ما)–সে সম্পর্কে, যা ; قَضَيْتَ–আপনি সিদ্ধান্ত দেন ; وَ–এবং ; يُسَلِّمُوا–তা মেনে নেয় ; تَسْلِيمًا–সন্তুষ্টচিত্তে। ৬৬ وَ–আর ; لَوْ–যদি ; أَنَّا–আমি ; كَتَبْنَا–ফরয করে দিতাম ; عَلَيْهِمْ–তাদের উপর ; أَنِ–যে ; اقْتُلُوٓا–তোমরা হত্যা করো ;

أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ

তোমাদের নিজেদেরকে অথবা বেরিয়ে যাও তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে, তবে তাদের কমসংখ্যক ছাড়া কেউ তা করতো না ;[৯৮] আর যদি তারা

فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۝٦٦ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم

করতো যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়, অবশ্যই তা তাদের জন্য অধিকতর ভালো ও অবিচলতায় দৃঢ়তর হতো।[৯৯] ৬৭. আর তখন আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রদান করতাম

اَنْفُسَكُمْ -(انفس+كم)-তোমাদের নিজেদেরকে ; اَوْ -অথবা ; اُخْرُجُوْا -তোমরা বেরিয়ে যাও ; مِنْ -থেকে ; دِيَارِكُمْ -(ديار+كم)-তোমাদের ঘর-বাড়ি (আবাস ভূমি) ; مَّا فَعَلُوْهُ -(ما+فعلوا+ه)-তারা তা করতো না ; اِلاَّ -ছাড়া ; قَلِيْلٌ -কমসংখ্যক ; مِّنْهُمْ -(من+هم)-তাদের ; وَ -আর ; لَوْ -যদি ; اَنَّهُمْ -(ان+هم)-তারা ; فَعَلُوْا -করতো ; مَا -যা ; يُوْعَظُوْنَ بِهٖ -(يوعظون+ب+ه)-করতে তাদের উপদেশ দেয়া হয় ; لَكَانَ -অবশ্যই তা হতো ; خَيْرًا -অধিকতর ভালো ; لَّهُمْ -(ل+هم)-তাদের জন্য ; وَ -ও ; اَشَدَّ تَثْبِيْتًا -(اشد+تثبيتا)-অবিচলতায় দৃঢ়তর। ⑥৬ وَّ -আর ; اِذًا -তখন ; لَّاٰتَيْنٰهُمْ -(لاتينا+هم)-আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রদান করতাম ;

৯৭. এ আয়াতের আওতা ও হুকুম কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনকাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং কিয়ামত পর্যন্ত এর আওতা ও হুকুম সম্প্রসারিত। রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকিছু নিয়ে এসেছেন এবং আল্লাহর হিদায়াত ও দিক-নির্দেশনার অধীনে তিনি যে পথ ও পন্থা অনুসরণ করে চলেছেন, মুসলমানদের জন্য তা-ই চিরন্তন সনদ। আর সেই সনদকে মানা না মানার উপরই কোনো ব্যক্তির মু'মিন হওয়া না হাওয়া নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ (স) একথাটিই নিম্নোক্ত ভাষায় ইরশাদ করেছেন—

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ তার অন্তরের কামনা-বাসনা আমার আনীত বিধানের অনুগত না হবে।"

৯৮. অর্থাৎ তাদের অবস্থা যখন এমন যে, শরীয়াতের অনুসরণে সামান্যতম ক্ষতি বা কষ্ট স্বীকার করতেও তারা রাজী নয়, তাহলে তাদের কাছে বড় ধরনের কোনো ত্যাগ বা কুরবানীর আশা কখনো করা যায় না। তাদের কাছে যদি জীবন দেয়া অথবা ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করার দাবী করা হয়, তাহলেতো তারা তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়াবে এবং ঈমান ও আনুগত্যের পরিবর্তে কুফর ও নাফরমানীর রাস্তা ধরবে।

৯৯. অর্থাৎ তারা যদি সংশয় ও দ্বিধা-সংকোচ পরিত্যাগ করে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে রাসূলের আনুগত্য-অনুসরণের উপর দৃঢ় থাকতো এবং কোনো অবস্থায়ই

مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَٰهُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ○

আমার নিজের পক্ষ থেকে মহান প্রতিদান। ৬৮. এবং অবশ্যই তাদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করতাম।[১০০]

﴿٦٩﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ

৬৯. আর যে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য-অনুসরণ করবে তারাই সাথী হবে এমন লোকদের, আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন

عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّۦنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ

যাদের উপর—নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককারদের মধ্য থেকে,[১০১] আর কতই না উত্তম

مِّن لَّدُنَّا-(من+لدن+نا)-আমার নিজের পক্ষ থেকে ; أَجْرًا-প্রতিদান ; عَظِيمًا-মহান। ﴿٦٨﴾ وَّ-এবং ; لَهَدَيْنَٰهُمْ-(لهدينا+هم)-তাদেরকে প্রদর্শন করতাম ; صِرَٰطًا-পথ ; مُّسْتَقِيمًا-সরল-সঠিক। ﴿٦٩﴾ وَ-আর ; مَنْ-যে ; يُّطِعِ-আনুগত্য-অনুসরণ করবে ; اللَّهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; الرَّسُولَ-(ال+رسول)-রাসূলের ; فَأُولَٰئِكَ-(ف+اولئك)-তারাই ; مَعَ-সাথী হবে ; الَّذِينَ-এমন লোকদের ; أَنْعَمَ-নিয়ামত দান করেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের উপর ; مِّنَ-মধ্য থেকে ; النَّبِيِّنَ-(ال+نبين)-নবীদের ; وَ-ও ; الصِّدِّيقِينَ-(ال+صديقين)-সিদ্দীকদের ; وَ-ও ; الشُّهَدَاءِ-(ال+شهداء)-শহীদদের ; وَ-এবং ; الصَّٰلِحِينَ-(ال+صلحين)-নেককারদের ; وَ-আর ; حَسُنَ-কতোই না উত্তম ;

দোদুল্যমান না হতো, তাহলে অনিশ্চয়তা থেকে তাদের জীবন মুক্তি পেতো। তাদের চিন্তা-চেতনা, চরিত্র ও মুয়ামেলা তথা লেনদেন সবকিছুই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্থায়ী বুনিয়াদের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো।

১০০. অর্থাৎ তারা যদি সংশয় ঝেড়ে ফেলে ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে রাসূলের আনুগত্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের সামনে সাধনা ও কর্মের রাজপথ সুস্পষ্ট হয়ে পড়তো এবং তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট ভেসে উঠতো যে, তারা তাদের শক্তি-সামর্থ কোন্ পথে ব্যয় করছে, যাতে করে তাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ মূল লক্ষ্যপানে ধাবিত হতো।

১০১. এর অর্থ হলো, সে আখেরাতে উল্লেখিত মহান ব্যক্তিদের সাথী হবে—এটা নয় যে, সে নিজ কর্মের বদৌলতে নবী হয়ে যাবে।

أُولَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

তারা সাথী হিসেবে।[১০২] ৭০. এটা হলো আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ, আর সর্বজ্ঞানী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

أُولَٰٓئِكَ –তারা ; رَفِيقًا –সাথী হিসেবে। ৭০ ذَٰلِكَ –এটা হলো ; ٱلْفَضْلُ –(ال+فضل)- অনুগ্রহ ; مِنَ –পক্ষ থেকে ; ٱللَّهِ –আল্লাহর ; وَ –আর ; كَفَىٰ –যথেষ্ট ; بِٱللَّهِ –(ب+ اللّٰه)-আল্লাহই ; عَلِيمًا –সর্বজ্ঞানী হিসেবে।

'সিদ্দীক' অর্থ কঠোর সত্যপন্থী, যার মধ্যে সত্যপ্রিয়তা ও সত্যানুসরণ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সে আন্তরিকতার সাথে সত্যের পক্ষে দাঁড়ায় এবং সত্য বিরোধীর মুকাবিলায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়।

'শহীদ' শব্দের মূল অর্থ সাক্ষী। যে ব্যক্তি নিজের ঈমান বা বিশ্বাসের সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করে নিজের পুরো জীবনের কর্মের মাধ্যমে। আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে জীবন দানকারীকে এ অর্থেই 'শহীদ' বলা হয়। সে নিজের জীবন দিয়েও প্রমাণ করে যে, সে যেটার উপর ঈমান এনেছে তাকে আন্তরিকভাবে হক জেনেই তার জন্য জীবন দিয়েছে।

'সালেহ' অর্থ সেই ব্যক্তি, যে নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও আকীদা-বিশ্বাস, নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও কথা-কাজে সঠিক পথে থাকে। মোটকথা, জীবনের প্রত্যেকটি স্তর ও পর্যায়ে সে সত্য-সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে।

১০২. অর্থাৎ সেই মানুষটি মূলতই সৌভাগ্যবান, পৃথিবীতে এমন লোক যার সাথী-সঙ্গী হয় এবং আখেরাতেও তাঁদের সঙ্গ লাভ হয়। কারো বিবেক-অনুভূতি যদি বিলোপ হয়ে গিয়ে থাকে তবে তা আলাদা কথা, নচেত দুনিয়াতে অসৎ ও মন্দ চরিত্রের লোকদের সাথে জীবন যাপন সত্যিকারভাবে দুনিয়াতেও এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিই বটে। আর আখেরাতে এমন চরিত্রের লোকদের পরিণামের অংশীদার হয়ে সেখানে তাদের সাথী হওয়ার শাস্তির কোনো তুলনাই হতে পারে না।

৯ম রুকূ' (৬০-৭০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুখে মুখে ঈমানের দাবী করে কার্যত বাতিল আদালতে বিচার প্রার্থী হওয়া ঈমানের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

২. কুরআন মাজীদের আইনের উপর আমল করা রাসূলের যুগেই সীমিত নয়। বরং তাঁর অবর্তমানে তাঁর প্রবর্তিত শরয়ী আইনের উপর আমল করা মুসলমানদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত ফরয থাকবে।

৩. রাসূলের যুগে সকল মতবিরোধ ও বিবাদ-বিসম্বাদ নিরসনের জন্য তাঁর মীমাংসা মানা যেমন ফরয ছিলো, তেমনি বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতেও তাঁর শরীয়াতের মীমাংসা মেনে চলা ঈমানের দাবী।

৪. যে কাজ বা কথা মহানবী (স) কর্তৃক কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত তা আমল করতে গিয়ে দ্বিধা-সংকোচ করা ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক।

৫. রাসূলুল্লাহ (স) উম্মতের জন্য শুধুমাত্র একজন সংস্কারক ও নৈতিক পথ-প্রদর্শকই ছিলেন না। বরং তিনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকও ছিলেন।

৬. রাসূল (স) উম্মতের জন্য এমন একজন শাসকও ছিলেন, যাঁর সিদ্ধান্তকে ঈমান ও কুফরের মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৭. জান্নাতের পদমর্যাদা আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

৮. প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলদের সাথে স্থান দেবেন।

৯. দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলদের পরবর্তী মর্যাদায় ভূষিত 'সিদ্দীক'দের সাথে স্থান দেবেন। আর তাঁরা হলেন সুউচ্চ মর্যাদায় ভূষিত সাহাবায়ে কিরাম (রা)।

১০. তৃতীয় শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা শহীদগণের সাথে স্থান দেবেন। শহীদ তাঁরা, যাঁরা আল্লাহর পথে জান-মাল কুরবান করেছেন।

১১. চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা থাকবে 'সালেহ' তথা নেককারদের সাথে। এমন লোককে 'সালেহ' বলা হয়—যাঁরা প্রকাশ্য ও গোপন সব ক্ষেত্রেই সৎকর্মের যথার্থ অনুসারী।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১০
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা-৬

৭১ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ۝

৭১. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো,[১০৩] অতপর বের হয়ে পড়ো দলে দলে অথবা বের হয়ে যাও এক সাথে।

৭২ وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ

৭২. তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে অবশ্যই গড়িমসি করবে ;[১০৪] অতপর তোমাদের কোনো বিপদ ঘটলে বলবে—

(৭১) يَاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; خُذُوْا-তোমরা গ্রহণ করো ; حِذْرَكُمْ-(حذر+كم)-তোমাদের প্রস্তুতি ; فَانْفِرُوْا-(ف+انفروا)-অতপর বের হয়ে পড়ো ; ثُبَاتٍ-দলে দলে ; اَوِ-অথবা ; انْفِرُوْا-বের হয়ে যাও ; جَمِيْعًا-এক সাথে। (৭২) وَ-আর ; اِنَّ مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যে আছে ; لَمَنْ-(ل+من)-এমন লোকও যে ; لَّيُبَطِّئَنَّ-অবশ্যই গড়িমসি করবে ; فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ-(ف+ان+اصاب+كم)-অতপর তোমাদের ঘটলে ; مُّصِيْبَةٌ-কোনো বিপদ ; قَالَ-বলবে ;

১০৩. প্রকাশ থাকে যে, এ নির্দেশ সেই কঠিন সময়ে নাযিল হয়েছে, যখন উহুদের যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর মদীনার আশপাশের গোত্রগুলোর সাহস বেড়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানরা চারদিক থেকে বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলো। প্রায় প্রতিদিনই সংবাদ আসতে লাগলো যে, অমুক গোত্র বিগড়ে গেছে, অমুক গোত্র দুশমনী শুরু করেছে, অমুক স্থানে আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে ; মুসলমানদের সাথে একের পর এক বিশ্বাসঘাতকতা করা শুরু হয়েছে। মুসলমান মুবাল্লিগদেরকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে ধোঁকায় ফেলে হত্যা করা হচ্ছে। মদীনার বাইরে মুসলমানদের জানমাল নিরাপদ রইলো না। এমতাবস্থায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে একটি জোর প্রচেষ্টা ও মরণপণ সংগ্রাম পরিচালনা আবশ্যক হয়ে পড়েছিলো, যাতে করে এসব বিপদ-মসীবতের সয়লাবে ইসলামের এ আন্দোলন মিটে না যায়।

১০৪. এর একটি অর্থ এটাও হতে পারে যে, নিজেতো গড়িমসি করেই আবার অন্যদের মধ্যেও ভয়ের সঞ্চার করে দেয় এবং তাদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার জন্য এমন সব কথা বলে যে, তারা নিজেদের স্থানে অনড় হয়ে বসে থাকে।

قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿٧٣﴾ وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ

নিসন্দেহে আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যেহেতু আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না। ৭৩. আর যদি তোমাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ আসে

مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ

আল্লাহর পক্ষ থেকে, সে অবশ্যই বলবে—যেন তার ও তোমাদের মধ্যে কোনো সুসম্পর্কই ছিলো না—হায়! যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম

فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ

তাহলে আমিও বিরাট সফলতা লাভ করতাম। ৭৪. অতএব আল্লাহর পথে তাদের লড়াই করা উচিত যারা বিক্রি করে দেয়

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ

দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে;[১০৫] আর যে লড়াই করে আল্লাহর পথে তাতে সে নিহত হয়, অথবা বিজয়ী হয়

قَدْ اَنْعَمَ–নিসন্দেহে অনুগ্রহ করেছেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; عَلَيَّ–আমার প্রতি ; اِذْ–যেহেতু ; لَمْ اَكُنْ–আমি ছিলাম না ; مَعَهُمْ–(مع+هم)-তাদের সাথে ; شَهِيْدًا–উপস্থিত। ﴿٧٣﴾ وَ–আর ; لَئِنْ–যদি ; اَصَابَكُمْ–(اصاب+كم)-তোমাদের প্রতি আসে ; فَضْلٌ–কোনো অনুগ্রহ ; مِّنَ–পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; لَيَقُوْلَنَّ–সে অবশ্যই বলবে ; كَاَنْ–যেন ; لَّمْ تَكُنْ–ছিলো না ; بَيْنَكُمْ–(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; وَ–ও ; بَيْنَهٗ–(بين+ه)-তার মধ্যে ; مَوَدَّةٌ–কোনো সুসম্পর্ক ; يٰلَيْتَنِيْ–(يا+ليت+نى)-হায় যদি আমি ; كُنْتُ–থাকতাম ; مَعَهُمْ–(مع+هم)-তাদের সাথে ; فَاَفُوْزَ–(ف+افوز)-তাহলে আমিও লাভ করতাম ; فَوْزًا–সফলতা ; عَظِيْمًا–বিরাট। ﴿٧٤﴾ فَلْيُقَاتِلْ–(ف+ليقاتل)-অতএব তাদের লড়াই করা উচিত ; فِيْ سَبِيْلِ–(فى+سبيل)-পথে ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; الَّذِيْنَ–যারা ; يَشْرُوْنَ–বিক্রি করে ; الْحَيٰوةَ–(ال+حيوة)-জীবনকে ; الدُّنْيَا–(ال+دنيا)-দুনিয়ার জীবনকে ; بِالْاٰخِرَةِ–(ب+ال+اخرة)-আখেরাতের বিনিময়ে ; وَ–আর ; مَنْ–যে ; يُّقَاتِلْ–লড়াই করে ; فِيْ–পথে ; سَبِيْلِ–পথে ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; فَيُقْتَلْ–(ف+يقتل)-তাতে সে নিহত হয় ; اَوْ–অথবা ; يَغْلِبْ–বিজয়ী হয়।

فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

আমি অবশ্যই তাকে প্রদান করবো মহান প্রতিদান। ৭৫. আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা লড়াই করছো না আল্লাহর পথে

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ

এবং দুর্বল-অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য যারা বলছে

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে বের করে নিন এ লোকালয় থেকে যার অধিবাসীগণ যালেম এবং আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিন

مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ الَّذِينَ آمَنُوا

আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক আর আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিন একজন সাহায্যকারী[১০৬]। ৭৬. যারা ঈমান এনেছে

فَسَوْفَ-(ف+سوف)-অবশ্যই ; نُؤْتِيهِ-(نؤتى+ه)-তাকে প্রদান করবো ; أَجْرًا-প্রতিদান ; عَظِيمًا-মহান। ﴿٧٥﴾ وَ-আর ; مَا-কি হলো ; لَكُمْ-তোমাদের ; لَاتُقَاتِلُونَ-তোমরা লড়াই করছো না ; فِي سَبِيلِ-পথে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; الْمُسْتَضْعَفِينَ-(ال+مستضعفين)-দুর্বল অসহায় ; مِنَ الرِّجَالِ-(من+ال+رجال)-পুরুষদের মধ্যে ; وَ-এবং ; النِّسَاءِ-(ال+نساء)-নারীদের (মধ্যে) ; وَ-ও ; الْوِلْدَانِ-শিশুদের মধ্য থেকে ; الَّذِينَ-যারা ; يَقُولُونَ-বলছে ; رَبَّنَا-(رب+نا)-হে আমাদের প্রতিপালক ; أَخْرِجْنَا-(اخرج+نا)-আমাদেরকে বের করে নিন ; مِنْ-থেকে ; هَٰذِهِ-এ ; الْقَرْيَةِ-(ال+قرية)-লোকালয় ; الظَّالِمِ-(ال+ظالم)-যালেম ; أَهْلُهَا-(اهل+ها)-যার অধিবাসীগণ ; وَ-এবং ; اجْعَلْ-নির্ধারণ করে দিন ; لَنَا-আমাদের জন্য ; مِنْ-থেকে ; لَدُنْكَ-(لدن+ك)-আপনার পক্ষ ; وَلِيًّا-একজন অভিভাবক ; وَ-আর ; اجْعَلْ-নির্ধারণ করে দিন ; لَنَا-আমাদের জন্য ; مِنْ-থেকে ; لَدُنْكَ-আপনার পক্ষ ; نَصِيرًا-একজন সাহায্যকারী। ﴿٧٦﴾ الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ;

১০৫. অর্থাৎ আল্লাহর পথে লড়াই করা দুনিয়া-পূজারী লোকদের কাজই নয়। এটাতো এমন লোকদের কাজ যাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই থাকে। যারা আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর পরিপূর্ণ ঈমান রাখে এবং দুনিয়াতে নিজেদের সফলতা

يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ

তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে। আর যারা কুফরী করেছে
তারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে[১০৭]

فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۟

সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করো শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে ;
নিশ্চয় শয়তানের কূট-কৌশল নিতান্তই দুর্বল।[১০৮]

يُقَاتِلُوْنَ -তারা যুদ্ধ করে ; فِيْ سَبِيْلِ -(فى+سبيل)-পথে ; اللّٰهِ -আল্লাহর ; وَ -আর ; الَّذِيْنَ -যারা ; كَفَرُوْا -কুফরী করেছে ; يُقَاتِلُوْنَ -তারা যুদ্ধ করে ; فِيْ سَبِيْلِ -পথে ; الطَّاغُوْتِ -(ال+طاغوت)-তাগূতের ; فَقَاتِلُوْا -(ف+قاتلوا)-সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করো ; اَوْلِيَاءَ -বন্ধুদের বিরুদ্ধে ; الشَّيْطٰنِ -(ال+شيطان)-শয়তানের ; اِنَّ -নিশ্চয়ই ; كَيْدَ -কূট-কৌশল ; الشَّيْطٰنِ -শয়তানের ; كَانَ ضَعِيْفًا -(كان+ضعيفا)-নিতান্তই দুর্বল।

ও সচ্ছলতার সমস্ত সম্ভাবনা ও নিজেদের সাকুল্য জাগতিক সম্পদকে শুধুমাত্র এ লক্ষ্যেই কুরবান করতে প্রস্তুত হয়ে যায় যে, তার প্রতিপালক তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের ত্যাগ ও কুরবানী এ দুনিয়াতে না হোক আখেরাতে অবশ্যই বিফলে যাবে না। আর যাদের লক্ষ্য শুধু জাগতিক লাভ এবং এটাই তাদের নিকট প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাদের জন্য মূলতই এ পথ নয়।

১০৬. এখানে সেসব নির্যাতিত-নিপীড়িত নারী, পুরুষ ও শিশুদের দিকে ইংগীত করা হয়েছে যারা মক্কা এবং বিভিন্ন আরব গোত্রের মধ্য থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু তারা হিজরত করতে সমর্থ হয়নি এবং নিজেদেরকে যুলম-অত্যাচার থেকে বাঁচানোর শক্তিও তাদের নেই। এরা ছিলো কাফের-মুশরিকদের নিত্য-নতুন নির্যাতনের লক্ষ্যস্থল। এরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে যে, আল্লাহ যেন কাউকে পাঠিয়ে তাদেরকে নির্যাতন থেকে রেহাই দেন।

১০৭. এটা আল্লাহ তাআলার একটি স্থায়ী সিদ্ধান্ত। আল্লাহর পথে এ উদ্দেশ্যে লড়াই করা যে, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হোক—এটা একমাত্র মু'মিনদেরই কাজ। আর যে সত্যিকার অর্থে মু'মিন, সে এমন কাজ থেকে বঞ্চিত থাকতেই পারে না। আর তাগূতের পথে এ লক্ষ্যে লড়াই করা যে, আল্লাহরই যমীনে আল্লাহদ্রোহীদের রাজত্ব কায়েম হোক—এটা কাফেরদের কাজ। কোনো ঈমানদার ব্যক্তি এমন করতে পারে না।

১০৮. অর্থাৎ শয়তান ও তার সাথীরা বাহ্যিকভাবে পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে এগিয়ে আসে এবং সূক্ষ্ম কূট-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে ; কিন্তু ঈমানদাররা যেন এতে ভীত হয়ে না পড়ে—অবশেষে তাদের পরিণাম ব্যর্থতাই হয়ে থাকে।

১০ রুকূ' (৭১-৭৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর পথে লড়াই করার জন্য সমসাময়িক যুগের প্রচলিত প্রযোজ্য অস্ত্র-শস্ত্র অবশ্যই যোগাড় করতে হবে।

২. জাতি-ধর্ম, নির্বিশেষে নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য অবশ্যই লড়াই করতে হবে।

৩. বাহ্যিক উপকরণ সংগ্রহ করা 'তাওয়াক্কুল' বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়।

৪. যুদ্ধোপকরণ মূলত মানসিক স্বস্থির জন্য, নচেত এর দ্বারা বিজয় নিশ্চিত একথা বলা যায় না।

৫. উৎপীড়িতের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয।

৬. আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা সকল বিপদের অমোঘ প্রতিকার।

৭. মু'মিনরা লড়াই করে আল্লাহর পথে। কারণ পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই তাদের লক্ষ্য।

৮. কাফেররা লড়াই করে তাগূতের পথে। কারণ তাদের বাসনা থাকে কুফরী তথা পৈশাচিক শক্তি প্রতিষ্ঠা করে কুফর ও শিরক-এর বিস্তার ঘটানো।

৯. শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল হয়ে থাকে, সুতরাং শয়তান ও তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে মু'মিনদের দ্বিধা-সংকোচের কোনো কারণ নেই।

১০. প্রকৃত মু'মিন হলে এবং লড়াই খালেস আল্লাহর পথে হলে তবেই শয়তানের কূট-কৌশল দুর্বল হবে, নচেত নয়।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১১
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-১১

৭৭ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ

৭৭. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যাদের বলা হয়েছিলো তোমরা তোমাদের হাত সংবরণ করো ও নামায কায়েম করো,

وَآتُوا الزَّكَوٰةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ

এবং যাকাত দাও ; অতপর তাদের উপর যখন যুদ্ধ ফরয করা হলো তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল

يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا

মানুষকে ভয় করতে লাগলো আল্লাহকে ভয় করার মতো, অথবা তার চেয়েও অধিক ভয়[১০৯] এবং বলতে শুরু করলো—হে আমাদের প্রতিপালক !

৭৭ أَلَمْ تَرَ-(ا+لم تر)-আপনি কি লক্ষ্য করেননি ; إِلَى -প্রতি ; الَّذِينَ -তাদের, যাদেরকে ; قِيلَ -বলা হয়েছিলো ; لَهُمْ-যাদের ; كُفُّوا -তোমরা সংবরণ করো ; أَيْدِيَكُمْ-(ايدى+كم)-তোমাদের হাত ; وَ-ও ; أَقِيمُوا-কায়েম করো ; الصَّلَوٰةَ-(ال+صلوة)-নামায ; وَ -এবং ; آتُوا -দাও ; الزَّكَوٰةَ -যাকাত ; فَلَمَّا-(ف+لما)-অতপর যখন ; كُتِبَ -ফরয করা হলো ; عَلَيْهِمُ -তাদের উপর ; الْقِتَالُ-(ال+قتال)-যুদ্ধ ; إِذَا -তখন ; فَرِيقٌ -একটি দল ; مِنْهُمْ -তাদের মধ্য হতে ; يَخْشَوْنَ -ভয় করতে লাগলো ; النَّاسَ -মানুষকে ; كَخَشْيَةِ-(ك+خشية)-ভয় করার মতো ; اللَّهِ -আল্লাহকে ; أَوْ -অথবা ; أَشَدَّ -তার চেয়েও অধিক ; خَشْيَةً -ভয় ; وَ -আর ; قَالُوا -বলতে শুরু করলো ; رَبَّنَا-(رب+نا)-হে আমাদের প্রতিপালক ;

১০৯. এ আয়াতের তিনটি অর্থ হতে পারে এবং তিনটি অর্থই নিজ নিজ স্থানে প্রযোজ্য—

প্রথম অর্থ হলে., এসব লোকেরা যুদ্ধের জন্য অস্থির হয়েছিলো। তারা বলাবলি করছিলো যে, আমাদের উপর যুলম করা হচ্ছে, আমাদেরকে মেরে ফেলা হচ্ছে, আমাদেরকে গালি দেয়া হচ্ছে, আর কতকাল আমরা ধৈর্য ধরবো, আমাদের পিট দেয়ালে ঠেকে গেছে, আমাদের অস্ত্র ধরার অনুমতি প্রদান করা হোক। তখন তাদেরকে

لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۗ قُلْ

আমাদের উপর যুদ্ধ কেন ফরয করলেন ? আমাদেরকে যদি আরও কিছুকাল অবকাশ দিতেন ! আপনি বলে দিন—

مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۗ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

দুনিয়ার ভোগ্য দ্রব্য নিতান্তই সামান্য, আর যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখেরাত উত্তম ; আর তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও যুল্‌ম করা হবে না।[১১০]

لِمَا –কেন ; كَتَبْتَ –ফরয করলেন ; عَلَيْنَا –আমাদের উপর ; الْقِتَالَ –যুদ্ধ ; لَوْلَآ –যদি ; اَخَّرْتَنَآ –আমাদেরকে অবকাশ দিতেন ; اِلٰٓى –পর্যন্ত ; اَجَلٍ قَرِيْبٍ –(اجل+قريب)-কিছুকাল ; قُلْ –আপনি বলে দিন ; مَتَاعُ –ভোগ্য দ্রব্য ; الدُّنْيَا –(ال+دنيا)-দুনিয়ার ; قَلِيْلٌ –নিতান্তই সামান্য ; وَ –আর ; الْاٰخِرَةُ –(ال+اخرة)-আখেরাত ; خَيْرٌ –উত্তম ; لِّمَنِ –(ل+من)-তার জন্য, যে ; اتَّقٰى –তাকওয়া অবলম্বন করে ; وَ –আর ; لَاتُظْلَمُوْنَ –তোমাদের প্রতি যুল্‌ম করা হবে না ; فَتِيْلًا –বিন্দুমাত্রও।

বলা হয়েছিলো—নামায ও যাকাতের মাধ্যমে আত্মসংশোধন করে যেতে থাকো। কিন্তু তখন সবরের এ নির্দেশ তাদের কাছে কষ্টকর মনে হচ্ছিল। আর যখন তাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হলো, তখন তাদের মধ্যকার একটি অংশ যারা যুদ্ধের অনুমতি চেয়েছিলো—যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে আতংকিত হয়ে পড়লো।

দ্বিতীয় অর্থ হলো—যখন শুধুমাত্র নামায ও যাকাত এমনি ধরনের নিরাপদ কাজের নির্দেশ ছিলো তখন তারা পাক্কা দীনদার ছিলো, আর যখনই যুদ্ধের নির্দেশ আসলো এবং জীবনের ঝুঁকি আসলো তখন তাদের কম্পনের মাত্রা বেড়ে গেলো।

তৃতীয় অর্থ হলো—লুটপাট ও স্বার্থ হাসিলের জন্য তাদের তরবারী সর্বদা কোষমুক্ত থাকতো, তখন তাদেরকে রক্তপাত থেকে বিরত রাখার জন্য নামায ও যাকাতের মাধ্যমে নিজের আত্মিক সংশোধন করার হুকুম দেয়া হয়েছিলো। অতপর যখন আল্লাহর পথে তরবারী উত্তোলনের হুকুম দেয়া হলো তখন যেসব লোক নিজের স্বার্থে যুদ্ধ করার সময় বীর পুরুষ ছিলো, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে কাপুরুষের পরিচয় দিলো।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাপক অর্থবোধক শব্দাবলী দ্বারা উপরোল্লিখিত তিনটি অর্থই সমানভাবে বুঝায়।

১১০. অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর দীনের খেদমত আনজাম দাও এবং তাঁর পথে প্রাণপাত করো তাহলে তাঁর দরবারে তোমাদের প্রতিদান বিনষ্ট হতে পারে না।

⑱ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ۗ

৭৮. তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গেও থাকো

وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ

আর যদি তাদের কোনো কল্যাণ হয় তারা বলে—এসব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে ;[১১১] আর যদি তাদের কোনো অকল্যাণ হয়

يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ

তারা বলে—এসব কিছু আপনার পক্ষ থেকে, আপনি বলে দিন—সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে ; তাহলে এ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে,

لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ⑲ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ

এরা কোনো কথা বুঝার ধারেকাছেও যায় না ? ৭৯. যা কিছু কল্যাণ তোমার হয় তা আল্লাহর কাছে থেকেই,

⑱ أَيْنَ –যেখানেই ; مَا تَكُونُوا –তোমরা থাকো না কেন ; يُدْرِكْكُمُ –(يدرك+كم)- তোমাদের নাগাল পাবেই ; الْمَوْتُ –(ال+موت)-মৃত্যু ; وَلَوْ –যদি ; كُنْتُمْ –তোমরা থাকো ; فِي بُرُوجٍ –(فى+بروج)-দুর্গেও ; مُشَيَّدَةٍ –সুদৃঢ়। وَ –আর ; إِنْ –যদি ; تُصِبْهُمْ –তাদের হয় বা পৌঁছে ; حَسَنَةٌ –কোনো কল্যাণ ; يَقُولُوا –তারা বলে ; هَٰذِهِ –এসব কিছু ; مِنْ –থেকে ; عِنْدِ –পক্ষ ; اللَّهِ –আল্লাহর ; وَ –আর ; إِنْ –যদি ; تُصِبْهُمْ –তাদের হয় ; سَيِّئَةٌ –অকল্যাণ ; يَقُولُوا –তারা বলে ; هَٰذِهِ –এসব কিছু ; مِنْ –থেকে ; عِنْدِكَ –(عند+ك) -আপনার পক্ষ ; قُلْ –আপনি বলে দিন ; كُلٌّ –সবকিছু ; مِنْ –থেকে ; عِنْدِ –পক্ষ ; اللَّهِ –আল্লাহর ; فَمَالِ –তাহলে কি হয়েছে ; هَٰؤُلَاءِ –এসব ; الْقَوْمِ –(ال+قوم)-সম্প্রদায়ের ; لَا يَكَادُونَ – তারা নিকটবর্তী হয় না, ধারেকাছেও যায় না ; يَفْقَهُونَ –বুঝার/তারা বুঝবে ; حَدِيثًا –কোনো কথা। ⑲ مَا –যা কিছু ; أَصَابَكَ –(اصاب+ك)-আপনার হয় ; مِنْ –থেকে ; حَسَنَةٍ –কল্যাণ ; فَمِنَ اللَّهِ –(ف+من+الله)-আল্লাহর কাছ থেকেই ;

১১১. অর্থাৎ যখন তোমাদের বিজয় ও সফলতা আসে তখন তোমরা তাকে আল্লাহর অনুগ্রহ গণ্য করে থাকো, তখন এটা ভুলে যাও যে, আল্লাহ তাঁর নবীর কারণেই এ

وَمَآ أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۚ

আর অকল্যাণ যা কিছু হয় তা তোমার নিজের কারণে আর
আমি আপনাকে মানুষের জন্য রাসূল হিসেবেই পাঠিয়েছি

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٨٠﴾ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى

আর সাথী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। ৮০. যে কেউ রাসূলের আনুগত্য করেছে সে
নিসন্দেহে আল্লাহর আনুগত্য করেছে ; আর যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে

فَمَآ أَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿٨١﴾ وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۡ فَإِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ

তবে আমিতো আপনাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি।[১১২] ৮১. আর তারা বলে—আনুগত্য
(করি), অতপর যখন তারা আপনার কাছ থেকে বের হয়ে যায়

بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ۖ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ

তখন তাদের একটি দল রাতে গোপন পরামর্শ করে যা আপনি বলেন তার বিপরীত।
আর আল্লাহ লিখে রাখেন যা তারা রাতে পরামর্শ করে।

وَ–আর ; مَآ–যা কিছু ; أَصَابَكَ–(اصاب+ك)-তোমার হয় ; مِنْ سَيِّئَةٍ–অকল্যাণ ;
فَمِنْ نَّفْسِكَ–(ف+من+نفس+ك)-তোমার নিজের কারণে ; وَ–আর ; أَرْسَلْنٰكَ–(ارسلنا+
ك) আপনাকে পাঠিয়েছি ; لِلنَّاسِ–(ل+ال+ناس)-মানুষের জন্য ; رَسُوْلًا–রাসূল
হিসেবে ; وَ–আর ; كَفٰى–যথেষ্ট ; بِاللّٰهِ–(ب+الله)-আল্লাহই ; شَهِيْدًا–সাক্ষী
হিসেবে। ৮০ مَنْ–যে কেউ ; يُّطِعِ–আনুগত্য করেছে ; الرَّسُوْلَ–(ال+رسول)-
রাসূলের ; فَقَدْ أَطَاعَ–(ف+قد+اطاع)-সে নিসন্দেহে আনুগত্য করেছে ; اللّٰهَ
–আল্লাহর ; وَ–আর ; مَنْ–যে ; تَوَلّٰى–মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ; فَمَآ أَرْسَلْنٰكَ–(ف+
ما+ارسلنا+ك)-তবে আমি আপনাকে পাঠাইনি ; عَلَيْهِمْ–(على+هم)-তাদের উপর ;
حَفِيْظًا–তত্ত্বাবধায়ক করে। ৮১ وَ–আর ; يَقُوْلُوْنَ–তারা বলে ; طَاعَةٌ–আনুগত্য
(করি) ; فَإِذَا–(ف+اذا)-অতপর যখন ; بَرَزُوْا–তারা বের হয়ে যায় ; مِنْ–থেকে ;
عِنْدِكَ–আপনার কাছে ; بَيَّتَ–রাতে গোপন পরমার্শ করে ; طَآئِفَةٌ–একটি দল ;
مِّنْهُمْ–(من+هم)-তাদের মধ্য থেকে ; غَيْرَ–বিপরীত ; الَّذِيْ–যা ; تَقُوْلُ–আপনি
বলেন ; وَ–আর ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; يَكْتُبُ–লিখে রাখেন ; مَا–যা ; يُبَيِّتُوْنَ–তারা
রাতে পরামর্শ করে ;

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ○

সুতরাং আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং ভরসা করুন আল্লাহর উপর। আর কর্ম সম্পাদনকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

٨٢ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ

৮২. তারা কি কুরআনকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষ থেকে হতো, তাহলে তারা অবশ্যই তাতে পেতো

اخْتِلَافًا كَثِيرًا ٨٢ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ

অনেক অসংগতি।[১১৩] ৮৩. আর যখন কোনো নিরাপত্তা বা আশংকার কোনো সংবাদ তাদের কাছে আসে, তখন তারা তা প্রচার করে বেড়ায়;

فَأَعْرِضْ-(ف+اعرض)-সুতরাং আপনি উপেক্ষা করুন; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদেরকে; وَ-এবং; تَوَكَّلْ-ভরসা করুন; عَلَى-উপর; اللّٰه-আল্লাহর; وَ-আর; كَفٰى-যথেষ্ট; بِاللّٰه-(ب+الله)-আল্লাহই; وَكِيْلًا-কর্ম সম্পাদনকারী। ٨٢ أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ-(ا+ف+لا+يتدبرون)-তারা গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করে না? الْقُرْآنَ-(ال+قران)-কুরআনকে নিয়ে; وَ-আর; لَوْ-যদি; كَانَ-হতো; مِنْ-থেকে; عِنْدِ-নিকট; غَيْرِ-ছাড়া কারো; اللّٰه-আল্লাহ; لَوَجَدُوْا-(ل+و+جدوا)-তাহলে তারা অবশ্যই পেতো; فِيْهِ-তাতে; اخْتِلَافًا-অসংগতি; كَثِيْرًا-অনেক। ٨٣ وَ-আর; إِذَا-যখন; جَاءَهُمْ-(جاء+هم)-তাদের নিকট আসে; أَمْرٌ-কোনো সংবাদ; مِنَ الْأَمْنِ-(من+ال+امن)-নিরাপত্তার; أَوِ-অথবা; الْخَوْفِ-(ال+خوف)-আশংকার; أَذَاعُوْا-তারা প্রচার করে বেড়ায়; بِهِ-তা;

অনুগ্রহ তোমাদের উপর করেছেন। আর যখন কোথাও নিজেদের দুর্বলতা বা ভুলের জন্য পরাজয়ের গ্লানি পোহাতে হয় তখন সব দোষ নবীর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হতে চাও।

১১২. অর্থাৎ এরা নিজেরাই নিজেদের কর্মের জন্য দায়ী। তাদের কর্মের দায় আপনাকে বহন করতে হবে না। আপনাকে শুধু এ দায়িত্বই দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর বিধানসমূহ এবং হিদায়াত তাদের কাছে পৌঁছে দিন। এ কাজ আপনি যথাযথ আনজাম দিয়েছেন, এখন তাদেরকে হাত ধরে বলপূর্বক সঠিক পথে নিয়ে আসা আপনার দায়িত্ব নয়। তারা যদি আপনার প্রদর্শিত হিদায়াত অনুসরণ না করে, তার কোনো দায়-দায়িত্ব আপনার নেই। আপনাকে এটা জিজ্ঞেস করা হবে না যে, এরা নাফরমানী করছে কেন?

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ

তবে যদি তারা রাসূল ও তাদের মধ্যকার দায়িত্বশীলের কাছে তা পৌঁছে দিতো তাহলে অবশ্যই সে সম্পর্কে তারা জানতে পারতো, যারা

يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ

তাদের মধ্যে তথ্য অনুসন্ধান করে ;[১১৪] আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকতো, তাহলে নিশ্চিত তোমরা শয়তানের অনুসরণ করতে

وَ–তবে ; لَوْ–যদি ; رَدُّوهُ–(ردوا+ه)-তারা তা পৌঁছে দিতো ; إِلَى–কাছে ; الرَّسُولِ–রাসূলের ; وَ–ও ; إِلَى–কাছে ; أُولِي الْأَمْرِ–(اولى+ال+امر)-দায়িত্বশীলের ; مِنْهُمْ–তাদের মধ্যকার ; لَعَلِمَهُ–(ل+علم+ه)-তাহলে অবশ্যই তা জানতে পারতো ; الَّذِينَ–যারা ; يَسْتَنْبِطُونَهُ–(يستنبطون+ه)-তথ্য অনুসন্ধান করে ; مِنْهُمْ–তাদের মধ্যে ; وَ–আর ; لَوْلَا–(لو+لا)-যদি না থাকতো ; فَضْلُ–অনুগ্রহ ; اللَّهِ-আল্লাহ ; عَلَيْكُمْ–(على+كم)-তোমাদের উপর ; وَ–ও ; رَحْمَتُهُ–তাঁর রহমত ; لَاتَّبَعْتُمُ–(ل+اتبعتم)-নিশ্চিত তোমরা অনুসরণ করতে ; الشَّيْطَانَ–(ال+شيطن)-শয়তানের ;

১১৩. মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকদের আচরণ সম্পর্কে ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহে আলোচনার পর এখানে তাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, এরা যে কুরআন মাজীদ সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে রয়েছে। কুরআন মাজীদ যে সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর কিতাব তার সাক্ষী কুরআন মাজীদ নিজেই। কুরআন মাজীদ গভীরভাবে অধ্যয়ন করলেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটা আল্লাহর কালাম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কারণ কোনো মানুষের পক্ষে এমন কিছু সম্ভব নয় যে, সে বছরের পর বছর বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য পেশ করবে এবং তার পূর্বাপর সমস্ত বক্তব্যই সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ হবে—বক্তব্যের কোনো অংশ অন্য কোনো অংশের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না এবং তাতে মত পরিবর্তনের কোনো চিহ্নমাত্র থাকবে না। বক্তার মানসিক অবস্থার কোনো প্রতিফলন তাতে দেখা যাবে না। এ ধরনের কোনো বক্তব্য দেয়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

১১৪. এ সময় মদীনায় হাংগামার পরিবেশ বিরাজিত ছিলো। চারিদিকে বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে পড়ছিলো। কখনো কোনো মিথ্যা-আশংকাজনক খবর ছড়িয়ে পড়তো যাতে চারিদিকে ভীতি ছড়িয়ে পড়তো। আবার কখনো শত্রুরা বিপজ্জনক খবর গোপন করে সন্তোষজনক খবর পাঠাতো এবং তা শুনে সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্ত ও গাফেল হয়ে পড়তো। এসব গুজব ছাড়াবার ব্যাপারে দুষ্ট লোকেরা খুব উৎসাহবোধ করতো। এসব গুজবের পরিণতি কতো মারাত্মক হতে পারে সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না। তাদের কানে কোনো কথা আসলেই তারা রটানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তো।

إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ

অল্পসংখ্যক ছাড়া। ৮৪. অতএব আপনি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন, আপনাকে নিজের সম্পর্কে ছাড়া দায়ী করা হবে না, আর আপনি মু'মিনদের উৎসাহিত করুন।

عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ○

শীঘ্রই আল্লাহ হয়ত তাদের শক্তি খর্ব করে দেবেন, যারা কুফরী করেছে। আর আল্লাহতো শক্তিতে অধিকতর প্রবল এবং শাস্তিদানেও অধিকতর কঠোর।

﴿٨٤﴾ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً

৮৫. যে সুপারিশ করবে ভালো কাজের, তাতে তার অংশ থাকবে। আর যে সুপারিশ করবে কোনো মন্দ কাজের

يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ

তাতেও তার অংশ থাকবে ;[১১৫] আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপরই সতর্ক দৃষ্টিদানকারী। ৮৬. আর যখন তোমরা অভিবাদিত হও

إِلَّا–ছাড়া ; قَلِيلًا–অল্প সংখ্যক। ৮৪ فَقَاتِلْ–(ف+قاتل)-সুতরাং আপনি যুদ্ধ করুন ; فِي سَبِيلِ–(في+سبيل)-পথে ; اللَّهِ–আল্লাহর ; لَا تُكَلَّفُ–আপনাকে দায়ী করা হবে না ; إِلَّا–ছাড়া ; نَفْسَكَ–(نفس+ك)-নিজের সম্পর্কে ; وَ–আর ; حَرِّضِ–আপনি উৎসাহিত করুন ; الْمُؤْمِنِينَ–(ال+مؤمنين)-মু'মিনদেরকে। عَسَى–শীঘ্রই ; اللَّهُ–আল্লাহ ; أَن يَكُفَّ–খর্ব করে দেবেন ; بَأْسَ–শক্তি ; الَّذِينَ–তাদের যারা ; كَفَرُوا–কুফরী করেছে ; وَ–আর ; اللَّهُ–আল্লাহ ; أَشَدُّ–অধিকতর প্রবল ; بَأْسًا–শক্তিতে ; وَ–এবং ; أَشَدُّ–অধিকতর প্রবল ; تَنكِيلًا–শাস্তিদানেও। ৮৫ مَن–যে ; يَشْفَعْ–(সুপারিশ) করবে ; شَفَاعَةً–সুপারিশ ; حَسَنَةً–কোনো ভালো কাজের ; يَكُن–থাকবে ; لَّهُ–তার ; نَصِيبٌ–অংশ ; مِّنْهَا–তা থেকে, তাতে ; وَ–আর ; مَن–যে ; يَشْفَعْ–(সুপারিশ) করবে ; شَفَاعَةً–সুপারিশ ; سَيِّئَةً–কোনো মন্দ কাজের ; يَكُن–থাকবে ; لَّهُ–তার ; كِفْلٌ–অংশ ; مِّنْهَا–তা থেকে, তাতে ; وَ–আর ; كَانَ–হলেন ; اللَّهُ–আল্লাহর ; عَلَىٰ–উপরই ; كُلِّ–প্রত্যেক ; شَيْءٍ–বস্তুর ; مُّقِيتًا–সতর্ক দৃষ্টি দানকারী। ৮৬ وَ–আর ; إِذَا–যখন ; حُيِّيتُم–তোমরা অভিবাদিত হও ; بِتَحِيَّةٍ–সম্মান সহকারে ;

فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝

তখন তোমরাও তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন জানাও অথবা তাই প্রত্যর্পণ করো ;[১১৬] অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

⑧৭ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ

৮৭. আল্লাহ, নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই ;

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝

আর কথায় আল্লাহ থেকে কে অধিক সত্যবাদী ?[১১৭]

فَحَيُّوا-(ف+حيوا)-তখন তোমরাও অভিবাদন জানাও ; بِأَحْسَنَ-(ب+احسن)-উত্তম অভিবাদন জানাও ; مِنْهَا-তার চেয়ে ; أَوْ-অথবা ; رُدُّوهَا-(ردوا+ها)-তাই প্রত্যর্পণ করো ; إِنَّ-অবশ্যই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; كَانَ-আছেন ; عَلَىٰ-উপর ; كُلِّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-বিষয়ে ; حَسِيبًا-হিসাব গ্রহণকারী। ⑧৭ اللَّهُ-আল্লাহ ; لَا-নেই ; إِلَٰهَ-কোনো ইলাহ ; إِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; لَيَجْمَعَنَّكُمْ-(ليجمعن+كم)-অবশ্যই তোমাদেরকে একত্রিত করবেন ; إِلَىٰ يَوْمِ-(الى+يوم)-দিবসে ; الْقِيَامَةِ-(ال+قيمة)-কিয়ামত ; لَا-নেই ; رَيْبَ-সন্দেহের কোনো অবকাশ ; فِيهِ-এতে ; وَ-আর ; مَنْ-কে ; أَصْدَقُ-অধিক সত্যবাদী ; مِنَ-থেকে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; حَدِيثًا-কথায়।

আয়াতে এসব লোককে তিরস্কার করে কঠোরভাবে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং এ থেকে বিরত থাকা ও কোনো কথা শুনলে তা দায়িত্বশীলদের কাছে পৌঁছে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে চুপ করে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১১৫. অর্থাৎ এটা প্রত্যেকেরই নিজ নিজ রুচী ও ভাগ্যের ব্যাপার। কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সত্যের শির ঊর্ধে তুলে ধরার জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত করে তার প্রতিদানও সে পায়। আবার কেউ লোকদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলা, তাদেরকে বুজদিল ও সাহসহীন করা এবং আল্লাহর বাণীকে উচ্চে উঠিয়ে ধরার চেষ্টা সাধনা থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। সুতরাং সে তার শাস্তিও পায়।

১১৬. এ পর্যায়ে মুসলমান ও অমুসলমানদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে পড়েছিলো। এমন আশংকা দেখা দিয়েছিলো যে, মুসলমানরা তাদের সাথে রূঢ় আচরণ না করে

বসে। সে জন্য মুসলমানদেরকে হিদায়াত দান করা হচ্ছে যে, তোমাদের সাথে যারা সম্মানজনক ব্যবহার করে, তোমরাও তাদের সাথে সেরূপ ব্যবহার করো। বরং তার চেয়ে অধিক সৌজন্যতা ও ভদ্রতা সহকারে তাদের সাথে ব্যবহার করো। ভদ্রতার জবাব ভদ্রতার মাধ্যমে দাও। বরং তোমরা অন্যের চেয়ে বেশী ভদ্র ও রুচিশীল হবে। যাদের উপর দুনিয়াকে ন্যায় ও সত্যের পথে আহ্বান জানানোর দায়িত্ব রয়েছে তাদের জন্য বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার সমিচীন নয়। বিরোধীদের রূঢ়তার জবাবে রূঢ়তা প্রদর্শনের দ্বারা নফস পরিতৃপ্ত হলেও তাদেরকে দায়িত্ব প্রদানের যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে তা নিষ্ফল হয়ে যায়।

১১৭. কাফের, মুশরিক ও নাস্তিক্যবাদীদের কর্মকাণ্ডে আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বে কোনো প্রকার রেখাপাত হয় না। আল্লাহ যে এক ও নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক ইলাহ তা এমন এক প্রমাণিত সত্য, যাকে উল্টে দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। সমগ্র মানব জাতি যখন একদিন একত্রিত হবে তখন তারা তা চাক্ষুষ দেখতে পাবে। আল্লাহর কর্তৃত্বের আওতার বাইরে চলে যাওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। সুতরাং এমনটি করার আল্লাহর কোনো প্রয়োজনই নেই যে, কেউ তাঁর পক্ষ হয়ে তাঁর বিরোধীদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করবে এবং তাদের সাথে অসৎ আচরণ করবে।

১১ রুকূ' (৭৭-৮৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সমাজকে পরিশুদ্ধ করার পূর্বে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে হবে।

২. নামায ও যাকাত দ্বারা প্রধানত সমাজ পরিশুদ্ধ হয়। নামায ও যাকাত যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. দুনিয়ার নিয়ামত থেকে আখেরাতের নিয়ামত উত্তম ; কারণ—

০ দুনিয়ার নিয়ামত সীমিত, আখেরাতের নিয়ামত অসীম।

০ দুনিয়ার নিয়ামত অনিত্য, আখেরাতের নিয়ামত নিত্য-অফুরন্ত।

০ দুনিয়ার নিয়ামতের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া আছে। আখেরাতের নিয়ামত তা থেকে মুক্ত।

০ দুনিয়ার নিয়ামত লাভ অনিশ্চিত, আখেরাতের নিয়ামত লাভ মুত্তাকীদের জন্য স্থির নিশ্চিত।

৪. দুনিয়াতে বসবাস ও সম্পদের হিফাযতের জন্য মযবুত গৃহ নির্মাণ তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর ভরসার পরিপন্থী কিংবা শরীয়াত বিরোধী নয়।

৫. দুনিয়াতে মানুষের নিয়ামত লাভ তার প্রাপ্য নয়। বরং তা একান্তই আল্লাহর অনুগ্রহ।

৬. দুনিয়াতে বিপদ-মুসীবত মানুষের কৃতকর্মের ফল। মানুষ যদি কাফের হয়, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ আখেরাতের আযাবের নমুনা স্বরূপ। আর যদি সে মু'মিন হয়, তাহলে তার উপর বিপদাপদ তার গুনাহের কাফ্‌ফারা যা তার আখেরাতে মুক্তির কারণ।

৭. মহানবী (স)-এর নবুওয়াত সমগ্র বিশ্বের জন্য। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের দুনিয়াতে আগমন ঘটবে সবাই তাঁর নবুওয়াতের আওতাধীন।

৮. নেতৃত্বের দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত হবে, তাকে অবশ্যই সকল সিদ্ধান্ত পরামর্শের ভিত্তিতে নিতে হবে।

৯. নেতাকে নানা প্রকার জটিলতার মুখোমুখী হতে হয়, এতে বিচলিত না হয়ে সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করে এগিয়ে যেতে হবে।

১০. কুরআন মাজীদ থেকে শুধুমাত্র তিলাওয়াত নয়, তাদাব্বুর তথা চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই হিদায়াত লাভ করা যাবে।

১১. কুরআন মাজীদ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা সকল মানুষের জন্য কর্তব্য—এটাই কুরআন মাজীদের চাহিদা। শুধুমাত্র ইমাম-মুজতাহিদের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত—এটা মনে করা সংগত নয়। তবে এজন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অপরিহার্য।

১২. চিন্তা-গবেষণা দ্বারা কুরআন মাজীদের জটিল বিষয়ের সমাধান লাভ করাই 'কিয়াস'। কিয়াস শরীয়াতের একটি দলীল।

১৩. কুরআন মাজীদ সকল প্রকার স্ববিরোধিতা ও পার্থক্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র। আর এটাই তার কালামুল্লাহ হওয়ার প্রমাণ।

১৪. যাচাই বা অনুসন্ধান না করে কোনো কথা রটানো গুনাহ।

১৫. 'উলুল আমর' দ্বারা ওলামায়ে কিরাম, ফকীহগণ, শাসন কর্তৃপক্ষকে বুঝানো হয়েছে। শরীয়াতের দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের জন্য ওলামায়ে কিরামের নির্দেশ পালন কর্তব্য।

১৬. যেসব বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ (কুরআন ও হাদীসে) পাওয়া না যায়, সেসব আধুনিক সমস্যাবলী সমাধান কুরআনের আয়াত থেকে ইজতিহাদের নিয়মানুযায়ী সমাধান দিতে হবে।

১৭. রাসূলুল্লাহ (স)-ও দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে হুকুম-আহকাম উদ্ভাবনের দায়িত্ব প্রাপ্ত।

১৮. ইজতিহাদ ও উদ্ভাবন বলিষ্ঠ ধারণা সৃষ্টি করে, নিশ্চিত ও অকাট্য বিশ্বাস নয়।

১৯. সত্য ও কল্যাণের সুপারিশ দ্বারা সুপারিশকারীও যেমন অংশীদার হবে, তেমনি অসত্য ও অকল্যাণের সুপারিশ দ্বারাও সুপারিশকারী অংশীদার হবে।

২০. ইসলামী সালাম বা অভিবাদনের রীতি সকল জাতির অভিবাদন রীতি থেকে উত্তম।

২১. সালামের জবাবে কিছু কল্যাণমূলক শব্দাবলী বাড়িয়ে বলা উত্তম।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১২
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-৪

৮৮ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ط أَتُرِيْدُوْنَ

৮৮. মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমাদের হলো কি ? তোমরা দু দল হয়ে গেলে,[১১৮] অথচ তারা যা উপার্জন করেছে তার ফলে আল্লাহ তাদেরকে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন ;[১১৯] তোমরা কি চাও

৮৮ فَمَا لَكُمْ-(ف+ما+لكم)-তোমাদের কি হলো ; فِي الْمُنٰفِقِيْنَ-(في+ال+منفقين)-মুনাফিকদের ব্যাপারে ; فِئَتَيْنِ-দু দল হয়ে গেলে তোমরা ; وَ-অথচ ; اللهُ-আল্লাহ ; أَرْكَسَهُمْ-(اركس+هم)-তাদেরকে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন ; بِمَا كَسَبُوْا-(ب+ما+كسبوا)-যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্য ; أَتُرِيْدُوْنَ-(ا+تريدون)-তোমরা কি চাও ;

১১৮. এখানে সেসব মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা দারুল ইসলামে হিজরত না করে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সহায়-সম্পদের আকর্ষণে কাফের সমাজে থেকে গিয়েছিলো। কাফেরগণ ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব কাজে লিপ্ত ছিলো, এ মুনাফিকরাও কমবেশী সেসব কাজে লিপ্ত থাকতো। এদের সাথে মুসলমানদের আচরণ কিরূপ হবে তা অত্যন্ত জটিল ছিলো। কারো কারো মতে এরা কালেমা পড়ে, নামায পড়ে ও কুরআন তিলাওয়াত করে সুতরাং তারা মুসলমান। এদের সাথে কাফেরদের মতো আচরণ করা যেতে পারে না। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিয়েছেন। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে হিজরত না করার কারণে মুসলমানদেরকেও মুনাফিকদের মধ্যে গণ্য করেছে, এর কারণ অনুধাবনের জন্য একটি কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় হিজরত করলেন এবং আকারে ছোট হলেও এমন একটি ভূখণ্ড মুসলমানরা পেলো যেখানে তাদের দীন ও ঈমানের চাহিদা পূরণে তারা সক্ষম হলো, তখন অন্য যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা কাফেরদের অধীনস্ত ছিলো তাদেরকে ইসলামী দেশে হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হলো। এমতাবস্থায় যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সহায়-সম্পদের মোহে হিজরত থেকে বিরত থাকলো তাদেরকে মুনাফিক গণ্য করা সংগতই ছিলো। আর যারা মূলতই হিজরত করতে অক্ষম ছিলো তাদের 'মুসতাদআফীন' তথা দুর্বল বলে আখ্যায়িত করা হলো।

যাদেরকে দারুল ইসলামে হিজরত করার আহ্বান জানানোর পরও যারা দারুল হরবে অবস্থান করবে বা দারুল ইসলামে গিয়ে বসবাস করার কোনো বাধা থাকবে না কেবলমাত্র তাদেরকেই মুনাফিক বলা যেতে পারে। এ অবস্থায় যারা দারুল ইসলামে হিজরতও করবে না অথবা দারুল হরবে থেকে তাকে দারুল ইসলামে পরিণত করার

أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝

পথ দেখাতে, যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন ? আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য তুমি কখনো কোনো পথ পাবে না।

۝٨٩ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ

৮৯. তারা কামনা করে—তারা যেমন কুফরী করেছে, তোমরাও যদি সেরূপ কুফরী করো, তাহলে তারা ও তোমরা সমান হয়ে যাবে। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না

حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ

যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে ; অতপর তারা যদি মুখ ফেরায়, তাহলে তাদেরকে ধরো এবং তাদেরকে হত্যা করো—

أَنْ تَهْدُوا–পথ দেখাতে ; مَنْ–যাকে ; أَضَلَّ–পথভ্রষ্ট করেছেন ; اللَّهُ–আল্লাহ ; وَ–আর ; مَنْ–যাকে; يُضْلِلِ–পথভ্রষ্ট করেন ; اللَّهُ–আল্লাহ; فَلَنْ تَجِدَ(ف+لن+ تجد)–তুমি কখনো পাবে না ; لَهُ–তার জন্য ; سَبِيلًا–কোনো পথ। ۝٨٩ وَدُّوا–তারা কামনা করে ; لَوْ–যদি ; تَكْفُرُونَ–তোমরাও সেরূপ কুফরী করো ; كَمَا–যেরূপ ; كَفَرُوا–তারা কুফরী করেছে ; فَتَكُونُونَ(ف+تكونون)–তাহলে তারা ও তোমরা হয়ে যাবে ; سَوَاءً–সমান ; فَلَا تَتَّخِذُوا(ف+لا+تتخذوا)–সুতরাং তোমরা গ্রহণ করো না ; مِنْهُمْ(من+هم)–তাদের মধ্য থেকে কাউকে ; أَوْلِيَاءَ–বন্ধু হিসেবে ; حَتَّىٰ–যতক্ষণ না ; يُهَاجِرُوا–তারা হিজরত করে ; فِي سَبِيلِ(فى+ سبيل)–পথে ; اللَّهِ–আল্লাহর ; فَإِنْ تَوَلَّوْا(ف+ان+تولوا)–অতপর তারা যদি মুখ ফেরায় ; فَخُذُوهُمْ(ف+خذوا+هم)–তাহলে তাদেরকে ধরো ; وَ–এবং ; اقْتُلُوهُمْ(اقتلوا+هم)–তাদেরকে হত্যা করো ;

চেষ্টা-সাধনা করবে না তারা মুনাফিক বলে গণ্য হবে। তবে যদি তাদেরকে হিজরতের জন্য নির্দেশ না দেয়া হয় অথবা তাদের জন্য দারুল ইসলামের দরজা উন্মুক্তই না থাকে, তাহলে সে অবস্থায় তারা মুনাফিক হিসেবে গণ্য হবে না। এমতাবস্থায় যে মুনাফিকসুলভ কোনো কাজ করবে সে-ই মুনাফিক বলে গণ্য হবে।

১১৯. মুনাফিকদের দ্বিমুখী নীতি তথা সুবিধাবাধিতা ও আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়ার বদৌলতে আল্লাহ তাদেরকে আবার সেদিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন, যেদিক থেকে তারা এসেছিলো। ইসলামে আগমনের পর তাদের কর্তব্য ছিলো ঈমান ও ইসলামের স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক সকল প্রকার স্বার্থ ত্যাগ করে আখেরাতের উপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যার ভিত্তিতে হাসিমুখে আখেরাতের জন্য জীবন দিতে

حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

যেখানেই তাদেরকে পাও ;[১২০] এবং তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না।

۝٩٠ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ

৯০. কিন্তু যারা মিলিত হয় এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে, যাদের ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে[১২১] অথবা তারা তোমাদের কাছে (এমন অবস্থায়) আসে যে,

حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

তাদের মন সংকুচিত হয় তোমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে অথবা তাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ; আর আল্লাহ যদি চাইতেন

حَيْثُ-যেখানেই ; وَجَدْتُمُوهُمْ-(وجدتموا+هم)-তাদেরকে তোমরা পাও ; وَ-এবং ; لَا تَتَّخِذُوا-তোমরা গ্রহণ করো না ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্য থেকে কাউকে ; وَلِيًّا-বন্ধু হিসেবে ; وَ-এবং; لَا نَصِيرًا-(لا+نصيرا)-না সাহায্যকারী হিসেবে। (৯০) إِلَّا-কিন্তু ; الَّذِينَ-যারা ; يَصِلُونَ-মিলিত হয় ; إِلَىٰ-সাথে ; قَوْمٍ-এমন এক সম্প্রদায়ের ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; مِيثَاقٌ-চুক্তি রয়েছে ; أَوْ-অথবা ; جَاءُوكُمْ-(جاءوا+كم)-তারা তোমাদের কাছে আসে (এমন অবস্থায়) যে, حَصِرَتْ-সংকুচিত হয় ; صُدُورُهُمْ-(صدور+هم)-তাদের মন ; أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ-(أن+ يقاتلوا+كم)-তোমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে ; أَوْ-অথবা ; يُقَاتِلُوا-যুদ্ধ করতে ; قَوْمَهُمْ-(قوم+هم)-তাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; شَاءَ-চাইবেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ;

পারে, তারা তা অর্জন করতে পারেনি। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের পূর্বেকার বাতিল দীনের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার কোনো অবকাশই নেই।

১২০. মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত কাফেরদের সাথে যেসব মুসলমান নামধারী মুনাফিক সম্পর্ক রাখে এবং ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও হিংসামূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে, এ নির্দেশটি তাদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য।

১২১. এখানে চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন মুনাফিককে গ্রেফতার ও হত্যার আওতা থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ আওতাধীন না করার ব্যতিক্রমটি "তাদেরকে যেখানেই পাও, ধরো এবং হত্যা করো" এ বাক্যের সাথে সম্পর্কিত—

لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا

তাদেরকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতেন, যার ফলে তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতোই সুতরাং তারা যদি তোমাদের থেকে দূরে সরে থাকে এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, আর প্রস্তাব দেয়

اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿٩١﴾ سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ

তোমাদের প্রতি শান্তির, তাহলে আল্লাহ রাখেননি কোনো পথ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে। ৯১. তোমরা শীঘ্রই অপর কিছু লোক পাবে যারা চায়

اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْۤا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ

তোমাদের থেকেও নিরাপদে থাকতে এবং তাদের সম্প্রদায় থেকেও ; যখনই তারা ফিতনা-ফাসাদের দিকে আকর্ষিত হয়, তাদেরকে তাতে নিয়োজিত করা যায় ;

لَسَلَّطَهُمْ -(ل+سلط+هم)-তাদেরকে চাপিয়ে ; عَلَيْكُمْ -তোমাদের উপর ; فَلَقٰتَلُوْكُمْ -(ف+لقتلوا+كم)-যার ফলে তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতোই ; فَاِنِ -(ف+ان)-সুতরাং যদি ; اعْتَزَلُوْكُمْ -(اعتزلو+كم)-তোমাদের থেকে দূরে সরে থাকে ; فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ -(ف+لم+يقاتلوا+كم)-এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে ; وَ -এবং ; اَلْقَوْا -প্রস্তাব দেয় ; اِلَيْكُمْ -(الى+كم)-তোমাদের প্রতি ; السَّلَمَ -শান্তির ; فَمَا جَعَلَ -(ف+ما+جعل)-তাহলে রাখেননি ; اللّٰهُ -আল্লাহ ; لَكُمْ -তোমাদের জন্য ; عَلَيْهِمْ -তাদের বিরুদ্ধে ; سَبِيْلًا -কোনো পথ। ৯১ سَتَجِدُوْنَ -(س+تجدون)-তোমরা শীঘ্রই পাবে ; اٰخَرِيْنَ -অপর কিছু লোক ; يُرِيْدُوْنَ -যারা চায় ; اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ -(ان+يامنوا+كم)-তোমাদের থেকেও নিরাপদ থাকতে ; وَ -এবং ; يَاْمَنُوْا -নিরাপদ থাকতে ; قَوْمَهُمْ -(قوم+هم)-তাদের সম্প্রদায় থেকেও ; كُلَّمَا -যখনই ; رُدُّوْۤا -তারা আকর্ষিত হয় ; اِلَى الْفِتْنَةِ -(الى+ال+فتنة)-ফিতনা-ফাসাদের দিকে ; اُرْكِسُوْا -তাদেরকে নিয়োজিত করা যায় ; فِيْهَا -তাতে ;

"তাদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না"—এ বাক্যের সাথে নয়। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যেসব মুনাফিককে হত্যা করা ওয়াজিব তারা যদি এমন কাফের দেশের সীমানায় প্রবেশ করে তাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে, যাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্ধিচুক্তি রয়েছে। তখন সে দেশে গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে না। আর কোনো মুসলমান এমন দেশে গিয়ে উপরোক্ত কোনো মুনাফিককে পেয়ে হত্যা করলে তাও বৈধ হবে না। এ সম্মান দেখানো মুনাফিকের রক্তের নয়, বরং কাফের দেশের সাথে আবদ্ধ চুক্তির।

فَإِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ

অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে দূরে সরে না থাকে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাবও না দেয় আর নিজেদের হাত গুটিয়ে না রাখে তাহলে তাদেরকে ধরো

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ۝

এবং যেখানেই পাও তাদেরকে হত্যা করো, আর এদের উপরই আমি তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি।[১২২]

فَإِنْ–অতএব যদি ; لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ–তারা তোমাদের থেকে দূরে সরে না থাকে ; وَ–এবং ; يُلْقُوا–প্রস্তাব না দেয় ; إِلَيْكُمُ–তোমাদের প্রতি ; السَّلَمَ–(ال+سلم)–শান্তির ; وَ–আর ; يَكُفُّوٓا–গুটিয়ে না রাখে ; أَيْدِيَهُمْ–(ايدى+هم)–নিজেদের হাত ; فَخُذُوهُمْ–(ف+خذوا+هم)–তাহলে তাদেরকে ধরো; وَ–এবং ; اقْتُلُوهُمْ–(اقتلوا+هم)–তাদেরকে হত্যা করো ; حَيْثُ–যেখানেই ; ثَقِفْتُمُوهُمْ–(ثقفتموا+هم)–তাদেরকে পাও ; وَ–আর ; أُولَٰئِكُمْ–এদের উপরই তোমাদেরকে ; جَعَلْنَا–আমি দিয়েছি ; لَكُمْ–তোমাদের জন্য ; عَلَيْهِمْ–তাদের বিরুদ্ধে ; سُلْطَٰنًا–প্রমাণ ; مُّبِينًا–সুস্পষ্ট।

১২২. এ রুকূ'তে তিনটি দলের কথা বর্ণিত হয়েছে—প্রথমে যে দলের কথা রয়েছে, তারা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসে নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। কিছুদিন পর তারা পণ্য আনার অজুহাত পেশ করে মক্কায় ফিরে যায়। এরা আর মদীনায় ফিরে আসেনি। এরা মুসলমান কিনা এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। কেউ তাদেরকে মু'মিন বলে আর কেউ তাদেরকে কাফের বলে।

দ্বিতীয় দলটি মুশরিক তবে মুসলমানদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ। এরা বনী মুদলাজ গোত্রের লোক।

তৃতীয় দলটি আসাদ ও গাত্‌ফান গোত্রদ্বয়ের লোক। এরা মদীনায় এসে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করতো আর স্বগোত্রের কাছে গিয়ে বিপরীত কথা বলতো।

এ তিন দল সম্পর্কে আল্লাহর হুকুম হলো—প্রথম দল গ্রেফতার ও হত্যার যোগ্য। দ্বিতীয় দল গ্রেফতার ও হত্যার আওতার বাইরে। তৃতীয় দল প্রথম দলের মতো।

১২ রুকূ' (৮৮-৯১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. এ রুকূ'তে মুনাফিকদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান পেশ করা হয়েছে, যাতে করে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমতের অবকাশ না থাকে।

২. যারা মুনাফিক হিসেবে চিহ্নিত ও প্রমাণিত, তারা গ্রেফতার ও হত্যার যোগ্য।

৩. যারা চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় বা গোত্রের সাথে যে কোনো দিক দিয়ে সম্পর্কিত ও তাদের আশ্রিত তারা গ্রেফতার ও হত্যার আওতা থেকে মুক্ত।

৪. যারা মুসলমানদের কাছে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয় আর অন্য ধর্মীয় লোকদের কাছে গিয়ে তাদের সাথে একাত্মতার কথা বলে, এমন লোকও গ্রেফতার ও হত্যার যোগ্য।

৫. আলোচ্য আয়াতসমূহে যুদ্ধ সম্পর্কিত দুটি বিধান দেয়া হয়েছে—

(ক) যাদের সাথে সন্ধিচুক্তি রয়েছে তাদের সাথে চুক্তি বলবৎ থাকা অবস্থায় যুদ্ধ করা যাবে না।

(খ) যাদের সাথে কোনো প্রকার চুক্তি করা হয়নি, এবং যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে।

৬. মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করা ফরয ছিলো। তখন হিজরত করা ঈমানের শর্ত ছিলো। মক্কা বিজয়ের পর তা রহিত হয়ে যায়।

৭. বর্তমানকালেও পৃথিবীর কোথাও যদি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়কার পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে এবং কোনো ইসলামী রাষ্ট্র এমন থাকে যেখানে হিজরত করার সুযোগ থাকে, তখন হিজরত করা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে।

৮. পাপ কাজ বর্জন করাও এক প্রকার হিজরত। আর এ হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। হাদীসে আছে—'ঐ ব্যক্তি মুহাজির, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করে।'

৯. কাফেরদের কাছে কোনো প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করা হারাম।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-৫

৯২ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا

৯২. আর কোনো মু'মিনের কাজ নয় অন্য কোনো মু'মিনকে হত্যা করা ভুলবশত ছাড়া ;[১২৩] আর যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করে ফেলে

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ

তাহলে একজন মু'মিন দাস আযাদ করতে হবে[১২৪] এবং তার পরিবার-পরিজনকে রক্তপণ দিতে হবে,[১২৫] যদি না তারা ক্ষমা করে দেয়

(৯২) وَ –আর ; مَا كَانَ –কাজ নয় ; لِمُؤْمِنٍ –(ل+مؤمن)-কোনো মু'মিনের ; أَنْ يَقْتُلَ –হত্যা করা ; مُؤْمِنًا –কোনো মু'মিনকে ; إِلَّا –ছাড়া ; خَطَـًٔا –ভুলবশত ; وَ –আর ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; قَتَلَ–হত্যা করে ফেলে ; مُؤْمِنًا-কোনো মু'মিনকে ; خَطَـًٔا–ভুলবশত ; فَتَحْرِيرُ–(ف+تحرير)-তাহলে আযাদ করতে হবে ; رَقَبَةٍ–একজন দাস ; مُؤْمِنَةٍ –মু'মিন ; وَ–এবং ; دِيَةٌ–রক্তপণ ; مُسَلَّمَةٌ–দিতে হবে ; إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ–(الى+اهل+ه)-তার পরিবার-পরিজনকে ; إِلَّآ-যদি না ; أَن يَصَّدَّقُوا۟–তারা ক্ষমা করে দেয় ;

১২৩. এখানে সেসব মুসলমান নামধারী মুনাফিকদের কথা বলা হয়নি যাদেরকে হত্যা করার অনুমতি ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে ; বরং সেসব মুসলমানদের কথা বলা হয়েছে যারা দারুল ইসলামের বাসিন্দা অথবা দারুল হরব বা দারুল কুফর-এ বসবাসকারী হলেও ইসলামের শত্রুতায় তাদের জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ নেই। সে সময় এমন অনেকেই ছিলো যে, মুসলমান হওয়ার পর বাধ্য হয়েই শত্রুদের গোত্রে বাস করতে হয়েছে এবং মুসলমানরা শত্রুর উপর আক্রমণ করলে অজানা বশত কোনো মুসলমানও নিহত হয়েছে। আর তাই ভুলবশত কোনো মুসলমানের হাতে অন্য কোনো মুসলমান নিহত হলে তার বিধান কি হবে তা এখানে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন।

১২৪. যেহেতু নিহত ব্যক্তি মু'মিন ছিলো, তাই তার নিহত হওয়ার কাফ্ফারা স্বরূপ একজন মু'মিন দাস আযাদ করার বিধান প্রদত্ত হয়েছে।

১২৫. রাসূলুল্লাহ (স) রক্তপণের পরিমাণ একশত উট অথবা দু শত গাভী অথবা দু হাজার বকরী নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কেউ যদি অন্য কিছু দ্বারা তা দিতে চায়

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ

যদি সে তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের হয় এবং সে মু'মিন হয় তাহলে একজন মু'মিন দাস আযাদ করতে হবে ;

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ের হয় যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে, তাহলে তার পরিবারকে রক্তপণ অর্পণ করবে

وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ز

এবং একজন মু'মিন দাস আযাদ করবে ;[১২৬] আর যে তা পারবে না, সে একাধিক্রমে দু মাস রোযা রাখবে,[১২৭]

فَإِنْ-(ف+ان)-তবে যদি ; كَانَ -সে হয় ; مِنْ قَوْمٍ -সম্প্রদায়ের ; عَدُوٍّ -শত্রু; لَّكُمْ -তোমাদের ; وَ -এবং ; هُوَ -সে ; مُؤْمِنٌ -মু'মিন ; فَتَحْرِيرُ-(ف+تحرير)-তাহলে আযাদ করতে হবে ; رَقَبَةٍ -দাস ; مُّؤْمِنَةٍ -মু'মিন ; وَ -আর ; إِنْ -যদি ; كَانَ -সে হয় ; مِنْ قَوْمٍ -এমন সম্প্রদায়ের ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; وَ -ও ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-যাদের মধ্যে ; مِيثَاقٌ -চুক্তি রয়েছে ; فَدِيَةٌ-(ف+دية)-তাহলে রক্তপণ ; مُّسَلَّمَةٌ -অর্পণ করবে ; إِلَىٰ أَهْلِهِ-(الى+اهل+ه)-তার পরিবারকে ; وَ -এবং ; تَحْرِيرُ -আযাদ করবে ; رَقَبَةٍ -দাস ; مُّؤْمِنَةٍ -মু'মিন ; فَمَنْ-(ف+من)-আর যে ; لَّمْ يَجِدْ -তা পারবে না ; فَصِيَامُ-(ف+صيام)-সে রোযা রাখবে ; شَهْرَيْنِ -দু মাস ; مُتَتَابِعَيْنِ -একাধিক্রমে ;

তাহলে উল্লেখিত পশুর বাজার দর হিসেব করে দিতে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে কেউ নগদ মুদ্রায় রক্তপণ আদায় করতে চাইলে সে জন্য আটশত দীনার অথবা আট হাজার দিরহাম নির্ধারিত ছিলো। হযরত উমর (রা)-এর সময়ে তিনি বললেন যে, এখন যেহেতু উটের দাম বেড়ে গেছে অতএব রক্তপণ হিসেবে এখন এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা তথা দীনার এবং রৌপ্য মুদ্রায় বার হাজার দীনার দিতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, রক্তপণের উল্লেখিত পরিমাণ শুধুমাত্র ভুলবশত হত্যার পরিবর্তে নির্ধারিত—ইচ্ছাকৃত হত্যার পরিবর্তে নয়।

১২৬. এ আয়াতে প্রদত্ত বিধানের মূলকথা হলো—

এক ঃ নিহত ব্যক্তি যদি দারুল ইসলামের বাসিন্দা হয়ে থাকে, তাহলে হত্যাকারী নিহতের পরিবারকে রক্তপণ তো দেবেই, উপরন্তু নিজের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা হিসেবে একজন দাসকেও আযাদ করতে হবে।

تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝٩٢ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওবা স্বরূপ নির্ধারিত ;[১২৮] আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। ৯৩. আর যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করবে

فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ۝

তার বদলা হবে জাহান্নাম, সেখানে সে অনন্তকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন ও তাকে লানত করবেন, আর তৈরি রাখবেন তার জন্য মহাশাস্তি।

تَوْبَةً–তাওবা স্বরূপ নির্ধারিত ; مِنَ–পক্ষ থেকে ; اللّٰه।–আল্লাহর ; وَ–আর ; كَانَ–হলেন ; اللّٰهُ।–আল্লাহ ; عَلِيْمًا–সর্বজ্ঞ ; حَكِيْمًا–প্রজ্ঞাময়। ৯৩ وَ–আর ; مَنْ–যে ব্যক্তি ; يَّقْتُلْ–হত্যা করবে ; مُؤْمِنًا–কোনো মু'মিনকে ; مُتَعَمِّدًا–ইচ্ছাপূর্বক ; فَجَزَاؤُهٗ–(ف+جزاؤ+ه)-তার বদলা হবে জাহান্নাম ; خٰلِدًا–সে অনন্তকাল থাকবে ; فِيْهَا–(فى+ها)-সেখানে ; وَ–এবং ; غَضِبَ–রাগান্বিত থাকবেন ; اللّٰهُ।–আল্লাহ ; عَلَيْهِ–তার উপর ; وَ–ও ; لَعَنَهٗ–(لعن+ه)-তাকে লানত করবেন ; وَ–আর ; أَعَدَّ–তৈরী রাখবেন ; لَهٗ–তার জন্য ; عَذَابًا–শাস্তি ; عَظِيْمًا–মহা।

দুই ঃ আর যদি নিহত ব্যক্তি দারুল হরবের বাসিন্দা হয়, তাহলে হত্যাকারীকে শুধুমাত্র একজন দাস আযাদ করে দিলেই চলবে, রক্তপণ হিসেবে কিছুই দিতে হবে না।

তিন ঃ আর নিহত ব্যক্তি যদি এমন কোনো কাফের দেশের বাসিন্দা হয় যাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের চুক্তি রয়েছে, তাহলে হত্যাকারী একজন দাস আযাদ করার সাথে রক্তপণও পরিশোধ করবে। তবে রক্তপণের পরিমাণ তাই হবে যা চুক্তিবদ্ধ দেশের একজন অমুসলিম বাসিন্দাকে হত্যার পরিবর্তে চুক্তি অনুসারে দিতে হয়।

১২৭. অর্থাৎ রোযা লাগাতার রাখতে হবে, মাঝখানে বিরতি দেয়া চলবে না। কেউ যদি কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া মাঝখানে একটি রোযাও ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে পুনরায় নতুন করে প্রথম থেকে লাগাতার রোযা রাখতে হবে।

১২৮. অর্থাৎ এটা কোনো 'জরিমানা' নয় ; বরং এটা হলো 'তাওবা' ও 'কাফ্ফারা'। জরিমানায় কোনো লজ্জা, অনুশোচনা ও আত্ম-সংশোধনের কোনো ব্যাপার থাকে না। সাধারণত তাতে বিরক্তি ও বাধ্যবাধকতা কার্যকর থাকে এবং তাতে অসন্তোষ, তিক্ততা থেকেই যায়। বিপরীত পক্ষে আল্লাহ তা'আলা চান যে, যে বান্দাহর পক্ষ থেকে ভুলবশত ঘটনাটি ঘটে গেছে, সে ইবাদাত, ভালো কাজ ও হক আদায় করার মাধ্যমে তার অন্তরের গ্লানী যেন মুছে ফেলে এবং লজ্জা ও অনুশোচনার সাথে

৯৪ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا

৯৪. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা যখন সফর করবে আল্লাহর পথে, তখন যাচাই করে নিও এবং তোমরা বলো না—

لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ز

তাকে যে তোমাদেরকে সালাম করেছে—'তুমি মু'মিন নও'[১২৯] তোমরা দুনিয়ার জীবনের সম্পদ খুঁজে ফিরছো,

৯৪ يَاَيُّهَا–হে ; الَّذِيْنَ–যারা ; اٰمَنُوْا–ঈমান এনেছো ; اِذَا–যখন ; ضَرَبْتُمْ–তোমরা সফর করবে ; فِيْ سَبِيْلِ–পথে ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; فَتَبَيَّنُوْا–(ف+تبينوا)–তখন যাচাই করে নিও ; وَ–এবং ; لَاتَقُوْلُوْا–তোমরা বলো না ; لِمَنْ–(ل+من)–তাকে ; اَلْقٰى–যে করেছে, বা দিয়েছে ; اِلَيْكُمُ–তোমাদেরকে ; السَّلٰمَ–(ال+سلام)–সালাম ; لَسْتَ–তুমি নও ; مُؤْمِنًا–মু'মিন ; تَبْتَغُوْنَ–তোমরা খুঁজে ফিরছো ; عَرَضَ–সম্পদ ; الْحَيٰوةِ–(ال+حيوة)-জীবনের ; الدُّنْيَا–(ال+دنيا)-দুনিয়ার ;

সে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। যাতে করে তার অপরাধের ক্ষমাই শুধু হবে না, ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজের পুনরাবৃত্তি থেকেও সে নিরাপদ হয়ে যাবে। 'কাফ্‌ফারা' শব্দের আভিধানিক অর্থ গোপনকারী বস্তু। কোনো নেক কাজকে গুনাহের কাফ্‌ফারা নির্ধারণ করা অর্থ হলো—নেক কাজটি গুনাহকে ঢেকে ফেলে। যেমন কোনো দেয়ালের দাগকে চুনকাম দ্বারা ঢেকে ফেলা হয়।

১২৯. ইসলামের প্রথম যুগে এক মুসলমানের সাথে অন্য মুসলমানের সাক্ষাতে প্রথম বক্তব্য হতো 'আস্‌সালামু আলাইকুম' অর্থাৎ সে বুঝাতে চাইতো যে, 'আমিও তোমার দলের লোক, তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার কাছে তোমার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে। প্রতি উত্তরে সেও একই বক্তব্য পেশ করতো।' রাতে একে অপরকে নিজ বাহিনীর লোক হিসেবে চেনার জন্য সেনাবাহিনীর মধ্যে যেমন সাংকেতিক শব্দের প্রচলন রয়েছে তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও তখন সালামের প্রচলন করে শত্রু-মিত্র চেনার পন্থা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিলো। সে সময় এটার গুরুত্ব এতবেশী ছিলো যে, এছাড়া একজন লোককে মুসলমান হিসেবে চেনার কোনো উপায় ছিলো না, কেননা পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা বা বাহ্যিক অন্য কিছু দ্বারা মুসলমান কাফেরের মধ্যে পার্থক্য করা যেতো না। প্রথম দেখায় একজন লোককে মুসলমান বা কাফের চেনা কঠিন ছিলো।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও কঠিন হয়ে পড়তো। মুসলমানরা যখন অন্য গোত্রের শত্রুদের উপর আক্রমণ করতো তখন সে গোত্রের কোনো মুসলমান আক্রমণকারী

فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ؕ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

বস্তুত আল্লাহর নিকটই রয়েছে প্রচুর গনীমতের সম্পদ ; তোমরাতো ইতিপূর্বে এরূপই ছিলে, অতপর আল্লাহ তোমাদের উপর ইহ্সান করেছেন[১৩০]

فَتَبَيَّنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝٩٤ لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ

সুতরাং তোমরা যাচাই করে নাও ; নিশ্চয়ই তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত আছেন। ৯৫. সমান হতে পারে না ঘরে উপবেশনকারীরা

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ

কোনো প্রকার অক্ষমতা ছাড়াই মু'মিনদের মধ্য থেকে এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদগণ যারা জিহাদ করে নিজেদের মাল দিয়ে

فَعِنْدَ-(ف+عند)-বস্তুত নিকটই রয়েছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; مَغَانِمُ-গনীমতের সম্পদ ; كَثِيْرَةٌ-প্রচুর ; كَذٰلِكَ-এরূপই ; كُنْتُمْ-তোমরা ছিলে ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; فَمَنَّ-(ف+من)-অতপর ইহ্সান করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; فَتَبَيَّنُوْا-(ف+تبينوا)-সুতরাং তোমরা যাচাই করে নাও ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; كَانَ-আছেন ; بِمَا تَعْمَلُوْنَ-(ب+ما+تعملون)-তোমরা যা করো সে সম্পর্কে ; خَبِيْرًا-সবিশেষ অবহিত। ۝٩٥ لَا يَسْتَوِي-সমান হতে পারে না ; الْقٰعِدُوْنَ-(ال+قعدون)-ঘরে উপবেশনকারীরা ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الْمُؤْمِنِيْنَ-(ال+مؤمنين)-মু'মিনদের ; غَيْرُ-ছাড়াই ; اُولِي الضَّرَرِ-(اولى+ال+ضرر)-কোনো প্রকার অক্ষমতা ; وَ-এবং ; الْمُجٰهِدُوْنَ-(ال+مجهدون)-মুজাহিদগণ ; فِيْ سَبِيْلِ-পথের ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; بِاَمْوَالِهِمْ-(ب+اموال+هم)-যারা জিহাদ করে নিজেদের মাল দিয়ে ;

মুসলমানকে জানাতে চাইতো যে, আমি তোমাদের দীনী ভাই, সে জন্য 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে সে চিৎকার করে উঠতো। আক্রমণকারী মুসলমান তখন এটাকে জান বাঁচানোর কৌশল মনে করে তাকে হত্যা করে বসতো। রাসূলুল্লাহ (স) এ ব্যাপারে বারবার সতর্ক করতেন, তারপরও এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিচ্ছে তাতে সন্দেহ করার প্রয়োজন নেই। সে সত্যবাদীও হতে পারে, মিথ্যাবাদীও হতে পারে। সন্দেহের ফলে একজন মুসলমান নিহত হওয়ার চেয়ে মিথ্যা বলে একজন কাফের বেঁচে যাওয়া অনেক ভালো।

১৩০. অর্থাৎ তোমরাও এক সময় কাফের গোত্রের মধ্যে ছিলে। ঈমানকে গোপন রাখতে তোমরাও বাধ্য ছিলে। অতপর তোমরা এখন ইসলামী সমাজ গড়ে সামাজিক

وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ

ও নিজেদের জান দিয়ে; আল্লাহ তা'আলা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদকারীদেরকে ঘরে উপবিষ্টদের উপর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন

وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ

আর প্রত্যেককেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন ; আর আল্লাহ মুজাহিদদেরকে ঘরে উপবিষ্টদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন

اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾

মহান প্রতিদানের ক্ষেত্রে।[১৩১] ৯৬. এসব তাঁর পক্ষ থেকে মর্যাদা, ক্ষমা ও অনুগ্রহ ; আর আল্লাহ হলেন অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

وَ–ও ; اَنْفُسِهِمْ–(انفس+هم)–নিজেদের জান দিয়ে ; فَضَّلَ–বাড়িয়ে দিয়েছেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; الْمُجٰهِدِيْنَ–জিহাদকারীদেরকে ; بِاَمْوَالِهِمْ–নিজেদের মাল দিয়ে ; وَ–ও ; اَنْفُسِهِمْ–নিজেদের জান দিয়ে ; عَلَى–উপর ; الْقٰعِدِيْنَ–ঘরে উপবিষ্টদের ; دَرَجَةً–মর্যাদা ; وَ–আর ; كُلًّا–প্রত্যেককেই ; وَعَدَ–ওয়াদা দিয়েছেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; الْحُسْنٰى–(ال+حسنى)–কল্যাণের ; وَ–আর ; فَضَّلَ–শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; الْمُجٰهِدِيْنَ–মুজাহিদদেরকে ; عَلَى–উপর ; الْقٰعِدِيْنَ–ঘরে উপবিষ্টদের ; اَجْرًا–প্রতিদানের ক্ষেত্রে ; عَظِيْمًا–মহান। ﴿٩٦﴾ دَرَجٰتٍ–এসব মর্যাদা ; مِّنْهُ–(من+ه)–তাঁর পক্ষ থেকে ; وَ–ও ; مَغْفِرَةً–ক্ষমা ; وَّ–এবং ; رَحْمَةً–অনুগ্রহ ; وَ–আর ; كَانَ–হলেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; غَفُوْرًا–অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمًا–পরম দয়ালু।

জীবন যাপন করছো এবং কাফেরদের মুকাবিলায় ইসলামের ঝাণ্ডা উর্ধে তুলে ধরার যোগ্যতা অর্জন করেছো। এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার ইহ্সান। সুতরাং যারা এখনো কাফের গোত্রের মধ্যে রয়ে গেছে তাদের প্রতি কোমল ব্যবহার না করলে তা তোমাদের প্রতি কৃত ইহ্সানের যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে না।

১৩১. এখানে এমন লোকদের কথা বলা হয়নি, যারা জিহাদ 'ফরযে আইন' অবস্থায়ও গড়িমসি করে ঘরে বসে থাকে। কেননা এমতাবস্থায় জিহাদ থেকে বিরত থাকা মুনাফিকীর নামান্তর। তবে যদি তাদের সত্যিকার অর্থে কোনো অক্ষমতা থাকে তা ভিন্ন কথা। এখানে এমন লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা জিহাদ 'ফরযে কিফায়া' অবস্থায় জিহাদে না গিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে। কারণ এ অবস্থায় ইসলামী

জামায়াতের সমগ্র সমর শক্তি নিয়ে ময়দানে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এ পরিস্থিতিতে ইমাম যদি ঘোষণা দেন যে, অমুক অভিযানে যারা যেতে প্রস্তুত তারা যেন নিজেদের নাম লিপিবদ্ধ করায়—ইমামের এরূপ ঘোষণায় যারা সাড়া দেবে তারা অবশ্যই এমন মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে যারা জিহাদে না গিয়ে অন্যান্য কল্যাণকর কাজে ব্যস্ত থাকে। প্রথম অবস্থায় যারা জিহাদ থেকে বিরত থাকে তাদের জন্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার কল্যাণ ও নেকীর ওয়াদাই নেই। বরং তারা মুনাফিক হিসেবেই বিবেচিত হয়, আর মুনাফিকের অবস্থানতো জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।

১৩ রুকূ' (৯২-৯৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. অত্র রুকূ'তে হত্যার বিধান সম্পর্কে আলোচনা ও এ সম্পর্কে বিধান দেয়া হয়েছে।

২. হত্যা প্রথমত দু ধরনের—(ক) ইচ্ছাকৃত, (খ) ভুলবশত ;

আবার নিহত ব্যক্তির দিক থেকে হত্যা চার প্রকার—

নিহত ব্যক্তি—(ক) মুসলমান, (খ) যিম্মী, (গ) চুক্তিবদ্ধ বা অভয়প্রাপ্ত অমুসলিম, (ঘ) দারুল হরবের কাফের।

অতএব হত্যা আট প্রকারে দাঁড়ায়—(১) ইচ্ছাকৃত মুসলমান হত্যা, (২) ইচ্ছাকৃত যিম্মী হত্যা, (৩) ইচ্ছাকৃত চুক্তিবদ্ধ বা অভয়প্রাপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা, (৪) ইচ্ছাকৃত দারুল হরবের কাফেরকে হত্যা। (৫) অনিচ্ছাকৃত মুসলমান হত্যা, (৬) অনিচ্ছাকৃত যিম্মী হত্যা, (৭) অনিচ্ছাকৃত চুক্তিবদ্ধ বা অভয়প্রাপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা, (৮) অনিচ্ছাকৃত দারুল হরবের কাফেরকে হত্যা।

৩. এখানে ভুলবশত কোনো মুসলমানকে হত্যার বিধান দেয়া হয়েছে।

৪. ভুলবশত কোনো মুসলমানকে হত্যা করলে কাফ্ফারা স্বরূপ একজন মু'মিন দাস আযাদ করতে হবে এবং নিহতের ওয়ারিসদেরকে রক্তপণ দিতে হবে।

৫. অন্যান্য প্রকারের হত্যার বিধান সম্পর্কে স্থানান্তরে আলোচনা করা হয়েছে।

৬. ইচ্ছাকৃত কোনো মু'মিনকে হত্যা করলে তার পার্থিব বিধান সূরা আল বাকারায় উল্লেখিত হয়েছে। এখানে পারলৌকিক শাস্তির কথা বলা হয়েছে যে, তার শাস্তি জাহান্নাম এবং সে সেখানে অনন্তকাল থাকবে।

৭. ভুলবশত শত্রু সম্প্রদায়ের কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে একজন মু'মিন দাস আযাদ করতে হবে।

৮. ভুলবশত কোনো চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়, জাতি বা গোত্রের কোনো মু'মিনকে হত্যা করলে নিহতের পরিবারকে রক্তপণ দিতে হবে এবং একজন মু'মিন দাস আযাদ করতে হবে।

৯. দাস আযাদ করতে অক্ষম হলে আল্লাহর নিকট তাওবা স্বরূপ লাগাতার দু মাস রোযা রাখতে হবে।

১০. কোনো ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিলে অনুসন্ধান ছাড়া তাকে কপটতা মনে করা বৈধ নয়।

১১. যাঁচাই না করে কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বৈধ নয়।

১২. প্রত্যেক কালেমা উচ্চারণকারী, কিবলার অনুসরণকারী ব্যক্তিকে মুসলমান মনে করতে হবে। তার অন্তরের বিষয় খোঁজাখুঁজি করার প্রয়োজন নেই।

১৩. ঈমান প্রকাশের সাথে ঈমান বিরোধী কোনো কাজ তার দ্বারা সংঘটিত হলে এবং তা ইচ্ছাকৃত হলে সে মুরতাদ বলে বিবেচিত হবে। তবে এজন্য শর্ত হলো—কাজটি যে ঈমান বিরোধী তা অকাট্য ও নিশ্চিত হতে হবে।

১৪. আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদকারী ব্যক্তি ও সাধারণ জিহাদ থেকে বিরত মুসলমান কখনও সমান নয়। প্রতিদানের দিক থেকেও মুজাহিদগণ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-৪

(৯৭) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ

৯৭. নিজেদের উপর যুল্‌মকারীদেরকে[১৩২] ফেরেশতারা তাদের মৃত্যুর সময় অবশ্যই বলবে—তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ?

قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً

তারা বলবে—আমরা পৃথিবীতে দুর্বল-অসহায় ছিলাম, তারা বলবে—আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিলো না যে,

فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

তোমরা সেখানে হিজরত করতে ?[১৩৩] অতএব এসব লোকের ঠিকানাই জাহান্নাম ; আর তা কতোই না মন্দ গন্তব্য হিসেবে।

(৯৭) إِنَّ–অবশ্যই ; الَّذِينَ–যারা ; تَوَفَّاهُمُ–(توفى+هم)-তাদের মৃত্যুর সময় ; الْمَلَائِكَةُ-(ال+ملئكة)-ফেরেশতারা ; ظَالِمِي–যুল্‌মকারীদেরকে ; أَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-নিজেদের উপর ; قَالُوا–বলবে ; فِيمَ–কি অবস্থায় ; كُنْتُمْ–তোমরা ছিলে ? قَالُوا–তারা বলবে ; كُنَّا–আমরা ছিলাম; مُسْتَضْعَفِينَ–দুর্বল-অসহায় ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-পৃথিবীতে ; قَالُوا–তারা (ফেরেশতারা) বলবে ; أَلَمْ تَكُنْ-(ا+لم+ تكن)-ছিলো না ? أَرْضُ–যমীন ; اللَّهِ–আল্লাহর ; وَاسِعَةً–প্রশস্ত ; فَتُهَاجِرُوا-(ف+تهاجروا)-তাহলে তোমরা হিজরত করতে ; فِيهَا-(فى+ها)-সেখানে; فَأُولَٰئِكَ-(ف+اولئك)-অতএব এসব লোকের ; مَأْوَاهُمْ-(مأوى+هم)-(তাদের) ঠিকানা ; جَهَنَّمُ–জাহান্নাম ; وَ–আর ; سَاءَتْ–কতোইনা মন্দ তা ; مَصِيرًا–গন্তব্য হিসেবে।

১৩২. এখানে সেসব লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরও কোনো প্রকার অক্ষমতা ছাড়াই নিজেদের কাফের গোত্রের মধ্যে অবস্থান করছিলো। তারা আংশিক মুসলিম ও আংশিক কাফেরের জীবন যাপন করেই সন্তুষ্ট ছিলো। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে তারা চাইলেই হিজরত করতে পারতো। ইসলামী রাষ্ট্রেই দীন ও ঈমান অনুসারে পূর্ণাংগ ইসলামী জীবন যাপনে তাদের জন্য সম্ভবপর ছিলো। পূর্ণাংগ ইসলামী জীবন গড়ার জন্য হিজরত না করা এবং নিজেদের সহায়-

﴿٩٨﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً

৯৮. তবে সেসব দুর্বল অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু
যারা কোনো উপায় বের করতে সমর্থ নয়

وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٩﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ

এবং তারা কোনো পথও খুঁজে পায় না। ৯৯. এরাই তারা,
শীঘ্রই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন

وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿١٠٠﴾ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ

কেননা, আল্লাহ হলেন গুনাহ ক্ষমাকারী অতীব ক্ষমাশীল। ১০০. আর যে আল্লাহর
পথে হিজরত করবে, সে পাবে পৃথিবীতে

مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

অনেক আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য ; আর যে নিজ ঘর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের
উদ্দেশ্যে মুহাজির হিসেবে বের হবে

(৯৮) اِلَّا–তবে ; اَلْمُسْتَضْعَفِيْنَ–(ال+مستضعفين)–সেসব দুর্বল-অসহায় ; مِنَ الرِّجَالِ–পুরুষ ; وَ–ও ; النِّسَاءِ–(ال+نساء)–নারী ; وَ–এবং ; الْوِلْدَانِ–(ال+ولدان)–শিশু ; لَايَسْتَطِيْعُوْنَ–যারা সমর্থ নয় ; حِيْلَةً–কোনো উপায় বের করতে ; وَ–এবং ; لَايَهْتَدُوْنَ–তারা খুঁজে পায় না ; سَبِيْلًا–কোনো পথও। (৯৯) فَاُولٰئِكَ–(ف+اولئك)–এরাই তারা ; عَسَى–শীঘ্রই ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; اَنْ يَّعْفُوَ–ক্ষমা করবেন ; عَنْهُمْ–তাদেরকে ; وَ–কেননা ; كَانَ–হলেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; عَفُوًّا–গুনাহ ক্ষমাকারী ; غَفُوْرًا–অতীব ক্ষমাশীল। (১০০) وَ–আর ; مَنْ–যে ; يُّهَاجِرْ–হিজরত করবে ; فِيْ سَبِيْلِ–পথে ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; يَجِدْ–সে পাবে ; فِى الْاَرْضِ–(فى+ال+ارض)–পৃথিবীতে ; مُرٰغَمًا–আশ্রয়স্থল ; كَثِيْرًا–অনেক ; وَّ–ও ; سَعَةً–প্রাচুর্য ; وَ–আর ; مَنْ–যে ; يَّخْرُجْ–বের হবে ; مِنْ–থেকে ; بَيْتِهٖ–(بيت+ه)–নিজ ঘর ; مُهَاجِرًا–মুহাজির হিসেবে ; اِلَى–উদ্দেশ্যে ; اللّٰهِ–আল্লাহ ; وَ–ও ; رَسُوْلِهٖ–(رسول+ه)–তাঁর রাসূলের ;

সম্পদ পরিবার তথা পার্থিব স্বার্থপ্রীতিতে আংশিক মুসলিম ও আংশিক কাফেরের জীবনে সন্তুষ্ট থাকাই ছিলো তাদের নিজেদের উপর যুলুম। তারা তাদের দীনের উপর পার্থিব স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলো।

ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

অতপর তার মৃত্যু ঘটবে, তবে নিসন্দেহে তার প্রতিদান আল্লাহর উপর ন্যস্ত, আর আল্লাহ হলেন অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়াবান।[১৩৪]

ثُمَّ –অতপর ; يُدْرِكْهُ –(يدرك+ه)-তার ঘটবে ; الْمَوْتُ –(ال+موت)-মৃত্যু ; فَقَدْ وَقَعَ –(ف+قد+وقع)-তবে নিসন্দেহে ন্যস্ত ; أَجْرُهُ –(اجر+ه)-তার প্রতিদান ; عَلَى –উপর ; اللّٰه –আল্লাহর ; وَ –আর ; كَانَ –হলেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; غَفُوْرًا –অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمًا –পরম দয়াবান।

১৩৩. যে দেশে বাতিলের শাসন কার্যকর রয়েছে, যে দেশে নিজেদের ঈমান-আকীদার যথার্থ রূপায়ণ সম্ভব নয় সে দেশে বসবাস করার প্রয়োজনই বা কি ? তারা সেখান থেকে হিজরত করে এমন দেশে কেন গেলো না যেখানে আল্লাহর আইন পুরোপুরি মেনে চলা সম্ভব ?

১৩৪. ঈমানদারদের জন্য কুফরী শাসনাধীনে জীবন যাপন করা শুধুমাত্র দু অবস্থায় বৈধ হতে পারে। (১) কুফরী জীবন ব্যবস্থাকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার সংগ্রাম চালানো। (২) সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে চরম ঘৃণা, অসন্তোষ ও অনিচ্ছা সহকারে সেখানে থাকা। এ দু অবস্থা ছাড়া দারুল কুফরে অবস্থান করা একটি স্থায়ী গুনাহ। আর এ গুনাহর সপক্ষে যুক্তি পেশ করা যে—আমরা হিজরত করে যাওয়ার মতো কোনো ইসলামী রাষ্ট্র খুঁজে পাইনি—এটা কোনো গ্রহণযোগ্য ওজর হতে পারে না। পৃথিবীতে যদি এমন কোনো রাষ্ট্র না-ই থাকে, তাহলে এ বিস্তৃত পৃথিবীতে কোনো বন-জঙ্গল বা পাহাড়-পর্বতও ছিলো না, যেখানে গিয়ে গাছের পাতা ও ছাগলের দুধ খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারতো এবং নিজেদের কুফরী শাসনের নাগপাশ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হতো ?

'লা হিজরাতা বা'দান ফাত্হ' এ হাদীস দ্বারা অনেকে প্রমাণ করেন যে, মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের প্রয়োজন নেই। মূলত এখানে মক্কা বিজয়ের পর সেখান থেকে মদীনার হিজরতের কথা বলা হয়েছে। মক্কা ও তার আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চল যতদিন দারুল কুফর ছিলো এবং মদীনায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তখন মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ ছিলো যে, চারদিক থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সবাই হিজরত করে মদীনায় সমবেত হতে হবে। অতপর সমগ্র আরব ইসলামী পতাকার তলে আসলো তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন যে, এখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার আর প্রয়োজন নেই। এর দ্বারা একথা বুঝা যথার্থ নয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত হিজরতের বিধান বাতিল হয়ে গেছে।

১৪ রুকূ' (৯৭-১০০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. অত্র রুকূ'র আয়াত চারটিতে হিজরতের ফযীলত, বরকত ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে।

২. 'হিজরত' অর্থ কোনো কিছুকে অসন্তুষ্ট চিত্তে ত্যাগ করা। শরয়ী পরিভাষায় দারুল কুফর তথা কাফের দেশ ত্যাগ করে দারুল ইসলাম তথা মুসলমানদের দেশে গমন করাকে হিজরত বলে।

৩. ধর্মীয় কারণে কোনো দেশ ত্যাগ করাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত।

৪. কোনো কাফের দেশ থেকে যদি মুসলমান হওয়ার কারণে কাউকে জোরপূর্বক বের করে দেয় তাও হিজরতের মধ্যে গণ্য।

৫. হিজরতের সামর্থ, সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কুফরী শাসনাধীনে সন্তুষ্টচিত্তে বসবাস করা আখেরাতে শাস্তিযোগ্য গুনাহ।

৬. কেউ যথার্থই হিজরত করতে অক্ষম হলে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

৭. কেউ হিজরতের পথে মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য হিজরতের প্রতিদান আল্লাহর যিম্মায় নির্ধারিত।

৮. আল্লাহর পথে হিজরত করলে আল্লাহ তাকে পার্থিব জীবনেও সচ্ছলতা দান করেন।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-৪

(১০১) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ ق

১০১. আর যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর করবে তখন তোমরা নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করলে তোমাদের গুনাহ হবে না—[১৩৫]

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ط إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ

যদি তোমরা এ আশংকা করো যে, যারা কুফরী করেছে তারা তোমাদের জন্য ফেতনা সৃষ্টি করবে ;[১৩৬] নিশ্চয়ই কাফেররা হলো তোমাদের জন্য

(১০১) وَ–আর ; إِذَا–যখন ; ضَرَبْتُمْ–তোমরা সফর করবে ; فِي الْأَرْضِ–(في+ال+ارض)-পৃথিবীতে ; فَلَيْسَ–(ف+ليس)-তাহলে হবে না ; عَلَيْكُمْ–তোমাদের ; جُنَاحٌ–কোনো গুনাহ ; أَنْ تَقْصُرُوا–তোমরা কসর (সংক্ষিপ্ত) করলে ; مِنَ–(من+) الصَّلٰوةِ–(ال+صلوة)-নামায থেকে ; إِنْ–যদি ; خِفْتُمْ–তোমরা আশংকা করো ; أَنْ–যে ; يَفْتِنَكُمْ–(يفتن+كم)-তোমাদের জন্য ফেতনা সৃষ্টি করবে ; الَّذِينَ–যারা ; كَفَرُوا–কুফরী করেছে ; إِنَّ–নিশ্চয়ই ; الْكٰفِرِينَ–(ال+كفرين)-কাফেররা ; كَانُوا–হলো ; لَكُمْ–তোমাদের জন্য ;

১৩৫. শান্তির সময়ে কসর হলো—যেসব ওয়াক্তে ফরয চার রাকাআত সেসব ওয়াক্তে দু রাকাআত পড়া। আর যুদ্ধকালীন অবস্থায় কসর করার ব্যাপারে কোনো সীমা নির্দিষ্ট নেই। যুদ্ধের অবস্থায় যেভাবে সম্ভব হয় নামায আদায় করা উচিত। জামায়াতে পড়া সম্ভব না হলে একা একা পড়ে নিতে হবে। রুকূ'-সিজদা সম্ভব না হলে ইশারায় পড়তে হবে। কিবলামুখী হওয়া সম্ভব না হলে যেদিকে মুখ করা সম্ভব সেদিকে মুখ করেই নামায পড়তে হবে। সওয়ারীর পিঠে চলন্ত অবস্থায়ও নামায পড়া যেতে পারে। এমনকি প্রয়োজনে হাঁটতে হাঁটতেও নামায পড়া যেতে পারে। এরপরও যদি অবস্থা এতোই বিপজ্জনক হয় তাহলে বাধ্য হয়ে নামাযকে পিছিয়ে দেয়া যেতে পারে, যেমন খন্দক যুদ্ধের সময় করতে হয়েছিলো।

সফরে সুন্নাত পড়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, তবে হানাফী মাযহাব মতে সর্বজন গৃহীত মত হলো, মুসাফির যখন চলন্ত অবস্থায় থাকে তখন সুন্নাত না পড়াই উত্তম। আর যখন কোথাও অবস্থান করা অবস্থায় নিরুদ্বেগ পরিবেশ থাকে তখন সুন্নাত পড়াই উত্তম।

عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ

প্রকাশ্য শত্রু। ১০২. আর যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন এবং তাদের জন্য নামায কায়েম করেন[১৩৭] তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল যেন দাঁড়ায় আপনার সাথে[১৩৮]

وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ

এবং তারা যেন নিজেদের অস্ত্র সাথে রাখে ; অতপর তারা যখন সিজদা সম্পন্ন করবে তখন তারা যেন আপনাদের পেছনে অবস্থান নেয়

عَدُوًّا-শত্রু ; مُّبِينًا-প্রকাশ্য। ﴿١٠٢﴾ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; كُنْتَ-আপনি থাকেন ; فِيْهِمْ-(فى+هم)-তাদের মধ্যে ; فَاَقَمْتَ-(ف+اقمت)-এবং কায়েম করেন ; لَهُمُ-তাদের জন্য ; الصَّلٰوةَ-(ال+صلوة)-নামায ; فَلْتَقُمْ-(ف+لتقم)-তখন যেন দাঁড়ায় ; طَآئِفَةٌ-একটি দল ; مِّنْهُمْ-তাদের মধ্য থেকে ; مَّعَكَ-(مع+ك)-আপনার সাথে ; وَ-এবং ; لْيَاْخُذُوْٓا-তারা যেন রাখে ; اَسْلِحَتَهُمْ-(اسلحة+هم)-নিজেদের অস্ত্র ; فَاِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; سَجَدُوْا-তারা সিজদা সম্পন্ন করবে ; فَلْيَكُوْنُوْا-(ف+ليكونوا)-তারা যেন অবস্থান নেয় ; مِنْ وَّرَآئِكُمْ-(من+وراء+كم)-আপনাদের পেছনে ;

১৩৬. এখানে কেউ কেউ এ অর্থ নিয়েছেন যে, কসর শুধুমাত্র যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্য, শান্তির অবস্থায় সফরে কসর নেই। কিন্তু হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, হযরত উমর (রা) যখন এ ধরনের সন্দেহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে পেশ করেছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছিলেন–

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَه -

"এটা (নামায কসর করার অনুমতি) আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একটি দান সুতরাং তোমরা তার এ দান গ্রহণ করে নাও।"

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মুতাওয়াতির বা নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ لَايَخَافُ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ -

"নবী (স) মদীনা থেকে মক্কার পথে বের হলেন তখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় ছিলো না। কিন্তু তিনি নামায দু রাকাআত পড়লেন।"

১৩৭. 'ভয়কালীন নামায' শুধুমাত্র নবী (স)-এর যুগের জন্যই নির্দিষ্ট নয়। কারণ অসংখ্য নেতৃস্থানীয় সাহাবী থেকেও এটা প্রমাণিত রয়েছে যে, তাঁরা নবী (স)-এর পরেও 'ভয়কালীন নামায' পড়েছেন। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কোনো মতবিরোধও পাওয়া যায়নি।

وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ

আর অপর একটি দল যারা নামায পড়েনি যেন আসে এবং আপনার সাথে নামায আদায় করে নেয় এবং তারা যেন নিজেদের প্রতিরক্ষায় তৈরী থাকে

وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ

ও তাদের অস্ত্র সাথে রাখে ;[১৩৯] যারা কুফরী করেছে তারা কামনা করে, তোমরা যদি তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও দ্রব্য-সামগ্রী সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়ো।

فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى

তাহলে তারা তোমাদের উপর একই সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে ; আর তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না যদি তোমাদের কষ্ট হয়

وَ –আর ; لْتَأْتِ –যেন আসে ; طَائِفَةٌ –একটি দল ; أُخْرَىٰ –অপর ; لَمْ يُصَلُّوا –যারা নামায পড়েনি ; فَلْيُصَلُّوا –(ف+ليصلوا)-এবং নামায আদায় করে নেয় ; مَعَكَ –আপনার সাথে ; وَ –এবং ; لْيَأْخُذُوا –তারা যেন তৈরী থাকে ; حِذْرَهُمْ –(حذر+هم)-নিজেদের প্রতিরক্ষায় ; وَ –ও ; أَسْلِحَتَهُمْ –(اسلحة+هم)-নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র সাথে রাখে ; وَدَّ –কামনা করে ; الَّذِينَ –যারা ; كَفَرُوا –কুফরী করেছে ; لَوْ –যদি ; تَغْفُلُونَ –তোমরা গাফেল হয়ে পড়ো ; عَنْ –সম্পর্কে ; أَسْلِحَتِكُمْ –(اسلحة+كم)-তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ; وَ –ও ; أَمْتِعَتِكُمْ –(امتعة+كم) তোমাদের দ্রব্য সামগ্রী ; فَيَمِيلُونَ –(ف+يميلون)-তাহলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে ; عَلَيْكُمْ –তোমাদের উপর ; مَيْلَةً وَاحِدَةً –(ميلة+واحدة)-একই সাথে ঝাঁপিয়ে পড়া ; وَ –আর ; لَا جُنَاحَ –(لا+جناح)-কোনো গুনাহ হবে না ; عَلَيْكُمْ –তোমাদের ; إِنْ –যদি ; كَانَ –হয় ; بِكُمْ –(ب+كم)-তোমাদের ; أَذًى –কষ্ট ;

১৩৮. শত্রুর আক্রমণের ভয় আছে ; কিন্তু যুদ্ধ তখন হচ্ছে না—এমন অবস্থায়ই 'ভয়কালীন নামাযের' নির্দেশ এসেছে। আর যখন যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় নামাযের সময় হবে, তখন নামায পিছিয়ে দেয়া যাবে। নবী (স) থেকে প্রমাণিত যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় চার ওয়াক্তের নামায পড়া হয়নি। অতপর যখন সুযোগ এসেছে যথারীতি পরপর চার ওয়াক্তের নামায একই সময়ে আদায় করে নিয়েছেন। অথচ 'ভয়কালীন নামাযের' হুকুম খন্দক যুদ্ধের পূর্বেই এসেছিলো।

১৩৯. 'ভয়কালীন নামায' পড়ার কয়েকটি পদ্ধতিই ফিকাহর কিতাবে রয়েছে। যুদ্ধের অবস্থার উপর নির্ভর করে যে পদ্ধতি তখনকার পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হবে সে পদ্ধতিতেই নামায আদায় করতে হবে।

مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَنْ تَضَعُوْۤا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ؕ

বৃষ্টির কারণে অথবা তোমরা রোগাক্রান্ত হও, এতে হাতিয়ার রেখে দিলে, তবে তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো ;

اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝١٠٢ فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ

অবশ্যই আল্লাহ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।[১৪০]
১০৩. অতপর তোমরা যখন নামায শেষ করো

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ

তখন আল্লাহকে স্মরণ করো দাঁড়ানো অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায় এবং শায়িত অবস্থায়। তারপর তোমরা যখন শংকা মুক্ত হবে

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝

তখন যথানিয়মে নামায কায়েম করবে ; নিশ্চয়ই নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরয।

مَّطَرٍ-(من+مطر)-مِّنْ-বৃষ্টির কারণে ; اَوْ-অথবা ; كُنْتُمْ-তোমরা হও ; مَّرْضٰى-রোগাক্রান্ত ; اَنْ تَضَعُوْا-এতে রেখে দিলে ; اَسْلِحَتَكُمْ-(اسلحة+كم)-তোমাদের হাতিয়ার ; وَ-তবে ; خُذُوْا-তোমরা অবলম্বন করো ; حِذْرَكُمْ-(حذر+كم)-তোমাদের সতর্কতা ; اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; اَعَدَّ-প্রস্তুত করে রেখেছেন; لِلْكٰفِرِيْنَ-(ل+ال+كفرين)-কাফেরদের জন্য ; عَذَابًا-শাস্তি ; مُّهِيْنًا-লাঞ্ছনাকর। ১০৩ فَاِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; قَضَيْتُمُ-তোমরা শেষ করো; الصَّلٰوةَ-(ال+صلوة)-নামায ; فَاذْكُرُوْا-(ف+اذكروا)-তখন তোমরা স্মরণ করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; قِيٰمًا-দাঁড়ানো অবস্থায় ; وَّ-ও ; قُعُوْدًا-উপবিষ্ট অবস্থায়, ; وَّ-এবং ; عَلٰى جُنُوْبِكُمْ-(على+جنوب+كم)-তোমাদের শায়িত অবস্থায় ; فَاِذَا-তারপর যখন ; اطْمَاْنَنْتُمْ-তোমরা বিপদাশঙ্কা মুক্ত হবে ; فَاَقِيْمُوْا-(ف+اقيموا)-তখন যথানিয়মে কায়েম করবে ; الصَّلٰوةَ-(ال+صلوة)-নামায ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الصَّلٰوةَ-নামায আদায় করা ; كَانَتْ-হলো ; عَلَى-উপর ; الْمُؤْمِنِيْنَ-(ال+مؤمنين)-মু'মিনদের ; كِتٰبًا-ফরয ; مَّوْقُوْتًا-নির্ধারিত সময়ে।

১৪০. অর্থাৎ তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন একটি পার্থিব কৌশল মাত্র। মূলত তোমাদের এ সতর্কতা অবলম্বনের উপর জয়-পরাজয় নির্ভর করে না—তা নির্ভর করে

(১০৪) وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ

১০৪. আর তোমরা শত্রু দলের[১৪১] সন্ধানে ভগ্নোৎসাহ হয়ো না ; তোমরা যদি ব্যথা পেয়ে থাকো তারাও তো অবশ্যই ব্যথা পেয়ে থাকে

كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

যেমনি তোমরা ব্যথা পাও এবং তোমরা আল্লাহর নিকট যা আশা করো তা তারা আশা করে না ;[১৪২] আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

(১০৪) وَ-আর ; لَاتَهِنُوْا-তোমরা ভগ্নোৎসাহ হয়ো না ; فِي ابْتِغَاءِ-(فى+ابتغاء)-সন্ধানে ; الْقَوْمِ-(ال+قوم)-শত্রু দলের ; اِنْ-যদি ; تَكُوْنُوْا-তোমরা পেয়ে থাকো ; تَاْلَمُوْنَ-ব্যথা পেয়ে থাকো ; فَاِنَّهُمْ-(ف+ان+هم)-তারাও তো অবশ্যই ; يَاْلَمُوْنَ-ব্যথা পেয়ে থাকে ; كَمَا-যেমনি ; تَاْلَمُوْنَ-তোমরা ব্যথা পাও ; وَ-এবং ; تَرْجُوْنَ-আশা করো ; مِنَ اللّٰهِ-(من+اللّٰه)-আল্লাহর কাছে ; مَا-যা, তা ; لَايَرْجُوْنَ-তারা আশা করে না ; وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلِيْمًا-সর্বজ্ঞ ; حَكِيْمًا-প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর। তাই তোমাদের সতর্কতার সাথে সাথে একথায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, যারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর দীনের আলো নিভিয়ে দিতে চাচ্ছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই লাঞ্ছিত করবেন।

১৪১. এখানে 'আল-কাওম' দ্বারা কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারাই ইসলামের দাওয়াত এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

১৪২. অর্থাৎ কাফেররা বাতিলের জন্য যেরূপ কষ্ট স্বীকার করছে, ঈমানদাররা তাদের সত্য দীনের জন্যতো তার চেয়ে বেশী না হোক অন্তত ততটুকু স্বীকার করতে না পারলে তা আশ্চর্যের বিষয়ই বটে। অথচ কাফেরদের সামনে মৃত্যু পর্যন্ত এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের স্বার্থের অতিরিক্ত কিছুই নেই। অপরদিকে মু'মিনদের সামনে রয়েছে সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর দরবারে পরকালের স্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তি ও পুরস্কারের আশা।

১৫ রুকূ' (১০১-১০৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. এ রুকূ'তে আল্লাহ তা'আলা সফরকালীন কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করে মু'মিনদের জন্য নামাযে বিশেষ সুবিধা দানের কথা ঘোষণা করেছেন।

২. সফরকালে চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে দু রাকাআত পড়তে হবে।

৩. তিন ওয়াক্ত তথা যোহর, আসর এবং ইশার ফরযেই 'কসর' পড়তে হবে। অন্য নামাযে কসর নেই।

৪. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে নামাযে 'কসর' করা ওয়াজিব। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে কসর না করলে গুনাহ হবে।

৫. কেউ কমপক্ষে ৪৮ মাইল দূরত্বের সফরের নিয়তে ঘর থেকে বের হলে সে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে এবং নামাযে কসর করবে।

৬. গন্তব্যস্থলে ১৫দিন বা তার চেয়ে বেশী দিন থাকার নিয়ত করলে অবস্থান স্থলে পুরো নামায পড়তে হবে।

৭. ১৫ দিনের কম অবস্থানের নিয়ত থাকলেও যদি বাধ্য হয়ে অনির্দিষ্টভাবে তার চেয়ে বেশী দিনও থাকতে হয় এবং বাড়ী ফেরার নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ঠিক করতে না পারে, তাহলে এভাবে যতদিন থাকবে ততদিনই কসর করতে থাকবে।

৮. যে কোনো কারণে বিপদাশঙ্কা থাকলে 'সালাতুল খাওফ' তথা ভয়কালীন নামায পড়া জায়েয।

৯. সকল ফকীহদের মতে 'সালাতুল খাওফের' বিধান এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-৮

١٠٥ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ

১০৫. নিশ্চয়ই আমি আপনার[১৪৩] প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ আপনাকে যা দেখিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করতে পারেন ;

وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ١٠٦ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

আর খিয়ানতকারীদের পক্ষে আপনি বিতর্ককারী হবেন না। ১০৬. আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, অবশ্যই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

١٠٧ وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ

১০৭. আর আপনি বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হবেন না তাদের পক্ষে যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে ;[১৪৪] নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন না

(১০৫) اِنَّآ-(ان+نا)-নিশ্চয় আমি ; اَنْزَلْنَآ-নাযিল করেছি ; اِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; الْكِتٰبَ-(ال+كتب)-কিতাব ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যসহ ; لِتَحْكُمَ-যাতে আপনি বিচার-ফায়সালা করতে পারেন ; بَيْنَ-মধ্যে ; النَّاسِ-(ال+ناس)-মানুষের ; بِمَآ-সে অনুযায়ী যা ; اَرٰىكَ-(ارى+ك)-আপনাকে দেখিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-আর ; لَاتَكُنْ-আপনি হবেন না ; لِّلْخَآئِنِيْنَ-(ل+ال+خائنين)-খিয়ানতকারীদের পক্ষে ; خَصِيْمًا-বিতর্ককারী। (১০৬) وَ-আর ; اسْتَغْفِرِ-ক্ষমা প্রার্থনা করুন ; اللّٰهَ-আল্লাহর কাছে ; اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; كَانَ-হলেন ; غَفُوْرًا-অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمًا-পরম দয়ালু। (১০৭) وَ-আর ; لَاتُجَادِلْ-আপনি বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হবেন না ; عَنِ-পক্ষে ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; يَخْتَانُوْنَ-প্রতারিত করে ; اَنْفُسَهُمْ-(انفس+هم)-নিজেদেরকে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَايُحِبُّ-পসন্দ করেন না ;

১৪৩. এ রুকূ' ও পরবর্তী রুকূ'তে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। আনসারদের জাফর গোত্রের তামাহ্ বা উবাইরিক নামক এক ব্যক্তি এক আনসারীর বর্ম চুরি করে এক ইয়াহুদীর কাছে রাখে। বর্মের মালিক উবাইরিককে সন্দেহ করে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে তার নামে অভিযোগ করে। জাফর গোত্রের লোকেরা উবাইরিকের পক্ষ নিয়ে ইয়াহুদীকে দোষারোপ করে বলে, যেহেতু বর্মটি তার

مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٨﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ

তাকে, যে খিয়ানতকারী পাপী। ১০৮. তারা গোপন করতে চায় মানুষের থেকে কিন্তু তারা আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করে না

وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ○

অথচ তিনি তাদের সাথেই আছেন, যখন তারা রাতে পরামর্শ করে এমন বিষয়ে যা তিনি পসন্দ করেন না; আর তারা যা করে আল্লাহ হলেন তার সবকিছুরই পরিবেষ্টনকারী।

مَنْ –তাকে, যে ; كَانَ –হবে ; خَوَّانًا –খিয়ানতকারী ; أَثِيمًا –পাপী। ﴿١٠٨﴾ يَسْتَخْفُونَ –তারা গোপন করতে চায় ; مِنَ –থেকে ; النَّاسِ –(ال+ناس)–মানুষের ; وَ –কিন্তু ; لَا يَسْتَخْفُونَ –গোপন করে না ; مِنَ –কাছ থেকে ; اللَّهِ –আল্লাহর ; وَ –অথচ ; هُوَ –তিনি ; مَعَهُمْ –(مع+هم)–তাদের সাথেই আছেন ; إِذْ –যখন ; يُبَيِّتُونَ –তারা রাতে পরামর্শ করে ; مَا -যা ; لَا يَرْضَىٰ -তিনি পসন্দ করেন না ; مِنَ الْقَوْلِ -(من+ال+قول) –এমন বিষয়ে ; وَ –আর ; كَانَ –হলেন ; اللَّهُ –আল্লাহ ; بِمَا –(ب+ما) –তার সবকিছুরই, যা ; يَعْمَلُونَ –তারা করে ; مُحِيطًا –পরিবেষ্টনকারী।

কাছে পাওয়া গেছে সুতরাং সে-ই দোষী। সে ইয়াহুদী সত্যকে অস্বীকার করে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফরী করে। তার কথা বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের কথা মেনে নেয়া উচিত, যেহেতু আমরা মুসলমান। রাসূলুল্লাহ (স) বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ইয়াহুদীর বিরুদ্ধে এবং বাদীকে উবাইরিকের নামে অভিযোগ করার জন্য সতর্ক করে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। এমন সময় অহী নাযিল হয় এবং আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দেন।

রাসূলুল্লাহ (স) বাহ্যিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে রায় দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, তা তাঁর জন্য কোনো গুনাহের কাজ ছিলো না, কারণ বাহ্যিক সাক্ষী-প্রমাণের উপর ভিত্তি করেই বিচারপতি হিসেবে তাঁর রায় পেশ করা যুক্তিযুক্ত। এ ধরনের অবস্থা বর্তমানকালের বিচারপতিদের সামনেও আসে। অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষী-প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের কাছ থেকে অসৎ লোকেরা রায় নিজেদের পক্ষে নিয়ে নেয়। তবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে চলছিলো প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সে সময় এ ধরনের রায়কে ইসলাম বিরোধীরা একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতো। তারা বলতো যে, ইসলামেও ইনসাফ নেই, এখানেও অন্ধ দলপ্রীতি ও গোত্রপ্রীতি রয়েছে। এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তাঁর নবীকে প্রকৃত ব্যাপার জানিয়ে দেন। আর মুসলমানদেরকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেন, যারা নিছক অন্ধ গোত্র ও পরিবার প্রীতির কারণে অপরাধীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলো। নিজ

﴿١٠٩﴾ هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ

১০৯. হ্যাঁ, তোমরাতো ওদের পক্ষে দুনিয়ার জীবনেই বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হলে, কিন্তু কে আল্লাহর সামনে ওদের পক্ষে বাক-বিতণ্ডা করবে

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١١٠﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا

কিয়ামতের দিন ? অথবা কে হবে তাদের উকীল ?[১৪৫] ১১০. আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করে

اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا

অথবা যুলম করে নিজের উপর অতপর ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহর কাছে, সে আল্লাহকে অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু হিসেবেই পাবে।[১৪৬] ১১১. আর যে কোনো গুনাহ করে

(১০৯) هٰٓاَنْتُمْ-(ها+انتم)-হ্যাঁ, তোমরাতো ; هٰٓؤُلَآءِ-(ها+اولاء)-ওদের ; جٰدَلْتُمْ-বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হলে ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-ওদের পক্ষেই ; فِي الْحَيٰوةِ-(فى+ال+حيوة)-জীবনে ; الدُّنْيَا-(ال+دنيا)-দুনিয়ার ; فَمَنْ-(ف+من)-কিন্তু কে ; يُّجَادِلُ-বাক-বিতণ্ডা করবে ; اللّٰهَ-আল্লাহর সামনে ; عَنْهُمْ-ওদের পক্ষে ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-(ال+قيمة)-কিয়ামতের ; اَمْ-অথবা ; مَّنْ-কে ; يَّكُوْنُ-হবে ; عَلَيْهِمْ-তাদের ; وَكِيْلًا-উকীল। (১১০) وَ-আর ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; يَّعْمَلْ-কাজ করে ; سُوْٓءًا-কোনো মন্দ ; اَوْ-অথবা ; يَظْلِمْ-যুলম করে ; نَفْسَهٗ-(نفس+ه)-তার নিজের উপর ; ثُمَّ-অতপর ; يَسْتَغْفِرِ-ক্ষমা প্রার্থনা করে ; اللّٰهَ-আল্লাহর কাছে ; يَجِدِ-সে পাবে ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; غَفُوْرًا-অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمًا-পরম দয়ালু হিসেবে। (১১১) وَ-আর ; مَنْ-যে ; يَّكْسِبْ-অর্জন করে ; اِثْمًا-কোনো ;

গোত্রের লোক হওয়ার কারণে তাকে তার অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা বা সমর্থন দেয়া যাবে না।

১৪৪. যে অন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে সবার আগে নিজের সাথেই প্রতারণা করে। কারণ, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তা'আলার আমানত ; সে অন্যায়ভাবে সেগুলোকে ব্যবহার করে তার বিশ্বাসঘাতকতায় সহযোগিতার বাধ্য করে। তার যে বিবেককে আল্লাহ তার নৈতিক চরিত্রের পাহারাদার বানিয়েছিলো সে বিবেককে দাবিয়ে রাখে—যা তাকে এ কাজে বাধা দিতে পারে না।

১৪৫. এখানে বনী উবাইরিকের সমর্থকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং পরকালের ভীতি প্রদর্শন করে অন্যায়কে সমর্থন করার জন্য তাওবা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾ وَمَن يَكْسِبْ

সে অবশ্যই তা নিজের জন্যই অর্জন করে ; আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।
১১২. আর যে উপার্জন করে

خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾

কোনো অপরাধ বা গুনাহ, অতপর তা কোনো নির্দোষীর প্রতি চাপায় তবে সে নিসন্দেহে নিজে বহন করে নিলো দুর্ণাম ও সুস্পষ্ট পাপের বোঝা।

فَإِنَّمَا–অবশ্যই ; يَكْسِبُهُ–(يكسب+ه)–সে তা অর্জন করে ; عَلَىٰ–জন্য ; نَفْسِهِ–(نفس+ه) –তার নিজের ; وَ–আর ; كَانَ–হলেন ; اللَّهُ–আল্লাহ ; عَلِيمًا–সর্বজ্ঞ ; حَكِيمًا–প্রজ্ঞাময়। ﴿١١٢﴾ وَ–আর ; مَنْ–যে ; يَكْسِبْ–উপার্জন করে ; خَطِيئَةً–কোনো অপরাধ ; أَوْ–অথবা ; إِثْمًا–কোনো গুনাহ ; ثُمَّ–অতপর ; يَرْمِ–চাপায় ; بِهِ–তা ; بَرِيئًا–কোনো নির্দোষীর প্রতি ; فَقَدِ احْتَمَلَ–(ف+قد+احتمل)–তবে নিসন্দেহে সে বোঝা বহন করে নিলো ; بُهْتَانًا–দুর্ণাম, অপবাদ ; وَ–ও ; إِثْمًا–পাপের বোঝা ; مُّبِينًا–সুস্পষ্ট।

১৪৬. এখানে পাপীদেরকে নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার করার জন্যে বলা হয়েছে যে, গুনাহগার বা পাপী যদি খালেস অন্তরে আল্লাহর কাছে তাওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহকে ক্ষমাশীল হিসেবেই পায়। গুনাহ বড় হোক বা ছোট হোক খাঁটি মনে তাওবা করলে আল্লাহ অবশ্যই মাফ করবেন।

১৬ রুকূ' (১০৫-১১২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. নবী-রাসূলগণের আনীত জীবন ব্যবস্থা নির্ভুল। কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি তাঁদের দ্বারা সংঘটিত হওয়ার উপক্রম হলেই আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তা শুধরে দিয়েছেন।

২. যেসব ব্যাপারে কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই সেসব ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্বীয় ইজতিহাদ দ্বারা ফায়সালা করার অধিকার ছিলো।

৩. কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি অনুসারে গৃহীত সিদ্ধান্ত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য।

৪. রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো হুঁশিয়ারী না আসলে তা আল্লাহর পসন্দনীয় ও নির্ভুল হয়েছে বলে প্রতিভাত হতো।

৫. মুখে মুখে "আসতাগফিরুল্লাহ ওয়া আতূবু ইলাইহি" বলার নাম তাওবা নয়। বরং যে গুনাহের জন্য তাওবা করা হচ্ছে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তাতে লিপ্ত না হওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হওয়ার নামই তাওবা।

৬. তাওবার তিনটি দিক রয়েছে—(ক) অতীত গুনাহর জন্য অনুতাপ করা, (খ) বর্তমান গুনাহ অবিলম্বে পরিত্যাগ করা, (গ) ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে দৃঢ় সংকল্প করা।

৭. বান্দাহর হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত গুনাহ সেগুলো সে বান্দাহর কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেয়া তাওবার অন্যতম শর্ত।

৮. নিজের গুনাহর দোষ অন্যের উপর চাপানো দ্বিগুণ শাস্তির কারণ হয়ে থাকে। প্রথমত—গুনাহর শাস্তি, দ্বিতীয়ত—অপবাদ প্রদানের শাস্তি।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৩

(১১৩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ

১১৩. আর যদি না আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত হতো, অবশ্যই তাদের একটি দল আপনাকে বিভ্রান্ত করতে সংকল্প করেছিলো

وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ

আর তারা বিভ্রান্ত করতে পারে না তাদের নিজেদেরকে ছাড়া এবং তারা পারবে না আপনার কোনো প্রকার ক্ষতি করতে ;[১৪৭] আর আল্লাহ নাযিল করেছেন আপনার প্রতি কিতাব

وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ○

ও হিকমত এবং যা আপনি জানতেন না, তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন ; আর আপনার উপর রয়েছে আল্লাহর অসীম করুণা।

(১১৩) وَ-আর ; لَوْ -যদি ; لَا-না ; فَضْلُ-অনুগ্রহ ; اللّٰه -আল্লাহর ; عَلَيْكَ -(على+ك)-আপনার উপর ; وَ -ও ; رَحْمَتُهٗ -(رحمة+ه)-তাঁর রহমত ; لَهَمَّتْ -(ل+همت)-অবশ্যই সংকল্প করেছিলো ; طَآئِفَةٌ -একটি দল ; مِّنْهُمْ -(من+هم)-তাদের মধ্যে ; اَنْ يُّضِلُّوْكَ -(ان+يضلوا+ك)-আপনাকে বিভ্রান্ত করতে ; وَ-আর ; مَا يُضِلُّوْنَ-তারা বিভ্রান্ত করতে পারে না ; اِلَّا-ছাড়া ; اَنْفُسَهُمْ -(انفس+هم)-তাদের নিজেদেরকে ; وَ -এবং ; مَا يَضُرُّوْنَكَ -(ما+يضرون+ك)-তারা পারবে না আপনার ক্ষতি করতে ; مِنْ شَيْءٍ -কোনো প্রকার ; وَ -আর ; اَنْزَلَ -নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلَيْكَ -আপনার প্রতি ; الْكِتٰبَ-(ال+كتب)-কিতাব ; وَ-ও ; الْحِكْمَةَ-(ال+حكمة)-হিকমত (প্রজ্ঞা) ; وَ -এবং ; عَلَّمَكَ -(علم+ك)-আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন ; مَا-যা ; لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ-(لم+تكن+تعلم)-আপনি জানতেন না ; وَ -আর ; كَانَ-রয়েছে ; فَضْلُ -করুণা ; اللّٰه -আল্লাহর ; عَلَيْكَ-আপনার উপর ; عَظِيْمًا-অসীম।

১৪৭. অর্থাৎ তারা যদি মিথ্যা বিবরণী পেশ করে আপনাকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষমও হতো এবং ন্যায়-ইনসাফের বিপরীত তাদের পক্ষে ফায়সালা করিয়ে নিতেও পারতো, তাহলেও ক্ষতি তাদেরই হতো, আপনার কোনো ক্ষতি হতো না। কেননা আল্লাহর কাছে সে-ই অপরাধী হতো—আপনি নন। যে ব্যক্তি বিচারককে প্রতারিত করে নিজের

١١٤ لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ

১১৪. তাদের বেশীর ভাগ গোপন পরামর্শেই কোনো কল্যাণ নেই, তবে যে নির্দেশ দেয় দান-সাদকা, নেক কাজ ও পরিশুদ্ধির

بَيْنَ النَّاسِ ۭ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاۗءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ

মানুষের মধ্যে (তাতে কল্যাণ রয়েছে) ; আর যে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তা করবে, শীঘ্রই আমি তাকে দান করবো

اَجْرًا عَظِيْمًا ١١٥ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ

মহান প্রতিদান। ১১৫. আর যে তার কাছে সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করে এবং অনুসরণ করে

غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۭ وَسَاۗءَتْ مَصِيْرًا

মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্যপথ, সে যেদিকে ফিরে যায়[১৪৮] আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেই, আর আমি ঠেলে দেবো তাকে জাহান্নামে ; আর গন্তব্য হিসেবে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

---

(১১৪) لَا –নেই ; خَيْرَ –কোনো কল্যাণ ; فِيْ كَثِيْرٍ –বেশীর ভাগ ; مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ –(من+نجوى+هم)–তাদের গোপন পরামর্শে ; اِلَّا –তবে ; مَنْ –যে ; اَمَرَ –নির্দেশ দেয় ; بِصَدَقَةٍ –(ب+صدقة)–দান-সাদকার ; اَوْ –অথবা ; مَعْرُوْفٍ –নেক কাজের ; اَوْ –বা ; اِصْلَاحٍ –পরিশুদ্ধির ; بَيْنَ –মধ্যে ; النَّاسِ –(ال+ناس)–মানুষের ; وَ –আর ; مَنْ –যে কেউ ; يَّفْعَلْ –করবে ; ذٰلِكَ –তা ; ابْتِغَاۗءَ –লক্ষ্যে ; مَرْضَاتِ –সন্তুষ্টির ; اللّٰهِ –আল্লাহর ; فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ –(ف+سوف+نؤتى+ه)–তাহলে শীঘ্রই আমি তাকে দান করবো ; اَجْرًا –প্রতিদান ; عَظِيْمًا –মহান। (১১৫) وَ –আর ; مَنْ –যে ; يُّشَاقِقِ –বিরোধিতা করে ; الرَّسُوْلَ –(ال+رسول)–রাসূলের ; مِنْۢ بَعْدِ –পরেও ; مَا تَبَيَّنَ –সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার ; لَهُ –তার নিকট ; الْهُدٰى –(ال+هدى)–সত্য পথ ; وَ –এবং ; يَتَّبِعْ –অনুসরণ করে ; غَيْرَ –অন্য পথ ; سَبِيْلِ –পথ ছাড়া ; الْمُؤْمِنِيْنَ –(ال+مؤمنين)–মু'মিনদের ; نُوَلِّهٖ –(نول+ه)–আমি তাকে ফিরিয়ে দেই ; مَا –যেদিকে ; تَوَلّٰى –সে ফিরে যায় ; وَ –আর ; نُصْلِهٖ –(نصل+ه)–আমি ঠেলে দেব তাকে ; جَهَنَّمَ –জাহান্নামে ; وَ –আর ; سَاۗءَتْ –তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ; مَصِيْرًا –গন্তব্য হিসেবে।

পক্ষে রায় নিয়ে নেয় সে আসলে নিজেকেই প্রতারিত করে যে, তার তদবীরে সত্য তার পক্ষে চলে এসেছে ; অথচ আল্লাহর দরবারে সত্য যার, সত্য তারই থাকে, বিচারকের প্রতারিত হওয়ার কারণে যে রায় এসেছে তার দ্বারা মূল সত্যের উপর কোনো প্রভাব পড়ে না।

১৪৮. উপরোক্ত মোকদ্দমায় আল্লাহর অহীর ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (স) যখন খিয়ানতকারী মুসলমানের বিপক্ষে নির্দোষ ইয়াহুদীর পক্ষে রায় ঘোষণা করে দিলেন তখন মুনাফিকটির উপর জাহেলিয়াত এমন প্রভাব বিস্তার করলো যে, সে মদীনা থেকে বের হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনদের কাছে মক্কায় চলে গেলো এবং প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করা শুরু করলো। আলোচ্য আয়াতে তার সেসব তৎপরতার প্রতি ইংগীত করা হয়েছে।

১৭ রুকূ' (১১৩-১১৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর অবতারিত অহী দু প্রকার—এক, অহী মাতলূ তথা যে অহী তিলাওয়াত করা হয়, আর তাহলো কিতাব তথা কুরআন। দুই, অহী গায়রে মাতলূ তথা যে অহী তিলাওয়াত করা হয় না। আর তাহলো হাদীস তথা সুন্নাহ।

২. কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত, প্রথমটি প্রত্যক্ষ এবং দ্বিতীয়টি পরোক্ষ। সুতরাং উভয়টির উপর আমল তথা বাস্তবায়ন ওয়াজিব।

৩. রাসূলুল্লাহ (স) গায়েব জানতেন না ; তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেছেন তা সকল সৃষ্টজীবের চেয়ে বেশী।

৪. মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বাদ দিয়ে পার্থিব কোনো প্রকার শলা-পরামর্শের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

৫. দান-সাদকা করা, সৎকাজে একে অপরকে উৎসাহ প্রদান এবং পারস্পরিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য শলা-পরামর্শ করার মধ্যেই প্রকৃত কল্যাণ রয়েছে। কেননা, এগুলো পরকালের চিন্তাভিত্তিক কর্মকাণ্ড।

৬. দান-সাদকা ও নেক কাজের নির্দেশ এবং সমাজ পরিশুদ্ধির দ্বারা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়।

৭. এখানে দান-সাদকা দ্বারা সকল প্রকার ওয়াজিব সাদকা, যাকাত, নফল সাদকা এবং যে কোনো উপকার এর অন্তর্ভুক্ত।

৮. মুশরিক ও কাফেরের শাস্তি চিরস্থায়ী। কারণ তাদের ইচ্ছা ও সংকল্প এটাই থাকে যে, তারা এ অবস্থায়ই চিরকাল থাকবে। তারা মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত যখন শিরক ও কুফরের উপর থাকে, তখন এটাই প্রমাণ হয় যে, তাদের পার্থিব জীবন চিরস্থায়ী হলে তারা একই অবস্থায় অবিচল থাকতো।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৮
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা-১১

﴿١١٦﴾ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ط

১১৬. আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করেন না,[১৪৯] এটা ছাড়া যাকে চান সবকিছু ক্ষমা করে দেন।

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١١٧﴾ إِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِلَّآ إِنٰثًا ج

আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে নিসন্দেহে সে গভীর পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়েছে। ১১৭. তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা দেবীর আরাধনাই করে ;

وَإِنْ يَّدْعُوْنَ إِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٨﴾ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ

আর তারা আরাধনা করে বিদ্রোহী শয়তানের।[১৫০] ১১৮. আল্লাহ লা'নত করেন তাকে (শয়তানকে) আর সে বলে—আমি অবশ্যই তোমার বান্দাহদের মধ্য থেকে আমার অনুগত বানিয়ে নেয়

﴿١١٦﴾ إِنَّ—নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ—আল্লাহ ; لَايَغْفِرُ-ক্ষমা করেন না ; أَنْ يُّشْرَكَ-শরীক করাকে ; بِهٖ—তাঁর সাথে ; وَ—এবং ; يَغْفِرُ—ক্ষমা করে দেন ; مَا دُوْنَ—(ما+دون)-ছাড়া ; ذٰلِكَ—এটা ; لِمَنْ—(ل+من)-যাকে ; يَّشَآءُ—চান ; وَ—আর ; مَنْ—যে ; يُّشْرِكْ—শরীক করে ; بِاللّٰهِ—(ب+الله)—আল্লাহর সাথে ; فَقَدْ ضَلَّ—(ف+قد+ضل)—নিসন্দেহে সে নিমজ্জিত হয়েছে ; ضَلٰلًا—পথ ভ্রষ্টতায় ; بَعِيْدًا—গভীর। ﴿١١٧﴾ إِنْ يَّدْعُوْنَ—তারা আরাধনা করে না ; مِنْ دُوْنِهٖٓ—(من+دون+ه)-তাঁর পরিবর্তে ; إِلَّآ—ছাড়া ; إِنٰثًا—দেবী ; وَ—আর ; إِنْ يَّدْعُوْنَ—তারা আরাধনা করে না ; إِلَّآ—ছাড়া ; شَيْطٰنًا—শয়তান ; مَّرِيْدًا-বিদ্রোহী। ﴿١١٨﴾ لَّعَنَهُ-(لعن+ه)-লানত করেন তাকে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ—আর ; قَالَ—সে বলে ; لَأَتَّخِذَنَّ—আমি অবশ্যই অনুগত বানিয়ে নেবো ; مِنْ—মধ্য থেকে ; عِبَادِكَ—(عباد+ك)—তোমার বান্দাদের ;

১৪৯. পূর্বোক্ত প্রসংগের জের টেনে বলা হয়েছে যে, এ ব্যক্তি নিজের জাহেলী ধ্যান-ধারণায় অন্ধ হয়ে সৎলোকদের দল ত্যাগ করে যাদের সাথে গিয়ে মিশেছে তারা কেমন লোক, তাদের পরিণতিতো এটাই যে, তারা আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা করতে পারে না।

نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٩﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ

একটি নির্দিষ্ট অংশকে।[১৫১] ১১৯. আর আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো এবং তাদের অন্তরে অলীক আশার সঞ্চার করবোই আর অবশ্যই নির্দেশ দেবো তাদেরকে তখন তারাই পশুর কান ছেদ করবে[১৫২]

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ

এবং তাদের অবশ্যই আদেশ দেবো তখন তারা আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনবে;[১৫৩] আর যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে

نَصِيبًا–একটি অংশকে ; مَّفْرُوضًا–নির্দিষ্ট। ﴿١١٩﴾ وَ–আর ; لَأُضِلَّنَّهُمْ–(لاضلن+هم)–আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো ; وَ–এবং ; لَأُمَنِّيَنَّهُمْ–(لامنين+هم)–আমি অবশ্যই তাদের অন্তরে অলীক আশার সঞ্চার করবো ; وَ–আর ; لَآمُرَنَّهُمْ–অবশ্যই আমি তাদেরকে নির্দেশ দেবো ; فَلَيُبَتِّكُنَّ–(ف+ليبتكن)–তখন তারা ছেদ করবে ; آذَانَ–কান ; الْأَنْعَامِ–(ال+انعام)–পশুর ; وَ–এবং ; لَآمُرَنَّهُمْ–(ل+امرن+هم)–অবশ্যই আমি তাদেরকে আদেশ করবো ; فَلَيُغَيِّرُنَّ–(ف+ليغيرن)–তখন তারা পরিবর্তন আনবে ; خَلْقَ–সৃষ্টিতে ; اللَّهِ–আল্লাহর ; وَ–আর ; مَن–যে ; يَتَّخِذِ–গ্রহণ করবে ; الشَّيْطَانَ–(ال+شيطن)–শয়তানকে ; وَلِيًّا–অভিভাবক হিসেবে ; مِّن دُونِ–(من+دون)-বাদ দিয়ে ; اللَّهِ–আল্লাহকে ;

১৫০. শয়তানকে সরাসরি আনুষ্ঠানিকভাবে আরাধনা করে না বা আল্লাহর মর্যাদায় বসায় না। কিন্তু নিজের সকল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা-চেতনার বাগডোর শয়তানের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে তার দেখানো পথে চলা, যেন শয়তান তার প্রভু, আর সে শয়তানের দাস—এটাই হলো শয়তানকে আরাধনা করার মূলকথা। বিনা ওযর-আপত্তি ও বিনা বাক্য ব্যয়ে কারো নির্দেশ মেনে চলা এবং অন্ধভাবে কারো হুকুম মেনে চলাই তার ইবাদাত করা। যে ব্যক্তি এভাবে কারো আনুগত্য-অনুসরণ করে, সে তারই ইবাদাত করে।

১৫১. অর্থাৎ তোমার বান্দাহদের সময়, শ্রম, প্রচেষ্টা, মেধা, শক্তি-সামর্থ ; তাদের সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের এক বিরাট অংশই আমি নিয়ে নেবো। তাদেরকে মিথ্যা কামনা-বাসনার প্রতি এমনভাবে প্ররোচিত করবো, যার ফলে এসব কিছুর বিরাট অংশই আমার পথে ব্যয় করবে।

১৫২. আরবদের অনেক কুসংস্কারের মধ্যে একটি এই ছিলো যে, যে উটনী ৫টি বা ১০টি বাচ্চা দিতো তাকে কান ছিদ্র করে দেবতার নামে ছেড়ে দিতো। এমনিভাবে যে উটের ঔরসে ১০টি বাচ্চা জন্ম হতো তাকেও একইভাবে দেবতার নামে উৎসর্গ করতো। এগুলোকে কোনো কাজে ব্যবহার করা অবৈধ মনে করতো। এখানে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে।

فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١٢٠﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

নিসন্দেহে সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে নিমজ্জিত হবে। ১২০. সে তাদেরকে ওয়াদা দেয় এবং তাদের (অন্তরে) মিথ্যা বাসনা সৃষ্টি করে;[১৫৪] আর শয়তান তাদেরকে যে ওয়াদা দেয় তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়।

﴿١٢١﴾ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢٢﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا

১২১. এদের ঠিকানাই জাহান্নাম এবং তারা পাবে না কোনো পালানোর জায়গা।
১২২. আর যারা ঈমান আনে

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ

এবং নেক কাজ করে শীঘ্রই আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে অনন্তকাল ;

فَقَدْ خَسِرَ (ف+قد+خسر)–নিসন্দেহে সে নিমজ্জিত হবে ; خُسْرَانًا–ক্ষতিতে ; مُّبِينًا–প্রকাশ্য। ﴿١٢٠﴾ يَعِدُهُمْ–(يعد+هم)–সে তাদেরকে ওয়াদা দেয় ; وَ–এবং ; يُمَنِّيهِمْ–(يمنى+هم)–সে তাদের অন্তরে মিথ্যা বাসনা সৃষ্টি করে ; وَ–আর ; مَا يَعِدُهُمْ–(مايعد+هم)–তাদেরকে ওয়াদা দেয় না ; الشَّيْطَانُ–(ال+شيطن)-শয়তান ; إِلَّا–ছাড়া ; غُرُورًا–ধোঁকা। ﴿١٢١﴾ أُولَٰئِكَ–এদের ; مَأْوَاهُمْ–(ماوى+هم)–এদের ঠিকানাই ; جَهَنَّمُ-জাহান্নাম ; وَ-এবং ; لَا يَجِدُونَ-তারা পাবে না ; عَنْهَا-(عن+ها)–তা থেকে ; مَحِيصًا–পালানোর জায়গা। ﴿١٢٢﴾ وَ–আর ; الَّذِينَ–যারা ; آمَنُوا–ঈমান আনে ; وَ–এবং ; عَمِلُوا–করে ; الصَّالِحَاتِ–(ال+صلحت)–নেক কাজ ; سَنُدْخِلُهُمْ–(سندخل+هم)–শীঘ্রই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাবো ; جَنَّاتٍ–জান্নাতে ; تَجْرِي–প্রবাহিত ; مِن تَحْتِهَا–(من+تحت+ها)–যার তলদেশ দিয়ে ; الْأَنْهَارُ–(ال+انهار)–নহরসমূহ ; خَالِدِينَ–তারা স্থায়ী হবে ; فِيهَا–সেখানে ; أَبَدًا–অনন্তকাল ;

১৫৩. আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যে বস্তুকে আল্লাহ যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে সে কাজে ব্যবহার না করে অন্য কাজে ব্যবহার করা। অর্থাৎ মানুষ নিজের ও বস্তুর প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে কাজ করে এবং প্রকৃতির মূল উদ্দেশ্য উপেক্ষা করে যেসব পথ-পন্থা অবলম্বন করে তা-ই শয়তানের প্ররোচনা এবং সেটাই হলো আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনয়ন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—লূত জাতির ঘৃণ্য কাজ তথা সমকামিতা, বর্তমান যুগের জন্ম নিয়ন্ত্রণ, বৈরাগ্যবাদ, ব্রহ্মচর্য, নারী-পুরুষের বন্ধ্যাকরণ, পুরুষদেরকে খোজা বানানো, নারীদের উপর আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে তাদেরকে সমাজ-সংস্কৃতির এমনসব বিভাগে নিয়োজিত করা যেগুলোর দায়িত্ব পুরুষদের জন্য নির্ধারিত ইত্যাদি।

وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۭ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿١٢٢﴾ لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ

আল্লাহর ওয়াদাই সত্য ; আর আল্লাহর চেয়ে কথায় অধিক সত্যবাদী কে ?
১২৩. কিছুই হয় না তোমাদের অমূলক কামনায়

وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ۭ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۗءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ

আর না আহলি কিতাবের অমূলক কামনায়, যে কেউ মন্দ কাজ করবে তার প্রতিফল তাকে দেয়া হবে এবং সে পাবে না তার জন্য

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى

আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক আর না কোনো সাহায্যকারী।
১২৪. আর যে নেক কাজ করবে পুরুষ বা নারীর মধ্য থেকে

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰۗىِٕكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا

এবং সে (হবে) মু'মিন, এমন লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর তার প্রতি অণু পরিমাণও যুল্‌ম করা হবে না। ১২৫. আর জীবন ব্যবস্থার দিক থেকে কে উত্তম

اَصْدَقُ ; কে– مَنْ ; –আর وَ ; –সত্য حَقًّا ; –আল্লাহর اللّٰهِ ; –ওয়াদাই وَعْدَ
–অধিক সত্যবাদী ; مِنَ– চেয়ে; اللّٰهِ –আল্লাহর ; قِيْلًا –কথায়। (১২৩) لَيْسَ –কিছুই
হয় না ; بِاَمَانِيِّكُمْ –(ب+اماني+كم)– তোমাদের অমূলক কামনায় ; وَ –আর ; لَآ –না ;
اَمَانِيِّ –অমূলক কামনায় ; اَهْلِ –আহলি ; الْكِتٰبِ –(ال+كتب)– কিতাবের ; مَنْ –যে
কেউ ; يَّعْمَلْ –করবে ; سُوْۗءًا –মন্দ কাজ ; يُّجْزَ بِهٖ –(يجز+ب+ه)– তার প্রতিফল
তাকে দেয়া হবে ; وَ –এবং ; لَا يَجِدْ –সে পাবে না ; لَهٗ –তার জন্য ; مِنْ دُوْنِ –ছাড়া ;
اللّٰهِ –আল্লাহ ; وَلِيًّا –কোনো অভিভাবক ; وَّ –আর ; لَا نَصِيْرًا –না কোনো
সাহায্যকারী। (১২৪) وَ –আর ; مَنْ –যে ; يَّعْمَلْ –করবে ; مِنَ الصّٰلِحٰتِ –(من+ال+
صلحت)– নেক কাজ ; مِنْ –মধ্য থেকে ; ذَكَرٍ –পুরুষ ; اَوْ –বা ; اُنْثٰى –নারীর ; وَ
–এবং ; هُوَ –সে (হবে) ; مُؤْمِنٌ –মু'মিন ; فَاُولٰۗىِٕكَ –এমন লোকেরাই ; يَدْخُلُوْنَ
–প্রবেশ করবে ; الْجَنَّةَ –(ال+جنة)– জান্নাতে ; وَ –আর ; لَا يُظْلَمُوْنَ –তার প্রতি যুল্‌ম
করা হবে না ; نَقِيْرًا –অণু পরিমাণও। (১২৫) وَ –আর ; مَنْ –কে ; اَحْسَنُ –উত্তম ; دِيْنًا
–জীবনব্যবস্থার দিক থেকে ;

১৫৪. শয়তান যাকে যেভাবে সম্ভব মিথ্যা ওয়াদা দিয়ে বিপথগামী করে। কাউকে ব্যক্তিগত উন্নতি, অগ্রগতি সাধনের ওয়াদা দেয় ; কাউকে জাতীয় উন্নতির স্বপ্ন

مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ط

তার চেয়ে, যে নিজের মুখমণ্ডলকে আল্লাহর জন্য অবনত করে দেয় এবং সে সৎকর্মশীল, আর একনিষ্ঠভাবে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করে ;

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرٰهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط

আর ইবরাহীমকে আল্লাহ গ্রহণ করেছেন বন্ধু হিসেবে। ১২৬. আর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর[১৫৫]

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٦﴾

এবং আল্লাহই হলেন সবকিছুর পরিবেষ্টনকারী।[১৫৬]

مِمَّنْ-(من+من)-তার চেয়ে, যে ; أَسْلَمَ-অবনত করে দেয় ; وَجْهَهُ-(وجه+ه)-নিজের মুখমণ্ডলকে ; لِلَّهِ-(ل+الله)-আল্লাহর জন্য ; وَ-এবং ; هُوَ-সে ; مُحْسِنٌ-সৎকর্মপরায়ণ ; وَ-আর ; اتَّبَعَ-অনুসরণ করে ; مِلَّةَ-মিল্লাতে ; إِبْرٰهِيمَ-ইবরাহীমের ; حَنِيفًا-একনিষ্ঠভাবে ; وَ-আর ; اتَّخَذَ-গ্রহণ করেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; إِبْرٰهِيمَ-ইবরাহীমকে ; خَلِيلًا-বন্ধু হিসেবে। ﴿١٢٦﴾ وَ-আর ; لِلَّهِ-সবই আল্লাহর ; مَا-যাকিছু আছে ; فِي السَّمٰوٰتِ-(فى+ال+سموت)-আসমানে ; وَ-ও ; مَا-যাকিছু আছে ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; وَ-এবং ; كَانَ-হলেন ; اللَّهُ-আল্লাহই ; بِكُلِّ-(ب+كل)-সব ; شَيْءٍ-কিছুর ; مُحِيطًا-পরিবেষ্টনকারী।

দেখায় ; কাউকে দেখায় মানবতার কল্যাণ সাধনের নিশ্চয়তা। আবার কারো অন্তরে এমন ধারণা বদ্ধমূল করে দেয় যে, আল্লাহ, আখেরাত, হাশর-নশর ও জান্নাত-জাহান্নাম বলে কিছুই নেই। মৃত্যুর পরে সবাইকে মাটিতে মিশে যেতে হবে। কাউকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, আখেরাত থাকলেও অমুক হুজুরের বদৌলতে, অমুকের দোয়ার তোফায়েলে সেখানকার ধর-পাকড় সহজেই পার হওয়া যাবে। এসবই শয়তানের মিথ্যা ওয়াদার নমুনা।

১৫৫. অর্থাৎ আল্লাহর সামনে মাথা নত করা এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও গর্ব-অহংকার থেকে বিরত থাকা সত্যের অনুকূল বলেই উত্তম কাজ বলে বিবেচিত। আসমান ও যমীনে যাকিছু রয়েছে সবকিছু যখন আল্লাহরই মালিকানাধীন, তখন মানুষের কতর্ব্য হলো, অসংকোচে ও নির্ভয়ে সে আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন হবে এবং গর্ব-অহংকার পরিত্যাগ করবে।

১৫৬. অর্থাৎ আল্লাহর অনুগত না হয়ে বিদ্রোহমূলক আচরণ দেখিয়ে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পাবে না। কারণ আল্লাহর অসীম ক্ষমতা চারিদিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছে।

১৮ রুকূ' (১১৬-১২৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. স্রষ্টা, রিযিকদাতা, বিধানদাতা, সর্বশক্তিমান, দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত ইত্যাকার বিশেষ বিশেষ গুণে অন্যকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা শিরক।

২. যুল্‌ম তিন প্রকার–(ক) শির্‌ক করা, (খ) আল্লাহর হকে ত্রুটি করা, (গ) বান্দাহর হক নষ্ট করা।

৩. শির্‌ক সবচেয়ে বড় যুল্‌ম। এটা আল্লাহ তাআলা কখনও ক্ষমা করবেন না।

৪. আল্লাহর হকে ত্রুটি করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করতে পারেন, আবার তার জন্য পাকড়াও করতেও পারেন।

৫. বান্দাহর হক বিনষ্ট করলে বান্দাহ যদি ক্ষমা না করে তবে এ যুল্‌মের প্রতিশোধ না নিয়ে আল্লাহ ছাড়বেন না।

৬. মূর্তিপূজা যেমন শির্‌ক তেমনি আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট গুণে অন্য কোনো মানুষকে গুণান্বিত মনে করে তার কাছে প্রার্থনা জানানোও শির্‌ক।

৭. যাবতীয় কুসংস্কার শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে প্রচলিত হয়েছে। এসব থেকে বেঁচে থাকা ঈমানের দাবী।

৮. শয়তানের প্রতিশ্রুতি হলো প্রতারণা। সুতরাং শয়তানের প্রতারণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে হবে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

৯. যারা ঈমানের সাথে নেক কাজ করবে, তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা দিচ্ছেন। আল্লাহর ওয়াদাই সত্য।

১০. ঈমান ও নেক কাজ ছাড়া মুখে মুখে শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হবার দাবী করা দ্বারা কোনো কাজ হবে না।

১১. শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হলেও মন্দ কাজ করলে তার শাস্তি নির্ধারিত। এ শাস্তি থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

১২. তবে মু'মিন ব্যক্তির পার্থিব দুঃখ-কষ্ট তার গুনাহের প্রতিফল হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৩. মু'মিনের কর্তব্য হলো—মৌখিক দাবী ও বাসনায় লিপ্ত না হয়ে ঈমান ও সৎকাজে লেগে থাকা। এর মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-১৯
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-৮

(১২৭) وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

১২৭. আর তারা আপনার কাছে নারীদের ব্যাপারে বিধান জানতে চায়,[১৫৭] আপনি বলুন—আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ব্যবস্থা দিচ্ছেন এবং তোমাদের কাছে যা পাঠ করা হয়

فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ

এ কিতাবে[১৫৮] ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে, যাদেরকে তোমরা যা তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা—প্রদান করো না,[১৫৯] অথচ তোমরা চাও

(১২৭) وَ –আর ; يَسْتَفْتُونَكَ –(يستفتون+ك)–তারা আপনার কাছে বিধান জানতে চায় ; فِي النِّسَاءِ –(فى+ال+نساء)–নারীদের ব্যাপারে ; قُلْ –আপনি বলুন ; اللَّهُ –আল্লাহ ; يُفْتِيكُمْ –(يفتى+كم)–তোমাদেরকে ব্যবস্থা দিচ্ছেন ; فِيهِنَّ –(فى+هن)–তাদের সম্পর্কে ; وَ –এবং ; مَا –যা ; يُتْلَى –পাঠ করা হয় ; عَلَيْكُمْ –(على+كم)–তোমাদের কাছে ; فِي الْكِتَابِ –(فى+ال+كتب)–কিতাবে ; فِي –সম্পর্কে ; يَتَامَى –ইয়াতীম ; النِّسَاءِ –(ال+نساء)–নারীদের ; الَّتِي –যাদেরকে ; لَا تُؤْتُونَهُنَّ –(لاتؤتون+هن)–তোমরা প্রদান করো না ; مَا –যা ; كُتِبَ –নির্ধারণ করা হয়েছে ; لَهُنَّ –(ل+هن)–তাদের জন্য ; وَ –অথচ ; تَرْغَبُونَ –তোমরা চাও ;

১৫৭. নারীদের ব্যাপারে লোকেরা কি জানতে চায় তা এখানে স্পষ্ট বলা হয়নি ; কিন্তু একটু পরেই ১২৮. আয়াত থেকে ১৩০ আয়াতে যে ফতওয়া প্রদান করা হয়েছে তাতে প্রশ্নের ধরন সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

১৫৮. লোকেরা যা জানতে চেয়েছে তার জবাব এটা নয়। আল্লাহ তা'আলা এ সূরার প্রথম দিকে ইয়াতীম মেয়েদের ব্যাপারে বিশেষভাবে এবং ইয়াতীম শিশুদের ব্যাপারে সাধারণভাবে যেসব বিধি-বিধান বর্ণনা করেছিলেন—লোকদের প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার পূর্বে সেগুলো যথাযথভাবে মেনে চলার উপর বিশেষ করে জোর দিয়েছেন। এ থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আল্লাহর কাছে ইয়াতীমদের অধিকারের গুরুত্ব কত বেশী। সূরার প্রথম দু রুকূ'তে তাদের অধিকার সংরক্ষণের তাকীদ করা সত্ত্বেও এখানে পুনরায় সামাজিক প্রসংগ আলোচনার শুরুতে লোকদের প্রশ্নের জবাব দানের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীমদের স্বার্থের কথা পুনরুল্লেখ করেছেন।

أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ

তাদেরকে বিয়ে করতে[১৬০] এবং শিশুদের মধ্য থেকে অসহায়দের সম্পর্কে,[১৬১] আর ইয়াতীমদের জন্য তোমাদের ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে;

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا

আর যে কোনো নেক কাজ তোমরা করো, অবশ্যই আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। ১২৮. আর যদি কোনো স্ত্রী[১৬২] আশংকা করে তার স্বামীর পক্ষ থেকে

أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ–তাদেরকে বিয়ে করতে ; وَ–এবং ; الْمُسْتَضْعَفِينَ–(ال+مستضعفين)–অসহায়দের সম্পর্কে ; مِنَ–মধ্য থেকে ; الْوِلْدَانِ–(ال+ولدان)–শিশুদের ; وَ–আর ; أَنْ تَقُومُوا–তোমাদের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ; لِلْيَتَامَىٰ–(ل+ال+يتمى)–ইয়াতীমদের জন্য ; بِالْقِسْطِ–(ب+ال+قسط)–ইনসাফ ; وَ–আর ; مَا–যে ; تَفْعَلُوا–তোমরা করো ; مِنْ خَيْرٍ–কোনো নেক কাজ ; فَإِنَّ–অবশ্যই ; اللَّهَ–আল্লাহ ; كَانَ–হলেন ; بِهِ–সে সম্পর্কে ; عَلِيمًا–সবিশেষ অবহিত।(১২৭) وَ–আর ; إِنِ–যদি ; امْرَأَةٌ–কোনো স্ত্রী ; خَافَتْ–আশংকা করে ; مِنْ–পক্ষ থেকে ; بَعْلِهَا–(بعل+ها)–তার স্বামীর ;

১৫৯. এখানে সেই আয়াতের দিকে ইংগীত করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছিলো যে, "তোমরা যদি এ আশংকা করো যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না তাহলে যেসব মেয়েদের তোমরা পসন্দ করো ....।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩

১৬০. تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ -এর দুটো অর্থ হতে পারে—একটি অনুবাদে উল্লেখিত হয়েছে। অপর অর্থ হতে পারে—"তোমরা তাদেরকে বিয়ে করা পসন্দ করো না।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আয়েশা (রা) বলেন—কতেক লোকের অভিভাবকত্বে কিছু ইয়াতীম মেয়ে ছিলো যারা পৈতৃক সূত্রে সম্পদের মালিক ছিলো। এদের মধ্যে যারা সুন্দরী ছিলো তাদেরকে এ লোকগুলো বিয়ে করতে চাইতো ; আর যারা দেখতে সুন্দরী ছিলো না তাদেরকে তারা বিয়েতো করতে চাইতো না এবং সম্পদ হাতছাড়া হবার আশংকায় অন্য কারো কাছে বিয়েও দিতে চাইতো না। কারণ অন্য কারো কাছে বিয়ে দিলে সে যদি তাদের কাছ থেকে ইয়াতীমের সম্পদ বুঝে নিতে চায়, তাহলে সম্পদ তার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

১৬১. সূরার প্রথম দু রুকূ'তে ইয়াতীমদের অধিকার সম্পর্কে যে বিধান প্রদান করা হয়েছে, এখানে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে।

১৬২. লোকদের জিজ্ঞাসার জবাব এখান থেকে দেয়া শুরু হয়েছে। তারা জানতে চেয়েছে যে, এ সূরাতে স্ত্রীদের সংখ্যা চার-এ সীমিত করে দেয়া হয়েছে এবং

نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

মন্দ আচরণ অথবা উপেক্ষার, তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে আপোষে মীমাংসা করে নিলে তাদের কোনো গুনাহ হবে না ; আর আপোষ-মীমাংসাই উত্তম ;[১৬৩]

وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

আর লোভ সংকীর্ণতা তো নফসসমূহের সাথে উপস্থাপন করাই হয়েছে ;[১৬৪] তবে যদি তোমরা সৎকর্মশীল হও এবং তাকওয়ার নীতি গ্রহণ করো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ হলেন

نُشُوزًا –মন্দ আচরণ ; أَوْ –অথবা ; اِعْرَاضًا –উপেক্ষার ; فَلَا جُنَاحَ –(ف+لا+جناح) –তাহলে কোনো গুনাহ হবে না ; عَلَيْهِمَا –(على+هما) –তাদের ; أَنْ يُصْلِحَا –মীমাংসা করে নিলে ; بَيْنَهُمَا –(بين+هما) –নিজেদের মধ্যে ; صُلْحًا –আপোষে ; وَ –আর ; الصُّلْحُ –(ال+صلح) –আপোষ-মীমাংসাই ; خَيْرٌ –উত্তম ; وَ –আর ; أُحْضِرَتِ –উপস্থাপন করাই হয়েছে ; الْأَنْفُسُ –(ال+انفس) –নফসসমূহের সাথে ; الشُّحَّ –(ال+شح) –লোভ সংকীর্ণতাতো ; وَ –আর ; اِنْ –যদি ; تُحْسِنُوا –তোমরা সৎকর্মশীল হও ; وَ –এবং ; تَتَّقُوا –তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করো ; فَاِنَّ –তবে নিশ্চয় ; اللّٰهَ –আল্লাহ ; كَانَ –হলেন ;

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে 'আদল' তথা সবদিক দিয়ে সমান ব্যবহারের শর্ত করে দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো—কারো স্ত্রী যদি বন্ধ্যা বা চিররুগ্না হয় বা স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ক রক্ষা করার মতো সুস্থতা তার না থাকে, এ অবস্থায় সে যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে, তাহলে তার জন্য উভয়ের প্রতি সমান আকর্ষণ অনুভব করা এবং উভয়ের সাথে সমান দৈহিক সম্পর্ক রাখা জরুরী কিনা ? আর সে যদি তা করতে না পারে, তাহলে সে কি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার পূর্বে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেবে ? অথবা প্রথম স্ত্রী যদি বিচ্ছিন্ন হতে না চায় তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপোষের মাধ্যমে যে স্ত্রী আকর্ষণহীনা হয়ে পড়েছে সে কি নিজের ইচ্ছায় তার কিছু অধিকার ত্যাগ করে তালাক দেয়া থেকে বিরত থাকতে স্বামীকে রাজী করাতে পারে ? এটা কি ইনসাফ বিরোধী হবে ? সংশ্লিষ্ট আয়াতে ইত্যাকার প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে।

১৬৩. যে স্ত্রী স্বামীর সাথে তার জীবনের এক বিরাট অংশ কাটিয়েছে, তালাক বা বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে পারস্পরিক বুঝাপড়া ও চুক্তির মাধ্যমে তার বাকী জীবনটা স্বামীর সাথেই কাটিয়ে দেয়া উত্তম।

১৬৪. স্ত্রী যদি স্বামীর পক্ষ থেকে আকর্ষণহীনতার কারণগুলো অনুভব করতে পারে এবং তারপরও সে স্বামীর কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করে যা একজন আকর্ষণীয়া স্ত্রীর প্রতি হয়ে থাকে, তাহলে এটাই হবে তার মনের সংকীর্ণতা। আর

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٢٨ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

তোমরা যা করো সে সম্পর্কে সবিশেষ ওয়াকিফহাল।[১৬৫] ১২৯. আর তোমরা কখনও স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, যদিও তোমরা তা করতে চাও '

فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟

অতএব সম্পূর্ণভাবে একদিকে ঝুঁকে পড়ো না, যাতে অপরজনকে ফেলে রাখো ঝুলন্ত অবস্থায় ;[১৬৬] আর যদি তোমরা নিজেদেরকে শুধুরে নাও এবং সতর্ক হও

بِمَا–(ب+ما)-সে সম্পর্কে, যা ; تَعْمَلُونَ–তোমরা করো ; خَبِيرًا–সবিশেষ ওয়াকিফহাল। ১২৯ وَ–আর ; لَنْ تَسْتَطِيعُوا–তোমরা কখনও পারবে না ; أَنْ تَعْدِلُوا–সমতা রক্ষা করতে ; بَيْنَ–মধ্যে ; النِّسَاءِ–(ال+نساء)-স্ত্রীদের ; وَلَوْ–(و+لو)-যদিও ; حَرَصْتُمْ–তোমরা তা করতে চাও ; فَلَا تَمِيلُوا–(ف+لا+تميلوا)-অতএব তোমরা ঝুঁকে পড়ো না ; كُلَّ الْمَيْلِ–(كل+ال+ميل)-সম্পূর্ণভাবে একদিকে ; فَتَذَرُوهَا–(ف+تذروا+ها)-যাতে অপরকে ফেলে রাখো ; كَالْمُعَلَّقَةِ–(ك+ال+معلقة)-ঝুলন্ত অবস্থায় ; وَ–আর ; إِنْ–যদি ; تُصْلِحُوا–তোমরা শুধরে নাও নিজেদেরকে ; وَ–এবং ; تَتَّقُوا–তোমরা সতর্ক হও ;

স্বামীর মনের সংকীর্ণতা হলো—সে এমন স্ত্রীকে অসহনীয়ভাবে দাবিয়ে রাখতে চায়, যে স্ত্রী স্বামীর অন্তরের সকল আকর্ষণ হারিয়েও স্বামীর সাথে অবস্থান করতে চায়।

১৬৫. এখানে আল্লাহ তা'আলা পুরুষের অন্তরের উদারতার প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। সাধারণত এরূপ পরিস্থিতিতে এটাই আল্লাহর সাধারণ রীতি। তিনি সর্বপ্রকার আকর্ষণহীনতা সত্ত্বেও এমন স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করার জন্য স্বামীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ, এ মহিলা বছরের পর বছর তার জীবন সংগীনী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছে। অতপর আল্লাহ তা'আলা এ ভয়ও দেখিয়েছেন যে, মানুষের নিজের ভুলের কারণে আল্লাহ যদি তার উপর থেকে রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন, তাহলে পৃথিবীতে তার কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না।

১৬৬. এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ সাম্য বজায় রাখতে সক্ষম নয়। স্ত্রীদের একজন সুন্দরী, অপরজন কুৎসিত, একজন যুবতী, অপরজন বিগত যৌবনা, একজন স্বাস্থ্যবতী, অপরজন স্বাস্থ্যহীনা, একজন প্রিয়ভাষিণী, অপরজন কর্কশভাষিণী ইত্যাদি অনেক পার্থক্যই স্ত্রীদের মধ্যে থাকতে পারে। যার ফলে একজনের প্রতি অন্তরের আকর্ষণ বেশী, অপরজনের প্রতি তার চেয়ে কম হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এমতাবস্থায় এমন কোনো আইন বাস্তবসম্মত নয় যে, ভালোবাসা ও দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সাম্য বজায় রাখতে

فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ

তবে নিশ্চয় আল্লাহ হলেন অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়াবান।[১৬৭] ১৩০. আর যদি তারা উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তার প্রাচুর্যের দ্বারা তাদের প্রত্যেককে মুখাপেক্ষীহীন করে দেবেন

وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿١٣٠﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ؕ

আর আল্লাহ হলেন প্রাচুর্যের অধিকারী প্রজ্ঞাময়। ১৩১. আর আসমানে যাকিছু আছে ও যমীনে যাকিছু আছে তা সবই আল্লাহর ;

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ

আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, আমিতো তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, আল্লাহকে ভয় করো

فَإِنَّ-তবে নিশ্চয় ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; كَانَ-হলেন ; غَفُوْرًا-অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمًا-পরম দয়াবান। (১৩০) وَ-আর ; إِنْ-যদি ; يَّتَفَرَّقَا-তারা উভয়ে পৃথক হয়ে যায় ; يُغْنِ-মুখাপেক্ষীহীন করে দেবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; كُلًّا-তাদের প্রত্যেককে ; مِنْ-দ্বারা ; سَعَتِهٖ-(سعة+ه)-তাঁর প্রাচুর্যের ; وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَاسِعًا-প্রাচুর্যের অধিকারী ; حَكِيْمًا-প্রজ্ঞাময়। (১৩১) وَ-আর ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ; مَا-যাকিছু আছে ; فِي السَّمٰوٰتِ-(فى+ال+سموت)-আসমানে ; وَ-ও ; مَا-যাকিছু আছে ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; وَ-আর ; لَقَدْ وَصَّيْنَا-আমিতো নির্দেশ দিয়েছি ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে, যাদেরকে ; أُوْتُوا-দেয়া হয়েছিলো ; الْكِتٰبَ-(ال+كتب)-কিতাব ; مِنْ قَبْلِكُمْ-(من+قبل+كم)-তোমাদের পূর্বে ; وَ-এবং ; إِيَّاكُمْ-(ايا+كم)-তোমাদেরকেও ; أَنِ-যে ; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ;

হবে ; বরং আইনের বাস্তবসম্মত দাবী এটাই হতে পারে যে, তুমি যখন আকর্ষণহীনতা সত্ত্বেও তাকে তালাক দিচ্ছো না এবং তাকে স্ত্রীর মর্যাদায় রেখেছো তখন তার সাথে এতটুকু সম্পর্ক অন্তত রাখো যাতে করে সে নিজেকে স্বামীহীনা ভেবে অসহায়ত্ব বোধ না করে এবং এমনভাবে অবহেলা-অনীহা প্রদর্শন করো না যেন সে নিজেকে স্বামীহীনা ভাবতে পারে।

এখানে এরূপ ভাবার কোনো অবকাশ নেই যে, কুরআন মাজীদ একদিকে ইনসাফের শর্তে একাধিক বিয়ের অনুমতি প্রদান করেছে, অপরদিকে তা অসম্ভব বলে গণ্য করেছে যার ফলে অনুমতি প্রদান বাতিল হয়ে যায়। কারণ, কুরআন মাজীদ—"তোমরা ইনসাফ কায়েম করতে পারবে না" বলেই থেমে থাকেনি, বরং সাথে সাথেই

وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ○

তবে যদি তোমরা কুফরী করো, তাহলে (জেনে রেখো) নিশ্চয়ই যা কিছু আসমানে আছে এবং যা কিছু যমীনে আছে সবই আল্লাহর ; আর আল্লাহ হলেন অভাবমুক্ত প্রশংসিত।[১৬৮]

(১৩২) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ○

১৩২. আর যা কিছু আছে আসমানে ও যাকিছু আছে যমীনে সবই আল্লাহর ; আর কর্ম বিধানকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

(১৩৩) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ

১৩৩. তিনি যদি চান তোমাদেরকে অপসারণ করতে পারেন হে মানুষ ! এবং নিয়ে আসতে পারেন অন্যদেরকে ; আর আল্লাহ হলেন

عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا (১৩৪) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ

এতে সম্পূর্ণ সক্ষম।[১৬৯] ১৩৪. আর যে চায় দুনিয়ার প্রতিদান তবে (তার জানা উচিত) আল্লাহর কাছে রয়েছে

وَ–তবে ; إِنْ–যদি ; تَكْفُرُوا–তোমরা কুফরী করো ; فَإِنَّ–(ف+ان)–তাহলে (জেনে রেখো) নিশ্চয়ই ; لِلَّهِ–আল্লাহর জন্য ; مَا–যাকিছু ; فِي السَّمَوٰتِ–(فى+ال+سموت)–আসমানে আছে ; وَ–ও ; مَا–যাকিছু ; فِي الْأَرْضِ–(فى+ال+ارض)–আছে যমীনে ; وَ–আর ; كَانَ–হলেন ; اللَّهُ–আল্লাহ ; غَنِيًّا–অভাবমুক্ত ; حَمِيدًا–প্রশংসিত। (১৩২) وَ–আর ; لِلَّهِ–আল্লাহর ; مَا–যাকিছু ; فِي السَّمَوٰتِ–আসমানে আছে ; وَ–ও ; مَا–যাকিছু ; فِي الْأَرْضِ–আছে যমীনে ; وَ–আর ; كَفَىٰ–যথেষ্ট ; بِاللَّهِ–(ب+الله)–আল্লাহই ; وَكِيلًا–কর্ম বিধানকারী হিসেবে। (১৩৩) إِنْ–যদি ; يَشَأْ–তিনি চান ; يُذْهِبْكُمْ–(يذهب+كم)–তোমাদেরকে অপসারণ করতে পারেন ; أَيُّهَا–হে ; النَّاسُ–(ال+ناس)–মানুষ! وَ–এবং ; يَأْتِ–নিয়ে আসতে পারেন ; بِآخَرِينَ–(ب+اخرين)–অন্যদেরকে ; وَ–আর ; كَانَ–হলেন ; اللَّهُ–আল্লাহ ; عَلَىٰ ذَٰلِكَ–(على+ذلك)–এতে ; قَدِيرًا–সম্পূর্ণ সক্ষম। (১৩৪) مَنْ–যে ; كَانَ يُرِيدُ–চায় ; ثَوَابَ–প্রতিদান ; الدُّنْيَا–(ال+دنيا)–দুনিয়ার ; فَعِنْدَ اللَّهِ–(ف+عند+الله)–তবে (তার জানা উচিত) আল্লাহর কাছে রয়েছে ;

বলেছে—"কাজেই তোমরা এক স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না।" পরবর্তী বাক্যাংশের দ্বারা উপরোক্ত আপত্তি উত্থাপন করার সুযোগ আর থাকেনি। খৃষ্টবাদী কিছু নকল নবীশ এ আয়াত থেকে উল্লেখিত আপত্তি উত্থাপন করতে চায়।

ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝

দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিদান,[১৭০] আর আল্লাহ হলেন সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।[১৭১]

ثَوَابُ–প্রতিদান ; الدُّنْيَا–(ال+دنيا)–দুনিয়া ; وَ–ও ; الْاٰخِرَةِ–(ال+اخرة) –আখেরাতের ; وَ–আর ; كَانَ–হলেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; سَمِيْعًا–সর্বশ্রোতা ; بَصِيْرًا–সর্বদ্রষ্টা।

১৬৭. তোমরা যদি যথাসাধ্য যুল্ম-অত্যাচার করা থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করো, তাহলে তোমাদের অক্ষমতার কারণে স্বাভাবিক যে ভুল-ত্রুটি হয়ে যেতে পারে, তা আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন।

১৬৮. অর্থাৎ তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের যাবতীয় কাজে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। এতে তোমাদেরই লাভ, আল্লাহর এতে কোনো লাভ নেই। তোমরা যদি কুফরী করো তাতে তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না। তিনিতো এ বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র অধিপতি, তোমাদের নাফরমানীতে তাঁর সাম্রাজ্যের একটু পার্থক্যও দেখা দেবে না।

১৬৯. অর্থাৎ তাঁর হুকুম অমান্য করলে তিনি তোমাদেরকে অপসারণ করে অন্য কোনো জাতিকে তোমাদের স্থানে বসিয়ে দেবেন, এতে তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

১৭০. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে যেমন দুনিয়ার স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা দানের ক্ষমতা রয়েছে, তেমনি আখেরাতের কল্যাণ দানের ক্ষমতাও রয়েছে। দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা ক্ষণস্থায়ী, আর আখেরাতের কল্যাণ চিরন্তন। এখন তোমরা যদি আখেরাতের চিরন্তন কল্যাণের পরিবর্তে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুযোগ-সুবিধা চাও, তাহলে আল্লাহ সেসব তোমাদেরকে এখানেই দিয়ে দেবেন। কিন্তু আখেরাতের কল্যাণের কোনো অংশই তোমরা পাবে না। তবে তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য ও ইবাদাতের পথ অবলম্বন করো, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতের তথা উভয় জাহানের কল্যাণ পেতে পারো।

১৭১. এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও দেখেন। তিনি অন্ধ ও বধির নন। পূর্ণ সচেতনতার সাথে তিনি বিশ্বজাহান পরিচালনা করছেন। প্রত্যেকের গুণাবলী তিনি জানেন। তোমাদের কে কোন্ পথে নিজের শ্রম ও মেধা নিয়োজিত করছো, তা তিনি ভালো করেই জানেন। অনুগত বান্দাদের জন্য তিনি যেসব অনুগ্রহ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, নাফরমানীর পথ অনুসরণ করলে তার কোনো অংশ বিশেষ পাওয়ার আশা তোমরা করতে পারো না।

১৯ রুকূ' (১২৭-১৩৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে এ রুকূ'র আয়াতে কয়েকটি বিধান প্রদত্ত হয়েছে। এগুলো মেনে চললে মানুষের পারিবারিক জীবন অবশ্যই সুখময় হবে।

২. কারো অভিভাবকত্বে কোনো ইয়াতীম মেয়ে থাকলে তার প্রতি কোনো প্রকার বে-ইনসাফী হয় এমন কাজ থেকে সর্বদা বিরত থাকতে হবে।

৩. ইয়াতীমদের অধিকারের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। নচেত এ ব্যাপারে কঠোর শাস্তির মুখোমুখী হতে হবে।

৪. স্ত্রীকে বহাল রাখতে হলে তার যাবতীয় ন্যায্য অধিকার ও চাহিদা পূরণ করতে হবে। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে কল্যাণকর ও সৌজন্যমূলক পন্থায় তাকে বিদায় করতে হবে।

৫. স্ত্রী যদি সন্তানের খাতিরে বা কোনো আশ্রয় না থাকার জন্য বিবাহ বিচ্ছেদে অসম্মত হয়, তাহলে তার অধিকার আংশিক বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে আপোষ-মীমাংসা করে নিতে পারে। আর বিচ্ছেদের চেয়ে মীমাংসা করাই উত্তম পন্থা।

৬. স্বামী যদি স্ত্রীর মধ্যে কোনো আকর্ষণ না থাকা সত্ত্বেও সম্পর্কচ্ছেদ না করে ; বরং তার যাবতীয় অধিকার পূরণ করে, তবে আল্লাহ এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। সুতরাং তিনি এর জন্য আশাতিরিক্ত প্রতিদান দেবেন।

৭. একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। অনিচ্ছাকৃত এ তারতম্যের জন্য কোনো প্রকার জবাবদিহি করতে হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে সাধ্যের আওতাধীন স্ত্রীর কোনো অধিকার হরণ করলে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৮. উল্লেখিত বিধি-বিধান পূর্ববর্তী উম্মাতদের জন্যও ছিলো। এগুলো মেনে চলার মধ্যে মানুষের কল্যাণ নিহিত।

৯. এসব বিধান মেনে না চললে নিজেদেরই ক্ষতি হবে। পরিবার ও সমাজে সৃষ্টি হবে জটিলতা, যার ফলে নিজেদেরকেই অশান্তি ভোগ করতে হবে।

১০. "আসমান-যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর" কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করে বুঝানো হয়েছে যে–

(ক) আল্লাহর সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের কোনো সীমা নেই।

(খ) কারো অবাধ্যতায় আল্লাহ তা'আলার কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

(গ) আল্লাহ তা'আলার রহমত ও সাহায্যও অসীম।

১১. মানুষ আল্লাহর বিধান না মানলে তিনি ইচ্ছা করলে সবাইকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন এবং তদস্থলে অন্য কোনো সৃষ্টিকে অধিষ্ঠিত করে দিতে পারেন। এতে কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই।

১২. এখানে আল্লাহ তা'আলার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অনির্ভরতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং অবাধ্যদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-২০
পারা হিসেবে রুকূ'-১৭
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿١٣٥﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ

১৩৫. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা আল্লাহর সাক্ষী হিসেবে[১৭২] ইনসাফের প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও ;[১৭৩] যদিও তা বিরুদ্ধে হয় তোমাদের নিজেদের

أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ

অথবা তোমাদের পিতা-মাতার ও স্বজনদের ; হোক সে বিত্তবান বা বিত্তহীন, আল্লাহ তাদের উভয়েরই সাথে ঘনিষ্ঠতর ;

فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ

সুতরাং তোমরা অনুসরণ করো না ন্যায় বিচার করতে গিয়ে কামনা-বাসনার ; আর যদি তোমরা কথাকে পেঁচিয়ে বলো অথবা এড়িয়ে যাও, তবে অবশ্যই আল্লাহ

(১৩৫) يَٰٓأَيُّهَا -(يا+اى+ها)- হে ; الَّذِيْنَ -যারা ; اٰمَنُوْا -ঈমান এনেছো ; كُوْنُوْا -তোমরা হয়ে যাও ; قَوّٰمِيْنَ -প্রতিষ্ঠাকারী ; بِالْقِسْطِ -(ب+ال+قسط)- ইনসাফের ; شُهَدَاۤءَ -সাক্ষী হিসেবে ; لِلّٰهِ -আল্লাহর ; وَلَوْ -যদিও ; عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ -(على+انفس+كم)- বিরুদ্ধে হয় তোমাদের নিজেদের ; اَوْ -অথবা ; الْوَالِدَيْنِ -(ال+والدين)- (তোমাদের) পিতা-মাতার ; وَ -ও ; الْاَقْرَبِيْنَ -(ال+اقربين)- স্বজনদের ; اِنْ يَّكُنْ -হোক সে ; غَنِيًّا -বিত্তবান, ধনী ; اَوْ -অথবা ; فَقِيْرًا -বিত্তহীন, দরীদ্র ; فَاللّٰهُ -(ف+اللّٰه)- আল্লাহ ; اَوْلٰى -ঘনিষ্ঠতর ; بِهِمَا -(ب+هما)- তাদের উভয়ের সাথে ; فَلَا تَتَّبِعُوا -(ف+لا+تتبعوا)- সুতরাং তোমরা অনুসরণ করো না ; الْهَوٰٓى -(ال+هوى)- কামনা-বাসনার ; اَنْ تَعْدِلُوْا -ন্যায়বিচার করতে গিয়ে ; وَ -আর ; اِنْ -যদি ; تَلْوٗٓا -তোমরা কথাকে পেঁচিয়ে বলো ; اَوْ -অথবা ; تُعْرِضُوْا -এড়িয়ে যাও ; فَاِنَّ -(ف+ان)- তবে অবশ্যই ; اللّٰهَ -আল্লাহ ;

১৭২. অর্থাৎ ঈমানদারদের সাক্ষ্য হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য, যার ফলে কারো প্রতি দরদ ও সহানুভূতির প্রশ্ন থাকবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জন অথবা কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যও সেখানে থাকবে না।

كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

তোমরা যা করো সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবহিত। ১৩৬. হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি[১৭৪] ও তাঁর রাসূলের প্রতি

وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ

এবং সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন, আর সেই কিতাবের প্রতিও যা তাঁর পূর্বে নাযিল করেছেন ;

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ

আর যে অস্বীকার করবে আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তার কিতাবসমূহকে তাঁর রাসূলগণকে এবং শেষ দিবসকে[১৭৫] সে নিসন্দেহে গভীর

كَانَ–হলেন ; خَبِيْرًا–পূর্ণ অবহিত। بِمَا–(ب+ما)–সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُوْنَ–তোমরা করো ; ﴿١٣٦﴾ يٰٓاَيُّهَا–হে ; الَّذِيْنَ–যারা ; اٰمَنُوْٓا–ঈমান এনেছো ; اٰمِنُوْا–তোমরা ঈমান আনো ; بِاللّٰهِ–(ب+الله)–আল্লাহর প্রতি ; وَ–ও ; رَسُوْلِهٖ–(رسول+ه)–তাঁর রাসূলের প্রতি ; وَ–এবং ; الْكِتٰبِ–(ال+كتب)–সেই কিতাবের প্রতি ; الَّذِيْ–যা ; نَزَّلَ–তিনি নাযিল করেছেন ; عَلٰى–উপর ; رَسُوْلِهٖ–(رسول+ه)–তাঁর রাসূলের ; وَ–আর ; الْكِتٰبِ–সেই কিতাবের প্রতিও ; الَّذِيْ–যা ; اَنْزَلَ–তিনি নাযিল করেছেন ; مِنْ قَبْلُ–পূর্বে ; وَ–আর ; مَنْ–যে ; يَّكْفُرْ–অস্বীকার করবে ; بِاللّٰهِ–আল্লাহকে ; وَمَلٰٓئِكَتِهٖ–(و+ملائكة+ه)–তাঁর ফেরেশতাগণকে ; وَكُتُبِهٖ–(و+كتب+ه)–ও তাঁর কিতাবসমূহকে ; وَ–ও ; رُسُلِهٖ–(رسل+ه)–তাঁর রাসূলগণকে ; وَ–এবং ; الْيَوْمِ–(ال+يوم)–দিবসকে ; الْاٰخِرِ–(ال+اخر)–শেষ ; فَقَدْ–(ف+قد)–নিসন্দেহে ; ضَلَّ–সে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে ;

১৭৩. এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা ইনসাফের প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও। এর অর্থ কেবল নিজেরা ইনসাফের নীতি অনুসরণ করা নয়, বরং ইনসাফের পয়গাম নিয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে যুলম উৎখাত করে তদস্থলে আদল ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য মু'মিনদের দৃঢ় সংকল্প হতে হবে। এ কাজে যে সহায়ক শক্তি প্রয়োজন, মু'মিনদেরকেই সেই শক্তি সরবরাহের দায়িত্ব নিতে হবে।

১৭৪. ঈমানদারদেরকে 'তোমরা ঈমান আনো' বলাটা আপাত দৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হলেও এখানে 'আমিনূ' শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈমান আনার এক অর্থ

ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا

পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। ১৩৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে পুনরায় কুফরী করেছে, আবার ঈমান এনেছে, পুনরায় কুফরী করেছে

ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٧﴾

অতপর তারা কুফরীতে ক্রমাগত এগিয়ে গেছে,[১৭৬] আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না আর না তাদেরকে দেখাবেন কোনো পথ।

ضَلٰلًا –পথভ্রষ্টতায় ; بَعِيْدًا –গভীর, দূর। ﴿١٣٧﴾ إِنَّ –নিশ্চয় ; الَّذِيْنَ –যারা ; اٰمَنُوْا –ঈমান এনেছে ; ثُمَّ –পুনরায় ; كَفَرُوْا –কুফরী করেছে ; ثُمَّ –আবার ; اٰمَنُوْا –ঈমান এনেছে ; ثُمَّ –পুনরায় ; كَفَرُوْا –কুফরী করেছে ; ثُمَّ –অতপর ; ازْدَادُوْا –তারা ক্রমাগত এগিয়ে গেছে ; كُفْرًا –কুফরীতে ; لَّمْ يَكُنِ –কখনও এমন হবেন না ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; لِيَغْفِرَ –যে ক্ষমা করবেন ; لَهُمْ –তাদের ; وَ –আর ; لَا –না ; لِيَهْدِيَهُمْ –(ل+يهدى+هم)–যে তাদের দেখাবেন ; سَبِيْلًا –কোনো পথ।

হলো, স্বীকৃতি দান করা। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, খালেস অন্তরে পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সাথে মেনে নেয়া। নিজে যে আকীদার ওপর ঈমান এনেছে, সে আকীদা অনুযায়ী নিজের চিন্তা-চেতনা, চাল-চলন, বন্ধুত্বতা-শত্রুতা ও চেষ্টা-সংগ্রামকে তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে সে অনুযায়ী ঢেলে সাজানো। যারা মুসলমান স্বীকারকারীদের মধ্যে শামিল হয়েছে, তাদেরকে আয়াতে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমরা সর্বান্তকরণে সাচ্চা মু'মিনে পরিণত হও।

১৭৫. আয়াতে উল্লেখিত বিষয়সমূহের সাথে কুফরী করার দুটো অর্থ হতে পারে–

এক ঃ সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করা,

দুই ঃ মুখে উক্ত বিষয়গুলোর স্বীকৃতি দেয়া ; কিন্তু মনে মনে অস্বীকার করা। অথবা মন-মানসিকতা ও বাহ্যিক আচার-আচরণ দ্বারা এটাই প্রকাশ করা যে, সে মুখে যে বিষয়গুলো মানার ঘোষণা দিয়েছে আসলে সে সেগুলো মানে না। এখানে এ উভয় অর্থেই 'ইয়াকফুর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। উপরোক্ত দু ধরনের কুফরীর যে কোনো একটি অবলম্বন করলেই তা হক থেকে বিভ্রান্ত হয়ে দূরে সরে যাওয়া বলে বিবেচিত হবে। অত্র আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

১৭৬. এখানে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে নিতান্ত গুরুত্বহীনভাবে গ্রহণ করেছে এবং এটাকে একটি খেল-তামাশার বিষয়ে পরিণত করেছে। তারা নিজে কামনা-বাসনা অনুসারে যখন মন চাইলো

١٣٨ بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ١٣٩ نِ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ

১৩৮. আপনি সুসংবাদ দিন মুনাফিকদেরকে যে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ১৩৯. যারা গ্রহণ করে নেয় কাফেরদেরকে

اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ○

বন্ধুরূপে মু'মিনদের পরিবর্তে ; তারা কি তাদের কাছে মর্যাদার প্রত্যাশা করে ?[১৭৭] অথচ নিশ্চিতভাবে যাবতীয় মর্যাদা সার্বিকভাবে আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট।

১৩৮ بَشِّرِ–আপনি সুসংবাদ দিন ; الْمُنٰفِقِيْنَ–(ال+منفقين)–মুনাফিকদেরকে ; بِاَنَّ–(ب+ان)–যে, অবশ্যই ; لَهُمْ–তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابًا–আযাব ; اَلِيْمًا–যন্ত্রণাদায়ক। ১৩৯ الَّذِيْنَ–যারা ; يَتَّخِذُوْنَ–গ্রহণ করে নেয় ; الْكٰفِرِيْنَ–(ال+كفرين)–কাফেরদেরকে ; اَوْلِيَاءَ–বন্ধুরূপে ; مِنْ دُوْنِ–(من+دون)–পরিবর্তে ; الْمُؤْمِنِيْنَ–(ال+مؤمنين)–মু'মিনদের ; اَيَبْتَغُوْنَ–(ا+يبتغون)–তারা প্রত্যাশা করে ; عِنْدَهُمُ–(عند+هم)–তাদের কাছে ; الْعِزَّةَ–(ال+عزة)–মর্যাদা ; فَاِنَّ–(ف+ان)–অথচ নিশ্চিতভাবে ; الْعِزَّةَ–(ال+عزة)–যাবতীয় মর্যাদা ; لِلّٰهِ–আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট ; جَمِيْعًا–সার্বিকভাবে।

মুসলমান হয়ে গেলো, আবার যখনই মন চাইলো ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে কাফের হয়ে গেলো। অথবা যখন দেখলো যে, মুসলমান হলে স্বার্থ উদ্ধার হবে, তখন মুসলমান হয়ে গেলো, আবার যখন স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলো বা স্বার্থ হাসিলের সম্ভাবনা নেই তখন আবার ইসলাম ত্যাগ করে কাফেরদের দলে শামিল হয়ে গেলো। আল্লাহর কাছে এমন লোকদের জন্য হিদায়াত বা ক্ষমা কোনোটাই নেই। কারণ তারা হিদায়াত ও ক্ষমার পথের পথিক নয় ; বরং তারা নিজেদের ভ্রান্ত পথেই চলতে থাকে, হিদায়াত বা ক্ষমা তারা কামনাই করে না। কুফরীর প্রতি ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো—এরা নিজেরা কুফরী করেই ক্ষান্ত হয় না। বরং অন্যদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করে। ইসলামের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র চালানোর সাথে সাথে প্রকাশ্য তৎপরতাও চালায়। তারা নিজেদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা এজন্যই ব্যয় করে যেন কুফর-এর পতাকা উর্ধে উঠে, আর ইসলামের পতাকা হয়ে যায় ধুলোমলিন। তারা একের পর এক কুফরীর অপরাধ করতেই থাকে, আর এভাবেই তারা কুফরীর দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে। সুতরাং এদের শাস্তিও নিছক কুফরী থেকে অনেক বেশী হবে।

১৭৭. আয়াতে ব্যবহৃত 'আল ইয্যত' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সাধারণভাবে এর দ্বারা মান, মর্যাদা, সম্মান ইত্যাদি বুঝায়। কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ হলো—কোনো ব্যক্তির মর্যাদা এতো বেশী হওয়া, যার ফলে কেউ তার কোনো ক্ষতি করার

(১৪০) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا

১৪০. আর নিসন্দেহে তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনতে পাও আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করা হচ্ছে

وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۚ ز

এবং তার সাথে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসো না যতক্ষণ না তারা লিপ্ত হয় অন্য কোনো আলোচনায়

اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۙ

নিশ্চয় তখন তোমরা তাদের মতো হয়ে যাবে ;[১৭৮] অবশ্যই আল্লাহ সেসব মুনাফিক ও কাফেরকে জাহান্নামে একত্রকারী।

(১৪১) الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ

১৪১. যারা তোমাদের প্রতীক্ষায় থাকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কোনো বিজয় আসলে বলে—আমরা কি

(১৪০) وَ –আর ; قَدْ نَزَّلَ –নিসন্দেহে তিনি নাযিল করেছেন ; عَلَيْكُمْ –তোমাদের প্রতি ; فِي الْكِتٰبِ –(فى+ال+كتب)–কিতাবে ; اَنْ–যে ; اِذَا –যখন ; سَمِعْتُمْ –তোমরা শুনতে পাও ; اٰيٰتِ –আয়াতের ; اللّٰه –আল্লাহর ; يُكْفَرُ –কুফরী করা হচ্ছে ; بِهَا –তার সাথে ; وَ –এবং ; يُسْتَهْزَاُ –বিদ্রূপ করা হচ্ছে ; بِهَا –তার সাথে ; فَلَا تَقْعُدُوْا –(ف+لاتقعدوا)–তখন তোমরা বসো না ; مَعَهُمْ –(مع+هم)–তাদের সাথে ; حَتّٰى –যতক্ষণ না ; يَخُوْضُوْا –লিপ্ত হয় তারা ; فِيْ حَدِيْثٍ –কোনো আলোচনায় ; غَيْرِهٖ –(غير+ه)–অন্য; اِنَّكُمْ-(ان+كم)-নিশ্চয় তোমরা ; اِذًا–তখন ; مِّثْلُهُمْ-(مثل+هم)-তাদের মতো হয়ে যাবে ; اِنَّ –অবশ্যই ; اللّٰهَ–আল্লাহ ; جَامِعُ –একত্রকারী ; الْمُنٰفِقِيْنَ –(ال+منفقين)-সেসব মুনাফিক ; وَ–ও ; الْكٰفِرِيْنَ–(ال+كفرين)–কাফেরদেরকে ; فِيْ جَهَنَّمَ –জাহান্নামে ; جَمِيْعًا–সবাইকে। (১৪১) الَّذِيْنَ-যারা ; يَتَرَبَّصُوْنَ–প্রতীক্ষায় থাকে ; بِكُمْ –(ب+كم)-তোমাদের ; فَاِنْ–যদি ; كَانَ-হয় ; لَكُمْ-তোমাদের ; فَتْحٌ-কোনো বিজয় ; مِّنَ–পক্ষ থেকে ; اللّٰه–আল্লাহর ; قَالُوْٓا–তারা বলে ; اَلَمْ-ছিলাম না ;

চিন্তাও করতে পারে না। অর্থাৎ এমন মর্যাদাকে 'ইয্যত' নামে অভিহিত করা যা বিনষ্ট করার ক্ষমতা কারো নেই।

نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ

তোমাদের সাথে ছিলাম না ? আর যদি কাফেরদের কিছু বিজয় হয়, তারা বলে—আমরা কি শক্তিশালী ছিলাম না

عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ

তোমাদের বিরুদ্ধে, আমরা কি মু'মিনদের থেকে রক্ষা করিনি ?[১৭৯] অতএব আল্লাহই কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন

الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۝

এবং আল্লাহ কখনো মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোনো পথ রাখবেন না।

نَكُنْ—আমরা কি ; مَّعَكُمْ—(مع+كم)—তোমাদের সাথে ; وَ—আর ; اِنْ—যদি ; كَانَ—হয় ; لِلْكٰفِرِيْنَ—(ل+ال+كفرين)—কাফেরদের ; نَصِيْبٌ—কিছু বিজয় ; قَالُوْٓا—তারা বলে ; اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ—(ا+لم+نستحوذ)—আমরা কি শক্তিশালী ছিলাম না ; عَلَيْكُمْ—তোমাদের বিরুদ্ধে ; وَ—এবং ; نَمْنَعْكُمْ—(نمنع+كم)—তোমাদেরকে কি রক্ষা করিনি ; مِّنَ—থেকে ; الْمُؤْمِنِيْنَ—(ال+مؤمنين)—মু'মিনদের ; فَاللّٰهُ—(ف+الله)—অতএব আল্লাহই ; يَحْكُمُ—ফায়সালা করে দেবেন ; بَيْنَكُمْ—(بين+كم)—তোমাদের মধ্যে ; يَوْمَ—দিন ; الْقِيٰمَةِ—(ال+قيمة)—কিয়ামতের ; وَ—এবং ; لَنْ يَّجْعَلَ—কখনো রাখবেন না ; اَللّٰهُ—আল্লাহ ; لِلْكٰفِرِيْنَ—(ل+ال+كفرين)—কাফেরদের জন্য ; عَلَى—বিরুদ্ধে ; الْمُؤْمِنِيْنَ—মু'মিনদের ; سَبِيْلًا—কোনো পথ।

১৭৮. অর্থাৎ কোনো মু'মিন ব্যক্তি কাফেরদের এমন কোনো সমাবেশ বা বৈঠকে যোগদান করতে পারে না, যেখানে আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরী বাক্য উচ্চারিত হয় এবং ঠাণ্ডা মাথায় আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা হতে থাকে, কোনো মু'মিন যদি নিশ্চিত মনে এসব শুনতে থাকে তাহলে তার ও কাফেরদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

১৭৯. প্রত্যেক যুগেই মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য এটাই যে, ইসলামে নামমাত্র প্রবেশের মাধ্যমে মুসলমান হিসেবে যতটুকু স্বার্থ হাসিল করা যায় তা তারা হাসিল করে। অপরদিকে কাফেরদের সাথে যোগ দিয়ে কাফের হিসেবে যতটুকু সুবিধা আদায় করা যায় তা করতেও পিছপা হয় না। কাফেরদের কাছে বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে গিয়ে বলে—"আমরাতো গোঁড়া মুসলমান নই ; মুসলমানদের সাথে অবশ্য নামমাত্র একটা সম্পর্ক আমাদের আছে, তবে আমাদের মন-মানসিকতা ও আগ্রহ-বিশ্বাস রয়েছে

তোমাদের প্রতি। তোমাদের সাথেই রয়েছে আমাদের চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ, রুচি-প্রকৃতি ইত্যাদির গভীর সাদৃশ্য। আর ইসলাম ও কুফরের সংঘর্ষে আমরা তোমাদের পক্ষেই থাকবো।" কোনো যুগেই এসব মুনাফিক লোকের অভাব থাকবে না।

২০ রুকূ' (১৩৫-১৪১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সকল মুসলমানকে জীবনের সর্বস্তরে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অটল থাকতে হবে।

২. সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রেও সত্য সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে।

৩. বিচারকের আসনে যারা আসীন তারাও নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচারে অটল থাকবে এবং কোনো প্রকার কামনা-বাসনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হবে না।

৪. একজন মু'মিনকে যেসব মৌলিক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করতে হবে, তাহলো-(ক) আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস, (খ) রাসূল (স)-এর রিসালাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস, (গ) আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন মাজীদের উপর বিশ্বাস, (ঘ) ইতিপূর্বে প্রেরিত নবী-রাসূল ও তাঁদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস, (ঙ) আল্লাহর ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস এবং (চ) শেষ বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস।

৫. যারা ঈমান আনার পর পুনরায় কাফের হয়ে যায়, তাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করবেন না এবং ক্ষমাও করবেন না।

৬. যারা মুসলমানদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তারা মুনাফিক। মুনাফিকদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

৭. কাফের-মুশরিকদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ স্থাপন নিষিদ্ধ।

৮. সম্মান-মর্যাদা আল্লাহরই এখতিয়ারাধীন, তাঁর কাছেই তা কামনা করা বাঞ্ছনীয়।

৯. যেসব সভা-সমাবেশে আল্লাহ, রাসূল ও আল্লাহর কিতাবের প্রতি বিদ্রূপাত্মক আলোচনা হয়, সেসব সভা-সমাবেশে মু'মিনদের যোগদান করা হারাম।

১০. উল্লেখিত সভা-সমাবেশে উপস্থিত থাকা তার প্রতি মৌন সম্মতির লক্ষণ। আর কুফরীর প্রতি মৌন সম্মতিও কুফরী। সুতরাং এসব সমাবেশ থেকে দূরে থাকতে হবে।

১১. ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব সভা-সমাবেশ হয় তাতে বিরক্তি সহকারেও সেখানে যোগদান করা তাদের অপচেষ্টায় সহযোগিতার শামিল। সুতরাং বিরক্তি সহকারেও এসব মজলিসে যোগদান করা যাবে না।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২১
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-১১

(১৪২) إِنَّ الْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى الصَّلَوٰةِ

১৪২. অবশ্যই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করছে, অথচ তিনিই তাদেরকে প্রতারণায় নিক্ষেপকারী ; আর তারা যখন নামাযে দাঁড়ায়

قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

নিতান্ত আলস্য সহকারে দাঁড়ায়—তারা লোকদের দেখায় এবং তারা অত্যন্ত কম সময় ছাড়া আল্লাহকে স্মরণই করে না।[১৮০]

(১৪২) إِنَّ –অবশ্যই ; الْمُنَٰفِقِينَ –(ال+منفقين)–মুনাফিকরা ; يُخَٰدِعُونَ –প্রতারণা করছে ; اللَّهَ–আল্লাহর সাথে ; وَ–অথচ ; هُوَ–তিনিই ; خَٰدِعُهُمْ–(خادع+هم)–তাদেরকে প্রতারণায় নিক্ষেপকারী ; وَ-আর ; إِذَا-যখন ; قَامُوٓا-তারা দাঁড়ায় ; إِلَى الصَّلَوٰةِ-(الى+ال+صلوة)-নামাযে ; قَامُوا-তারা দাঁড়ায় ; كُسَالَىٰ–নিতান্ত আলস্য সহকারে ; يُرَآءُونَ–তারা দেখায় ; النَّاسَ–(ال+ناس)–লোকদের ; وَ –আর ; لَا يَذْكُرُونَ –তারা স্মরণই করে না ; اللَّهَ –আল্লাহকে ; إِلَّا –ছাড়া ; قَلِيلًا –অত্যন্ত কম সময়।

১৮০. রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে কোনো ব্যক্তি নিয়মিত নামায আদায় না করে মুসলমানদের দলে শামিল হতে পারতো না। দুনিয়াতে বিভিন্ন দল বা জামায়াত যেমন তাদের সভা-সমাবেশগুলোতে কোনো সদস্যের কোনো সংগত কারণ ছাড়া অনুপস্থিত থাকাকে দলের প্রতি আগ্রহহীনতা মনে করা হয় এবং পরপর কয়েকটি বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়, তেমনি ইসলামী উম্মাহর কোনো সদস্য জামায়াতের সাথে নামাযে অনুপস্থিত থাকলে ইসলামের প্রতি তার অনাগ্রহ মনে করা হতো। আর পরপর কয়েক ওয়াক্ত জামায়াতে অনুপস্থিত থাকলে তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা হতো না। তাই কট্টর মুনাফিকরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামায়াতে উপস্থিত থাকতো। এটা ছাড়া তাদের মুসলমান হিসেবে পরিচয় দানের কোনো পথই খোলা ছিলো না। তবে খাঁটি মু'মিনদের সাথে তাদের পার্থক্য ছিলো—মু'মিনরা বিপুল উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে মসজিদে আসতো, জামায়াতের সময়ের আগেই তারা মসজিদে হাযির হয়ে যেতো এবং জামায়াত শেষ হওয়ার পরেও মসজিদে অপেক্ষা করতো। তাদের চাল-চলনে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতো যে, নামাযের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ও অন্তরের টান রয়েছে। অপরদিকে মুনাফিকরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও

﴿١٤٣﴾ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللّٰهُ

১৪৩. তারা এতে দোটনায় দোদুল্যমান, এদের দিকেও নয় এবং ওদের দিকেও নয় ; আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন

فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ﴿١٤٤﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ

তুমি কখনো তার জন্য কোনো পথ পাবে না।[১৮১] ১৪৪. হে যারা এনেছো! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না

مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ۝

মু'মিনদের ছাড়া, তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করতে চাও ?

﴿١٤٥﴾ إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝

১৪৫. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে ; আর আপনি কখনো তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবেন না।

---

(১৪৩) مُذَبْذَبِيْنَ –তারা দোটানায় দোদুল্যমান ; بَيْنَ ذٰلِكَ –এতে ; لَآ –নয় ; اِلٰى –দিকে ; هٰٓؤُلَآءِ –এদের ; وَ –এবং ; لَآ –নয় ; اِلٰى –দিকে ; هٰٓؤُلَآءِ –ওদের ; وَ –আর ; مَنْ –যাকে ; يُضْلِلْ –পথভ্রষ্ট করেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; فَلَنْ تَجِدَ –(ف+لن+تجد)–তুমি কখনো পাবে না ; لَهٗ –তার জন্য ; سَبِيْلًا –কোনো পথ। (১৪৪) يٰٓاَيُّهَا –হে ; الَّذِيْنَ –যারা ; اٰمَنُوْا –ঈমান এনেছো ; لَاتَتَّخِذُوا –তোমরা গ্রহণ করো না ; الْكٰفِرِيْنَ –(ال+كفرين)–কাফেরদেরকে ; اَوْلِيَآءَ –বন্ধু হিসেবে ; مِنْ دُوْنِ –(من+دون)–ছাড়া ; الْمُؤْمِنِيْنَ –(ال+مؤمنين)–মু'মিনদেরকে ; اَتُرِيْدُوْنَ –(ا+تريدون)–তোমরা কি চাও ; اَنْ تَجْعَلُوْا –পেশ করতে ; لِلّٰهِ –আল্লাহর জন্য ; عَلَيْكُمْ –তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে ; سُلْطٰنًا –প্রমাণ ; مُّبِيْنًا –সুস্পষ্ট। (১৪৫) اِنَّ –নিশ্চয়ই ; الْمُنٰفِقِيْنَ –(ال+منفقين)–মুনাফিকরা ; فِى الدَّرْكِ –(فى+ال+درك)–স্তরে ; الْاَسْفَلِ –(ال+اسفل)–সর্বনিম্ন ; مِنَ النَّارِ –(من+ال+نار)–জাহান্নামের ; وَ –আর ; لَنْ تَجِدَ –আপনি কখনো পাবেন না ; لَهُمْ –(ل+هم)–তাদের জন্য ; نَصِيْرًا –কোনো সাহায্যকারী।

নেহায়েত দায়ে ঠেকে মসজিদে আসতো। তাদের মনোভাব তাদের চাল-চলনে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতো। আবার নামায শেষে এমনভাবে মসজিদ থেকে পালাতো যেন কোনো কয়েদী জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েছে।

١٤٦ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ

১৪৬. তবে যারা তাওবা করে ও নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করে নেয় এবং আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে, আর তাদের দীনকে খালেস আল্লাহর জন্যই নির্ধারণ করে নেয়[১৮২]

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

তারাই থাকবে মু'মিনদের সাথে এবং আল্লাহ শীঘ্রই মু'মিনদেরকে মহান পুরস্কার দান করবেন।

١٤٧ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

১৪৭. আল্লাহ তোমাদেরকে আযাব দিয়ে কি করবেন ? তোমরা যদি শোকরগুজার হও[১৮৩] এবং ঈমানদার হয়ে যাও ; আর আল্লাহ (হলেন) প্রতিদান প্রদানকারী[১৮৪] সর্বজ্ঞ।

(১৪৬) إِلَّا –তবে ; الَّذِينَ –যারা ; تَابُوا –তাওবা করে ; وَ –ও ; أَصْلَحُوا –নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করে নেয় ; وَ –এবং ; اعْتَصَمُوا –দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে ; بِاللَّهِ –আল্লাহকে ; وَ –আর ; أَخْلَصُوا –নির্ধারণ করে নেয় ; دِينَهُمْ –(دين+هم)–তাদের দীনকে ; لِلَّهِ –খালেস আল্লাহর জন্যই ; فَأُولَٰئِكَ –(ف+اولئك)–তারাই ; مَعَ –সাথে থাকবে ; الْمُؤْمِنِينَ –(ال+مؤمنين)–মু'মিনদের ; وَ –এবং ; سَوْفَ يُؤْتِ –শীঘ্রই দান করবেন ; اللَّهُ –আল্লাহ ; الْمُؤْمِنِينَ –মু'মিনদেরকে ; أَجْرًا –পুরস্কার, প্রতিদান ; عَظِيمًا –মহান। (১৪৭) مَا –কি ; يَفْعَلُ –করবেন ; اللَّهُ –আল্লাহ ; بِعَذَابِكُمْ –(ب+عذاب+كم)–তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে ; إِنْ –যদি ; شَكَرْتُمْ –তোমরা শোকরগুজার হও ; وَ –এবং ; آمَنْتُمْ –ঈমানদার হয়ে যাও ; وَ –আর ; كَانَ –হলেন ; اللَّهُ –আল্লাহ ; شَاكِرًا –প্রতিদান প্রদানকারী ; عَلِيمًا –সর্বজ্ঞ।

১৮১. অর্থাৎ যারা আল্লাহর কালাম ও রাসূলের জীবন থেকে হিদায়াত লাভ করতে পারেনি, যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে এবং বাতিলের প্রতি গভীর অনুরাগী। তাদেরকে আল্লাহ সেদিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। স্বেচ্ছায় তারা গুমরাহীকে আঁকড়ে ধরেছে, আর তাই আল্লাহও তাদের জন্য হিদায়াতের দরজা বন্ধ করে দিয়ে গুমরাহীর পথই খুলে দিয়েছেন। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে হিদায়াতের পথে আনা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

১৮২. অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করবে না এবং বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকবে একমাত্র আল্লাহর প্রতি। তার যাবতীয় আগ্রহ, আকর্ষণ, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে কোনো মুহূর্তে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হবে না।

(১৪৮) لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ

১৪৮. আল্লাহ খারাপ কথার প্রচারণা ভালোবাসেন না, তবে যার উপর যুল্ম করা হয়েছে (তার কথা স্বতন্ত্র) ; আর আল্লাহ হলেন

سَمِيْعًا عَلِيْمًا (১৪৯) اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ

সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। ১৪৯. তোমরা যদি সৎকাজ প্রকাশ্যে করো অথবা তা গোপনে করো অথবা তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে অবশ্যই আল্লাহ হলেন

(১৪৮) لَا يُحِبُّ –ভালোবাসেন না ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; الْجَهْرَ –(ال+جهر)–প্রচারণা ;
بِالسُّوْٓءِ –(ب+ال+سوء)–খারাপ ; مِنَ الْقَوْلِ –(من+ال+قول)–কথার ; اِلَّا –তবে ;
مَنْ -যার উপর ; ظُلِمَ –যুল্ম করা হয়েছে ; وَ –আর ; كَانَ –হলেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ;
سَمِيْعًا –সর্বশ্রোতা ; عَلِيْمًا –সর্বজ্ঞ। (১৪৯) اِنْ –যদি ; تُبْدُوْا –তোমরা প্রকাশ্যে করো ;
خَيْرًا –সৎকাজ ; اَوْ –অথবা ; تُخْفُوْهُ –(تخفوا+ه)–তোমরা গোপনে করো ; اَوْ ;
–অথবা ; تَعْفُوْا –তোমরা ক্ষমা করে দাও ; عَنْ سُوْٓءٍ –(عن+سوء)–অপরাধ ; فَاِنَّ
–(ف+ان)–তবে অবশ্যই ; اللّٰهَ –আল্লাহ ; كَانَ –হলেন ;

১৮৩. আয়াতে উল্লেখিত 'শোকর' শব্দের অর্থ হচ্ছে নিয়ামতের স্বীকৃতি দান করা, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা ও অনুগৃহীত হওয়া। এ ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হলো–তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ না হও এবং আল্লাহর সাথে নিমকহারামী না করো ; বরং যথার্থই তার প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত থাকো তাহলে অনর্থক তোমাদের শাস্তি দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

শোকর গুজার হওয়ার সঠিক পদ্ধতি হলো—হৃদয়ের সম্পূর্ণ অনুভূতি দিয়ে তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়া, মুখে এ অনুভূতির স্বীকারোক্তি প্রদান করা এবং নিজের সমগ্র কার্যকলাপের মাধ্যমে অনুগৃহীত হবার প্রমাণ পেশ করা। শোকরের দাবী প্রথমত, আল্লাহর অনুগ্রহকে তাঁর অবদান বলে স্বীকার করার ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। দ্বিতীয়ত, আল্লাহদ্রোহীদের সাথে প্রীতি ও শ্রদ্ধা-ভক্তির কোনো সম্পর্ক না রাখা। তৃতীয়ত, কার্যত আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর হুকুম মেনে চলা এবং তাঁর দেয়া নিয়ামতসমূহকে তাঁর মর্জির খেলাপ ব্যবহার না করা।

১৮৪. আয়াতে 'শাকির' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ করা হয়েছে 'প্রতিদান প্রদানকারী'। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি শোকর করার অর্থ হলো—বান্দাহর কাজের স্বীকৃতি দেয়া, মর্যাদা দান করা। আর বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি শোকর করার অর্থ হলো—আল্লাহর নিয়ামতের স্বীকৃতি দান ও নিয়ামত প্রাপ্তির কথা প্রকাশ করা। আল্লাহ তা'আলা বান্দার কাজের স্বীকৃতি দান করতে কুণ্ঠিত নন। বান্দাহ যখন

عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٥٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا

ক্ষমাশীল সর্বশক্তিমান।[১৮৫] ১৫০. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলদের সাথে এবং পার্থক্য করতে চায় (বিশ্বাসে)

بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে, আর তারা বলে—আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে করি অবিশ্বাস এবং তারা চায়

عَفُوًّا –ক্ষমাশীল ; قَدِيرًا –সর্বশক্তিমান। ﴿١٥٠﴾ إِنَّ–নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ–যারা ; يَكْفُرُونَ –কুফরী করে ; بِاللَّهِ –(بِ+اللّٰه)–আল্লাহর সাথে ; وَ –ও ; رُسُلِهِ –(رسل+ه)–তাঁর রাসূলদের সাথে ; وَ –এবং ; يُرِيدُونَ –তারা চায় ; أَنْ يُفَرِّقُوا –পার্থক্য করতে ; بَيْنَ –মধ্যে ; اللَّهِ –আল্লাহ ; وَ –ও ; رُسُلِهِ –(رسل+ه)–তাঁর রাসূলদের ; وَ –আর ; يَقُولُونَ –তারা বলে ; نُؤْمِنُ –আমরা বিশ্বাস করি ; بِبَعْضٍ –(ب+بعض)–কতককে ; وَ –ও ; نَكْفُرُ –অবিশ্বাস করি ; بِبَعْضٍ –কতককে ; وَ –এবং ; يُرِيدُونَ –তারা চায় ;

তাঁর পথে যতটুকু কাজ করেন আল্লাহ তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী প্রতিদান প্রদান করেন। মানুষের অবস্থা হলো, সে কারো কাজের যথার্থ মূল্য দেয় না এবং কোনো কাজ না করার জন্য কঠোরভাবে পাকড়াও করে। আর আল্লাহ মানুষের কাজের মূল্য তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দেন এবং না করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে কোমলতা, উদারতা ও উপেক্ষা করার নীতি অবলম্বন করেন।

১৮৫. এখানে মুসলমানদেরকে একটি বড় ধরনের নৈতিক শিক্ষা দান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতের প্রথম দিকে মূর্তি পূজারী ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছিলো। তারা মুসলমানদের হয়রানী করা ও সম্ভাব্য সকল উপায়ে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছিলো। এমতাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অন্তরে ঘৃণা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক ছিলো। ক্রমাগত ক্ষুব্ধ অনুভূতি বৃদ্ধি পেতে থাকলে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে নির্দেশ আসলো যে, তোমাদের মুখ থেকে মন্দ ও অশ্লীল কথাবার্তা প্রকাশ পাওয়া আল্লাহর পসন্দনীয় নয়। তোমরা মযলুম হওয়ার কারণে তোমাদের অন্তরের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক ; তবে তোমাদের গোপনে ও প্রকাশ্যে ভালো কাজ করে যাওয়া এবং মন্দকে পরিহার করাই উত্তম। তোমাদের চরিত্র হবে সেই মহান সত্তার নিকটতর যার নৈকট্য তোমরা কামনা করে থাকো। আর তিনি হচ্ছেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু। তাঁর মারাত্মক শত্রুকেও তিনি রিযক দান করেন। বড় বড় গুনাহকারীকেও তিনি ক্ষমা করে দেন। সুতরাং তোমরা তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য সাহসিকতা ও উদারতার গুণে গুণান্বিত হতে চেষ্টা করো।

أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥١﴾ أُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا

এর মাঝামাঝি কোনো পথ উদ্ভাবন করতে। ১৫১. এরাই প্রকৃত কাফের ;[১৮৬]
আর আমি তৈরি করে রেখেছি

لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا

কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাকর আযাব। ১৫২. আর যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি ও
তাঁর রাসূলদের প্রতি এবং পার্থক্য করে না

بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

তাদের কারো মধ্যে, শীঘ্রই তিনি তাদের প্রতিদান দেবেন[১৮৭]
আর আল্লাহ হলেন অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[১৮৮]

أَنْ يَتَّخِذُوا –উদ্ভাবন করতে ; بَيْنَ –মাঝামাঝি ; ذٰلِكَ –এর ; سَبِيلًا –কোনো পথ। ﴿١٥١﴾ أُولٰئِكَ –এরাই ; هُمُ –তারা ; الْكٰفِرُونَ –কাফের ; حَقًّا –প্রকৃত ; وَ –আর ; أَعْتَدْنَا –আমি তৈরি করে রেখেছি ; لِلْكٰفِرِينَ (ل+ال+كفرين) –কাফেরদের জন্য ; عَذَابًا –আযাব ; مُّهِينًا –লাঞ্ছনাকর। ﴿١٥٢﴾ وَ –আর ; الَّذِينَ –যারা ; اٰمَنُوا –ঈমান আনে ; بِاللّٰهِ (ب+الله) –আল্লাহর প্রতি ; وَ –ও ; رُسُلِهِ (رسل+ه) –তাঁর রাসূলদের প্রতি ; وَ –এবং ; لَمْ يُفَرِّقُوا –তারা পার্থক্য করে না ; بَيْنَ –মধ্যে ; أَحَدٍ –কারো ; مِّنْهُمْ –তাদের ; أُولٰئِكَ –এরাই ; سَوْفَ –শীঘ্রই ; يُؤْتِيهِمْ (يؤتى+هم) –তাদেরকে দেবেন ; أُجُورَهُمْ (اجور+هم) –তাদের প্রতিদান ; وَ –আর ; كَانَ –হলেন ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; غَفُورًا –অতীব ক্ষমাশীল ; رَّحِيمًا –পরম দয়ালু।

১৮৬. অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদেরকে বিশ্বাস করে না বা আল্লাহকে তো বিশ্বাস করে কিন্তু রাসূলদেরকে বিশ্বাস করে না অথবা কোনো রাসূলকে বিশ্বাস করে, আবার কোনো রাসূলকে বিশ্বাস করে না। এরা সবাই কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

১৮৭. অর্থাৎ যারা আল্লাহকেই একমাত্র মাবুদ বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলদের সবাইকে বিশ্বাস করে তাঁদের আনুগত্য করে। তারাই আল্লাহর কাছে তাদের কাজের প্রতিদান পাওয়ার আশা করতে পারে। আর যারা আল্লাহকেই একমাত্র রব ও মাবুদ হিসেবে বিশ্বাস করে না এবং তাঁর রাসূলদের মধ্যে কাউকে বিশ্বাস করে ও কাউকে করে অবিশ্বাস, তারা তাদের কোনো কাজের প্রতিদান আল্লাহর কাছ থেকে

পাওয়ার আশাই করতে পারে না। কেননা তাদের কোনো কাজের আইনগত ভিত্তি আল্লাহর কাছে নেই।

১৮৮. এর অর্থ হলো—যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে, তাদের হিসেব নেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ কখনো কঠোরতা করবেন না। বরং এ ব্যাপারে কোমলতা ও ক্ষমার নীতি অবলম্বন করবেন।

২১ রুকূ' (১৪২-১৫২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. বিশ্বাসের শিথিলতার জন্য আমলে যে শিথিলতা আসে এখানে এরূপ শিথিলতার নিন্দা করা হয়েছে। সুতরাং আমলে শিথিলতা সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে।

২. সকল আমলই আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করতে হবে, তবেই তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে।

৩. ইবাদাতে মানুষের প্রশংসা লাভ করা বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য থাকলে, তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

৪. অমুসলিমদের আন্তরিকভাবে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। কেউ তা করলে তা হবে মুনাফিকের কাজ। আর মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।

৫. অমুসলিমদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য তাওবা করতে হবে।

৬. ইখলাসের সাথে তাওবা করার মাধ্যমে নিফাক থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

৭. বিরোধীদেরকে কটু কথার মুকাবিলা ধৈর্য ও ক্ষমার মাধ্যমে করাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

৮. আল্লাহ ও রাসূলদের না মানা বা আল্লাহকে মেনে রাসূলদের কাউকে না মানা অথবা আল্লাহকে মেনে রাসূলদের কাউকে মানা এবং কাউকে না মানা এসবই কাফেরদের বৈশিষ্ট্য।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২২
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১০

۝١٥٣ يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى

১৫৩. আহলে কিতাবগণ আপনার কাছে প্রার্থনা জানায় তাদের উপর আসমান থেকে একটি কিতাব নাযিল করিয়ে দিতে,[১৮৯] নিসন্দেহে তারা মূসার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলো ;

اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ

এর চেয়েও বড়, তখন তারা বলেছিলো—আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে আমাদের দেখিয়ে দাও ; অতপর সীমালংঘনের কারণে তাদেরকে বজ্র-বিদ্যুত পাকড়াও করেছিলো,[১৯০]

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ

তারপর তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ[১৯১] আসার পরও গো-বৎসকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিলো ; আর আমি এটাও ক্ষমা করে দিয়েছিলাম ;

۝١٥٣ يَسْـَٔلُكَ (يسئل+ك)–আপনার কাছে প্রার্থনা জানায় ; اَهْلُ الْكِتٰبِ (اهل+ال+كتب)–আহলে কিতাবগণ ; اَنْ تُنَزِّلَ–নাযিল করিয়ে দিতে ; عَلَيْهِمْ–তাদের উপর ; كِتٰبًا–একটি কিতাব ; مِنَ–থেকে ; السَّمَآءِ (ال+سماء)–আসমান ; فَقَدْ سَاَلُوْا (ف+قد+سئلوا)–নিসন্দেহে তারা প্রার্থনা জানিয়ে ছিলো ; مُوْسٰٓى–মূসার কাছে ; اَكْبَرَ–বড় ; مِنْ ذٰلِكَ–এর চেয়েও ; فَقَالُوْٓا (ف+قالوا)–তখন তারা বলেছিলো ; اَرِنَا (ار+نا)–আমাদের দেখিয়ে দাও ; اللّٰهَ–আল্লাহকে ; جَهْرَةً–প্রকাশ্যভাবে ; فَاَخَذَتْهُمُ (ف+اخذت+هم)–অতপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলো ; الصّٰعِقَةُ (ال+صعقة)–বজ্র-বিদ্যুত ; بِظُلْمِهِمْ (ب+ظلم+هم)–তাদের সীমালংঘনের কারণে ; ثُمَّ–তারপর ; اتَّخَذُوا–তারা বানিয়ে নিয়েছিলো উপাস্য ; الْعِجْلَ (ال+عجل)–গো-বৎসকে ; مِنْۢ بَعْدِ–পরও ; مَا جَآءَتْهُمُ (ما+جائت+هم)–তাদের কাছে আসার ; الْبَيِّنٰتُ (ال+بينت)–সুস্পষ্ট প্রমাণ ; فَعَفَوْنَا (ف+عفونا)–আর আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম ; عَنْ ذٰلِكَ–এটাও ;

১৮৯. এটা ছিলো নবী করীম (স)-এর কাছে দাবীকৃত মদীনার ইয়াহুদীদের অদ্ভুত দাবী-দাওয়াগুলোর একটি। তারা বলতো যে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার

وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا

আর আমি মূসাকে দান করেছিলাম সুস্পষ্ট প্রমাণ। ১৫৪. আর আমি তাদের উপর তূর পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম তাদের অঙ্গীকার আদায়ের জন্য[১৯২] এবং বলেছিলাম–

لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ وَاَخَذْنَا

তাদেরকে–প্রবেশ করো দরোজা দিয়ে[১৯৩] অবনত মস্তকে, আর তাদেরকে বলেছিলাম—তোমরা সীমালংঘন করো না শনিবার সম্পর্কে এবং নিয়েছিলাম[১৯৪]

وَ –আর ; اٰتَيْنَا –আমি দান করেছিলাম ; مُوْسٰى –মূসাকে ; سُلْطٰنًا –প্রমাণ ; مُّبِيْنًا –স্পষ্ট। (১৫৪) وَ –আর ; رَفَعْنَا –আমি তুলে ধরেছিলাম ; فَوْقَهُمُ –(فوق+هم)–তাদের উপর ; الطُّوْرَ –(ال+طور)–তূর পর্বতকে ; بِمِيْثَاقِهِمْ –(ب+ميثاق+هم)–তাদের অঙ্গীকার আদায়ের জন্য ; وَ –এবং ; قُلْنَا –বলেছিলাম ; لَهُمُ –তাদেরকে ; ادْخُلُوا –তোমরা প্রবেশ করো ; الْبَابَ –(ال+باب) –দরোজা দিয়ে ; سُجَّدًا –অবনত মস্তকে ; وَ –আর ; قُلْنَا –বলেছিলাম ; لَهُمْ –তাদেরকে ; لَاتَعْدُوْا –সীমালংঘন করো না ; فِي السَّبْتِ –(فى+ال+سبت)–শনিবার সম্পর্কে ; وَ –এবং ; اَخَذْنَا –নিয়েছিলাম ;

রিসালাত মেনে নেবো না, যতক্ষণ না আমাদের সামনে একটি লিখিত কিতাব আকাশ থেকে নাযিল হয় অথবা আমাদের প্রত্যেকের নামে একথা লিখিতরূপে না আসে যে "মুহাম্মাদ আমার রাসূল, তোমরা তার উপর ঈমান আনো।"

১৯০. অত্র আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইংগীত করা হয়েছে, তা সূরা আল বাকারার ৫৫ আয়াতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে ইয়াহুদীদের জাতীয় ইতিহাসের কতিপয় বিশেষ বিশেষ ঘটনার দিকে ইংগীত করা হয়েছে।

১৯১. 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' দ্বারা মূসা (আ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে নিয়ে ফেরাউনের সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া এবং বনী ইসরাঈলের মিসর ত্যাগ করে বের হয়ে আসা পর্যন্ত একের পর এক যেসব প্রমাণ তারা নিজেদের চোখে দেখেছে সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাদের গো-বৎস তাদেরকে মিসর সাম্রাজ্যের যুল্‌ম-নির্যাতন থেকে রক্ষা করেনি। তাদের আল্লাহ্ রাহমানুর রাহীমই রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাদের পথভ্রষ্টতা এতো চরমে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, আল্লাহ তাআলার কুদরত তথা দয়া-অনুগ্রহের বাস্তব উদাহরণ দেখেও তারা আল্লাহর সামনে মাথা নত না করে নিজেদের হাতে গড়া গো-বৎসের মূর্তির সামনে মাথা নত করেছে।

১৯২. অঙ্গীকার আদায় সেই শপথকে বুঝানো হয়েছে, যা তুর পর্বতের পাদদেশে বনী ইসরাঈলের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছিলো। সূরা আল বাকারার ৬৩নং আয়াতে তা উল্লেখিত হয়েছে এবং সূরা আল আরাফের ১৭১ আয়াতেও পুনরায় তা আলোচিত হবে।

مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٥﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

তাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকারও। ১৫৫. অবশেষে (তারা অভিশপ্ত হয়েছিলো) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে, আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করার কারণে

وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا

ও নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার কারণে এবং 'আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত' তাদের একথার জন্য,[১৯৫] বরং আল্লাহ তার উপর মোহর করে দিয়েছেন[১৯৬]

بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥٦﴾ وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ

তাদের কুফরীর কারণে, ফলে তাদের অল্পসংখ্যক ছাড়া ঈমান আনবে না। ১৫৬. আর[১৯৭] (তারা অভিশপ্ত হয়েছিলো) তাদের কুফরীর জন্য এবং মারইয়ামের প্রতি

مِنْهُمْ–(من+هم)–তাদের থেকে ; مِيْثَاقًا–অঙ্গীকার ; غَلِيْظًا–দৃঢ়। (১৫৫) فَبِمَا نَقْضِهِمْ–(ف+بما+نقض+هم)–অবশেষে তাদের ভঙ্গের কারণে ; مِيْثَاقَهُمْ–(ميثاق+هم)–তাদের অঙ্গীকার ; وَ–ও ; كُفْرِهِمْ–(كفر+هم)–তাদের কুফরী করার কারণে ; بِاٰيٰتِ–(ب+ايت)–আয়াতের সাথে ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; وَ–ও ; قَتْلِهِمُ–(قتل+هم)–হত্যা করার কারণে ; الْاَنْبِيَاءَ–(ال+انبياء)–নবীদেরকে ; بِغَيْرِ حَقٍّ–(ب+غير+حق)–অন্যায়ভাবে ; وَّ–এবং ; قَوْلِهِمْ–(قول+هم)–তাদের একথার জন্য ; قُلُوْبُنَا–(قلوب+نا)–আমাদের অন্তরসমূহ ; غُلْفٌ–আচ্ছাদিত, সংরক্ষিত ; بَلْ–বরং ; طَبَعَ–মোহর করে দিয়েছেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; عَلَيْهَا–(على+ها)–তার উপর (তাদের অন্তরের উপর) ; بِكُفْرِهِمْ–(ب+كفر+هم)–তাদের কুফরীর কারণে ; فَلَا يُؤْمِنُوْنَ–(ف+لايؤمنون)–ফলে ঈমান আনবে না তাদের ; اِلَّا–ছাড়া ; قَلِيْلًا–অল্পসংখ্যক। (১৫৬) وَّ–আর ; بِكُفْرِهِمْ–(ب+كفر+هم)–তাদের কুফরীর জন্য ; وَ–এবং ; قَوْلِهِمْ–(قول+هم)–তাদের উক্তির জন্য ; عَلٰى–প্রতি ; مَرْيَمَ–মারইয়ামের ;

১৯৩. সূরা আল বাকারার ৫৮-৫৯ আয়াত এবং সংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯৪. সূরা আল বাকারার ৬৫ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯৫. মূলত বনী ইসরাঈলও অন্যান্য বাতিল পন্থীদের মতো একই কথাই বলতো যে, নিজেদের পূর্ব পুরুষদের থেকে যেসব চিন্তা-চেতনা, বংশ-প্রীতি, গোত্র প্রীতি, রীতিনীতি ও রসম-রেওয়াজ চলে আসছে সেগুলোর উপর তাদের বিশ্বাস এতো দৃঢ় হয়ে আছে যে, তাদের কোনোক্রমেই তা থেকে সরানো যাবে না। যখনই আল্লাহর প্রেরিত কোনো নবী তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করেছে, তারা একই কথা বলেছে।

بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ

জঘন্য অপবাদমূলক উক্তির জন্য।[১৯৮] ১৫৭. আর (তারা অভিশপ্ত হয়েছিলো) তাদের একথার জন্য 'আমরা হত্যা করেছি-মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে[১৯৯] যিনি আল্লাহর রাসূল ;

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ

অথচ[২০০] তারা তাঁকে হত্যা করেনি এবং শূলীতেও চড়ায়নি বরং তাদের কাছে অনুরূপ করে দেয়া হয়েছিলো ;[২০১] আর অবশ্যই যারা এতে মতভেদ করেছিলো

بُهْتَانًا-অপবাদমূলক ; عَظِيمًا-জঘন্য। ﴿١٥٧﴾ وَ-আর ; قَوْلِهِمْ-(قول+هم)-তাদের একথার জন্য ; إِنَّا-(ان+نا)-নিশ্চয় আমরা ; قَتَلْنَا-হত্যা করেছি ; الْمَسِيحَ-(ال+مسيح)-মাসীহ ; عِيسَى-ঈসা ; ابْنَ-ইবনে ; مَرْيَمَ-মারইয়ামকে ; رَسُولَ-(যিনি) রাসূল ; اللَّهِ-আল্লাহর ; وَ-অথচ ; مَا قَتَلُوهُ-(ما+قتلوا+ه)-তারা তাঁকে হত্যা করেনি ; وَ-এবং ; مَا صَلَبُوهُ-(ما+صلبوا+ه)-তাঁকে শূলীতেও চড়ায়নি ; وَلَٰكِن-বরং ; شُبِّهَ-অনুরূপ করে দেয়া হয়েছিলো ; لَهُمْ-তাদের কাছে ; وَ-আর ; إِنَّ-অবশ্যই ; الَّذِينَ-যারা ; اخْتَلَفُوا-মতভেদ করেছিলো ; فِيهِ-এতে ;

তারা বলেছে—তোমরা যে কোনো যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন পেশ করো না কেন, আমরা কোনোটাই মানবো না। আমরা এতোদিন যেভাবে চলে আসছি সেভাবেই চলতে থাকবো।

১৯৬. এটা একটা প্রাসঙ্গিক আলাদা বাক্য।

১৯৭. এটা মূল ভাষণের ধারাবাহিক আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট।

১৯৮. ঈসা (আ)-এর জন্ম সম্পর্কে ইয়াহূদী জাতির মনে কোনো সংশয়-সন্দেহ ছিলো না। তারা জানতো যে, ইনি আল্লাহর নবী, আল্লাহর কুদরতেই তাঁর জন্ম হয়েছে। কারণ সদ্য প্রসূত শিশু অবস্থায়ই তিনি একথার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ط آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا সূরা মারইয়াম ঃ ৩০। অর্থাৎ "আমি আল্লাহর বান্দাহ, আমাকে আল্লাহ কিতাব দান করেছেন এবং নবী বানিয়েছেন।" কিন্তু ঈসা (আ) যখন দীর্ঘ ৩০ বছর পর নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করা শুরু করলেন এবং তাদের আলেম ও ফকীহদের লোক দেখানো কাজের সমালোচনা করলেন ; তাদের সমাজ নেতা ও সর্ব সাধারণের চারিত্রিক অবনতির জন্য সতর্ক করলেন ; আল্লাহর দীনকে বাস্তবে কায়েমের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা ও জিহাদের ডাক দিলেন তখনই তারা সত্যের বিরোধিতায় নিকৃষ্টতম অস্ত্র প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলো। তারা মারইয়াম আলাইহিস সালামের পূত-পবিত্র চরিত্রের উপর দোষারোপ করলো এবং ঈসা (আ)-কে (নাউযুবিল্লাহ) অবৈধ সন্তান বলে আখ্যায়িত করলো। মূলত এটা তাদের মনের

لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۙ

তারা অবশ্যই সে ব্যাপারে সন্দেহে নিপতিত, সে সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোনো জ্ঞান-ই নেই[২০২] আর নিশ্চিত তারা তাঁকে হত্যা করেনি।

لَفِىْ شَكٍّ –(ل+فى+شك)–অবশ্যই সন্দেহে নিপতিত ; مِّنْهُ–সে ব্যাপারে ; مَا–নেই ; لَهُمْ–তাদের ; بِهٖ–সে সম্পর্কে ; مِنْ عِلْمٍ–কোনো জ্ঞান ; اِلَّا–ছাড়া ; اتِّبَاعَ–অনুসরণ ; الظَّنِّ–(ال+ظن)–অনুমানের ; وَ–আর ; مَا قَتَلُوْهُ–(ما+قتلوا+ه)–তারা তাঁকে হত্যা করেনি ; يَقِيْنًا –নিশ্চিত।

কথা ছিলো না, কারণ তারা ঈসা (আ) ও তাঁর মাতার নিষ্কলুষ চরিত্রের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলো। এটা ছিলো সত্যের বিরোধিতায় তাঁদের প্রতি বানোয়াট দোষারোপ। তাই আল্লাহ তাআলা এটাকে কুফরী গণ্য করেছেন। কারণ একজন নিষ্পাপ মহিলার বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করে তারা আল্লাহর দীনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল।

১৯৯. অর্থাৎ তারা দীনের বিরোধিতায় এতো বেশী বেড়ে গিয়েছিলো যে, ঈসা (আ)-কে আল্লাহর নবী হিসেবে নিশ্চিতভাবে জানার পরও তাঁকে হত্যা করার পদক্ষেপ নিয়েছিলো এবং গর্ব করে বলেছিলো—আমরা আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করেছি।

২০০. এটাও প্রসঙ্গক্রমে আগত একটি আলাদা বাক্য।

২০১. এ আয়াত দ্বারা ঈসা (আ) শূলবিদ্ধ হয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, খৃস্টান ও ইয়াহুদীদের এ ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আ)-কে শূলে চড়াবার পূর্বেই আল্লাহ উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। ইয়াহুদীরা যাকে শূলে চড়িয়েছিলো সে ঈসা ইবনে মারইয়াম ছিলো না। সে অন্য কোনো লোক ছিলো। তাকে ঈসা ইবনে মারইয়ামের অনুরূপ করে দেয়া হয়েছিলো।

২০২. এখানে খৃস্টানদের কথা বলা হয়েছে। ঈসা (আ)-কে শূলে চড়াবার এ ব্যাপারটি নিয়ে তাদের মধ্যে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। এতেই বুঝা যায় যে, তাদের সব মতই ধারণা-অনুমানের উপর নির্ভরশীল। এদের একদল বলে—শূলে চড়ানো ব্যক্তি ঈসা মসীহ ছিলেন না ; ঈসার চেহারায় সে অন্য এক ব্যক্তি ছিলো। ইয়াহুদী ও রোমান সৈন্যরা তাকে লাঞ্ছনার সাথে শূলবিদ্ধ করেছিলো। আর ঈসা মাসীহ আশেপাশে কোনো এক স্থানে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন। অন্য একদলের মত হলো—ঈসাকেই শূলে চড়ানো হয়েছিলো, তবে তিনি এতে মৃত্যুবরণ করেননি। অপর একদলের মতে—ঈসা মসীহ শূলে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তবে আবার প্রাণ লাভ করেছিলেন। চতুর্থ একদল বলে—তাঁকে শূলদণ্ডের মাধ্যমেই হত্যা করা হয়েছে এবং তাঁর দাফন-কাফনও হয়েছে, তবে তাঁর মধ্যেকার খোদায়ী আত্মাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। পঞ্চম একটি দলের মতে—মৃত্যুর পর ঈসা (আ) এ জড়দেহ সহ পুনরায় জীবিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং এ জড়দেহ সহই তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

١٥٨ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ١٥٨ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

১৫৮. বরং আল্লাহ তাঁকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন ;[২০৩] আর আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ১৫৯. আর আহলে কিতাবের এমন কেউ হবে না যে,

اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۟

তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না।[২০৪] আর কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন।[২০৫]

১৫৮ بَلْ -বরং ; رَّفَعَهُ -(رفع+ه)-তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন ; اللّٰهُ -আল্লাহ ; اِلَيْهِ -(الى+ه)-তাঁর কাছে ; وَ -আর ; كَانَ -হলেন ; اللّٰهُ -আল্লাহ ; عَزِيْزًا -পরাক্রমশালী ; حَكِيْمًا -প্রজ্ঞাময়। ১৫৯ وَ -আর ; اِنْ -এমন হবে না ; مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ -(من+اهل+ال+كتب)-আহলে কিতাবের কেউ ; اِلَّا -কিন্তু ; لَيُؤْمِنَنَّ -সে অবশ্যই ঈমান আনবে ; بِهٖ -তাঁর উপর ; قَبْلَ -পূর্বে ; مَوْتِهٖ -(موت+ه)-তার মৃত্যুর ; وَ -আর ; يَوْمَ -দিন ; الْقِيٰمَةِ -(ال+قيمة)-কিয়ামতের ; يَكُوْنُ -তিনি হলেন ; عَلَيْهِمْ -তাদের বিরুদ্ধে ; شَهِيْدًا -সাক্ষী।

উপরোক্ত মতপার্থ্যকের ভিত্তিতে এটাই অনুমিত হয় যে, আসল সত্য ঘটনা তাদের জানা ছিলো না, নইলে তাদের মধ্যে এতগুলো পরস্পর বিরোধী মতের প্রচলন থাকতো না।

২০৩. এখানে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ করেছেন যে, তিনি ঈসা (আ)-কে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াহুদীরা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। তবে উঠিয়ে নেয়ার ধরন সম্পর্কে এখানে কোনো আলোচনা নেই। কিন্তু এ সম্পর্কিত হাদীস এবং মুফাস্‌সিরদের এ সম্পর্কিত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সশরীরে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর তা থেকেই ঈসা (আ)-এর দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমনের ব্যাপারটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

২০৪. এর দুটো অর্থ হতে পারে—(ক) হযরত ঈসা (আ) যখন স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন তার পূর্বে তখনকার যত আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খৃস্টান থাকবে তারা সকলেই তাঁর (রিসালাতের) উপর ঈমান আনবে।

(খ) আহলে কিতাবের মধ্যকার প্রত্যেকের কাছেই মৃত্যুর পূর্বে ঈসা (আ)-এর রিসালাতের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তারা তাঁর উপর ঈমান আনবে। কিন্তু তারা এমন এক সময় ঈমান আনবে যখন তাদের ঈমান আনা কোনো কাজে আসবে না। উল্লেখিত দুটো অর্থই অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেঈ এবং বিশিষ্ট মুফাসসিরদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে এর সঠিক অর্থ আল্লাহই জানেন।

﴿١٦٠﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ

১৬০. আর যারা[২০৬] ইয়াহুদী মতবাদ গ্রহণ করেছে তাদের সীমালংঘনের কারণে আমি তাদের জন্য অনেক পবিত্র জিনিস হারাম ঘোষণা করেছি যা তাদের জন্য হালাল ছিলো[২০৭]

وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦١﴾ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوٰا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ

এবং (এটা করেছি) অনেককে আল্লাহর পথ থেকে তাদের বিরত রাখার জন্য।[২০৮] ১৬১. এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য অথচ তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো[২০৯]

(১৬০) فَبِظُلْمٍ –(ف+ب+ظلم) –সীমালংঘনের কারণে ; مِّنَ–মধ্যে থেকে ; الَّذِينَ –যারা ; هَادُوا –ইয়াহুদী মতবাদ গ্রহণ করেছে ; حَرَّمْنَا –আমি হারাম ঘোষণা করেছি ; عَلَيْهِمْ –তাদের জন্য ; طَيِّبَٰتٍ –অনেক পবিত্র জিনিস ; أُحِلَّتْ–যা হালাল ছিলো ; لَهُمْ –(ل+هم)–তাদের জন্য ; وَ –আর ; بِصَدِّهِمْ–(ب+صد+هم)–তাদের বিরত রাখার জন্য ; عَنْ –থেকে ; سَبِيلِ–পথ ; اللَّهِ–আল্লাহর ; كَثِيرًا–অনেককে। (১৬১) وَ –আর ; أَخْذِهِمُ –(اخذ+هم)– তাদের গ্রহণের জন্য ; الرِّبَوٰا –(ال+ربوا)–সুদ ; وَ –অথচ ; قَدْ نُهُوا –তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো ; عَنْهُ –(عن+ه) –তা থেকে ;

২০৫. আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা ঈসা (আ)-এর সাথে এবং তাঁর আনীত কিতাবের সাথে যে আচরণ করেছে তার উপর তিনি আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবেন। এ সম্পর্ক সূরা আল মায়েদার শেষ রুকূ'তে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২০৬. প্রাসংগিক কিছু আলোচনার পর এখান থেকে পুনরায় মূল ভাষণের ধারাবাহিক আলোচনা শুরু হয়েছে।

২০৭. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের জন্য নখরবিশিষ্ট সকল প্রাণী হারাম করে দেয়া হয়। গরু-ছাগলের চর্বিও তাদের উপর হারাম ছিলো। তাছাড়া ইয়াহুদীদের ফিকাহ শাস্ত্রে যেসব নিষেধাজ্ঞা ও কঠোরতার উল্লেখ রয়েছে সম্ভবত সেদিকেই এখানে ইংগীত করা হয়েছে। কোনো জাতির জীবনযাত্রা সংকীর্ণ করে দেয়া মূলত একটি শাস্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এ সম্পর্কে সূরা আল আনআমের ১৪৬ আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

২০৮. অর্থাৎ ইয়াহুদীরা শুধুমাত্র নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়নি, দুনিয়াতে আল্লাহর বান্দাহদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য যত ধরনের আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তার সবগুলোর পেছনেই তাদের মন-মস্তিষ্ক ও পুঁজি কাজ করেছে। সত্যের পক্ষের সকল চেষ্টা-সংগ্রামের বিরুদ্ধে ইয়াহুদীরাই বাধার প্রাচীর খাড়া করেছে। সাম্প্রতিককালের আল্লাহদ্রোহী কমিউনিস্ট আন্দোলনও ইয়াহুদী মস্তিষ্ক থেকে উৎসারিত। তাদের ছত্রছায়ায় এ নাস্তিক্যবাদী আন্দোলন প্রসার লাভ করেছে। কমিউনিজমের ভিত্তি

وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

এবং মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে তাদের গ্রাস করার জন্য ; আর আমি তাদের মধ্যকার এসব কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব তৈরি করে রেখেছি।[২১০]

১৬২ لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ

১৬২. তবে তাদের মধ্যকার জ্ঞানে পরিপক্ক ব্যক্তিগণ ও মু'মিনগণ ঈমান আনে তাতে যা নাযিল করা হয়েছে

اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

আপনার প্রতি এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে তাতেও ;[২১১] আর নামায প্রতিষ্ঠাকারীগণ ও যাকাত প্রদানকারীগণ

وَ +এবং ; اَكْلِهِمْ -(اكل+هم)- তাদের গ্রাস করার জন্য ; اَمْوَالَ -সম্পদ ; النَّاسِ -(ال+ناس)- মানুষের ; بِالْبَاطِلِ -(ب+ال+باطل)- অন্যায়ভাবে ; وَ -আর ; اَعْتَدْنَا -তৈরি করে রেখেছি ; لِلْكٰفِرِيْنَ -(ل+ال+كفرين)- এসব কাফেরদের জন্য ; مِنْهُمْ -তাদের মধ্যকার ; عَذَابًا -আযাব ; اَلِيْمًا -যন্ত্রণাদায়ক। ১৬২ لٰكِنِ -তবে ; الرّٰسِخُوْنَ -(ال+راسخون)- পরিপক্ক ব্যক্তিগণ ; فِى الْعِلْمِ -(فى+ال+علم)- জ্ঞানে ; مِنْهُمْ -তাদের মধ্যকার ; وَ -ও ; الْمُؤْمِنُوْنَ -(ال+مؤمنون)- মু'মিনগণ ; يُؤْمِنُوْنَ -তারা ঈমান আনে ; بِمَآ -(ب+ما)- তাতে যা ; اُنْزِلَ -নাযিল করা হয়েছে ; اِلَيْكَ -(الى+ك)- আপনার প্রতি ; وَ -এবং ; مَآ -যা ; اُنْزِلَ -নাযিল করা হয়েছে ; مِنْ قَبْلِكَ -(من+قبل+ك)- আপনার পূর্বে ; وَ -আর ; الْمُقِيْمِيْنَ -(ال+مقيمين)- প্রতিষ্ঠাকারীগণ ; الصَّلٰوةَ -(ال+صلوة)- নামায ; وَ -ও ; الْمُؤْتُوْنَ -(ال+مؤتون)- প্রদানকারীগণ ; الزَّكٰوةَ -(ال+زكوة)- যাকাত ;

হলো—ফ্রয়েডের দর্শন। আর এ ফ্রয়েডও এক ইয়াহূদী সন্তান। এ অভিশপ্ত জাতির দুর্ভাগ্য যে, তাদের কাছে আল্লাহর কিতাব থাকা সত্ত্বেও তারা তা থেকে উপকৃত হতে পারছে না। বর্তমান বিশ্বের ইসলাম বিরোধী সকল তৎপরতার পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইয়াহূদীরাই রয়েছে, যা এখন আর গোপন নেই।

২০৯. সুদের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা তাওরাতে কয়েক স্থানেই সুস্পষ্ট ভাষায় রয়েছে। তা সত্ত্বেও তাওরাতের প্রতি ঈমানের দাবীদার ইয়াহূদী জাতি পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন হৃদয়, সংকীর্ণমনা ও বড় সুদখোর জাতি হিসেবে পরিচিত।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসীগণ—আমি তাদেরকে শীঘ্রই মহান প্রতিদান দেবো।

وَ–এবং ; الْمُؤْمِنُوْنَ–(ال+مؤمنون)–বিশ্বাসীগণ ; بِاللّٰهِ–(ب+اللّٰه)–আল্লাহতে ; وَ–ও ; الْيَوْمِ–(ال+يوم)–দিবসে ; الْاٰخِرِ–(ال+اخر)–শেষে ; اُولٰٓئِكَ–এরাই তারা ; سَنُؤْتِيْهِمْ–(س+نؤتى+هم)–শীঘ্রই আমি তাদেরকে দেবো ; اَجْرًا–প্রতিদান ; عَظِيْمًا–মহান।

২১০. অর্থাৎ ইয়াহুদী জাতির সেসব লোক যারা ঈমান ও আনুগত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিদ্রোহের নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা দুনিয়াতেই জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। দুনিয়াতেও তারা ভীষণ শাস্তি পেয়েছে ও পাচ্ছে। দু হাজার বছর পর্যন্ত তারা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরগাছার মতো জীবন-যাপন করেছে। তাদের বিপুল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সম্মানের চোখে দেখা হয় না। (সাম্প্রতিককালের ইসরাঈল রাষ্ট্র সম্পর্কে মানুষের মনে উদ্ভূত সন্দেহ নিরসনের জন্য সূরা আলে ইমরানের ১১২ আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য)।

২১১. অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্যেকার যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মুহাম্মাদ (স)-এর উপর নাযিলকৃত কুরআন মাজীদের দাওয়াত শুনেই বুঝতে পারে যে, তাওরাত ও ইনজিল যে উৎস থেকে এসেছে, এটা সে একই উৎস থেকেই এসেছে। তাই তারা অন্ধ হঠকারিতায় লিপ্ত না হয়ে নিরপেক্ষ সত্যপ্রীতি সহকারে উভয়টির উপরই ঈমান আনে।

২২ রুকূ' (১৫৩-১৬২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইয়াহুদী জাতি মানব বংশের মধ্যে সবচেয়ে হঠকারী জাতি। তারা তাদের নবী মূসা (আ)-এর কাছে যতসব অদ্ভুত ও অবাস্তব দাবী পেশ করতো। এখানে তার কিছু কিছু উল্লেখপূর্বক মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

২. ইয়াহুদীরা মূসা (আ)-এর কাছে আল্লাহকে স্বচোক্ষে দেখার দাবী জানিয়েছে যা বাস্তবে পৃথিবীতে অসম্ভব। তাদের মতো এ ধরনের অলৌকিক বা অতি প্রাকৃতিক কিছু পৃথিবীতে দেখার আশা করা এবং ঈমান আনার জন্য এটাকে আবশ্যক মনে করা নিতান্তই বাতুলতা। কারণ আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনার জন্য অগণিত-অসংখ্য প্রমাণ পৃথিবীতে বিরাজমান। মানুষকে নিজের সৃষ্টি ও পারিপার্শ্বিক বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করতে হবে, তাহলে আল্লাহ ও পরকাল সম্পর্কে কোনো প্রমাণের প্রয়োজনই হবে না।

৩. ইয়াহুদী জাতি মূসা (আ)-এর প্রদর্শিত বহু মু'জিযার চাক্ষুষ দর্শক হয়েও অল্পসংখ্যক ছাড়া ঈমান আনেনি। তাই পৃথিবীতেও তারা বাস্তবে লাঞ্ছিত, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। এ থেকে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৪. ইয়াহুদীরা মূসা (আ)-এর পূর্বে অনেক নবীকেই হত্যা করেছে। এরা নবীদের আত্ম স্বীকৃত খুনী। সুতরাং পরকালে তাদের শাস্তির ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। নবীদের অবর্তমানে তাঁদের দাওয়াতী মিশন নিয়ে যারা অগ্রসর হয়েছে বা ভবিষ্যতে হবে, তাদেরকে হত্যা করার পরিণতিও একই হতে বাধ্য।

৫. ঈসা (আ)-কে শূলে চড়িয়ে হত্যা করেছে বলে ইয়াহুদীরা যে দাবী করে তা একেবারে মিথ্যা।

৬. প্রকৃতপক্ষে ঈসা (আ)-কে আল্লাহ তাআলা আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং কিয়ামতের পূর্বে তিনি মুহাম্মাদ (স)-এর দীনের অনুসারী হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করবেন। অতপর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন এটাই মুসলমানদের আকীদা।

৭. আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খৃস্টান সম্প্রদায় ঈসা (আ) সম্পর্কে যে বাতিল ধারণা পোষণ করে, কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে তিনি সাক্ষ্য দেবেন।

৮. আহলে কিতাব মানুষকে আল্লাহর দীন থেকে ফিরিয়ে রাখতে সম্ভাব্য সকল উপায়ই অবলম্বন করে। সুতরাং তাদের দেখানো পথ কখনো অনুসরণ করা যাবে না।

৯. সারা বিশ্বের সুদী ব্যবসায় ইয়াহুদীরা নিয়ন্ত্রণ করে। অথচ সুদ তাদের কিতাবেও হারাম। কুরআন মাজীদেও সুদকে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব সর্বযুগের ঘৃণিত এ সুদী ব্যবস্থা থেকে মুসলমানদেরকে বিষবৎ বেঁচে থাকতে হবে।

১০. অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলমানরা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের অনুকরণে সুদী ব্যবস্থার সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে। জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য অবশ্যই এ মহাপাপ থেকে তাওবা করে ফিরে আসতে হবে।

১১. দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ পেতে হলে সালাত ও যাকাত যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অবশ্য পালনীয় এ দুটো ইবাদাতের প্রতি উদাসীনতাই দুনিয়াতে মুসলমানদের অধপতন ও লাঞ্ছনার প্রধান কারণ। আর এ দুটো বিধানকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-৯

١٦٣ اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ

১৬৩. নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি, যেমন ওহী প্রেরণ করেছিলাম নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীদের প্রতি ;[২১২]

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ

এবং অহী প্রেরণ করেছিলাম ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরগণ,

وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۚ

ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের প্রতি এবং দাউদকে দিয়েছিলাম যাবুর।[২১৩]

১৬৩ اِنَّآ -(ان+نا)-নিশ্চয়ই আমি ; اَوْحَيْنَآ -অহী প্রেরণ করেছি ; اِلَيْكَ -(الى+ك)-আপনার প্রতি ; كَمَآ -যেমন ; اَوْحَيْنَآ -অহী প্রেরণ করেছিলাম ; اِلٰى -প্রতি ; نُوْحٍ -নূহ ; وَّالنَّبِيّٖنَ -(و+ال+نبين)-ও নবীদের প্রতি ; مِنْۢ بَعْدِهٖ -(من+بعد+ه)-তাঁর পরবর্তী ; وَ-এবং ; اَوْحَيْنَآ-অহী প্রেরণ করেছিলাম ; اِلٰى-প্রতি ; اِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীম ; وَاِسْمٰعِيْلَ-ও ইসমাঈল ; وَاِسْحٰقَ-ও ইসহাক ; وَيَعْقُوْبَ-ও ইয়াকূব ; وَالْاَسْبَاطِ-(و+ال+اسباط)-ও বংশধরগণ ; وَعِيْسٰى-ও ঈসা ; وَاَيُّوْبَ-ও আইউব ; وَيُوْنُسَ-ও ইউনুস ; وَهٰرُوْنَ-হারূন ; وَسُلَيْمٰنَ-সুলায়মান ; وَ-এবং ; اٰتَيْنَا-আমি দিয়েছিলাম ; دَاوٗدَ-দাউদকে ; زَبُوْرًا-যাবূর।

২১২. অর্থাৎ আপনার মাধ্যমে যা পাঠিয়েছি অন্যান্য নবীগণের মাধ্যমেও তা-ই পাঠিয়েছি। কোনো নতুন বিষয় নিয়ে আপনাকে পাঠানো হয়নি। দুনিয়ার দেশে দেশে যেসব নবী-রাসূল জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা হিদায়াতের বাণী যে উৎস থেকে লাভ করেছেন, সেই একই উৎস থেকে আপনিও হিদায়াতের বাণী লাভ করেছেন। সুতরাং আপনার নবুয়াতের সত্যতার ব্যাপারে তাদের সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশই নেই।

২১৩. বর্তমান বাইবেলে যাবুর (গীত সংহিতা) নামে সংযুক্ত আছে। তবে এতে অন্যদের কথা মিশ্রিত হয়ে গেছে। তবে 'স্রোত্র' হিসেবে যেগুলোর পরিচিতি রয়েছে,

﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ

১৬৪. আরও অনেক রাসূল ইতিপূর্বে তাদের অনেকের কথা আপনার কাছে বলেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা আপনার কাছে বলিনি ;

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٤﴾ رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ

আর আল্লাহ্ কথা বলেছেন মূসার সাথে কথা বলার মতো।[২১৪] ১৬৫. রাসূলদের (প্রেরণ করেছি) সুসংবাদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে[২১৫] যাতে না থাকে

لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

রাসূল আসার পর মানুষের কোনো ওযর-আপত্তি আল্লাহর উপর ;[২১৬] আর আল্লাহ্ হলেন পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

(১৬৪) وَ–আরও ; رُسُلًا–অনেক রাসূল ; قَدْ قَصَصْنٰهُمْ–(قد قصصنا+هم)–নিসন্দেহে তাদের অনেকের কথা বলেছি ; عَلَيْكَ–আপনার কাছে ; مِنْ قَبْلُ–(من+قبل) ইতিপূর্বে ; وَ–এবং ; رُسُلًا–অনেক রাসূল ; لَمْ نَقْصُصْهُمْ–(لم+نقصص+هم) –যাদের কথা বলিনি ; عَلَيْكَ–আপনার কাছে ; وَ–আর ; كَلَّمَ–কথা বলেছেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; مُوْسٰى–মূসার সাথে ; تَكْلِيْمًا–কথা বলার মতো (সরাসরি)। (১৬৫) رُسُلًا–রাসূলদেরকে (প্রেরণ করেছি) ; مُبَشِّرِيْنَ–সুসংবাদদাতা রূপে ; وَ–ও ; مُنْذِرِيْنَ–ভয় প্রদর্শনকারী রূপে ; لِئَلَّا يَكُوْنَ–(ل+ان+لايكون)–যাতে না থাকে ; لِلنَّاسِ–(ل+ال+ناس)–মানুষের ; عَلَى–উপর ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; حُجَّةٌ–কোনো ওযর আপত্তি ; بَعْدَ–পর ; الرُّسُلِ।–রাসূল আসার ; وَ–আর ; كَانَ–হলেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; عَزِيْزًا–পরাক্রমশালী ; حَكِيْمًا–প্রজ্ঞাময়।

সেগুলো হযরত দাউদ (আ)-এর উপর অবতীর্ণ যাবুরের অংশ বলে মনে হয়। বাইবেলে বনী ইসরাঈলের নবীদের অনেক নবীর উপর অবতীর্ণ সহীফা সংযোজিত হয়েছে। তন্মধ্যে সুলায়মান (আ), আইউব (আ), আলইয়াসা, ইয়ারমিয়াহ, হিয্‌কীল, আমুস প্রমুখ নবীদের উপর অবতীর্ণ সহীফা রয়েছে। এসব সহীফার যেসব অংশ পরিবর্তনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, সেগুলো পাঠ করলে এগুলোর সাথে কুরআন মাজীদের সামঞ্জস্য সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। এতে আল্লাহর কালামের মাহাত্ম্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। এসব সহীফার পাঠক সহজেই একথা বুঝতে সক্ষম হবেন যে, কুরআন মাজীদ ও এগুলো একই উৎস থেকে এসেছে।

২১৪. নবী-রাসূলদের প্রতি ওহী নাযিলের পদ্ধতি এরূপ ছিলো যে, একটি গায়েবী আওয়াজ আসতো, অথবা ফেরেশতারা পয়গাম শুনাতেন, নবীগণ তা শুনতেন ; কিন্তু

﴿١٦٦﴾ لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۚ

১৬৬. তবে আল্লাহ নিজ জ্ঞানে আপনার প্রতি যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে সাক্ষ্য দিচ্ছেন (আপনার নবুওয়াতের) আর ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দিচ্ছে ;

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। ১৬৭. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে

قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١٦٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا

নিসন্দেহে তারা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে। ১৬৮. অবশ্যই যারা কুফরী করেছে এবং সীমালংঘন করেছে,

﴿١٦٦﴾ لٰكِنِ –তবে ; اللّٰهُ –আল্লাহ ; يَشْهَدُ –সাক্ষ্য দিচ্ছেন ; بِمَآ –(ب+ما)–তার মাধ্যমে যা ; اَنْزَلَ –নাযিল করেছেন ; اِلَيْكَ –আপনার প্রতি ; اَنْزَلَهٗ –(انزل+ه)–তিনি তা নাযিল করেছেন ; بِعِلْمِهٖ –(ب+علم+ه)–তাঁর নিজ জ্ঞানে ; وَ –আর ; الْمَلٰٓئِكَةُ –(ال+ملئكة)–ফেরেশতারাও ; يَشْهَدُوْنَ –সাক্ষ্য দিচ্ছে ; وَ –আর ; كَفٰى –যথেষ্ট ; بِاللّٰهِ –আল্লাহই ; شَهِيْدًا –সাক্ষী হিসেবে। ﴿١٦٧﴾ اِنَّ –নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ –যারা ; كَفَرُوْا –কুফরী করেছে ; وَ –এবং ; صَدُّوْا –বাধা দিয়েছে ; عَنْ سَبِيْلِ –(عن+سبيل)–পথে ; اللّٰهِ –আল্লাহর ; قَدْ ضَلُّوْا –নিসন্দেহে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে ; ضَلٰلًا –পথভ্রষ্ট হওয়া ; بَعِيْدًا –বহুদূর (এখানে ভীষণভাবে)। ﴿١٦٨﴾ اِنَّ –অবশ্যই ; الَّذِيْنَ –যারা ; كَفَرُوْا –কুফরী করেছে ; وَ –এবং ; ظَلَمُوْا –সীমালংঘন করেছে ;

মূসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ তাআলা সরাসরি কথা বলতেন। দুজন মানুষ যেমন সামনা সামনি কথা বলে, তেমনি আল্লাহ ও মূসা (আ)-এর মাঝে কথাবার্তা হতো। কুরআন মাজীদে সূরা ত্বা-হায় এ ধরনের কথাবার্তার উদাহরণ রয়েছে।

২১৫. অর্থাৎ রাসূলদের সকলের কাজ একইরূপ ছিলো। আর তাহলো—যারা আল্লাহর দেয়া শিক্ষার উপর ঈমান এনে সে অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে গড়বে, তাদেরকে তাঁরা সুসংবাদ জানিয়ে দেবেন। আর যারা আল্লাহর দেয়া শিক্ষাকে অমান্য করে ভুল পথে চলবে, তাদেরকে এ পথে চলার মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করবেন।

২১৬. আল্লাহ তাআলা রাসূল এজন্য পাঠিয়েছেন, যেন তিনি মানব জাতির প্রতি পূর্ণাঙ্গভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করার প্রমাণ পেশ করতে পারেন। এর ফলে কিয়ামতের দিন যেন তাঁর বিচারালয়ে কোনো পথভ্রষ্ট অপরাধী এরূপ কোনো ওজর পেশ করতে

لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٩﴾ إِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ

আল্লাহ কখনো এমন হবেন না যে, তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং এমনও হবেন না যে, তাদেরকে দেখাবেন কখনো কোনো পথ। ১৬৯. জাহান্নামের পথ ছাড়া,

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٧٠﴾ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ

তারা চিরদিন সেখানে স্থায়ী হবে ; আর এটা হলো আল্লাহর জন্য অতি সহজ। ১৭০. হে মানুষ !

قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ

নিসন্দেহে রাসূল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যবাণীসহ তোমাদের কাছে এসেছেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো, তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর ;

وَإِنْ تَكْفُرُوْا فَإِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ

আর যদি তোমরা কুফরী করো, তবে যা কিছু আসমান ও যমীনে আছে তা সব অবশ্যই আল্লাহর ;[২১৭] আর আল্লাহ হলেন

لَمْ يَكُنْ–এমন হবেন না ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; لِيَغْفِرَ–যে, কখনো ক্ষমা করবেন ; لَهُمْ–তাদেরকে ; وَ–এবং ; لَا–এমনও হবেন না ; لِيَهْدِيَهُمْ–(ليهدى+هم)–যে, কখনো তাদেরকে দেখাবেন ; طَرِيْقًا–কোনো পথ। ﴿١٦٩﴾ إِلَّا–ছাড়া ; طَرِيْقَ–পথ ; جَهَنَّمَ–জাহান্নামের ; خٰلِدِيْنَ–তারা স্থায়ী হবে ; فِيْهَآ–সেখানে ; أَبَدًا–চিরদিন ; وَ–আর ; كَانَ–হলো ; ذٰلِكَ–এটা ; عَلَى–জন্য ; اللّٰهِ–আল্লাহর ; يَسِيْرًا–অতি সহজ। ﴿١٧٠﴾ يٰٓأَيُّهَا–হে ; النَّاسُ–মানুষ ! قَدْ جَآءَكُمْ–(قد+جاء+كم)–নিসন্দেহে এসেছেন তোমাদের কাছে ; الرَّسُوْلُ–(ال+رسول)–রাসূল ; بِالْحَقِّ–(ب+ال+حق)–সত্য বাণীসহ ; مِنْ–পক্ষ থেকে ; رَّبِّكُمْ–(رب+كم)–তোমাদের প্রতিপালকের ; فَاٰمِنُوْا–(ف+امنوا)–সুতরাং তোমরা ঈমান আনো ; خَيْرًا–তা কল্যাণকর ; لَّكُمْ–তোমাদের জন্য ; وَ–আর ; إِنْ–যদি ; تَكْفُرُوْا–তোমরা কুফরী করো ; فَإِنَّ–(ف+ان)–তবে অবশ্যই ; لِلّٰهِ–আল্লাহর ; مَا–যাকিছু আছে ; فِي السَّمٰوٰتِ–(فى+ال+سموت)–আসমানে ; وَ–ও ; الْأَرْضِ–(ال+ارض)–যমীনে ; وَ–আর ; كَانَ–হলেন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ;

না পারে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে অবহিত ছিলো না। আর আল্লাহর পক্ষ থেকেও তাকে অবহিত করার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এজন্য আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন যুগে

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا۟

সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।[২১৮] ১৭১. হে আহলে কিতাব ! তোমরা বাড়াবাড়ি করো না তোমাদের দীনের ব্যাপারে[২১৯] এবং তোমরা বলো না

عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ

আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া। মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম কিছুই নন আল্লাহর রাসূল

عَلِيمًا–সর্বজ্ঞ ; حَكِيمًا–প্রজ্ঞাময়। ﴿١٧١﴾ يَٰٓأَهْلَ–(يا+اهل)-হে আহলে ; الْكِتَٰبِ-(ال+كتب) –কিতাব ; لَاتَغْلُوا–তোমরা বাড়াবাড়ি করো না ; فِىْ دِيْنِكُمْ –(فى+دين+كم). –তোমাদের দীনের ব্যাপারে ; وَ–এবং ; لَاتَقُوْلُوْا–তোমরা বলো না ; عَلَى–সম্পর্কে ; اللّٰهِ–আল্লাহ ; إِلَّا –ছাড়া ; الْحَقَّ –(ال+حق)–সত্য ; إِنَّمَا –(ان+ما) –কিছুই নন, ছাড়া ; الْمَسِيْحُ –(ال+مسيح)–মাসীহ ; عِيْسَى –ঈসা ; ابْنُ –ইবনে (পুত্র) ; مَرْيَمَ –মারইয়াম ; رَسُوْلُ –রাসূল ; اللّٰهِ –আল্লাহর ;

দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষের কাছে সত্যের জ্ঞান পৌঁছে দিয়েছেন এবং বিদায়কালে রেখে গিয়েছেন সত্যের জ্ঞান সম্বলিত বিভিন্ন কিতাব। প্রত্যেক যুগেই এসব কিতাবের কোনো না কোনো কিতাব পৃথিবীতে বর্তমান ছিলো। সুতরাং কোনো লোক এরপরও পথভ্রষ্ট হলে, তার জন্য সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের দায়ী করতে পারে না। কেননা তাঁর কাছে পয়গাম পৌঁছানো হয়েছে। কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে হ্যাঁ, সেসব লোক অভিযুক্ত হবে, যারা নিজেরা সত্যের সন্ধান জেনেছে, কিন্তু তারা আল্লাহর অনেক বান্দাহকে গোমরাহীতে লিপ্ত দেখেও তাদেরকে সত্যের সন্ধান দেয়ার চেষ্টা করেনি।

২১৭. অর্থাৎ আসমান-যমীনের মালিকতো আল্লাহ। সুতরাং তোমরা তাঁর নাফরমানী করে তোমাদের নিজেদের ক্ষতি ছাড়া তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

২১৮. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর নন। তোমরা তাঁর রাজত্বে বসবাস করবে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচারণমূলক অপরাধ করে যেতে থাকবে, তিনি তার খবর জানবেন না বা রাখবেন না, এটা হতেই পারে না। তিনি এমন অজ্ঞ-মূর্খও নন যে, তোমরা তাঁর আদেশ-নিষেধ অমান্য করবে, তিনি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতি জানবেন না—এ ধরনের কোনো অবস্থা তাঁর ব্যাপারে কল্পনাই করা যেতে পারে না।

২১৯. আহলে কিতাব দ্বারা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইয়াহুদীদের বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন ছিলো—তারা ঈসা (আ)-এর নবুওয়াত অস্বীকার করতে

وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ز فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ

ও তাঁর বাণী ছাড়া;[২২০] যা তিনি পাঠিয়েছেন মারইয়ামের কাছে এবং (তিনি) তাঁর পক্ষ থেকে এক আদেশ ;[২২১] সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি[২২২]

وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗ

আর তোমরা বলো না, 'তিন'[২২৩] তোমরা বিরত থাকো (তিন বলা থেকে), তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর ; মূলত আল্লাহতো একই ইলাহ। তিনি অতি পবিত্র

وَ-ও ; كَلِمَتُهٗ-(كلمة+ه)-তাঁর বাণী ; اَلْقٰهَآ-(القى+ها)-যা তিনি পাঠিয়েছেন ; اِلٰى-কাছে ; مَرْيَمَ-মারইয়ামের ; وَ-এবং ; رُوْحٌ-একটি আদেশ ; مِّنْهُ-(من+ه)-তাঁর পক্ষ থেকে ; فَاٰمِنُوْا-(ف+امنوا)-সুতরাং তোমরা ঈমান আনো ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; وَ-এবং ; رُسُلِهٖ-(رسل+ه)-তাঁর রাসূলদের প্রতি ; وَ-আর ; لَاتَقُوْلُوْا-তোমরা বলো না ; ثَلٰثَةٌ-তিন ; اِنْتَهُوْا-তোমরা বিরত থাকো ; خَيْرًا-তা কল্যাণকর ; لَّكُمْ-তোমাদের জন্য ; اِنَّمَا-ছাড়া, নয় ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اِلٰهٌ-মাবুদ ; وَّاحِدٌ-এক ; سُبْحٰنَهٗ-(سبحن+ه)-তিনি অতি পবিত্র ;

গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলো। আর খৃস্টানদের বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন ছিলো—তারা ঈসা (আ)-এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে তাঁকে আল্লাহর সাথে অংশীদার করে নিয়েছিলো।

২২০. 'কালিমা' দ্বারা ফরমান বা নির্দেশ বুঝানো হয়েছে। মারইয়াম (আ)-এর প্রতি ফরমান পাঠানোর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মারইয়াম (আ)-এর গর্ভাধারকে তিনি কোনো পুরুষের শূক্র কীট ছাড়াই গর্ভধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য ঈসা (আ)-কে 'কালিমাতুল্লাহ' বলা হয়েছে।

২২১. ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে 'রূহ' বলা হয়েছে। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ অর্থাৎ "আমি তাকে পবিত্র রূহ দ্বারা শক্তিশালী করেছি।" এ উভয় বাক্যাংশের অর্থ হলো—আল্লাহ তাআলা ঈসা (আ)-কে পবিত্র রূহ দান করেছিলেন, যে রূহের সাথে পাপ ও অন্যায়ের পরিচয়ই হয়নি। সত্য, সততা ও উন্নত চরিত্র ছিলো এ রূহের বৈশিষ্ট্য। খৃস্টানদের কাছেও ঈসা (আ)-এর এ পরিচিতিই দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তারা এতে বাড়াবাড়ি করে তাকে সরাসরি আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে।

২২২. অর্থাৎ আল্লাহকে 'ইলাহ' হিসেবে মেনে নাও এবং নবী-রাসূলদের সবাইকে স্বীকৃতি দাও। এটাই সকল নবীর শিক্ষা। হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষাও এটাই ছিলো।

أَنْ يَكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

তাঁর সন্তান হওয়া থেকে,[২২৪] যাকিছু আছে আসমানে এবং যাকিছু আছে যমীনে সবই তাঁর[২২৫] আর কাজ সম্পাদনকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।[২২৬]

أَنْ يَكُوْنَ–হওয়া ; لَهٗ–তাঁর ; وَلَدٌ–সন্তান হওয়া ; لَهٗ–সবই তাঁর ; مَا–যাকিছু আছে ; فِي السَّمٰوٰتِ–(فى+ال+سموات)–আসমানে ; وَ–এবং ; مَا –যাকিছু আছে ; فِي الْأَرْضِ–(فى+ال+ارض) –যমীনে ; وَ–আর ; كَفٰى–যথেষ্ট ; بِاللّٰهِ–(ب+الله) –আল্লাহই ; وَكِيْلًا –কাজ সম্পাদনকারী হিসেবে।

২২৩. এখানে আল্লাহ তাআলা খৃস্টানদেরকে তাদের বাতিল বিশ্বাস, 'তিন খোদা' মানা সম্পর্কিত ধারণাকে বাদ দেয়ার নির্দেশ দান করেছেন। ইনজিলে ঈসা মসীহ (আ)-এর যে বাণী পাওয়া যায়, তাতে কোনো খৃস্টান ও আল্লাহর একত্ববাদের বিপরীত কোনো বিশ্বাস পোষণ করতে পারে না। তারপরও তারা ঈসা (আ)-কে এক খোদা, জিবরাঈল (আ)-কে এক খোদা এবং আল্লাহকে এক খোদা মেনে নেয়াকে কেন যে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছে তা এক রহস্যময় ব্যাপার। তারা আল্লাহর একত্ববাদের সাথে ত্রিত্ববাদকে মিলিয়ে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ একের সাথে তিনে বিশ্বাস আবার তিনের সাথে একের বিশ্বাস—একই সাথে উভয়কে মেনে নেয়ার পথ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন, এ বিষয়ে বিতর্ক, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদির ভিত্তিতে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন দল-উপদল। তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও যুক্তিবিদ্যা এর পেছনেই ব্যয়িত হচ্ছে। সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন দলের বিভিন্ন গীর্জা ও উপাসনালয়। এসব তাদেরই সৃষ্টি, ঈসা (আ) এসব সৃষ্টি করেননি। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এসব পরিহার করে আল্লাহকেই একমাত্র 'ইলাহ' এবং ঈসা মসীহকে তাঁর রাসূল মেনে নিতে, আর আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

২২৪. এখানে খৃস্টানদের অপর একটি বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ করা হয়েছে। আর তাহলো ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলা। আল্লাহ এখানে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন যে, তিনি এসব থেকে পবিত্র। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি। এসব কিছু থেকে তাঁর সত্তা পবিত্র।

২২৫. অর্থাৎ আসমান-যমীনের কোনো কিছুর সাথেই আল্লাহর পিতা-পুত্রের সম্পর্ক নেই—থাকতেও পারে না ; বরং তিনিই এসবের মালিক।

২২৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার রাজত্ব ও প্রভুত্বের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট। কারো কাছ থেকে সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন নেই ; তাই কাউকে পুত্র বানানোর প্রয়োজনও নেই। তিনি এসব মানবিক বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র।

২৩ রুকূ' (১৬৩-১৭১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের হিদায়াতের জন্য নবীগণের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ তাআলার বিশেষ নির্দেশ ও বাণীকে ওহী বলে।

২. হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যেরূপ ওহী নাযিল হয়েছে, পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতিও তেমনি ওহী নাযিল হয়েছিলো।

৩. হযরত নূহ (আ)-এর যুগেই ওহী পূর্ণতা লাভ করেছিলো এবং তাঁর থেকেই শরয়ী বিধান সম্বলিত ওহী প্রাপ্ত নবীদের আগমন ধারা শুরু হয়।

৪. পৃথিবীতে মানুষের হিদায়াতের জন্য অগণিত নবী-রাসূল আগমন করেছেন। কিন্তু কুরআন মাজীদে মাত্র ২৫জন নবীর নাম রয়েছে। অনুল্লেখিত নবীদের উপরও ঈমান রাখতে হবে।

৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ওহী এসেছে। ফেরেশতাদের মাধ্যমে, লিখিত কিতাব আকারে এবং সরাসরি রাসূলের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে। ওহী নাযিলের পদ্ধতি যা-ই হোক না কেন, তার উপর ঈমান আনতে হবে।

৬. নবী-রাসূলদের প্রধান দায়িত্বই ছিলো সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদ ও দুষ্কৃতকারীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রদর্শন।

৭. যেহেতু মানুষের আসল জীবনই হলো পরকাল তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবন। সুতরাং নবীদের দাওয়াতও প্রধানত সেই জীবনের কর্মকাণ্ড বা পরিণত সম্পর্ক হওয়াই যুক্তিসম্মত।

৮. প্রত্যেক যুগেই পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের আগমন ঘটেছিলো। এমন কোনো সময় পৃথিবীতে আসেনি যখন কোনো নবী ছিলেন না অথবা তাঁর শিক্ষা বর্তমান ছিলো না। অতএব কারো পক্ষ থেকে ঈমান ও সৎকর্মের ব্যাপারে কোনো অজুহাত আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

৯. মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতের ব্যাপারে কুরআন মাজীদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং ফেরেশতারাও সাক্ষী রয়েছে। সুতরাং এরপর আর কারো সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। বিনা যুক্তি-প্রমাণেই তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর উপর ঈমান আনা ফরয।

১০. কিয়ামত পর্যন্ত যতলোক দুনিয়াতে আসবে, সকলের জন্য একমাত্র মুহাম্মাদ (স)-এর আনুগত্যের মধ্যেই হিদায়াত সীমাবদ্ধ ; তাঁর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ করা চরম গুমরাহী।

১১. ইয়াহুদীরা ঈসা (আ)-কে অমান্য করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে, আর খৃস্টানরা তাঁর প্রতি অতি বেশী ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। ইয়াহুদীরা তাঁকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছে আর খৃস্টানরা তাঁকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে। ঈমানের দাবী হলো নবীগণ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে প্রেরিত প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের যথার্থ মর্যাদা দান করা। তাঁরা কখনো আল্লাহর সত্তার অংশ নয়।

১১. হযরত ঈসা (আ) স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে আল্লাহর কালিমা তথা নির্দেশেই জন্মলাভ করেছেন, তাই তিনি 'আল্লাহর কালিমা'। আর তাঁর জন্মে যেহেতু বীর্যের কোনো অংশ ছিলো না। তাই দৈহিক দিক থেকে তিনি 'রূহ' তথা 'পবিত্র আত্মা' ছিলেন।

১২. ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের আকীদা-বিশ্বাস থেকে মুক্ত থেকে একমাত্র কুরআন মাজীদে প্রদত্ত আকীদার উপরই দৃঢ় থাকতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-৫

١٧٢ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ

১৭২. মসীহ কখনো আল্লাহর বান্দাহ হতে সংকোচবোধ করেন না[২২৭] এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারাও করেন না

وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ۝

আর যে তাঁর ইবাদাত করতে সংকোচবোধ করবে এবং অহংকার করবে, তবে শীঘ্রই তিনি তাদের সবাইকে তাঁর নিকট সমবেত করবেন।

١٧٣ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ

১৭৩. তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তাদের প্রতিদান পুরোপুরিই দেবেন।

১৭২ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ –কখনো সংকোচবোধ করেন না ; الْمَسِيْحُ –(ال+مسيح)–মাসীহ ; اَنْ يَّكُوْنَ –হতে ; عَبْدًا –বান্দাহ ; لِّلّٰهِ –আল্লাহর ; وَ –আর ; لَا –করেন না ; الْمَلٰٓئِكَةُ –(ال+ملئكة)–ফেরেশতারাও ; الْمُقَرَّبُوْنَ –(ال+مقربون)–ঘনিষ্ঠ ; وَ –আর ; مَنْ –যে ; يَّسْتَنْكِفْ –সংকোচবোধ করবে ; عَنْ عِبَادَتِهٖ –(عن+عبادت+ه)–তাঁর ইবাদাত করতে ; وَ –এবং ; يَسْتَكْبِرْ –অহংকার করবে ; فَسَيَحْشُرُهُمْ –(ف+سيحشر+هم)–তবে শীঘ্রই তিনি তাদের সমবেত করবেন ; اِلَيْهِ –(الى+ه)–তাঁর কাছে ; جَمِيْعًا –সবাইকে। ১৭৩ فَاَمَّا الَّذِيْنَ –(ف+اما+الذين)–তবে যারা ; اٰمَنُوْا –ঈমান এনেছে ; وَ –ও ; عَمِلُوْا –করেছে ; الصّٰلِحٰتِ –(ال+صلحت)–সৎকর্ম ; فَيُوَفِّيْهِمْ –(ف+يوفى+هم)–তাদেরকে পুরোপুরিই দেবেন ; اُجُوْرَهُمْ –(اجور+هم)–তাদের প্রতিদান ;

২২৭. আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামী করা, তাঁর ইবাদাত তথা আদেশ-নিষেধ পালন করা অত্যন্ত মর্যাদা ও গৌরবের বিষয়। হযরত ঈসা (আ) এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণ এটা ভালোভাবেই জানেন, তাই এতে তাঁরা কোনো লজ্জা-সংকোচবোধ করেন না। খৃস্টানরা ঈসা মসীহকে আল্লাহর পুত্র এবং ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা ও দেবী সাব্যস্ত করে তাদের মূর্তী তৈরি করে পূজা-অর্চনা শুরু করেছে। সুতরাং তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি ও অপমান অবধারিত রয়েছে।

وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ

এবং নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে বেশী বেশী দেবেন ; আর যারা সংকোচবোধ করেছে ও অহংকার করেছে, তাহলে তাদেরকে দেবেন আযাব

عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

(তা হবে) যন্ত্রণাদায়ক আযাব ; আর তারা পাবে না আল্লাহ ছাড়া তাদের জন্য কোনো অভিভাবক এবং না কোনো সাহায্যকারী।

١٧٤ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ

১৭৪. হে মানুষ ! নিসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে অকাট্য প্রমাণ[228] এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি

نُوْرًا مُّبِيْنًا ١٧٥ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ

সুস্পষ্ট নূর। ১৭৫. অতএব যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং তার উপর দৃঢ় থেকেছে, তাদেরকে শীঘ্রই তিনি প্রবেশ করাবেন

وَ–এবং ; يَزِيْدُهُمْ–(يزيد+هم)–তাদেরকে বেশী বেশী দেবেন ; مِّنْ–থেকে ; فَضْلِهٖ
–(فضل+ه)–নিজ অনুগ্রহ ; وَ–আর ; اَمَّا الَّذِيْنَ–(اما+الذين) যারা ; اسْتَنْكَفُوْا
–সংকোচবোধ করেছে ; وَ–ও ; اسْتَكْبَرُوْا–অহংকার করেছে ; فَيُعَذِّبُهُمْ–(ف+
يعذب+هم)–তাহলে তাদেরকে দেবেন আযাব ; عَذَابًا–এমন আযাব ; اَلِيْمًا–(যা
হবে) যন্ত্রণাদায়ক ; لَايَجِدُوْنَ لَهُمْ–তারা পাবে না ; وَّ–আর ; مِنْ دُوْنِ–ছাড়া ; اللّٰهِ
–আল্লাহ ; وَلِيًّا–কোনো অভিভাবক ; وَّ–এবং ; لَانَصِيْرًا–(لا+نصيرا)–না কোনো
সাহায্যকারী। (১৭৪) يٰۤاَيُّهَا–হে ; النَّاسُ–মানুষ ; قَدْ جَآءَكُمْ–নিসন্দেহে তোমাদের কাছে
এসেছে ; بُرْهَانٌ–অকাট্য প্রমাণ ; مِّنْ–পক্ষ থেকে ; رَّبِّكُمْ–(رب+كم)–তোমাদের
প্রতিপালকের ; وَ–এবং ; اَنْزَلْنَاۤ–আমি নাযিল করেছি ; اِلَيْكُمْ–(الى+كم)–তোমাদের
প্রতি ; نُوْرًا–নূর ; مُّبِيْنًا–সুস্পষ্ট। (১৭৫) فَاَمَّا–অতএব ; الَّذِيْنَ–যারা ; اٰمَنُوْا–ঈমান
এনেছে ; بِاللّٰهِ–আল্লাহর উপর ; وَ–এবং ; اعْتَصَمُوْا–দৃঢ় থেকেছে ; بِهٖ–তার উপর ;
فَسَيُدْخِلُهُمْ–(ف+سيدخل+هم)–শীঘ্রই তাদেরকে তিনি প্রবেশ করাবেন ;

২২৮. 'বুরহান' শব্দ দ্বারা এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র সত্তা ও মহান ব্যক্তিত্বকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য 'বুরহান' শব্দ প্রয়োগের কারণ

فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝

তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে, আর দেখাবেন তাদেরকে সরল পথ তাঁর দিকে।

۝١٧٦ يَسْتَفْتُوْنَكَ ۭ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۭ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ

১৭৬. লোকেরা[২২৯] আপনার কাছে বিধান জানতে চায় ; আপনি বলুন আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালা ;[২৩০] সম্পর্কে বিধান দিচ্ছেন—যদি কোনো লোক মারা যায়

لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ

(এমন অবস্থায়) তার কোনো সন্তান না থাকে এবং তার এক বোন থাকে[২৩১] তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধাংশ ; আর সে (ভাই) উত্তরাধিকার হবে তার (বোনের)

فِىْ رَحْمَةٍ–রহমতের মধ্যে ; مِّنْهُ–তাঁর ; وَ–ও ; فَضْلٍ–অনুগ্রহের ; وَّ–আর ; يَهْدِيْهِمْ–(يهدى+هم)–দেখাবেন তাদেরকে ; اِلَيْهِ–তাঁর দিকে ; صِرَاطًا–পথ ; مُّسْتَقِيْمًا–সরল। ۝١٧٦ يَسْتَفْتُوْنَكَ–(يستفتون+ك)–তারা আপনার কাছে বিধান জানতে চায় ; قُلِ–আপনি বলুন ; اللّٰهُ–আল্লাহ ; يُفْتِيْكُمْ–(يفتى+كم)–তোমাদেরকে বিধান দিচ্ছেন ; فِى الْكَلٰلَةِ–(فى+ال+كللة)–'কালালা' সম্পর্কে ; اِنِ–যদি ; امْرُؤٌا–কোনো লোক ; هَلَكَ–মারা যায় ; لَيْسَ–না থাকে ; لَهٗ–তার ; وَلَدٌ–কোনো সন্তান ; وَّ–এবং ; لَهٗٓ–তার থাকে ; اُخْتٌ–এক বোন ; فَلَهَا–(ف+ل+ها)–তবে তার জন্য ; نِصْفُ- অর্ধেক ; مَا تَرَكَ- পরিত্যক্ত সম্পদের ; وَ – আর ; هُوَ-সে (ভাই) ; يَرِثُهَآ-(يرث+ها)–উত্তরাধিকার হবে তার (বোনের) ;

হলো—তাঁর মুবারক সত্তা, অনুপম চরিত্র-মাধুর্য, অপূর্ব মু'জিযাসমূহ এবং তাঁর প্রতি নাযিলকৃত বিস্ময়কর কিতাব আল কুরআন ইত্যাদি যে তাঁর রিসালাতের অকাট্য প্রমাণ একথা বুঝানো।

২২৯. এ আয়াতটি সূরা আন নিসা নাযিল হওয়ার পরে নাযিল হয়েছে। নবম হিজরীতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। আর তাই সূরার প্রথম দিকে যেখানে মীরাসের বিধান নাযিল হয়েছে তার সাথে আয়াতটি সংযোজিত হয়নি। যদিও মীরাস সংক্রান্ত বিধানই এতে বর্ণিত হয়েছে। পরে এটাকে সূরার শেষে পরিশিষ্ট হিসেবে যোগ করে দেয়া হয়েছে।

২৩০. 'কালালা' শব্দের অর্থ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন—যে ব্যক্তির কোনো সন্তান ও বাপ-দাদা কেউ বেঁচে নেই, তাকে 'কালালা' বলে। আবার

إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۚ

যদি তার (বোনের) কোনো সন্তান না থাকে ;[২৩২] তবে তারা (বোনেরা) যদি দুজন হয় তবে তাদের জন্য তিনের দুই অংশ[২৩৩] যা সে রেখে গেছে তা থেকে ;

وَإِنْ كَانُوٓا إِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ

আর যদি ভাই-বোন কয়েকজন হয় তবে পুরুষের জন্য দু নারীর সমান অংশ ;

يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

আল্লাহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন যাতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও ; আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত।

إِنْ-যদি ; لَّمْ يَكُنْ-না থাকে ; لَّهَا-তার (বোনের) ; وَلَدٌ-সন্তান ; فَإِنْ-তবে যদি ; كَانَتَا-তারা (বোনেরা) হয় ; اثْنَتَيْنِ-দুজন ; فَلَهُمَا-(ف+لهما)-তবে তাদের জন্য; الثُّلُثٰنِ-(ال+ثلثان)-তিনের দু অংশ ; مِمَّا تَرَكَ-(من+ما+ترك)-যা সে রেখে গেছে তা থেকে ; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; كَانُوٓا-তারা হয় ; إِخْوَةً-কয়েকজন ভাই-বোন ; رِّجَالًا-পুরুষেরা ; وَّ-ও ; نِسَآءً-নারীরা ; فَلِلذَّكَرِ-(ف+ل+ال+ذكر) তবে পুরুষের জন্য ; مِثْلُ-সমান ; حَظِّ-অংশ ; الْأُنْثَيَيْنِ-(ال+انثيين)-দু নারীর ; يُبَيِّنُ-সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন ; اللهُ-আল্লাহ ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; أَنْ تَضِلُّوا-যাতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও ; وَاللهُ-আর আল্লাহ ; بِكُلِّ شَيْءٍ-(ب+كل+شيء)-প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে ; عَلِيمٌ-বিশেষভাবে অবহিত।

কারো মতে, শুধুমাত্র নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে 'কালালা' বলে। হযরত আবু বকর (রা)-এর মতে প্রথমোক্ত মতই সঠিক। হযরত উমর (রা) এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। পবিত্র কুরআন মজীদ থেকেও প্রথমোক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন অত্র আয়াতে 'কালালা'-এর মীরাস করা হয়েছে বোনকে অথচ পিতা জীবিত থাকলে বোন মীরাস পায় না। সুতরাং 'কালালা' দ্বারা সন্তানহীন ও পিতা-দাদাহীন অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকেই বুঝানো হয়েছে।

২৩১. এখানে সেসব ভাই-বোনের মীরাস প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে যারা মৃতের সাথে পিতা-মাতা উভয় দিক দিয়ে অথবা শুধু পিতার দিক দিয়ে সম্পর্কিত। এটাই সর্বসম্মত মত।

২৩২. মৃতের যদি নির্দিষ্ট অংশ প্রাপ্য অন্য কোনো অংশীদার না থাকে তবে ভাই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে। তবে নির্দিষ্ট অংশ প্রাপ্য যেমন স্বামী যদি বর্তমান থাকে তাহলে তার অংশ প্রদান করার পর ভাই বাকী অংশের মালিক হবে।

২৩৩. দুয়ের বেশী বোন হলেও তারা সবাই তিনের দু অংশের মধ্যেই সমান হারে অংশীদার হবে।

২৪ রুকূ' (১৭২-১৭৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর গোলাম তথা যথার্থ অর্থে তাঁর দাস হতে পারা অত্যন্ত গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়। অতএব আল্লাহর গোলাম হওয়ার জন্য আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করা আবশ্যক।

২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গোলামী বা দাসত্ব করাই নিতান্ত লজ্জা বা মর্যাদাহানীকর বিষয়।

৩. মুশরিক ও খৃষ্টানরা ঈসা মসীহকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে এবং ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করে তাদের কাল্পনিক মূর্তী বানিয়ে তার পূজা করে নিতান্ত লজ্জা ও মর্যাদাহানীকর কাজই করে। আর তাই চিরস্থায়ী শাস্তি ও অপমানজনক পরিণতির মুখোমুখি হতে তারা বাধ্য।

৪. রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবই আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৫. কুরআন মাজীদ মানুষের হিদায়াতের জন্য সুস্পষ্ট নূর তথা আলোকবর্তিকা।

৬. রাসূলুল্লাহ (স)-এর রিসালাতের প্রমাণের জন্য তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও তাঁর উপর নাযিলকৃত কুরআন মাজীদের পরে অন্য কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

৭. যারা লজ্জা-সংকোচ ও গর্ব-অহংকার বশত আল্লাহর গোলামী ও দাসত্ব থেকে ফিরে থাকে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে যা থেকে বাঁচানোর জন্য তারা কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

৮. যারা আল্লাহর গোলাম হওয়ার জন্য রাসূলের পথ অনুসরণ করবে এবং দৃঢ়ভাবে সে পথে চলবে তারা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের অধিকারী হবে এবং তারাই সরল পথের পথিক হবে।

৯. সূরা আন নিসার প্রথম দিকে মীরাস সম্পর্কিত বিধান নাযিল হয়েছে। সেখানে 'কালালা' তথা পিতা ও সন্তানহীন মৃত ব্যক্তির মীরাসের বিধান নাযিল হয়নি। তাই সূরার শেষাংশে তা সংযোজিত হয়েছে।

১০. 'কালালা'-এর এক বোন থাকাবস্থায় বোন পরিত্যক্ত সম্পদের দুইয়ের এক অংশ পাবে। আর এরূপ নিঃসন্তান অবস্থায় বোনের মৃত্যু হলে ভাই উত্তরাধিকারী হবে। আর বোন দুজন বা ততোধিক ভাই বোন হলে তারা তিনের দু অংশ পাবে। এ ক্ষেত্রে এক ভাই দু বোনের অংশের সমান হারে মীরাস পাবে।

১১. মীরাসের ব্যাপারে কুরআন মাজীদের উল্লেখিত বিধানের ব্যতিক্রম করলে আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে কাজ করার শামিল বলে গণ্য হবে।

[দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত]

শব্দে শব্দে আল কুরআন

দ্বিতীয় খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান